শব্দে শব্দে আল কুরআন

চতুর্থ খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শব্দে শব্দে আল কুরআন

চতুর্থ খণ্ড

সূরা আল আ'রাফ ও সূরা আল আনফাল

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৪৯

১ম প্রকাশ

রবিউস সানি	১৪২৬
জ্যৈষ্ঠ	১৪১২
মে	২০০৫

বিনিময় ঃ ১৯০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 4th Volume by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 190.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?"–সূরা আল ক্বামার ঃ ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয়- সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ (১) আল কুরআনুল করীম—

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মাজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এ সংকলনের চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তাহলো, মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়। আমাদের এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন।

বিনীত
—প্রকাশক

সূচীপত্র

সূরা আল আ'রাফ
আয়াত ঃ ২০৬
রুকূ' ঃ ২৪

নামকরণ ঃ সূরার নাম 'আল আ'রাফ অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি উঁচু স্থান। সূরার ৪৮ আয়াতে 'আসহাবুল আ'রাফ'-এর 'আ'রাফ' শব্দটিকেই সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সূরা আরাফ নাম রাখার অর্থ এটা বুঝানো যে, এটা সেই সূরা যাতে 'আ'রাফ'-এর উল্লেখ রয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল ঃ সূরা আল আ'রাফ ও সূরা আল আনআম-এর নাযিলের সময়-কাল মোটামুটি কাছাকাছি। তবে কোন্‌টি আগে এবং কোন্‌টি পরে নাযিল হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। উভয় সূরার পটভূমিও একই।

আলোচ্য বিষয় ঃ এ সূরায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে—(১) রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ঈমান এনে তাঁর আনুগত্য-অনুসরণ করা। (২) ঈমান না আনলে—পূর্ববর্তী লোকদের যারা তাদের নবীর প্রতি ঈমান না আনার কারণে যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল তার ভয় প্রদর্শন। (৩) আহলে কিতাবের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান। (৪) মুনাফিকীর ভয়াবহ পরিণাম। (৫) রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কিরামকে তাবলীগে দীনের পদ্ধতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত দান। (৬) বিরোধীদের উত্তেজক আচরণ ও অত্যাচারের মুকাবিলায় ধৈর্য ও সহনশীলতার নীতি গ্রহণের উপদেশ দান। (৭) আবেগের বশে উদ্দেশ্য-লক্ষের পরিপন্থী পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ প্রদান ইত্যাদি।

❐

রুকূ' ২৪ — # ৭. সূরা আল আরাফ-মাক্কী — আয়াত ২০৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

① الٓمّٓصٓ ② كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ

১. আলিফ লাম মীম সা-দ। ২. এ কিতাব আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে,[১] অতএব আপনার অন্তরে যেন কোনো সংকোচ না থাকে সে সম্পর্কে[২]

لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ③ اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ

যেন আপনি তার মাধ্যমে সতর্ক করতে পারেন এবং এটা মু'মিনদের জন্য উপদেশ।[৩] ৩. তোমরা তার অনুসরণ করো যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে,

مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না ;[৪] তোমরাতো নিতান্ত কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।

① الٓمّٓصٓ-(আলিম লাম মীম সা-দ) এর অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন। ② كِتٰبٌ- এ কিতাব ; اُنْزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ; اِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; فَلَا يَكُنْ-(ف+لايكن)-অতএব যেন না থাকে ; فِيْ صَدْرِكَ-(فى+صدر+ك)-আপনার অন্তরে ; حَرَجٌ-কোনো সংকোচ ; مِّنْهُ-(من+ه)-সে সম্পর্কে ; لِتُنْذِرَ-যেন আপনি সতর্ক করতে পারেন ; بِهٖ-তার মাধ্যমে ; وَ-এবং ; ذِكْرٰى-এটা উপদেশ ; لِلْمُؤْمِنِيْنَ-(ل+ال+مؤمنين)-মু'মিনদের জন্য। ③ اِتَّبِعُوْا-তোমরা অনুসরণ করো ; مَآ-তার যা ; اُنْزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ; اِلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; مِّنْ-নিকট থেকে ; رَّبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; لَاتَتَّبِعُوْا-তোমরা অনুসরণ করো না ; مِنْ دُوْنِهٖ-(من+دون+ه)-তাকে ছাড়া ; اَوْلِيَآءَ-অন্য অভিভাবকদের ; قَلِيْلًا-নিতান্ত কমই ; مَّا-তা যা ; تَذَكَّرُوْنَ-তোমরা উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।

১. 'কিতাব' দ্বারা এখানে সূরা আল আ'রাফ বুঝানো হয়েছে।

২. অর্থাৎ কোনো প্রকার দ্বিধা-সংকোচ না করে দীনী দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান। বিরোধীরা এ কাজকে কিভাবে গ্রহণ করবে বা কি প্রতিক্রিয়া দেখাবে এ ব্যাপারে কোনো পরোয়া করবেন না। 'হারাজ' শব্দের অর্থ এখানে 'সংকোচ' করা হয়েছে। এর

④ وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَآئِلُوْنَ ○

৪. আর কত জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের উপর এসে পড়েছিল আমার শাস্তি রাতের বেলা অথবা যখন তারা দুপুরে বিশ্রামরত ছিল।

⑤ فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا

৫. অতপর আমার শাস্তি যখন তাদের উপর এসে পড়েছে তখন তাদের এছাড়া কোনো কথাই ছিল না যে, তারা বললো—

اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑥ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ

অবশ্যই আমরা ছিলাম যালিম।[৫] ৬. অতপর যাদের কাছে রাসূল পাঠানো হয়েছিল তাদের আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো[৬]

④ وَ-আর ; كَمْ-কত ; مِّنْ قَرْيَةٍ-জনপদকে ; اَهْلَكْنٰهَا-(اهلكنا+ها)-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; فَجَآءَهَا-(ف+جاء+ها)-এবং তাদের উপর এসে পড়েছিল ; بَاْسُنَا-(باس+نا)-আমার শাস্তি ; بَيَاتًا-রাতের বেলা ; اَوْ-অথবা ; هُمْ-তারা ; قَآئِلُوْنَ-যখন তারা দুপুরে বিশ্রামরত ছিল। ⑤ فَمَا كَانَ-(ف+ما كان)-তারপর ছিল না ; دَعْوٰىهُمْ-(دعوى+هم)-তাদের কোনো কথা ; اِذْ-যখন ; جَآءَهُمْ-(جاء+هم)-তাদের উপর এসে পড়েছে ; بَاْسُنَآ-(باس+نا)-আমার শাস্তি ; اِلَّآ اَنْ-এছাড়া যে ; قَالُوْٓا-তারা বললো ; اِنَّا-অবশ্যই আমরা ; كُنَّا-ছিলাম ; ظٰلِمِيْنَ-যালিম ⑥ فَلَنَسْئَلَنَّ-(ف+نسئلن)-অতপর আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে ; اُرْسِلَ-রাসূল পাঠানো হয়েছিল ; اِلَيْهِمْ-যাদের কাছে ;

আভিধানিক অর্থ ঘন ঝোঁপ-ঝাড় যার মধ্য দিয়ে চলাচল কঠিন। আর মনের 'হারাজ' অর্থ বিরোধীদের তৎপরতার কারণে সামনে অগ্রসর হওয়ার পথ বন্ধ মনে করে থেমে যাওয়া। সূরা আল হিজর-এর ৯৭ আয়াত ও সূরা হূদ-এর ১২ আয়াতে এটাকে 'অন্তরের সংকীর্ণতা' বলা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ এ সূরার মূল উদ্দেশ্যতো সতর্কীকরণ তথা মানুষকে রাসূলের দাওয়াত গ্রহণ না করার পরিণাম সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা ; কিন্তু এর আনুসঙ্গিক উপকারিতাও রয়েছে, আর তাহলো মুমিনদের জন্য একটি শিক্ষা।

৪. এটা এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। অত্র ভাষণে যে মূল দাওয়াত প্রদত্ত হয়েছে তাহলো—এ পৃথিবীতে মানুষকে যথার্থ ও সফল জীবন যাপন করার জন্য যে সঠিক পরিচালন ব্যবস্থা ও দিকনির্দেশনার প্রয়োজন, সে জন্য তাকে অবশ্যই শুধুমাত্র

وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝

এবং জিজ্ঞেস অবশ্যই করবো রাসূলদেরকেও।[৭] ৭. অতপর আমি তাদের নিকট পূর্ণ জ্ঞান সহকারে বিবরণ পেশ করবো, কেননা আমিতো (সেখানে) অনুপস্থিত ছিলাম না।

۝ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِۨ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ

৮. আর সেদিনের ওযন হবে যথার্থ ;[৮] অতএব যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে

وَ-এবং ; لَنَسْئَلَنَّ-জিজ্ঞেস অবশ্যই করবো ; الْمُرْسَلِيْنَ-(ال+مرسلين)-রাসূলদেরকেও। ⑦ فَلَنَقُصَّنَّ-(ف+لنقصن)-অতপর আমি বিবরণ পেশ করবো ; عَلَيْهِمْ-তাদের নিকট ; بِعِلْمٍ-(ب+علم)-পূর্ণ জ্ঞান সহকারে ; وَّ-কেননা ; مَا كُنَّا-আমি ছিলাম না ; غَآئِبِيْنَ-অনুপস্থিত। ⑧ وَ-আর ; الْوَزْنُ-(ال+وزن)-ওযন হবে ; يَوْمَئِذِ ن-সেদিনের; الْحَقُّ-(ال+حق)-যথার্থ ; فَمَنْ-(ف+من)-অতএব যাদের ; ثَقُلَتْ-ভারী হবে ; مَوَازِيْنُهٗ-(موازينه+ه)-তার পাল্লা ; فَاُولٰٓئِكَ-(ف+اولئك)-তারাই হবে ;

আল্লাহকে পথপ্রদর্শক মেনে নিতে হবে এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে হেদায়াতনামা পাঠিয়েছেন, একমাত্র তাঁরই আনুগত্য-অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহকে ছেড়ে অন্য যে কারো দিকনির্দেশনা মেনে চলা এবং তার আনুগত্যে নিজেকে সঁপে দেয়া মানুষের জন্য একটি মৌলিক ভ্রান্তি। যার পরিণাম ফল সর্বদাই ধ্বংস হয়েই দেখা দিয়েছে। এখানে 'আওলিয়া' শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে যে, মানুষ যার নির্দেশনা অনুসারে চলে মূলত তাকেই সে নিজের অভিভাবক মেনে নেয়—সে তা মৌখিকভাবে এর স্বীকৃতি দিক বা অস্বীকার করুক।

৫. অর্থাৎ তোমাদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য সেসব সম্প্রদায়ের উদাহরণ তোমাদের সামনে রয়েছে যারা আল্লাহ তাআলার হেদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষ ও শয়তানদের নির্দেশনা মেনে চলেছে ; অতপর তারা এমনভাবে বিনষ্ট হয়ে গেছে যে, পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব এক অসহনীয় লানত হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং আল্লাহর আযাব এসে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে পৃথিবীকে তাদের নাপাকী থেকে পবিত্র করেছে।

৬. 'জিজ্ঞাসাবাদ' দ্বারা কিয়ামতের দিনের জিজ্ঞাসাবাদ উদ্দেশ্য। অপরাধী সম্প্রদায়ের ওপর দুনিয়াতে যেসব শাস্তি আপতিত হয় তা তাদের কর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ নয় এবং তা তাদের অপরাধের পূর্ণ শাস্তিও নয় ; বরং তার অবস্থা এরূপ যে, কোনো অপরাধী অপরাধ করে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করছিল, হঠাৎ তাকে গ্রেফতার করা হলো। ইসলামের ইতিহাস এ ধরনের গ্রেফতারের অগণিত উদাহরণে

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ

সফলকাম। ৯. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই সেসব লোক যারা

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ

নিজেদের ক্ষতি করেছে,[৮] কারণ তারা আমার নিদর্শন নিয়ে বাড়াবাড়ি করতো।
১০. আর নিসন্দেহে তোমাদেরকে আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি

فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

যমীনে এবং তোমাদের জন্য আমি তাতে জীবিকার উপকরণসমূহ সৃষ্টি করেছি,
তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে থাকো।

هُمْ-যারা ; الْمُفْلِحُوْنَ-(ال+مفلحون)-সফলকাম। ⑨ وَ-আর ; مَنْ-যাদের ; خَفَّتْ-হালকা হবে ; مَوَازِيْنُهُ-তার পাল্লা ; فَأُولٰئِكَ-তারাই সেসব লোক ; الَّذِيْنَ-যারা ; خَسِرُوْا-ক্ষতি করেছে ; أَنْفُسَهُمْ-নিজেদের ; بِمَا-কারণে ; كَانُوْا-তারা করতো ; بِاٰيٰتِنَا-আমার নিদর্শন নিয়ে ; يَظْلِمُوْنَ-বাড়াবাড়ি। ⑩ وَ-আর ; لَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ-(ل+قد مكنا+كم)-নিসন্দেহে আমি তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; وَ-এবং ; جَعَلْنَا-আমি সৃষ্টি করেছি ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; فِيْهَا-তাতে ; مَعَايِشَ-জীবিকার উপকরণসমূহ ; قَلِيْلًا-খুব কমই ; مَا تَشْكُرُوْنَ-তোমরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে থাকো।

ভরপুর। এসব উদাহরণে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সুযোগ দিতে থাকেন, তাদের অপরাধের জন্য সতর্ক করেন, যাতে সে নিজের অপরাধ থেকে ফিরে আসে। এরপরও সে যখন মন্দ কাজ থেকে বিরত না হয় তখন হঠাৎ তাকে পাকড়াও করে নেয়া হয়। অতপর (এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, এমন এক সময় আসা অবশ্যম্ভাবী যেদিন) সকল অপরাধীদের বিচারের জন্য আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাদের সকল কর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর এজন্যই পূর্বের আয়াতে যেখানে দুনিয়ার শাস্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে—তার সাথে 'অতপর' শব্দ দ্বারা পরবর্তী আয়াতটি জুড়ে দেয়া হয়েছে। দুনিয়াতে বারবার শাস্তি দান আখিরাতে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হওয়ার বাস্তব প্রমাণ স্বরূপ।

৭. এর দ্বারা জানা যায় যে, আখিরাতের জিজ্ঞাসাবাদের মূল ভিত্তি হবে রিসালাত। একদিকে রাসূলদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, মানব জাতিকে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে তোমরা কি কি করেছো ? অপর দিকে যাদের নিকট রাসূলের মাধ্যমে

আল্লাহর পয়গাম পৌঁছেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, আল্লাহর পয়গামের সাথে তোমরা কি আচরণ করেছো ?

৮. অর্থাৎ সেদিন আল্লাহর ইনসাফের দাঁড়িপাল্লায় সত্য ছাড়া কিছুই ওযনযোগ্য হবে না এবং ওযন ছাড়া কিছুই সত্য হিসেবে গৃহীত হবে না। বাতিলের আকার-আকৃতি যত লম্বা-চওড়াই হোক না কেন এবং তার কর্মতৎপরতার যত উজ্জ্বল ফিরিস্তি থাকুক না কেন আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় তা ওযনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৯. এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—মানুষের পুরো জীবনের কর্মকাণ্ডকে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দু ভাগে ভাগ করা হবে। ধনাত্মক অংশে সত্যের জ্ঞান, সত্য অনুসরণ, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম-প্রচেষ্টা ইত্যাদিকে গণ্য করা হবে এবং আখিরাতে যাকিছু মূল্যবান ও ওযনযোগ্য বলে গণ্য হবে, তা এগুলোই হবে। অপরদিকে মানুষ সত্য বিচ্যুত হয়ে যাকিছুই করবে তা সবই ঋণাত্মক অংশে স্থান লাভ করবে। শুধু যে ঋণাত্মক অংশে স্থান লাভ করবে তাও নয়, বরং ধনাত্মক অংশের মর্যাদাও কমিয়ে দেবে।

১ রুকূ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দীন ও শরীআতের প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিয়োজিত সৈনিকদের অন্তরে কোনো প্রকার দ্বিধা-সংকোচ বা ভয় থাকা উচিত নয়।

২. যাদের সাথে স্বয়ং আল্লাহ রয়েছেন তাদের কোনো প্রকার ভয় থাকার কোনো কারণই থাকতে পারে না।

৩. আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাঁর দীনের দাওয়াত গ্রহণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন যে, তারা দীনী দাওয়াত দানকারীদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিল।

৪. অপরদিকে 'দায়ী' তথা দীনের দাওয়াতদানকারীদেরকেও জিজ্ঞেস করা হবে যে, তারা তাদের দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছিল এবং লোকদের নিকট থেকে কিরূপ সাড়া পেয়েছিল।

৫. আল্লাহ তাআলার জিজ্ঞাসার জবাবে কেউ প্রকৃত সত্যের এদিক-সেদিক কোনো কথাই বলতে পারবে না ; কেননা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সকলের সার্বিক কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

৬. কিয়ামতের দিন মানুষের সকল কর্ম পরিমাপ করা হবে।

৭. যাদের সৎকর্ম অসৎকর্মের চেয়ে বেশী হবে তারাই সফলতা লাভ করবে। আর যাদের সৎকর্মের পাল্লা হালকা হবে তারাই ধ্বংস হবে এবং এর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-১৫

⑪ وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ق

১১. আর নিসন্দেহে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি অতপর তোমাদেরকে অবয়ব দান করেছি, তারপর আমি ফেরেশতাদের বলেছি—'তোমরা আদমকে সিজদা করো' ;[১০]

فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ⑪ قَالَ مَا مَنَعَكَ

তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করেছে ; সে সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলো না।[১১] ১২. তিনি বললেন—কিসে তোমাকে বিরত রাখলো

⑪ وَ-আর ; لَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ-(ل+قد خلقنا+كم)-নিসন্দেহে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি ; ثُمَّ-অতপর ; صَوَّرْنٰكُمْ-(صورنا+كم)-তোমাদেরকে অবয়ব দান করেছি ; ثُمَّ-তারপর ; قُلْنَا-আমি বলেছি ; لِلْمَلٰٓئِكَةِ-ফেরেশতাদেরকে ; اسْجُدُوْا-তোমরা সিজদা করো ; لِاٰدَمَ-(ل+ادم)-আদমকে ; فَسَجَدُوْٓا-(ف+سجدوا)-তখন সিজদা করেছে সকলেই ; اِلَّآ-ছাড়া ; اِبْلِيْسَ-ইবলীস ছাড়া ; لَمْ يَكُنْ-সে শামিল হলো না; مِنَ-মধ্যে ; السّٰجِدِيْنَ-সিজদাকারীদের। ⑫ قَالَ-তিনি বললেন ; مَا-কি সে ; مَنَعَكَ-(منع+ك)-তোমাকে বিরত রাখলো ;

১০. সূরা বাকারার ৩০ থেকে ৩৯ অয়াতেও আদম (আ)-কে সিজদা করার ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দানের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে যে ভাষায় এ ব্যাপারটি উল্লিখিত হয়েছে তাতে একথা মনে জাগতে পারে যে, শুধু ব্যক্তি আদমকেই সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আর এখানে যে বর্ণনাভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সিজদার নির্দেশ শুধু ব্যক্তি আদমকে নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি আদমকেই সিজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

কুরআন মজীদ থেকে মানুষ সৃষ্টির পর্যায় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে না পারলেও এটা নিসন্দেহে জানতে পারি যে, মানুষ অন্য কোনো জীবের পরিবর্তিত রূপ নয় ; বরং মানুষের বংশধারা চলে আসছে এক জোড়া মানব-মানবী থেকে এবং তাঁদের স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা তথা প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কোনো ইতর প্রাণী আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারে না। সুতরাং মানুষকে ইতর প্রাণী বিবর্তিত রূপ বলা মানুষকে অবমাননা করা এবং আল্লাহর কিতাবকে অমান্য করার শামিল—যা সুস্পষ্ট কুফরী।

أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ

যে, সিজদা করছো না তুমি, যখন আমি তোমাকে আদেশ দিলাম, সে বললো—
আমি তার চেয়ে উত্তম, আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে

وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (১৩) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا

এবং তাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন কাদা থেকে। ১৩. তিনি বললেন—তুমি এখান থেকে নেমে যাও, এটা হতে পারে না যে, তুমি সেখানে থেকে অহংকার করবে ;

فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (১৪) قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ○

অতএব বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি অধমদের মধ্যে শামিল।[১২] ১৪. সে বললো—
আমাকে সময় দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত

أَلَّا تَسْجُدَ-যে, সিজদা করছো না তুমি ; إِذْ-যখন ; أَمَرْتُكَ-(امر+ك)-আমি তোমাকে আদেশ দিলাম ; قَالَ-সে বললো ; أَنَا-আমি ; خَيْرٌ-উত্তম ; مِنْهُ-(من+ه)-তার চেয়ে ; خَلَقْتَنِي-(خلقت+ن+ى)-আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন ; مِنْ-থেকে ; نَارٍ-আগুন ; وَ-এবং ; خَلَقْتَهُ-(خلقت+ه)-তাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন ; مِنْ-থেকে ; طِينٍ-কাদা। (১৩) قَالَ-তিনি বললেন ; فَاهْبِطْ-তুমি নেমে যাও ; مِنْهَا-এখান থেকে ; فَمَا يَكُونُ-(ف+ما يكون)-এরপর এটা হতে পারে না ; لَكَ-তোমার জন্য ; أَنْ ; تَتَكَبَّرَ-সে, তুমি অহংকার করবে ; فِيهَا-সেখানে থেকে ; فَاخْرُجْ-(ف+اخرج)-অতএব বের হয়ে যাও ; إِنَّكَ-(ان+ك)-নিশ্চয়ই তুমি ; مِنَ-মধ্যে শামিল ; الصَّاغِرِينَ-(ال+صغرين)-অধমদের। (১৪) قَالَ-সে বললো ; أَنظِرْنِي-আমাকে সময় দিন ; إِلَىٰ يَوْمِ-দিবস পর্যন্ত ; يُبْعَثُونَ-পুনরুত্থান।

১১. এখানে এটা মনে করা ঠিক নয় যে, শয়তান ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূলত পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদেরকে আদমকে সিজদা করার নির্দেশ দানের অর্থ হলো—পৃথিবীর সকল সৃষ্টি-ই যেন মানুষের অনুগত হয়ে যায়, যারা সকলেই ফেরেশতাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সকল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র ইবলীস-ই সর্বপ্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছে যে, সে মানুষের সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করবে না।

১২. 'সাগিরীন' শব্দের অর্থ যারা নিজেরা স্বেচ্ছায় লাঞ্ছনা ও হীনতাকে বরণ করে নিয়েছে। অতএব আল্লাহ তাআলার এরশাদের অর্থ এটাই যে, তুমি আল্লাহর দাস ও তাঁর সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিজে গর্ব-অহংকারে লিপ্ত হয়েছো এবং আল্লাহর নির্দেশ

⑮ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ⑯ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ

১৫. তিনি বললেন—নিশ্চয়ই তুমি সময়প্রাপ্তদের শামিল। ১৬. সে বললো—আপনি যেহেতু আমাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেছেন, আমিও ওঁত পেতে তাদের জন্য বসে থাকবো

صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ⑰ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

আপনার সরল-সঠিক পথে। ১৭. অতপর আমি তাদের নিকট অবশ্যই আসবো তাদের সামনে থেকে এবং তাদের পেছন থেকে

وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ○

আর তাদের ডানদিক থেকে ও তাদের বামদিক থেকে ; আর আপনি পাবেন না তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে।[১৩]

⑮ قَالَ-তিনি বললেন ; اِنَّكَ-নিশ্চয় তুমি ; مِنَ-শামিল ; الْمُنْظَرِيْنَ-(ال+منظرين)-সময় প্রাপ্তদের। ⑯ قَالَ-সে বললো ; فَبِمَا-যেহেতু ; اَغْوَيْتَنِىْ-আপনি পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেছেন আমাকে ; لَاَقْعُدَنَّ-আমিও ওঁত পেতে বসে থাকবো ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; صِرَاطَكَ-(صراط+ك)-আপনার পথে ; الْمُسْتَقِيْمَ-(ال+مستقيم)-সরল-সঠিক। ⑰ ثُمَّ-অতপর ; لَاٰتِيَنَّهُمْ-(لاتين+هم)-আমি অবশ্যই আসবো তাদের নিকট ; مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ-(من+بين+ايدى+هم)-তাদের সামনে থেকে ; وَ-এবং ; مِنْ-থেকে ; خَلْفِهِمْ-(خلف+هم)-তাদের পেছন ; وَ-আর ; عَنْ-থেকে ; اَيْمَانِهِمْ-(ايمان+هم)-তাদের ডান দিক ; وَ-ও ; عَنْ-থেকে ; شَمَآئِلِهِمْ-তাদের বাম দিক ; وَ-আর ; لَاتَجِدُ-আপনি পাবেন না ; اَكْثَرَهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশকে ; شٰكِرِيْنَ-কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে।

অমান্য করার দুঃসাহস দেখিয়েছো–এর দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, তুমি নিজেই লাঞ্ছিত হতে চাচ্ছো। মিথ্যা গর্ব-অহংকার তোমাকে সম্মানিত করার পরিবর্তে হীন ও লাঞ্ছিত-ই করবে, আর এ অবস্থার জন্য দায়ী তুমি নিজেই।

১৩. এটা ছিল আল্লাহর সাথে ইবলীসের চ্যালেঞ্জ। এর অর্থ হলো—আপনি যে আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন, এ অবকাশকে কাজে লাগিয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবো এটা প্রমাণ করতে যে, আপনি মানুষকে আমার মুকাবিলায় যে মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, তারা এর উপযুক্ত নয়। আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব যে, মানুষ কত অকৃতজ্ঞ, কত নিমকহারাম।

ইবলীসকে দেয় অবকাশ শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপারেই ছিল না ; বরং সে যে কাজ করতে চাচ্ছে তার সুযোগ দেয়াটাও এ অবকাশ দানের শামিল ছিল। মূলত এটা ছিল

⑱ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ

১৮. তিনি বললেন—বের হয়ে যাও এখান থেকে লাঞ্ছিত বিতাড়িত অবস্থায় ; তাদের মধ্যে যে কেউ তোমার অনুসরণ করবে আমি অবশ্যই পূর্ণ করবো

جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ⑲ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

জাহান্নাম তোমাদের সবাইকে দিয়ে। ১৯. আর হে আদম ! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো

فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا

আর খাও তোমরা উভয়ে যেখানে তোমরা চাও, তবে তোমরা উভয়ে এ গাছের নিকটেও যেও না, গেলে তোমরা হয়ে যাবে

⑱ قَالَ-তিনি বললেন; اخْرُجْ-বের হয়ে যাও; مِنْهَا-সেখান থেকে ; مَذْءُومًا-লাঞ্ছিত ;
مَّدْحُورًا-বিতাড়িত অবস্থায়; لَمَنْ-অবশ্যই যে কেউ ; تَبِعَكَ-তোমার অনুসরণ করবে ;
مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; لَأَمْلَئَنَّ-আমি অবশ্যই পূর্ণ করবো ; جَهَنَّمَ-জাহান্নাম ; مِنْكُمْ-
তোমাদের ; أَجْمَعِيْنَ-সবাইকে দিয়ে। ⑲ وَ-আর ; يَادَمُ-হে আদম ! اسْكُنْ-বসবাস
করো ; أَنْتَ-তুমি ; وَ-ও ; زَوْجُكَ-(زوج+ك)-তোমার স্ত্রী ; الْجَنَّةَ-জান্নাতে ; فَكُلَا-
(ف+كلا)-আর তোমরা উভয়ে খাও ; مِنْ-থেকে ; حَيْثُ-যেখান ; شِئْتُمَا-তোমরা
চাও ; وَ-তবে ; لَاتَقْرَبَا-তোমরা উভয়ে নিকটেও যেও না ; هٰذِهِ-এ ; الشَّجَرَةَ-(ال+
شجرة)-গাছের ; فَتَكُوْنَا-(ف+تكونا)-গেলে তোমরা হয়ে যাবে ;

মানুষকে পথভ্রষ্ট করা এবং তার দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে তাকে আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার অনুপযুক্ত প্রমাণ করার সুযোগ লাভ করা। আল্লাহ তাআলা শর্তাধীনে তাকে এ অবকাশ দিয়েছেন—"আমার বান্দার উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না।"-(সূরা বনী ইসরাঈল-৬৫) অর্থাৎ তুমি শুধু তাদেরকে ভুল বুঝাতে, মিথ্যা আশা দিতে সক্ষম হবে ; পাপ ও গুমরাহীকে তার সামনে মনোরম করে তুলে ধরতে পারবে ; কিন্তু তোমাকে এমন ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে না যে, তাদেরকে হাত ধরে জোরপূর্বক তোমার পথে টেনে নিয়ে যাবে এবং তারা সত্যপথে চলতে চাইলে তাদেরকে বাধার সৃষ্টি করবে। সূরা ইবরাহীমে এরশাদ হয়েছে যে, হাশরের দিন আল্লাহর আদালতে বিচারকার্য শেষ হওয়ার পর পৃথিবীতে যারা তার অনুগত ছিল এমন লোকদেরকে শয়তান ডেকে বলবে—"তোমাদের উপর তো আমার এমন কোনো জোর ছিল না যে, আমার আনুগত্য করতে তোমাদেরকে বাধ্য করেছি, আমিতো এছাড়া আর কিছুই করিনি যে,

مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا

যালিমদের শামিল। ২০. অতপর শয়তান তাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল যাতে প্রকাশ করে দেয় তাদের উভয়ের সামনে

مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ

যা ছিল তাদের নিকট গোপন—তাদের লজ্জাস্থানের এবং বললো—তোমাদের প্রতিপালক এ গাছ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেননি

اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۞ وَقَاسَمَهُمَآ

এছাড়া যে, তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা তোমরা হয়ে যাবে স্থায়ী বাসিন্দার শামিল। ২১. অতপর সে উভয়ের সামনে শপথ করে বললো—

اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۞ فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ

অবশ্যই আমি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের একজন। ২২. অতপর সে প্রতারণা করে উভয়ের পদস্খলন ঘটাল ; তারপর তারা যখন সে গাছের ফল খেলো

مِنَ-শামিল ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমদের। ⑳ فَوَسْوَسَ-(ف+وسوس)-অতপর কুমন্ত্রণা দিল ; لَهُمَا-তাদের উভয়কে ; الشَّيْطٰنُ-শয়তান ; لِيُبْدِيَ-যাতে প্রকাশ করে দেয় ; لَهُمَا-তাদের উভয়ের সামনে ; مَا-যা ; وٗرِيَ-ছিল গোপন ; عَنْهُمَا-তাদের নিকট ; مِنْ سَوْاٰتِهِمَا-(من+سوات+هما)-তাদের লজ্জাস্থানের ; وَ-এবং ; قَالَ-বললো ; مَا نَهٰكُمَا-(ما نهى+كما)-নিষেধ করেননি ; رَبُّكُمَا-(رب+كما)-তোমাদের প্রতিপালক; عَنْ-সম্পর্কে ; هٰذِهِ-এ ; الشَّجَرَةِ-গাছ ; اِلَّآ اَنْ-এছাড়া যে ; تَكُوْنَا-তোমরা উভয়ে হয়ে যাবে ; مَلَكَيْنِ-ফেরেশতা ; اَوْ-অথবা ; تَكُوْنَا-তোমরা হয়ে যাবে ; مِنَ الْخٰلِدِيْنَ-(من+ال+خلدين)-স্থায়ী বাসিন্দার শামিল। ㉑ وَ-অতপর ; قَاسَمَهُمَآ-সে উভয়ের সামনে শপথ করে বললো ; اِنِّيْ-অবশ্যই আমি ; لَكُمَا-তোমাদের ; لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ-(ل+من+ال+نصحين)-শুভাকাঙ্ক্ষীদের একজন। ㉒ فَدَلّٰهُمَا-(ف+دلى+هما)-অতপর সে উভয়ের পদস্খলন ঘটালো ; بِغُرُوْرٍ-প্রতারণা করে ; فَلَمَّا-তারপর যখন ; ذَاقَا-তারা খেলো ; الشَّجَرَةَ-সে গাছের ফল ;

তোমাদেরকে আমার দিকে আহ্বান করেছি, আর তোমরা তাতে সাড়া দিয়েছো, অতএব তোমরা আমাকে ধিক্কার দিও না ; বরং নিজেদেরকেই ধিক্কার দাও।

'আমাকে গুমরাহীতে লিপ্ত করেছো'—আল্লাহর প্রতি শয়তানের এ অভিযোগের অর্থ হলো—আদমকে সিজদা করার নির্দেশ দিয়ে তুমি আমাকে বিপদে নিক্ষেপ করেছো

بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ

প্রকাশ হয়ে পড়লো উভয়ের গোপন অঙ্গ উভয়ের সামনে এবং তারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজেদেরকে ঢাকতে লাগলো।

وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ

আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন—আমি কি তোমাদের উভয়কে এ গাছ সম্পর্কে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি যে,

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ٚ

নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ২৩. তারা উভয়ে বললো—হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুল্‌ম করেছি ;

وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ

অতএব আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হয়ে যাবো।[১৪] ২৪. তিনি বললেন—

بَدَتْ-প্রকাশ হয়ে পড়লো ; لَهُمَا-উভয়ের সামনে ; سَوْاٰتُهُمَا-(سوات+هما)-উভয়ের গোপন অঙ্গ ; وَ-এবং ; طَفِقَا يَخْصِفَانِ-তারা ঢাকতে লাগলো ; عَلَيْهِمَا-নিজেদেরকে; مِنْ-দ্বারা ; وَرَقِ-পাতা ; الْجَنَّةِ-জান্নাতের ; وَ-আর ; نَادٰهُمَا-(نادى+هما)-তাদেরকে ডেকে বললেন ; رَبُّهُمَآ-(رب+هما)-তাদের প্রতিপালক ; اَلَمْ اَنْهَكُمَا-(ا+لم انهى+كما)-আমি কি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি ; عَنْ تِلْكُمَا-তোমাদের উভয়কে ; الشَّجَرَةِ-এ গাছ সম্পর্কে ; وَ-এবং ; اَقُلْ-বলিনি ; لَّكُمَآ-তোমাদেরকে যে, ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الشَّيْطٰنَ-শয়তান ; لَكُمَا-তোমাদের ; عَدُوٌّ-শত্রু ; مُّبِيْنٌ-প্রকাশ্য। ﴿٢٣﴾ قَالَا-তারা উভয়ে বললো ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; ظَلَمْنَآ-আমরা যুলুম করেছি ; اَنْفُسَنَا-(انفس+نا)-আমাদের নিজেদের উপর ; وَاِنْ-অতএব যদি ; لَّمْ تَغْفِرْ-আপনি ক্ষমা না করেন ; لَنَا-আমাদেরকে ; وَ-এবং ; تَرْحَمْنَا-দয়া না করেন আমাদের প্রতি; لَنَكُوْنَنَّ-তবে অবশ্যই আমরা হয়ে যাবো ; مِنَ-শামিল ; الْخٰسِرِيْنَ-ক্ষতিগ্রস্তদের। ﴿٢٤﴾ قَالَ-তিনি বললেন ;

এবং আমার অন্তরে সুপ্ত অহংকারকে উস্কে দিয়ে আমাকে এমন অবস্থায় উপনীত করেছো যাতে আমি তোমার নাফরমানী করতে উদ্যত হয়েছি। নির্বোধ শয়তানের অন্তরের কামনা মনে হয় এটাই ছিল, তা না হলে তার অন্তরের চুরি ধরা পড়তো না

اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ

তোমরা নেমে যাও,[১৫] তোমাদের একে অপরের শত্রু ;
আর তোমাদের জন্য দুনিয়াতে রয়েছে

مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান ও জীবিকা। ২৫. তিনি বললেন—তোমরা সেখানেই
জীবনযাপন করবে এবং সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে

وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۝

আর সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে।

اهْبِطُوْا-তোমরা নেমে যাও ; بَعْضُكُمْ-(بعض+كم)-তোমাদের একে ; لِبَعْضٍ-(ل+بعض)-অপরের ; عَدُوٌّ-শত্রু ; وَ-আর ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য রয়েছে ; فِي الْأَرْضِ-দুনিয়াতে ; مُسْتَقَرٌّ-অবস্থান ; وَّ-ও ; مَتَاعٌ-জীবিকা ; اِلٰى حِيْنٍ-নির্দিষ্ট সময়ের। ㉕ قَالَ-তিনি বললেন ; فِيْهَا-সেখানেই ; تَحْيَوْنَ-তোমরা জীবন যাপন করবে ; وَ-এবং ; فِيْهَا-সেখানেই ; تَمُوْتُوْنَ-তোমাদের মৃত্যু হবে ; وَ-আর ; مِنْهَا-সেখান থেকেই ; تُخْرَجُوْنَ-তোমাদেরকে বের করে আনা হবে।

এবং তার অন্তরে লুক্কায়িত প্রবঞ্চনা ও গর্ব তাতে গোপন থেকে যেতো। এটা এমন নিচু প্রকৃতির কথা ছিল যার জবাব দানের কোনো প্রয়োজনীয়তাই আল্লাহ মনে করেন নি, তাই তিনি তার একথার প্রতি কোনো কর্ণপাত করেন নি।

১৪. হযরত আদম (আ)-এর কাহিনীতে নিম্নের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সামনে ফুটে ওঠে—

এক ঃ লজ্জা মানুষের স্বাভাবগত গুণ। এটা মানুষের নিজের উপার্জিত নয় এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের মাধ্যমেও এটা মানুষের মধ্যে বিকাশ লাভ করেনি।

দুই ঃ মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করার জন্য শয়তান ও তার চেলাদের প্রথম কাজ হলো, মানুষকে লজ্জাহীন করা আর এজন্য নগ্নতা ও বেহায়াপনার দিকে মানুষকে ঠেলে দিয়ে মানুষের সামনে যৌন বিষয়কে তুলে ধরাও শয়তানের কাজ। নারী জাতিকে পর্দাহীন উন্মুক্ত-উলংগ না করতে পারলে শয়তানের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না ; তাই নারীদেরকে তারা লোভ দেখায় যে, পর্দাহীনতার মধ্যেই প্রগতি ও উন্নতির মূল চাবিকাঠি নিহিত।

তিন ঃ শয়তান মানুষকে প্রকাশ্যে পাপের দিকে আহ্বান না করে মানুষের কল্যাণকামী সেজে প্রতারণার জালে বন্দী করে উদ্দেশ্য পূরণ করতে চায়।

চার ঃ মানুষের মধ্যে উচ্চতর ও শাশ্বত জীবন লাভের যে কামনা বিদ্যমান, শয়তান তাকে পুঁজি করে মানুষের অন্তরের এ সুপ্ত কামনাকে উস্কে দিয়ে তাকে প্রতারিত করতে চায়। মানুষ তার ফাঁদে পা দিলে শয়তান তাকে প্রতারিত করে নিম্নতম স্থানে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

পাঁচ ঃ শয়তান আদম (আ) ও হাওয়া (আ) উভয়কে একই সাথে প্রতারিত করেছে। হাওয়া (আ)-কে প্রথমে প্রতারিত করার প্রচলিত ধারণা কুরআন মজীদের বিপরীত। এতে নারীর সামাজিক মর্যাদাকে নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছানোর প্রচেষ্টাই পরিলক্ষিত হয়।

ছয় ঃ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হুকুম-আহকামের আনুগত্য করবে ততক্ষণ পর্যন্তই মানুষের প্রতি আল্লাহর সাহায্য-সমর্থন থাকবে। আর যখন মানুষ নাফরমানী করা শুরু করবে তখন থেকে তাকে সাহায্য-সমর্থন করার দায়িত্ব আল্লাহর উপর থেকে চলে যায় এবং তাদের যাতবীয় দায়িত্ব তাদের নিজেদের উপরই বর্তায়।

সাত ঃ মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার অযোগ্য প্রমাণ করতে শয়তানের প্রথম চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করেনি, কিন্তু শয়তান তা করেছে। মানুষ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে আল্লাহর নাফরমানী করেনি, করেছে প্রতারণার জালে আবদ্ধ হয়ে ; আর শয়তান নাফরমানী করেছে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে। মানুষকে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করার পর সে বিদ্রোহ করেনি ; বরং নিজের ভুলের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছে—নিজের ভুলকে স্বীকার করে নিয়েছে ; অপর দিকে শয়তানকে সতর্ক করার পর সে অধিকতর নাফরমানীতে লিপ্ত হয় ও তাতে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

আট ঃ মানুষের জন্য শোভনীয় পথ হলো নিজের ভুল-ভ্রান্তি বুঝতে পেরে তা থেকে ফিরে আসা এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর শয়তানী পথ হলো আল্লাহর আনুগত্য পরিত্যাগ করা, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা, গর্ব-অহংকার করা এবং যারা আল্লাহর আনুগত্যের পথে চলতে চায় তাদেরকে বিভ্রান্ত করা, নাফরমানী পথে চলতে উৎসাহিত করা।

১৫. আদম ও হাওয়া (আ)-কে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের আদেশ শাস্তি নয় ; কারণ আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব তাঁদের দুনিয়াতে নেমে আসার নির্দেশ ছিল তাঁদেরকে তথা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষে।

২ রুকূ' (১১-২৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে কাফিরের দোয়াও আল্লাহর দরবারে কবুল হতে পারে, তাই ইবলীসের মত মহা কাফিরের দোয়াও আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে।

২. শয়তানের হামলা মানুষের উপর চতুর্দিক থেকে নয় ; বরং উপর এবং নীচ থেকে হামলাও এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীস থেকে জানা যায় যে, শয়তান মানব দেহে প্রবেশ করে রক্তবাহী রগের মাধ্যমেও মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সদা তৎপর।

৩. ইবলীসকে তার প্রার্থনা অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়নি ; বরং তাকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহর জ্ঞানে সংরক্ষিত।

৪. যারা শয়তানের আনুগত্য করবে তাদেরকেও শয়তানের সাথেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৫. শয়তান শুধুমাত্র হাওয়া (আ)-কে কুমন্ত্রণা দেয়নি, তাঁদের উভয়কেই একই সাথে কুমন্ত্রণা দিয়েছে। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার ব্যাপারে শুধুমাত্র হাওয়া (আ) দায়ী নন, যেমনটি অনেকে মনে করে থাকে।

৬. আল্লাহর আদেশের বিপরীত করা তাঁদের জিদ বা হঠকারিতাবশত ছিল না ; বরং তা ছিল শয়তানের প্ররোচনায় ভুলবশত।

৭. আর ইবলীসের আদমকে সিজদা করার আল্লাহর আদেশ অমান্য করাটা ছিল তার অহংকার ও হঠকারী সিদ্ধান্ত।

৮. আদম ও হাওয়া নিজের ভ্রান্তি বুঝতে পেরে আল্লাহর নিকট অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থী হলে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেন। এ থেকে এটা প্রমাণ হয় যে, মানুষ অপরাধ করে ফেললে তার জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমাপ্রার্থী হলে তিনি তাওবা কবুল করেন এবং অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

৯. ইবলীস তার অপরাধ তো স্বীকার করেই নি ; বরং উল্টো তার দাবীতে অটল থেকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। মানুষের জন্য উচিত শয়তানের এ বৈশিষ্ট পরিত্যাগ করে আদম ও হাওয়া (আ)-এর বৈশিষ্ট গ্রহণ করা।

১০. লজ্জা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট। শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য প্রাথমিক কাজ হিসেবে মানুষকে লজ্জাহীন করার প্রচেষ্টা করে। আদম-হাওয়াকেও লজ্জাহীনতার পথেই টেনে আনতে চেয়েছে।

১১. আজও শয়তানী শক্তির প্রথম প্রচেষ্টা হলো নারীদেরকে বেপর্দা করে লজ্জাহীন করে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করা।

১২. লজ্জা মানুষের কোনো উপার্জিত বৈশিষ্ট নয়। এটা সৃষ্টিগত গুণ। লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন—যার লজ্জা নেই তার ঈমান নেই।

১৩. মু'মিনের বৈশিষ্ট হলো—কোনো পাপ কাজ তার দ্বারা সংঘটিত হয়ে গেলে অনুভূতি আসার সাথে সাথেই নিরাশ না হয়ে তাওবা করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। শয়তান ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য এখানেই।

১৪. শয়তান যে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু তা আদম ও হাওয়া (আ)-এর বর্ণিত ঘটনা থেকেই প্রমাণিত।

১৫. জান্নাত থেকে নামিয়ে দেয়া আদম-হাওয়ার অপরাধের শাস্তি ছিল না ; কারণ তাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করেছেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

১৬. তাঁদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষে ; আর তা হলো আল্লাহর খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করা।

১৭. মানুষ নির্দিষ্ট কিছুদিন পৃথিবীতে অবস্থান করবে, অতপর এখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং এখান থেকেই তাদেরকে হাশরের মাঠে বিচারের জন্য উপস্থিত করানো হবে।

১৮. শয়তান মানুষকে বিপথগামী করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে ; কিন্তু সে কাউকে বিপথে যেতে বাধ্য করতে পারে না।

১৯. যারা শয়তানের প্ররোচনায় বিপথে চলে যায় কিয়ামতের দিন সে তাদের থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। বিপথে যাওয়ার সকল দায়-দায়িত্ব বিপথগামী মানুষের উপরই বর্তাবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿٢٦﴾ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ

২৬. হে আদম সন্তানরা![16] নিসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য পোশাকের বিধান দিয়েছি, যা ঢেকে রাখে তোমাদের লজ্জাস্থানকে

وَرِيْشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۖ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

এবং তা সৌন্দর্যের উপকরণও, আর তাকওয়ার পোশাক, এটাই সবচেয়ে উত্তম ; এটা আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত

لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ

আশা করা যায় তারা উপদেশ গ্রহণ করবে। ২৭. হে আদম সন্তানরা! শয়তান যেন তোমাদেরকে কখনো প্ররোচিত করতে না পারে যেমনি বের করেছিল

﴿٢٦﴾ يٰبَنِىْ-(يا+بنى)-হে সন্তানেরা ; اٰدَمَ-আদম ; قَدْ اَنْزَلْنَا-নিসন্দেহে আমি বিধান দিয়েছি ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের জন্য ; لِبَاسًا-পোশাকের ; يُوَارِىْ-যা ঢেকে রাখে ; سَوْاٰتِكُمْ-(سوات+كم)-তোমাদের লজ্জাস্থানকে ; وَ-এবং ; رِيْشًا-তা সৌন্দর্যের উপকরণ ও ; وَ-আর ; لِبَاسُ-পোশাক ; التَّقْوٰى-তাকওয়ার ; ذٰلِكَ-এটা ; خَيْرٌ-সবচেয়ে উত্তম ; ذٰلِكَ-এটা ; مِنْ-অন্তর্ভুক্ত ; اٰيٰتِ-নিদর্শনের ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; لَعَلَّهُمْ-(لعل+هم)-আশা করা যায় তারা ; يَذَّكَّرُوْنَ-উপদেশ গ্রহণ করবে। ﴿٢٧﴾ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ-হে আদম সন্তানেরা ; لَا يَفْتِنَنَّكُمْ-(لايفتنن+كم)-তোমাদেরকে কখনো প্ররোচিত করতে না পারে ; الشَّيْطٰنُ-শয়তান ; كَمَا-যেমনি ; اَخْرَجَ-বের করেছিল ;

১৬. আদম ও হাওয়া (আ)-এর ঘটনার কিয়দংশ বর্ণনা করে আরববাসীদের জীবনে শয়তানী আনুগত্যের দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে। আরবের লোকেরা নগ্নতা ও বেহায়াপনার চরম পর্যায়ে পৌছেছিল। তাদের অবস্থান এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, তারা নারী-পুরুষ সকলে এক সাথে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে কা'বা ঘর তাওয়াফ করত। আর নারীরা এ ব্যাপারে ছিল অগ্রগামী। শুধু আরববাসীরা নয় সারা বিশ্বের লোকেরা এ রোগে আক্রান্ত ছিল। আর বর্তমান যুগেও নগ্নতা-বেহায়াপনার সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। তাই আল্লাহ তাআলা শুধু আরবদেরকে নয়, সারা বিশ্বের মানুষকে সম্বোধন করেই সতর্ক করে

أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا

তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে, তাদের থেকে খুলে নিয়েছিল সে তাদের পোশাক যাতে সে প্রকাশ করে দিতে পারে তাদের নিকট

سَوْآتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ

তাদের লজ্জাস্থান ; নিশ্চয়ই দেখতে পায় তোমাদেরকে সে এবং দলবল এমন স্থান থেকে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না ;

إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾ وَإِذَا

নিশ্চয়ই আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি। যারা ঈমান আনে না।[১৭] ২৮. আর যখন

- أَبَوَيْكُمْ-(ابوى+كم)-তোমাদের পিতা-মাতাকে ; مِنَ-থেকে ; الْجَنَّةِ-জান্নাত ; يَنزِعُ-সে খুলে নিয়েছিল ; عَنْهُمَا-তাদের থেকে ; لِبَاسَهُمَا-(لباس+هم)-তাদের পোশাক ; لِيُرِيَهُمَا-(ليرى+هم)-যাতে সে প্রকাশ করে দিতে পারে তাদের নিকট ; سَوْآتِهِمَا-(سوات+هما)-তাদের লজ্জাস্থানকে; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই সে; يَرَاكُمْ-(يرى+كم)-তোমাদেরকে দেখতে পায় ; هُوَ-সে ; وَ-ও ; قَبِيلُهُ-(قبيل+ه)-তার দলবল ; مِنْ حَيْثُ-এমন স্থান থেকে যে, ; لَا تَرَوْنَهُمْ-(لاترون+هم)-তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না ; إِنَّا-নিশ্চয়ই আমি ; جَعَلْنَا-বানিয়ে দিয়েছি ; الشَّيَاطِينَ-শয়তানদেরকে ; أَوْلِيَاءَ-বন্ধু ; لِلَّذِينَ-তাদের যারা ; لَا يُؤْمِنُونَ-ঈমান আনে না।(২৮) وَ-আর ; إِذَا-যখন ;

দিচ্ছেন যে, তোমাদের জীবনেই শয়তানের ধোঁকার আনুগত্য বিদ্যমান। শয়তান তোমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত লজ্জাহীনতার দিকে তোমাদেরকে পরিচালিত করছে, আর তোমরাও নির্দ্বিধায় সেদিকে ধাবিত হচ্ছো। ইতিপূর্বে তোমাদের আদি পিতা-মাতাকেও এরূপ কাজে নিমজ্জিত করতে চেয়েছিল। সুতরাং তোমরা শয়তানকে তোমাদের অভিভাবক বানিয়ে নিও না।

১৭. এ আয়াত থেকে যে কয়েকটি পরম সত্য কথা জানতে পারা যায় তা হলো—

এক ঃ পোশাক মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐকান্তিক দাবী। আল্লাহ তাআলা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে পোশাক পরিধানের প্রয়োজনীয়তা জাগিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে মানুষ তার প্রকৃতির এ দাবীকে বুঝতে পেরে আল্লাহর দেয়া উপায়-উপাদান ব্যবহার করে পোশাকের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

দুই ঃ পোশাকের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে মানুষের নৈতিক দিকটাই মূখ্য দৈহিক দিকটা গৌণ তথা দ্বিতীয় পর্যায়ের। এ দিক থেকে সতর তথা লজ্জাস্থান ঢাকাটা মূখ্য

فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ

তারা করে কোনো অশ্লীল কাজ তখন বলে—আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও এর ওপরই পেয়েছি এবং আল্লাহ ও আমাদেরকে এর আদেশ-ই দিয়েছেন ;[১৮]

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ

আপনি বলুন—নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীল কাজের আদেশ দেন না।[১৯] তোমরা কি বলছো আল্লাহ সম্পর্কে (এমন কথা)

فَعَلُوْا-তারা করে ; فَاحِشَةً-কোনো অশ্লীল কাজ ; قَالُوْا-তখন বলে ; وَجَدْنَا -আমরা পেয়েছি ; عَلَيْهَا-এর উপর; اٰبَآءَنَا-(ابا ء+نا)-আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও; وَ-এবং ; اللّٰهُ-আল্লাহও ; اَمَرَنَا-আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন ; بِهَا-এর ; قُلْ-আপনি বলুন ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَا يَاْمُرُ-আদেশ দেন না ; بِالْفَحْشَآءِ-(ب+ال+فحشاء)-অশ্লীল কাজের ; اَتَقُوْلُوْنَ-তোমরা কি বলছো ; عَلَى-সম্পর্কে ; اللّٰهِ-আল্লাহ ;

উদ্দেশ্য, আর দেহের শোভাবৃদ্ধি বা দেহের হিফাযতের দিকটা দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রয়োজনীয়তা।

তিন ঃ পোশাক মানুষের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখবে এবং দেহের সৌন্দর্য বাড়াবে শুধু এতটুকুই নয় ; বরং তা হবে তাকওয়াপূর্ণ অর্থাৎ পোশাকের মাধ্যমে সীমালংঘন কিংবা মর্যাদাহানী করা যাবে না। পোশাক গর্ব অহংকার প্রকাশকারী হবে না ; নারী-পুরুষের পোশাকের মধ্যকার পার্থক্য মোচনকারী হবে না এবং তা কুফর ও শিরকে লিপ্ত বিজাতীয় পোশাকের অনুরূপ হবে না। পোশাকের ব্যাপারে উল্লিখিত কল্যাণ লাভ থেকে তারাই বঞ্চিত হবে, যারা নিজেদেরকে—নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান এনে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে না দেয়। তারা আল্লাহর হেদায়াত মানতে অস্বীকার করে, ফলে শয়তান তাদের অভিভাবক হয়ে যায় এবং তাদেরকে জাহান্নামের পথে টেনে নিয়ে যায়।

চার ঃ দুনিয়াতে আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন তথা চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। পোশাকও তদ্রূপ একটি চিহ্ন। এসব চিহ্ন মানুষকে সত্যে পৌঁছতে সাহায্য করে, অবশ্য সে যদি সত্যে পৌঁছতে আগ্রহী হয়।

১৮. এখানে আরবদের নগ্নতার দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। আরবরা এ ধরনের নগ্ন হয়ে কা'বার তাওয়াফ করাকে ধর্মীয় কাজ তথা পুণ্যের কাজ বলেই মনে করতো। অর্থাৎ এরূপ করাকে আল্লাহর আদেশ মনে করতো।

১৯. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে আরবদের জাহিলী আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এবং যারা আরবদের মত এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করবে তাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চিরন্তন যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ

যা তোমরা জান না। ২৯. আপনি বলে দিন—'আমার প্রতিপালক আমাকে ন্যায়বিচারের আদেশ দিয়েছেন ; আর (নির্দেশ দিয়েছেন যে,) তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডলকে সোজা রাখবে

عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ كَمَا

প্রত্যেক নামাযের সময়েই ; আর তাঁকে ডাকতে থাকো আনুগত্যে তার জন্য একনিষ্ঠ করার মাধ্যমে ; যেভাবে

بَدَأَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿٣٠﴾ فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۗ

তিনি তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, (একইভাবে) তোমরা ফিরেও আসবে।[২০] ৩০. একদলকে তিনি সৎপথ দেখিয়েছেন, আর এক দলের উপর গোমরাহী নির্ধারিত হয়ে গেছে ;

مَا-(এমন কথা) যা ; لَاتَعْلَمُوْنَ-তোমরা জানো না। (২৯) قُلْ-আপনি বলুন ; أَمَرَ-আদেশ দিয়েছেন ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালক ; بِالْقِسْطِ-(ب+ال+قسط)-ন্যায়-বিচারের ; وَ-আর ; أَقِيْمُوْا-তোমরা সোজা রাখবে ; وُجُوْهَكُمْ-(وجوه+كم)-তোমাদের মুখমণ্ডলকে ; عِنْدَ-সময়েই ; كُلِّ-প্রত্যেক ; مَسْجِدٍ-নামাযের ; وَ-আর ; ادْعُوْهُ-(ادعوا+ه)-ডাকতে থাকো তাঁকে ; مُخْلِصِيْنَ-একনিষ্ঠ করার মাধ্যমে ; لَهُ-তার জন্য; الدِّيْنَ-আনুগত্য ; كَمَا-যেভাবে ; بَدَأَكُمْ-(بدا+كم)-তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন ; تَعُوْدُوْنَ-তোমরা ফিরেও আসবে। (৩০) فَرِيْقًا-একদলকে ; هَدٰى-তিনি সৎপথ দেখিয়েছেন ; وَ-আর ; فَرِيْقًا-একদল ; حَقَّ-নির্ধারিত হয়ে গেছে ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; الضَّلٰلَةُ-গোমরাহী ;

নগ্নতা যে একটি লজ্জাকর কাজ তা আরবরা নিজেরাও জানতো, তাই তারা কোনো মজলিসে বা হাটে-বাজারে অথবা কোনো আত্মীয়-স্বজনের সামনে নগ্ন হওয়াকে পছন্দ করতো না। শুধুমাত্র কা'বাঘর তাওয়াফ করাকালীন তারা নগ্ন হতো। এটাকে তারা ধর্মীয় কাজ এবং আল্লাহর নির্দেশ মনে করেই করতো।

কুরআন মজীদ তাদের এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে যুক্তি পেশ করছে এ ধরনের অশ্লীল কাজ করার নির্দেশ আল্লাহ দিতে পারেন না এবং এটা কোনো ধর্মীয় কাজ হতেই পারে না। এ ধরনের অশ্লীল অন্য কোনো আচরণ, কথা ও কাজ কখনো ধর্মীয় কাজ হতে পারে না—এটাই হলো মূলনীতি। আর যদি কোনো ধর্মে এ ধরনের অশ্লীল কাজের নির্দেশ বা বিধান থাকে তাও আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম হতে পারে না।

إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُوْنَ

নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে ছেড়ে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে শয়তানদেরকে এবং তারা ধারণা করে

أَنَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ ﴿٣٠﴾ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

যে, নিশ্চয়ই তারা সৎপথপ্রাপ্ত। ৩১. হে আদম-সন্তানরা! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় তোমাদের সুন্দর পোশাক পরিধান করো[21]

وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

এবং খাও ও পান করো, কিন্তু অপচয় করো না ; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না।[22]

اِنَّهُمْ-নিশ্চয়ই তারা ; اتَّخَذُوْا-বানিয়ে নিয়েছে ; الشَّيٰطِيْنَ-শয়তানদেরকে ; اَوْلِيَاءَ-বন্ধু ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللّٰه-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; يَحْسَبُوْنَ-তারা ধারণা করে ; اَنَّهُمْ-যে, নিশ্চয়ই তারা ; مُهْتَدُوْنَ-সৎপথ প্রাপ্ত। ﴿٣٠﴾ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ-হে আদম-সন্তানরা ; خُذُوْا-তোমরা পরিধান করো ; زِيْنَتَكُمْ-(زينت+كم)-তোমাদের সুন্দর পোশাকসমূহ ; عِنْدَ-সময়ে : كُلِّ-প্রত্যেক ; مَسْجِد-নামাযের ; وَّ-এবং ; كُلُوْا-তোমরা খাও ; وَ-ও ; اشْرَبُوْا-পান করো ; وَ-কিন্তু ; لَاتُسْرِفُوْا-অপচয় করো না ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি ; لَايُحِبُّ-ভালবাসেন না ; الْمُسْرِفِيْنَ-(ال+مسرفين)-অপচয়কারীদেরকে।

২০. অর্থাৎ তোমাদের এসব অর্থহীন ও নোংরা কাজ কোনো দীনী কাজ তথা আল্লাহর নির্দেশিত কাজ নয়। আল্লাহর দীনের কাজ হলো—

এক ঃ নিজেদের জীবনকে সততা ও সুবিচারের ভিত্তিতে গড়ে তোলা।

দুই ঃ আল্লাহর ইবাদাতের সাথে অন্য কারো দাসত্ব, আনুগত্য, বিনয় ও ত্যাগ কোনমতেই মিশ্রিত না করা।

তিন ঃ সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা ও নিরাপত্তা লাভের জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করা। দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিরংকুশ করে নেয়া।

চার ঃ এ বিশ্বাস অন্তরে জাগরুক রাখা যে, দুনিয়াতে আল্লাহ তাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি পরজগতেও তাকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে এবং নিজের কাজ-কর্মের হিসাব দিতে হবে।

২১. 'সুন্দর পোশাক' দ্বারা এখানে পরিপূর্ণ পোশাক বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইবাদাতের সময় শুধুমাত্র লজ্জাস্থান ঢাকার মত পোশাকই যথেষ্ট নয় ; বরং তা হবে

পরিপূর্ণ পোশাক। জাহেলী যুগের মত নগ্ন হয়ে ধর্মীয় কাজ করার তো প্রশ্নই উঠে না; বরং বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হয়ে এমনভাবে ইবাদাত করতে হবে যেন কোনো প্রকার অশোভন আচরণও প্রকাশ না পায়।

২২. হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল জানা কিংবা আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা লংঘন করাই আল্লাহর শরীআতে গুনাহ। আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখার মধ্যে থেকে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে, তাঁর দেয়া হালাল রিয্ক আহার করে বান্দাহ তাঁর ইবাদাত করবে—এটাই আল্লাহ চান। দুরাবস্থায় থেকে অভুক্ত থাকা এবং আল্লাহর দেয়া হালাল, পবিত্র ও উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

৩ রুকূ' (২৬-৩১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. পোশাক মানব জাতির জন্য আল্লাহর এক মহান নিয়ামত। লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার অনুভূতি মানুষের স্বভাবগত। সুতরাং যারা নগ্নতা ও বেহায়াপনার প্রচলন করতে চায় তারা মানব জাতির শত্রু। এদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা আমাদের উপর একান্ত কর্তব্য।

২. পোশাকের মুখ্য উদ্দেশ্য সতর তথা লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা। সতর ঢাকা সার্বক্ষণিক ফরয। সুতরাং এমন পোশাক পরতে হবে যা সতর ঢেকে রাখতে সক্ষম।

৩. পোশাকের অপর উদ্দেশ্য হলো, তা দেহের ভূষণ। সুতরাং পোশাক এমন হতে হবে যা দেহের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে।

৪. উত্তম পোশাক হলো যা দ্বারা অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয় এবং যে পোশাক দ্বারা ইসলামের নিদর্শন প্রকাশ পায়।

৫. এমন পোশাক পরা যাবে না যা দ্বারা নারীকে পুরুষ এবং পুরুষকে নারী বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে।

৬. পোশাক এমন হবে না যা দ্বারা মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না অর্থাৎ ইসলামের 'শেআর' তথা নিদর্শন প্রকাশ পায় না।

৭. পোশাক এমন হবে না যা দ্বারা গর্ব-অহংকার প্রকাশ পায়। পোশাকে অতিরিক্ত অপচয় হয় এমন হওয়াও উচিত নয়। যাতে বিনয় প্রকাশ পায় এমন পোশাকই তাকওয়ার পোশাক।

৮. আল্লাহ তাআলা কোনো প্রকার নির্লজ্জ কাজের নির্দেশ দিতে পারেন না। সুতরাং নির্লজ্জ বা কুরুচিপূর্ণ কোনো কাজ কোনো ধর্মীয় কাজ হতে পারে না। তাই নির্লজ্জ আচরণ বিষতুল্য পরিত্যাজ্য।

৯. অশ্লীল কাজ, কথা ও আচরণ সম্বলিত কোনো ধর্ম আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম হতে পারে না।

১০. নামায আদায়ের সময় সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা তাকওয়ার পরিচায়ক। তাই পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে নামায আদায় করতে হবে।

১১. যারা নির্লজ্জ আচরণ করে তারা শয়তানের অনুসারী। শয়তানের সাথেই তাদের হাশর হবে।

১২. নামাযের সময় মুখমণ্ডল কিবলার দিকে রাখতে হবে। আর যাবতীয় ইবাদাত ও লেনদেন আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে করতে হবে।

১৩. সকল প্রকার ইবাদাত নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। এতে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না।

১৪. মানুষের প্রথম সৃষ্টিই পরকালে পুনর্জীবন সহজ হওয়ার প্রমাণ। আর পরকালে হিসাব-নিকাশও আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ।

১৫. পরকালের জীবন এবং হিসাব-নিকাশ প্রদানের ভয় দ্বারাই দুনিয়াতে মানুষ সহজে শরীআতের বিধান পালন করতে পারে এবং যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থায় সত্যের উপর দৃঢ় থাকতে সক্ষম হয়।

১৬. পরকালের ভয় ছাড়া কোনো ওয়ায-নসীহত মানুষকে সঠিক পথে এবং অপরাধ থেকে মুক্ত রাখতে পারে না। সুতরাং আমাদের অন্তরে পরকালের ভয়কে সদা জাগরুক রাখতে হবে।

১৭. শরীআতের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতা আল্লাহর নিকট ওযর হিসেবে গৃহীত হবে না। অতএব আমাদের সকলকে দীনী জ্ঞান অর্জন করতে হবে। দীনী জ্ঞান অর্জন প্রত্যেকের জন্য ফরয।

১৮. পানাহারে অপচয় করা নিষিদ্ধ। অপচয়কারীরা আল্লাহর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং আমাদেরকে অপচয় পরিহার করে চলতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৮

৩২ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ

৩২. আপনি বলুন—কে হারাম করেছে আল্লাহর দেয়া সৌন্দর্যের উপকরণ যা তিনি তাঁর বান্দাহদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র

مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

খাদ্য-সমগ্রী ;[২৩] আপনি বলে দিন এসব দুনিয়ার জীবনে তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে ;

خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

বিশেষভাবে কিয়ামতের দিনে (তাদের জন্য নির্দিষ্ট) ;[২৪] এভাবেই যে, সম্প্রদায় জানে তাদের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি।

৩২ قُلْ-আপনি বলুন ; مَنْ-কে ; حَرَّمَ-হারাম করেছে ; زِيْنَةَ-সৌন্দর্যের উপকরণ ; اللّٰهِ-আল্লাহর দেয়া ; الَّتِيْٓ-যা ; اَخْرَجَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; لِعِبَادِهٖ-(ل+عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের জন্য ; وَ-এবং ; الطَّيِّبٰتِ-(ال+طيبت)-পবিত্র ; مِنَ الرِّزْقِ-(من+ال+رزق)-খাদ্য-সামগ্রী ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; هِيَ-এসব ; لِلَّذِيْنَ-(ل+الذين)-তাদের জন্য, যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; فِي الْحَيٰوةِ-(فى+ال+حيوة)-জীবনে ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার ; خَالِصَةً-বিশেষভাবে ; يَّوْمَ-দিনে ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيمة)-কিয়ামতের ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; نُفَصِّلُ-আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি ; الْاٰيٰتِ-(ال+ايت)-নিদর্শনসমূহ ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-সে সম্প্রদায়ের জন্য ; يَّعْلَمُوْنَ-যারা জানে।

২৩. আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যে সব সৌন্দর্যের উপকরণ ও পবিত্র জিনিস সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর বান্দাহদের জন্যই করেছেন। অতএব তিনি সেসব জিনিস তাঁর বান্দাহদের জন্য হারাম করেন নি। কোনো ধর্মের বিধানে বা সামাজিক প্রথা বা রীতি-নীতিতে এসব জিনিস নিষিদ্ধ হয়ে থাকলে তা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নয় এটা নিশ্চিত। ভ্রান্ত ধর্মগুলোর ভ্রান্ততা প্রমাণের জন্য এটা কুরআন মাজীদের একটা গুরুত্বপুর্ণ যুক্তি।

২৪. অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামত ভোগ-ব্যবহারের বৈধ অধিকারী ঈমানদার লোকেরাই, কারণ তারাই আল্লাহর অনুগত বান্দাহ। কিন্তু দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষার

(৩৩) قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ

৩৩. আপনি বলুন—নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন যাবতীয় অশ্লীলতা তার যা প্রকাশ্য আর যা গোপন[২৫] এবং পাপ[২৬]

وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا

আর (হারাম করেছেন) অন্যায় বিদ্রোহ[২৭] ও আল্লাহর সাথে শরীক করা, যে সম্পর্কে তিনি কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি

وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (৩৪) وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ج

এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলা যা তোমরা জানো না। ৩৪. আর প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে একটি নির্ধারিত সময়,

(৩৩) قُلْ-আপনি বলুন ; اِنَّمَا-নিশ্চয়ই ; حَرَّمَ-হারাম করেছেন ; رَبِّىَ-(رب+ى)-আমার প্রতি পালক ; الْفَوَاحِشَ-(ال+فواحش)-যাবতীয় অশ্লীলতা ; مَا ظَهَرَ مِنْهَا-তার যা প্রকাশ্য ; وَ-আর ; مَا بَطَنَ-যা গোপন ; وَ-এবং ; الْاِثْمَ-(ال+اثم)-পাপ ; وَ-আর ; الْبَغْىَ-বিদ্রোহ ; بِغَيْرِ الْحَقِّ-(ب+غير+ال+حق)-অন্যায় ; وَ-ও ; اَنْ تُشْرِكُوْا-শরীক করা ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর সাথে; مَا-যে ; لَمْ يُنَزِّلْ-তিনি নাযিল করেন নি ; بِهٖ-সম্পর্কে; سُلْطٰنًا-কোনো প্রমাণ ; وَ-এবং ; اَنْ تَقُوْلُوْا-এমন কথা বলা ; عَلَى-সম্পর্কে ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; مَا-যা ; لَا تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জানো না। (৩৪) وَ-আর ; لِكُلِّ اُمَّةٍ-(ل+كل+امة)-প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে ; اَجَلٌ-একটি নির্ধারিত সময় ;

জায়গা; তাই এখানে আল্লাহর অনুগত মুসলিম এবং তাঁর অকৃতজ্ঞ কাফির-মুশরিক সকলেই এসব জিনিস পেয়ে থাকে। আর আখিরাতে সকল ব্যবস্থা যেহেতু সত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে, তাই সেখানে আল্লাহর নিয়ামত একমাত্র আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহগণই লাভ করবে। কাফির-মুশরিকরা যেহেতু অকৃতজ্ঞ, তাই তারা আখিরাতে আল্লাহর নিয়ামতের কোনো অংশই পাবে না।

২৫. এ ব্যাপারে সূরা আনআমের ১৫১ আয়াতের সংশ্লিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬. 'ইস্‌ম' (اِثْم) শব্দের অর্থ গুনাহ। আল্লাহর আনুগত্য ও হুকুম পালনের শক্তি-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও অবহেলা ও গাফলতী করা ; ইচ্ছা করেই, জেনে-বুঝে আল্লাহর আনুগত্য তথা আদেশ-নিষেধ মেনে না চলা।

২৭. আল্লাহর দাসত্বের সীমালংঘন করে, আল্লাহর রাজ্যে স্বাধীন ও নিরংকুশ ভূমিকা পালন করাই আল্লাহর বিরুদ্ধে অন্যায় বিদ্রোহ। যারা আল্লাহর এ দুনিয়াতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় আল্লাহর বান্দাদের উপর দাপট চালায় তারাও আল্লাহদ্রোহী।

فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

অতপর যখন এসে যাবে তাদের নির্ধারিত সময়, তারা এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারবে না আর আগেও যেতে পরবে না।[২৮]

۞ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ ۙ

৩৫. হে আদম-সন্তানরা! তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ তোমাদের নিকট যদি আসেন—বিবরণ দেন তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনসমূহের

فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

তখন যারা সতর্ক হয় এবং পরিশুদ্ধ করে নেয় (নিজেদেরকে) তাহলে থাকবে না তাদের কোনো ভয় এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

۞ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ

৩৬. আর যারা অস্বীকার করেছে আমার আয়াতসমূহকে এবং সে সম্পর্কে গর্ব-অহংকার করেছে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী ;

فَاِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; جَآءَ-এসে যাবে ; اَجَلُهُمْ-(اجل+هم)-তাদের নির্ধারিত সময় ; لَايَسْتَاْخِرُوْنَ-তারা অপেক্ষা করতে পারবে না ; سَاعَةً-এক মুহূর্ত ; وَ-আর ; لَايَسْتَقْدِمُوْنَ-আগেও যেতে পারবে না। ৩৫ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ-হে আদম-সন্তানরা ; اِمَّا-যদি ; يَاْتِيَنَّكُمْ-(ياتين+كم)-তোমাদের নিকট আসেন ; رُسُلٌ-রাসূলগণ ; مِّنْكُمْ-তোমাদের মধ্য থেকে ; يَقُصُّوْنَ-তাঁরা বিবরণ দেন ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের নিকট ; اٰيٰتِىْ-(ايت+ى)-আমার নিদর্শনসমূহের ; فَمَنِ-(ف+من)-তখন যারা ; اتَّقٰى-সতর্ক হয় ; وَ-এবং ; اَصْلَحَ-পরিশুদ্ধ করে নেয় (নিজেকে) ; فَلَا خَوْفٌ-(ف+لاخوف)-তাহলে থাকবে না কোনো ভয় ; عَلَيْهِمْ-তাদের; وَ-এবং ; لَاهُمْ-(لا+هم)-না তারা ; يَحْزَنُوْنَ-দুঃখিত হবে। ৩৬ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَذَّبُوْا-অস্বীকার করেছে ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার আয়াতসমূহকে ; وَ-এবং ; اسْتَكْبَرُوْا-গর্ব-অহংকার করছে ; عَنْهَا-সে সম্পর্কে; اُولٰٓئِكَ-তারাই ; اَصْحٰبُ-অধিবাসী ; النَّارِ-জাহান্নামের ;

২৮. এর অর্থ–প্রত্যেক জাতিকে দুনিয়াতে কাজ করার জন্য যে সুযোগ ও অবকাশ দেয়া হয় তার একটি নৈতিক সীমা রয়েছে। সে জাতির কাজ-কর্মের ব্যাপারে ভাল-মন্দের আনুপাতিক মাত্রা কতটুকু পর্যন্ত সহনীয় তার একটা মাপকাঠি দেয়া আছে।

هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ۝٣٧ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।[২৯] ৩৭. আর তার চেয়ে অধিক যালিম কে হতে পারে, যে মিথ্যারোপ করে আল্লাহর প্রতি

أَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۚ أُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ۚ

অথবা অস্বীকার করে তাঁর আয়াতসমূহকে তাদের নিকট পৌঁছবে তাদের জন্য কিতাবে নির্ধারিত অংশ,[৩০]

حَتّٰىٓ إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوٓا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ

যে পর্যন্ত না তাদের নিকট আসবে আমার প্রতিনিধি (ফেরেশতাগণ) কবয করবে তাদের জান, তারা জিজ্ঞেস করবে—কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা ডাকতে

مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۚ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلٰىٓ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ

আল্লাহকে ছেড়ে ? তারা জবাব দেবে—'তারা আমাদের নিকট থেকে পালিয়ে গেছে' এবং তখন তারা নিজেরা সাক্ষ্য দেবে যে, তারা

هُمْ-তারা ; فِيهَا-সেখানে ; خٰلِدُونَ-চিরস্থায়ী হবে। ৩৭ فَمَنْ-(ف+من)-আর কে হতে পারে ; أَظْلَمُ-অধিক যালিম ; مِمَّنْ-তার চেয়ে যে ; افْتَرٰى-আরোপ করে ; عَلَى اللّٰهِ-আল্লাহর প্রতি ; كَذِبًا-মিথ্যা ; أَوْ-অথবা ; كَذَّبَ-অস্বীকার করে ; بِاٰيٰتِهٖ-(ب+ايت+ه)-আয়াতসমূহকে ; أُولٰٓئِكَ-ওরাই তারা ; يَنَالُهُمْ-(ينال+هم)-তাদের নিকট পৌঁছবে ; نَصِيبُهُمْ-(نصيب+هم)-তাদের জন্যে নির্ধারিত অংশ ; مِنَ الْكِتٰبِ-(من+ال+كتب)-কিতাবে ; حَتّٰى-যে পর্যন্ত না ; إِذَا-যখন ; جَآءَتْهُمْ-তাদের নিকট আসবে ; رُسُلُنَا-(رسل+نا)-আমার প্রতিনিধিগণ (ফেরেশতাগণ) ; يَتَوَفَّوْنَهُمْ-কবয করবে তাদের জান ; قَالُوا-তারা জিজ্ঞেস করবে ; أَيْنَ-কোথায় তারা; مَا-যাদেরকে; كُنْتُمْ تَدْعُونَ-তোমরা ডাকতে ; مِنْ دُونِ-ছেড়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ; قَالُوا-তারা জবাব দেবে ; ضَلُّوا-তারা পালিয়ে গেছে ; عَنَّا-(عن+نا)-আমাদের নিকট থেকে ; وَ-এবং ; شَهِدُوا-তারা সাক্ষ্য দেবে ; عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ-নিজেদের বিরুদ্ধে ; أَنَّهُمْ-(ان+هم)-যে তারা ;

যতক্ষণ পর্যন্ত একটি জনগোষ্ঠির ভাল কাজের তুলনায় খারাপ কাজ নির্দিষ্ট আনুপাতিক মাত্রার নিচে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার দোষ-ক্রটি থাকা সত্ত্বেও সে জনগোষ্ঠিকে সুযোগ-অবকাশ দেয়া হয় ; আর সে সীমা অতিক্রম করলে এ অপরাধী জাতিকে আর সুযোগ দেয়া হয় না।

كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾ قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ

ছিল কাফির। ৩৮. তিনি বলবেন—তোমরা সেসব দলের সাথে প্রবেশ করো—যারা চলে গেছে তোমাদের পূর্বে

مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ

জিন ও মানুষের মধ্য থেকে—জাহান্নামে ; যখনই কোনো দল প্রবেশ করবে তারা লা'নত করবে তার সহযোগী দলকে ;

حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ

এমনকি যখন তারা সবাই তাতে সমবেত হবে, তখন তাদের পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবে—

رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ

হে আমাদের প্রতিপালক! এসব লোকেরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, অতএব তাদেরকে জাহান্নামের দ্বিগুণ আযাব দিন ; তিনি বলবেন—প্রত্যেকের জন্যই

كَانُوْا كٰفِرِيْنَ-কাফির ছিল। ﴿٣٨﴾قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বলবেন ; ادْخُلُوْا-তোমরা প্রবেশ করো ; فِىْ اُمَمٍ-সেসব দলের সাথে ; قَدْ خَلَتْ-যারা চলে গেছে ; مِنْ قَبْلِكُمْ-(من+قبل+كم)-তোমাদের পূর্বে ; مِنَ-মধ্য থেকে; الْجِنِّ-(ال+جن)-জিন ; وَالْاِنْسِ-(و+ال+انس)-ও মানুষের ; فِى النَّارِ-(فى+ال+نار)-জাহান্নামে ; كُلَّمَا-যখনই ; دَخَلَتْ-প্রবেশ করবে ; اُمَّةٌ-কোন দল ; لَعَنَتْ-তারা লানত করবে ; اُخْتَهَا-(اخت+ها)-তার সহযোগি দলকে ; حَتّٰى-এমন কি ; اِذَا-যখন ; ادَّارَكُوْا-তারা সমবেত হবে ; فِيْهَا-তাতে ; جَمِيْعًا-সবাই ; قَالَتْ-বলবে ; اُخْرٰىهُمْ-(اخرى+هم)-তাদের পরবর্তী দল ; لِاُوْلٰىهُمْ-(لى+اولى+هم)-পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে ; رَبَّنَا-(رب+نا)-হে আমাদের প্রতিপালক ; هٰٓؤُلَآءِ-এসব লোকেরাই; اَضَلُّوْنَا-আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল ; فَاٰتِهِمْ-(ف+ات+هم)-অতএব তাদেরকে দিন; عَذَابًا-আযাব; ضِعْفًا-দ্বিগুণ; مِنَ النَّارِ-(من+ال+نار)-জাহান্নামের ; قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বলবেন ; لِكُلٍّ-প্রত্যেকের জন্যই ;

২৯. হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর জান্নাত থেকে বের হওয়ার কথা বলার পরই পুনরায় জান্নাতে যাওয়ার উপায় এবং তা থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণ এখানে বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে তার জীবন শুরুর আদিতেই উল্লেখিত বিষয়াবলী সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ

দ্বিগুণ কিন্তু তোমরা জান না।[৩১] ৩৯. আর পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে—
তবে তো নেই

لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٣٩﴾

আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব, অতএব তোমরা যা
উপার্জন করেছো তার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।[৩২]

ضِعْفٌ-দ্বিগুণ ; وَّلٰكِنْ-কিন্তু ; لَا تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জান না।(৩৮) وَقَالَتْ-আর বলবে ; اُوْلٰىهُمْ-(اولى+هم)-তাদের পূর্ববর্তীরা ; لِاُخْرٰىهُمْ-(ل+اخرى+هم)-তাদের পরবর্তীদেরকে ; فَمَا كَانَ-(ف+ماكان)-তবে তো নেই ; لَكُمْ-তোমাদের ; عَلَيْنَا-আমাদের উপর ; مِنْ فَضْلٍ-কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ; فَذُوْقُوْا-(ف+ذوقوا)-অতএব স্বাদ গ্রহণ করো ; الْعَذَابَ-(ال+عذاب)-সেই শাস্তির ; بِمَا-তার যা ; كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ-তোমরা উপার্জন করেছো।

৩০. অর্থাৎ পৃথিবীতে তাদের জন্য তাদের আয়ুষ্কাল তাকদীরে যা নির্ধারিত রয়েছে তা তারা অতিবাহিত করবে এবং ভাল-মন্দ যা তাদের ভাগ্যে নির্ধারিত আছে তাও তারা মৃত্যু পর্যন্ত করতে থাকবে।

৩১. অপরাধী দলগুলো নিজেরা অপরাধ করে—ব্যাপার কেবলমাত্র এতটুকুই নয় ; বরং তারা তাদের পরে যারা অপরাধ করে তাদের পূর্বসূরী হিসেবেও বিবেচিত হয়। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ সাজা রয়েছে। একটি তার নিজের অপরাধের, অপরটি তাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে যাদেরকে গুমরাহ করেছে তার। একটি নিজের গুনাহের, অপরটি গুনাহগার উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়ার জন্য।

আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন—"যে ব্যক্তি এমন কোনো নতুন গুনাহর কাজ করলো যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অপছন্দনীয়, তার দেখানো পথে যত লোকই সেই গুনাহে লিপ্ত হবে, তাদের সকলের গুনাহের দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে। এতে গুনাহে লিপ্ত বক্তিদের দায়িত্ব কমবে না।"

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও এরশাদ করেছেন—

"দুনিয়াতে যত লোক অন্যায়ভাবে নিহত হয় তার এ অন্যায়ভাবে রক্তপাতের একটা অংশ আদমের সেই পুত্রের আমলনামায় লিখিত হয়, কারণ সে-ই প্রথম অন্যায় রক্তপাতকারী।"

৩২. এখানে জাহান্নামবাসীদের পারস্পরিক বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কুরআন মাজীদের আরও কয়েক স্থানেই এ জাতীয় বিতর্কের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সূরা সাবা'র ৪র্থ রুকূ'তে এ বিতর্কের বিষয় আলোচিত হয়েছে। এসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শেষ বিচারের দিনের পরিণতির জন্য পথভ্রষ্টকারী ও পথভ্রষ্ট উভয় দলই দায়ী হবে। কোনো এক পক্ষ দায়ী হবে না। কারণ এক পক্ষ যদি গুমরাহীর উপকরণ সংগ্রহ করে দিয়ে থাকে তবে অপর পক্ষ তা সাগ্রহে গ্রহণ করেছে ; তারা ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ নাও করতে পারতো, সেই স্বাধীনতা তাদের ছিল। কাজেই এক পক্ষ দোষী সাব্যস্ত হতে পারে না।

৪ রুকূ' (৩২-৩৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইবাদাতে বাড়াবাড়ি করা এবং মনগড়াভাবে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হালালকৃত বস্তুকে হারাম মনে করে নেয়া বৈধ নয়।

২. উৎকৃষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদ ও সুস্বাদু খাদ্য-সামগ্রী বহন করা ইসলামের শিক্ষা নয়। যারা এমন কিছু ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে।

৩. সংগতি থাকা সত্ত্বেও জীর্ণশীর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়।

৪. আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশের লক্ষ্যে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ব্যবহার ও সুস্বাদু খাদ্য-দ্রব্য আহার করা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হিসেবে বিবেচিত।

৫. সংগতি না থাকলে ধার-কর্জ করে দামী পোশাক খরিদ করা এবং ঋণ করে হলেও ঘি খেতে হবে– তার কোনো প্রয়োজন নেই।

৬. পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদে রাসূলের সুন্নাত হলো—হালাল উপায়ে এবং সহজে যা লাভ করা যায় তা-ই সন্তুষ্টচিত্তে পরিধান ও পানাহার করতে হবে। সর্বাবস্থায়ই লৌকিকতা পরিত্যাগ করতে হবে।

৭. অপরদিকে উৎকৃষ্ট পোশাক বা সুস্বাদু খাদ্য সামগ্রী কোনো বৈধ উপায়ে হস্তগত হলে তা ভোগ ব্যবহারকে নিষিদ্ধ মনে করা যাবে না।

৮. আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন। সুতরাং সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৯. গুনাহ তথা সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিজেরা সদা-সজাগ থাকার সাথে সাথে আল্লাহর নিকট তাওফীক চাইতে হবে।

১০. শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কারণ শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ।

১১. প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে। মেয়াদ এসে গেলে আর এক মুহূর্তও অবকাশ দেয়া হয় না, আবার মেয়াদ আসার আগেও পাকড়াও করা হয় না। সুতরাং এ ব্যাপারে উদাসীন থাকা যাবে না।

১২. নবী-রাসূলদের অবর্তমানে দীনের দাওয়াতের দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর। এ দায়িত্বে অবহেলা করলে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। বর্তমানে মুসলমানদের দুরাবস্থার মূল কারণ আল্লাহ

তাআলা তাদেরকে যে "আল্লাহর পথে আহাবানকারীর" মর্যাদায় ভূষিত করেছেন তা থেকে সরে আসা। তাই মুসলমানদেরকে অবশ্যই তাদের দায়িত্বে ফিরে আসতে হবে। এ ছাড়া মুসলমানদের দুরবস্থার দূরীকরণের বিকল্প কোনো পথ নেই।

১৩. আল্লাহ তাআলার সাথে রুহের জগতে নবী-রাসূলদের আনুগত্যের ব্যাপারে মানুষ যে ওয়াদা করেছি। সে অনুযায়ী চললে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কোনো চিন্তা, ভয় ও বিপদ থাকবে না।

১৪. অপরদিকে যারা উক্ত ওয়াদা ভুলে গিয়ে নবী-রাসূলদের দাওয়াতকে গর্ব-অহংকার ভরে উপেক্ষা করে, তাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।

১৫. জাহান্নামবাসীরা একদল অপরদলকে দোষারোপ করবে ; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের উভয় দলকে দ্বিগুণ আযাব দেবেন।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-৮

(৪০) إِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ

৪০. নিশ্চয়ই, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং সে ব্যাপারে অহংকার করে, খোলা হবে না

لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ

তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ, আর তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না উট অতিক্রম করে

فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ (৪১) لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ

সুঁইয়ের ছিদ্রপথে ; আর এভাবেই আমি অপরাধীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।
৪১. তাদের জন্য থাকবে জাহান্নামের

مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ○

বিছানা এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও (হবে আগুনের) ; আর এমন করেই আমি যালিমদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

(৪০) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَذَّبُوْا-অস্বীকার করে ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايتنا)-আমার নিদর্শনাবলীকে ; وَ-এবং ; اسْتَكْبَرُوْا-অহংকার করে ; عَنْهَا-(عن+ها)-সে ব্যাপারে ; لَا تُفَتَّحُ-খোলা হবে না ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্য ; اَبْوَابُ-দরজাসমূহ ; السَّمَآءِ-(ال+سماء)-অকাশের ; وَ-আর ; لَا يَدْخُلُوْنَ-তারা প্রবেশ করতে পারবে না ; الْجَنَّةَ-জান্নাতেও ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; يَلِجَ-অতিক্রম করে ; الْجَمَلُ-(ال+جمل)-উট ; فِيْ-ছিদ্র পথে ; سَمِّ-সুঁইয়ের ; الْخِيَاطِ ; وَ-আর ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; نَجْزِىْ-আমি প্রতিফল দিয়ে থাকি; الْمُجْرِمِيْنَ-(ال+مجرمين)-অপরাধীদেরকে। (৪১) لَهُمْ-তাদের জন্য থাকবে ; مِنْ جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; مِهَادٌ-বিছানা ; وَّ-এবং ; مِنْ فَوْقِهِمْ-(من+فوق+هم)-তাদের উপরের ; غَوَاشٍ-আচ্ছাদনও (হবে আগুনের) ; وَ-আর ; كَذٰلِكَ-এমন করেই ; نَجْزِى-আমি প্রতিফল দিয়ে থাকি; الظّٰلِمِيْنَ-(ال+ظلمين)-যালিমদের।

৪২ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ز

৪২. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি (তাদের) কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার চাপাই না ;

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ৪৩ وَنَزَعْنَا

তারাই জান্নাতের অধিবাসী ; তারা থাকবে সেখানে স্থায়ীভাবে।
৪৩. আর আমি বের করে দেবো

مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ

(পরস্পরের প্রতি) ঈর্ষা-বিদ্বেষ যা তাদের অন্তরে ছিল ;[৩৩] প্রবাহিত হবে তাদের নীচ দিয়ে নহরসমূহ ;

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۗ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ

আর তারা বলবে—সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এর (জান্নাতের) পথ দেখিয়েছেন ; আর আমরা তো পথই পেতাম না

৪২ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; عَمِلُوْا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-সৎকর্ম ; لَا نُكَلِّفُ-আমি দায়িত্বভার চাপাই না ; نَفْسًا-(তাদের) কাউকে ; اِلَّا وُسْعَهَا-(الا+وسع+ها)-তার সাধ্যের অতিরিক্ত ; اُولٰٓئِكَ-তারাই ; اَصْحٰبُ-অধিবাসী ; الْجَنَّةِ-জান্নাতের ; هُمْ-তারা ; فِيْهَا-থাকবে সেখানে ; خٰلِدُوْنَ-স্থায়ীভাবে। ৪৩ وَ-আর ; نَزَعْنَا-আমি বের করে দেবো ; مَا-যা ছিল ; فِىْ صُدُوْرِهِمْ-(فى+صدور+هم)-তাদের অন্তরে ; مِّنْ غِلٍّ-ঈর্ষা-বিদ্বেষ (পরস্পরের প্রতি) ; تَجْرِىْ-প্রবাহিত হবে ; مِنْ تَحْتِهِمْ-(من+تحت+هم)-তাদের নীচ দিয়ে ; الْاَنْهٰرُ-(ال+انهار)-নহর সমূহ ; وَ-আর ; قَالُوْا-তারা বলবে ; الْحَمْدُ-(ال+حمد)-সকল প্রশংসা ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; الَّذِىْ-যিনি ; هَدٰىنَا-আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন ; لِهٰذَا-এর (জান্নাতের) ; وَ-আর ; مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ-(ما+كنا+ل+نهتدى)-পথই পেতাম না ;

৩৩. ইহকালে সৎলোকদের পরস্পরের মধ্যেও কোনো না কোনো সংগত কারণে মনোমালিন্য বা অন্তরে ঈর্ষা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ ধরণের কোনো কিছু কারো অন্তরে থেকে থাকলে আল্লাহ তাআলা তা দূর করে দেবেন এবং তাঁরা পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেউ যদি দেখে যে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী, কঠোর সমালোচক ও তার সাথে সর্বদা বিবাদকারী

لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ

যদি না আল্লাহ আমাদেরকে পথ দেখাতেন ; নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্যসহ এসেছেন

وَنُوْدُوْۤا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

আর তাদেরকে ডেকে বলা হবে যে, এ জান্নাত তোমাদের, তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হয়েছে।[৩৪]

۝٤٤ وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا

৪৪. আর জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে ডেকে বলবে—যে, নিসন্দেহে আমরা পেয়েছি

لَوْلَاۤ-যদি না ; اَنْ هَدٰىنَا-আমাদেরকে পথ দেখাতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَقَدْ جَآءَتْ-নিসন্দেহে এসেছেন ; رُسُلُ-রাসূলগণ ; رَبِّنَا-আমাদের প্রতিপালকের ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যসহ ; وَ-আর ; نُوْدُوْۤا-তাদেরকে ডেকে বলা হবে ; اَنْ-যে ; تِلْكُمُ الْجَنَّةُ-(تلكم+ال+جنة)-এ জান্নাত তোমাদের ; اُوْرِثْتُمُوْهَا-(اورثتموا+ها)-তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে ; بِمَا-তার বিনিময়ে যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করতে। ৪৪ وَ-আর ; نَادٰى-ডেকে বলবে ; اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ-(اصحب+ال+جنة)-জান্নাতবাসীরা; اَصْحٰبَ النَّارِ-(اصحب+ال+نار)-জাহান্নামবাসীরাদেরকে; اَنْ-যে ; قَدْ وَجَدْنَا-নিসন্দেহে আমরা পেয়েছি ;

অমুক অমুক ব্যক্তি আল্লাহর যিয়াফতে তার সাথে শরীক হয়েছে, এতে সে অন্তরে কোনো প্রকার কষ্ট ও হিংসা অনুভব করবে না ; বরং তারা সকলে পরস্পর বন্ধু হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আর আল্লাহর কোনো নেক বান্দার চরিত্রে কোনো বেদীন যদি কোনো কালিমা লেপন করে তবে আল্লাহ তাআলা সেই নেক বান্দাহর চরিত্রকে কালিমা-মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

৩৪. তখন এক মর্মস্পর্শী ও আবেগঘন অবস্থা সৃষ্টি হবে। জান্নাতবাসীরা তাদের জান্নাত লাভ করাকে তাদের কাজের প্রতিদান মনে করে গর্ব-অহংকার করবে না ; বরং তারা আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া প্রকাশে মুখর থাকবে। তারা মনে করবে—আমরাতো এ জান্নাতের উপযুক্ত ছিলাম না, আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে জান্নাতের অধিকারী করেছেন। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি যে দয়া দেখিয়েছেন তার জন্য কোনো গর্ব প্রকাশ করবেন না ; বরং তাদের প্রশংসার জবাবে তাঁর পক্ষ

مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوْا

সত্যরূপে, আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন তা ; তোমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন তা-কি তোমরা সত্যরূপে পেয়েছো ? তারা বলবে—

نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ أَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝

হাঁ ; অতপর এক ঘোষক তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে যে, যালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত।

۝٤٥ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ

৪৫. যারা বাধার সৃষ্টি করতো আল্লাহর পথে এবং তাতে বক্রতা খুঁজে ফিরতো, আর তারাই

بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ۝٤٦ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ

আখিরাত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী। ৪৬. আর উভয় পক্ষের মধ্যে থাকবে একটি পর্দা এবং আ'রাফে থাকবে কিছু লোক,

مَا وَعَدَنَا-(ما+وعد+نا)-যে ওয়াদা আমাদের সাথে করেছিলেন তা ; رَبُّنَا-(رب+نا)-আমাদের প্রতিপালক ; حَقًّا-সত্যরূপে ; فَهَلْ وَجَدْتُّمْ-(ف+هل+وجدتم)-তোমরা কি পেয়েছো ; مَا وَعَدَ-যে ওয়াদা করেছিলেন তা ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; حَقًّا-সত্যরূপে ; قَالُوْا-তারা বলবে ; نَعَمْ-হাঁ ; فَأَذَّنَ-(ف+اذن)-অতপর ঘোষণা করবে ; مُؤَذِّنٌ-এক ঘোষক ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; أَنْ-যে ; لَعْنَةُ-লা'নত ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; عَلَى-উপর ; الظّٰلِمِيْنَ-(ال+ظلمين)-যালিমদের। ۝٤٥ الَّذِيْنَ-যারা ; يَصُدُّوْنَ-বাধার সৃষ্টি করতো ; عَنْ سَبِيْلِ-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; يَبْغُوْنَهَا-(يبغون+ها)-খুঁজে ফিরতো ; عِوَجًا-বক্রতা ; وَ-আর ; هُمْ-তারাই ; بِالْاٰخِرَةِ-(ب+ال+اخرة)-আখিরাত সম্বন্ধে ; كٰفِرُوْنَ-অবিশ্বাসী। ۝٤٦ وَ-আর ; بَيْنَهُمَا-উভয়পক্ষের মধ্যে থাকবে ; حِجَابٌ-একটি পর্দা ; وَ-এবং ; عَلَى الْاَعْرَافِ-(على+ال+اعراف)-আ'রাফে থাকবে ; رِجَالٌ-কিছু লোক ;

থেকে বলা হবে যে, এটা তোমাদের প্রতি ভিক্ষার দান নয়, এটা তোমাদের কর্মের প্রতিদান, তোমাদের চেষ্টা-সাধনার ফসল ; সুতরাং এটা তোমাদের সম্মানজনক রুযী। ভিক্ষার দান ভোগ করা এবং নিজের শক্তি দ্বারা অর্জিত সম্পদ ভোগ করার মধ্যে মানুষের মানসিক অবস্থার তারতম্য থাকে। তাই ভিক্ষার দান গ্রহণে মানুষের মন দুর্বল থাকে ; অপরদিকে নিজের উপার্জিত সম্পদ ভোগ ও তদরূপে মন সবল থাকে।

يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۚ

তারা প্রত্যেককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনে নেবে, আর তারা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে—তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক,

لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصٰرُهُمْ

তারা তখনও (জান্নাতে) প্রবেশ করেনি ; কিন্তু তারা আশায় রয়েছে।[৩৫]

৪৭. আর যখন তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে

تِلْقَاءَ أَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴿٤٧﴾

জাহান্নামবাসীদের দিকে, তারা বলবে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ যালিম সম্প্রদায়ের সাথী করবেন না।

يَعْرِفُونَ-তারা চিনে নেবে ; كُلًّا-প্রত্যেককে ; بِسِيمٰهُمْ-(ب+سيم+هم)-তাদের লক্ষণ দ্বারা ; وَ-আর; نَادَوْا-তারা ডেকে বলবে ; أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ-জান্নাতবাসীদেরকে ; أَنْ-যে; سَلٰمٌ-শান্তি বর্ষিত হোক ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; لَمْ يَدْخُلُوهَا-তারা তখনও তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করেনি ; وَ-কিন্তু ; هُمْ-তারা ; يَطْمَعُونَ-আশায় রয়েছে। ﴿٤٧﴾ وَ-আর ; إِذَا-যখন ; صُرِفَتْ-ফিরিয়ে দেয়া হবে ; أَبْصٰرُهُمْ-(ابصار+هم)-তাদের দৃষ্টি; تِلْقَاءَ-দিকে; أَصْحٰبِ النَّارِ-জাহান্নামবাসীদের ; قَالُوا-তারা বলবে ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; لَا تَجْعَلْنَا-আমাদেরকে করবেন না ; مَعَ-সাথী ; الْقَوْمِ-সম্প্রদায়ের ; الظّٰلِمِينَ-যালিম।

দুনিয়াতেও আল্লাহ ও তাঁর মু'মিন বান্দাহদের সম্পর্ক এমনই হয়ে থাকে। মু'মিন বান্দাহরা তাদের প্রতি আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহের জন্য সর্বদা বিনয়ী থাকে। আর বাতিলপন্থীরা তাদের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া জানানোর পরিবর্তে গর্ব-অহংকারে মেতে ওঠে। মু'মিনরা সর্বদা ভয় ও আশার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় জীবন যাপন কর।

৩৫. তারাই আ'রাফবাসী হবে, যাদের নেক আমল এমন পর্যায়ে পৌঁছবে না যে, তারা জান্নাত লাভের উপযোগী হবে, আবার তাদের বদ আমলও এমন পর্যায়ে হবে না যে, তারা জাহান্নামের উপযুক্ত হবে। তাই তারা জান্নাত ও জাহান্নামের সীমান্তে অবস্থান করবে এবং আল্লাহর রহমত লাভ করে জান্নাত লাভের প্রত্যাশী থাকবে।

৫ রুকূ' (৪০-৪৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর রাসূলকে অস্বীকারকারী এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীর কোনো দোয়া-প্রার্থনা আল্লাহর দরবার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, সুতরাং তা কবুল হবে না।

২. মৃত্যুর পর এসব লোকের রূহ-এর জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং এদের রূহকে নিচে নিক্ষেপ করা হবে। এদের শাস্তি হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

৩. এসব কাফিরদেরকে জাহান্নামের আগুন চারদিক থেকে ঘিরে নেবে। যালিমদের সাজা আল্লাহ তাআলা এভাবেই দিয়ে থাকেন। এসব লোকের পরিণতি থেকে মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে হিফাযত করেন সেজন্য সকল মু'মিন বান্দাহর কর্তব্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৪. ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বান্দাহর ভুল-ভ্রান্তি কঠোরভাবে পাকড়াও হবার পরিবর্তে সহজভাবে ধরা হয়। অতএব ঈমান ও নেক আমলের জন্য আমাদেরকে সদা তৎপর থাকতে হবে।

৫. জান্নাতে যাওয়ার জন্য যেসব শরয়ী বিধি-বিধান মেনে চলতে হয় তা মু'মিনদের সাধ্যের বাইরে মোটেই নয়। শুধুমাত্র সচেতনতা প্রয়োজন। অতএব আমাদেরকে শরয়ী বিধান পালনে সদা-সচেতন থাকতে হবে।

৬. আল্লাহ তাআলা যাদেরকে তাঁর দীনের পথে পরিচালিত করেছেন, তাদের উচিত সদা-সর্বদা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ কৃতজ্ঞচিত্তে মেনে চলা।

৭. জান্নাতীদের মনকে কলুষমুক্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে থাকাকালীন তাদের পরস্পরের মধ্যেকার ঈর্ষা-বিদ্বেষ দূর করে দেবেন, যাতে জান্নাতের শান্তি তারা নির্বিঘ্নে উপভোগ করতে পারে।

৮. জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের মধ্যে যদিও বিরাট ব্যবধান থাকবে, তবুও এমন কিছু পথ থাকবে যাতে তারা একে অপরকে দেখবে এবং কথাবার্তা বলতে পারে।

৯. কিছু লোক জাহান্নাম থেকে তো মুক্তি পাবে ; কিন্তু তখনও জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পায়নি, এদেরকে 'আ'রাফবাসী' বলা হয়েছে।

১০. মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত সালাম আখিরাতে প্রচলিত থাকবে। জান্নাতবাসীদেরকে সালাম দ্বারাই অভিবাদন জানানো হবে।

১১. আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদেরকে 'সালামুন আলাইকুম' বলে অভিবাদন জানাবে এবং জাহান্নামীদের প্রতি দৃষ্টি পড়লে তাদের শাস্তি দেখে আল্লাহর নিকট তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿٤٨﴾ وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَىٰهُمْ قَالُوا۟

৪৮. আর আ'রাফবাসীরা কিছু লোককে ডাকবে, যাদেরকে তারা চিনতে পারবে তাদের লক্ষণ দ্বারা তারা বলবে—

مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾ أَهَٰٓؤُلَآءِ

তোমাদের কোনো কাজে এলো না তোমাদের দলবল এবং (তাও না) যা নিয়ে তোমরা গর্ব-অহংকারে মেতে থাকতে। ৪৯. এরাই কি তারা

ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ

যাদের ব্যাপারে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ তাদেরকে দয়া করবেন না ; (তাদেরকে বলা হবে)—তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো

لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾ وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ

তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। ৫০. আর জাহান্নামবাসীরা ডেকে বলবে

(৪৮) وَ-আর ; نَادَىٰ-ডাকবে ; أَصْحَٰبُ الْأَعْرَافِ-(اصحب+ال+اعراف)-আ'রাফবাসীরা ; رِجَالًا-কিছু লোককে ; يَعْرِفُونَهُمْ-(يعرفون+هم)-যাদেরকে তারা চিনতে পারবে ; بِسِيمَاهُمْ-(ب+سيمى+هم)-তাদের লক্ষণ দ্বারা ; قَالُوا-তারা বলবে ; مَآ أَغْنَىٰ-কোনো কাজে এল না ; عَنْكُمْ-(عن+كم)-তোমাদের ; جَمْعُكُمْ-(جمع+كم)-তোমাদের দলবল ; وَ-এবং ; مَا-যা নিয়ে ; كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ-তোমরা গর্ব-অহংকারে মেতে থাকতে। (৪৯) أَهَٰؤُلَآءِ-(ا+هؤلاء)-এরাই কি তারা ; الَّذِينَ-যাদের ব্যাপারে ; أَقْسَمْتُمْ-তোমরা শপথ করে বলতে; لَا يَنَالُهُمُ-তাদের নিকট পৌছবেন না ; اللَّهُ-আল্লাহ ; بِرَحْمَةٍ-রহমতসহ; اُدْخُلُوا-তোমরা প্রবেশ করো ; الْجَنَّةَ-(ال+جنة)-জান্নাত ; لَا خَوْفٌ-কোনো ভয় নেই ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের ; وَ-এবং ; لَا أَنْتُمْ-না তোমরা ; تَحْزَنُونَ-হবে দুঃখিত। (৫০) وَ-আর ; نَادَىٰ-ডেকে বলবে ; أَصْحَٰبُ النَّارِ-(اصحب+ال+نار)-জাহান্নামবাসীরা ;

أَصْحَبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

জান্নাতবাসীদেরকে—তোমরা আমাদের উপর ঢেলে দাও কিছু পানি অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছেন তা থেকে কিছু

قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَٰفِرِينَ ۝٥٠ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

তারা বলবে—নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দু'টো জিনিস কাফিরদের জন্য হারাম করেছেন। ৫১. যারা বানিয়ে নিয়েছে

دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ

তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তু এবং দুনিয়ার জীবন তাদেরকে ফেলে রেখেছে ধোঁকায় ; অতএব আমি তাদেরকে আজ ভুলে যাবো

كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا ۙ وَمَا كَانُوا بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ۝

যেভাবে তারা ভুলে গিয়েছে তাদের এ দিনের মুখোমুখি হওয়াকে এবং যেভাবে তারা অস্বীকার করতো আমার নিদর্শনাবলীকে।[৩৬]

اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ-(اصحب+ال+جنة)-জান্নাতবাসীদেরকে ; اَنْ-যে, اَفِيْضُوْا-তোমরা ঢেলে দাও ; عَلَيْنَا-আমাদে র উপর ; مِنَ الْمَاۤءِ-(من+ال+ماء)-কিছু পানি ; اَوْ-অথবা ; مِمَّا-(من+ما)-তা থেকে কিছু যে ; رَزَقَكُمُ-(رزق+كم)-রিয্ক তোমাদেরকে দিয়েছেন; اللّٰهُ-আল্লাহ ; قَالُوْٓا-তারা বলবে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; حَرَّمَهُمَا-(حرم+هما)-এ দু'টো জিনিস হারাম করেছেন ; عَلَى-উপর ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের। ⑤ الَّذِيْنَ-যারা ; اتَّخَذُوْا-বানিয়ে নিয়েছে ; دِيْنَهُمْ-(دين+هم)-তাদের দীনকে ; لَهْوًا وَّلَعِبًا-(لهوا+و+لعبا)-খেল-তামাশার বস্তু ; وَ-এবং ; غَرَّتْهُمُ-(غرت+هم)-তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে ; الْحَيٰوةُ-(ال+حيوة)-জীবন ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; فَالْيَوْمَ-(ف+ال+يوم)-অতএব আজ ; نَنْسٰهُمْ-(ننسى+هم)-আমি তাদেরকে ভুলে যাবো ; كَمَا-যেভাবে ; نَسُوْا-তারা ভুলে গিয়েছে ; لِقَاۤءَ-মুখোমুখি হওয়াকে ; يَوْمِهِمْ-(يوم+هم)-তাদের দিনের ; هٰذَا-এ ; وَ-এবং ; مَا كَانُوْا-যেভাবে তারা ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনাবলীকে ; يَجْحَدُوْنَ-অস্বীকার করতো।

৩৬. জান্নাতবাসী, জাহান্নামবাসী ও আ'রাফবাসীদের পারস্পরিক কথোপকথনের দ্বারা অনুমান করা যায় যে, আখিরাতে মানুষের শক্তি-ক্ষমতা কত প্রশস্ত হয়ে যাবে। সেখানে মানুষের দৃষ্টিশক্তি এতই প্রসারিত হবে যে, জান্নাত, জাহান্নাম ও আ'রাফের

٥٢ وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً

৫২. আর আমি সন্দেহাতীতভাবে তাদের নিকট কিতাব পৌছে দিয়েছি—ব্যাখ্যা করে দিয়েছি তা হিদায়াত ও রহমত হিসেবে পূর্ণ জ্ঞানে

لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ٥٣ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ

এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।[৩৮] ৫৩. তারা কি এখন তার পরিণাম ফলের অপেক্ষায় আছে ? যেদিন প্রকাশিত হবে

(৫২) وَ-আর ; لَقَدْ جِئْنٰهُمْ-(ل+قدجئنا+هم)-আমি সন্দেহাতীতভাবে তাদের নিকট পৌছে দিয়েছি ; بِكِتٰبٍ-(ب+كتب)-কিতাব ; فَصَّلْنٰهُ-(فصلنا+ه)-ব্যাখ্যা করে দিয়েছি তা ; عَلٰى عِلْمٍ-পূর্ণ জ্ঞানে ; هُدًى-হেদায়াত ; وَ-ও ; رَحْمَةً-রহমত হিসেবে ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-এমন সম্প্রদায়ের জন্য ; يُؤْمِنُوْنَ-যারা ঈমান আনে। (৫৩) هَلْ يَنْظُرُوْنَ-তারা কি অপেক্ষায় আছে ; اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ-(الا+تاويل+ه)-তার পরিণাম ফলের ; يَوْمَ-যেদিন ; يَاْتِيْ-প্রকাশিত হবে ;

অধিবাসীরা যখন ইচ্ছা হবে পরস্পরকে দেখতে সমর্থ হবে। তাদের শব্দ ও শ্রবণশক্তি এত প্রখর হবে যে, বিভিন্ন জগতের বাসিন্দাগণ সহজেই পরস্পর কথাবার্তা বলতে ও শুনতে পারবে। কুরআন মাজীদে আখিরাত সম্পর্কে যেসব বিবরণ আমরা পাই তাতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আখিরাতের জীবন জাগতিক জীবনের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী হবে না ; ভিন্নরূপ হবে, যদিও ব্যক্তি-মানুষ একই থাকবে। যেসব মানুষের দৃষ্টি ও অনুধাবনশক্তি জাগতিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ, তাদের পক্ষে কুরআন মাজীদের এসব বিবরণ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তারা কুরআন মাজীদের বর্ণনাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের মন-মানসের সংকীর্ণতা ও অনুধাবন শক্তির সীমাবদ্ধতাকেই প্রমাণ করে।

৩৭. অর্থাৎ কিতাবে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, মূল সত্য কি ? মানুষের জন্য দুনিয়ার জীবনে কোন্ পন্থা সঠিক, জীবন-যাপনের যথার্থ ও মৌলিক নীতিগুলো কি কি ? আর এ বিবরণও আন্দায-অনুমানের ভিত্তিতে দেয়া হয়নি ; বরং সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতেই দেয়া হয়েছে।

৩৮. অর্থাৎ এ কিতাবের বিষয়বস্তু ও শিক্ষা এতই সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন যে, একটু চিন্তা করলেই সত্যের রাজপথ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অধিকন্তু যারা এ কিতাবের আনুগত্য করে তাদের কর্মময় জীবনকে দেখলেও এ সত্যতার সাক্ষ্য পরিলক্ষিত হয় এবং উপলব্ধি করা যায় যে, এ কিতাব কিরূপ যথার্থ পথ প্রদর্শন করে। আর এটা কত বড় রহমত যে, এর ছোঁয়ায় মানুষের আখলাক, চালচলন, অভ্যাস ও মনোজগতে এক

تَأْوِيْلَهُ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ

তার পরিণাম ফল,[৩৯] যারা ইতিপূর্বে তা ভুলে বসেছিল তারা বলবে—নিসন্দেহে রাসূলগণ এসেছিলেন

رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ

আমাদের প্রতিপালকের সত্যসহ। এখন আমাদের জন্য কোনো সুপারিশকারী আছে কি ? তাহলে যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে, অথবা আমাদেরকে পুনঃপ্রেরণ করা হবে যাতে আমরা করতে পারি

غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ

তার বিপরীত কাজ যা আমরা করতাম ;[৪০] নিসন্দেহে তারা ক্ষতি করেছে নিজেদের, আর উধাও হয়ে গেছে তা তাদের থেকে

مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

যা তারা নিজেরা মনগড়াভাবে বানিয়ে বেড়াতো।

تَأْوِيْلَهُ-(تاويل+ه)-তার পরিণামফল ; يَقُوْلُ-বলবে ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; نَسُوْهُ-(نسوا+ه)-তা ভুলে বসেছিল ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ-নিসন্দেহে রাসূলগণ এসেছিলেন ; رَبِّنَا-আমাদের প্রতিপালকের ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যসহ ; فَهَلْ لَنَا-(ف+هل+لنا)-এখন আছে কি আমাদের জন্য ; مِنْ-থেকে ; شُفَعَاءَ-কোনো সুপারিশকারী ; فَيَشْفَعُوْا-(ف+يشفعوا)-তাহলে তারা সুপারিশ করবে; لَنَا-আমাদের জন্য ; اَوْ-অথবা ; نُرَدُّ-আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করা হবে; فَنَعْمَلَ-(ف+نعمل)-যাতে আমি করতে পারি ; غَيْرَ-বিপরীত কাজ ; الَّذِىْ-তার যা; كُنَّا نَعْمَلُ-আমরা করতাম ; قَدْ خَسِرُوْا-নিসন্দেহে তারা ক্ষতি করেছে ; اَنْفُسَهُمْ-(انفس+هم)-তাদের নিজেদের ; وَ-আর ; ضَلَّ-উধাও হয়ে গেছে তা ; عَنْهُمْ-তাদের থেকে ; مَّا-যা ; كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ-তারা নিজেরা মনগড়াভাবে বানিয়ে বেড়াতো।

বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরামের জীবনকে দেখলেই আমাদের কাছে এটা দিবালোকের মত প্রমাণ হয়ে যায়।

৩৯. এটাকে এভাবেও বলা যায় যে, যাকে নিতান্ত সহজ ও বোধগম্য ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য ; কিন্তু সে তা মানতে রাজী নয়। আবার তার সামনেই কিছু লোক সত্য পথে চলে এ সাক্ষাতও রেখেছে যে, অতীতে তারা ভুল

পথে চলে থাকলেও বর্তমানে সত্য-সঠিক কর্মনীতি গ্রহণ করার কারণে তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে গেছে। এরপরও তারা এটা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। এর অর্থ এটা ছাড়া আর কি হতে পারে যে, তারা নিজ হাতের উপার্জিত কর্মের শাস্তি ভোগ করার পরেই শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং মেনে নেবে যে, তাদের চলার পথটি ভ্রান্ত।

৪০. অর্থাৎ তারা দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আসার আকাংখা করবে এবং বলবে যে, আমাদেরকে যে সত্যের সংবাদ দেয়া হয়েছিল এবং যা মেনে নিতে আমরা অস্বীকার করেছিলাম, তা দেখে আসার পর আমাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে, তা সত্য সঠিক ছিল। আমাদেরকে এখন দুনিয়ায় পুনরায় পাঠালে আমরা আর সেই ভুল করবো না ; যে ভুল আমরা করেছি তা আর করতাম না।

৬ রুকূ' (৪৮-৫৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ঈমান ও সৎকর্ম ছাড়া আখিরাতে দুনিয়ার জীবনের ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং জনবল কোনো কাজে আসবে না।

২. আবার ঈমান ছাড়া সৎকর্মও আখিরাতে গৃহীত হবে না।

৩. দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত সাধারণভাবে মু'মিন, কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক সকলের প্রতিই বর্ষিত হয়ে থাকে, কিন্তু আখিরাতে মু'মিন ছাড়া অন্য কেউ তা পাবে না।

৪. দুনিয়ার দারিদ্র আখিরাতের দুরাবস্থার প্রমাণ নয়। দুনিয়ার জীবন সচ্ছলতা বা দরিদ্রতা যেভাবেই যাক না কেনো ঈমান ও সৎকর্মের পুঁজি নিয়ে যেতে পারলে আখিরাতের জীবন অবশ্যই নিরুদ্বেগ, শংকাহীন ও সুখময় হবে।

৫. দুনিয়ার জীবনকে হেসে-খেলে কাটিয়ে দেয়া এবং কোনো প্রকার দায়িত্বের অনুভূতি না থাকা প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার জীবনের ধোঁকায় পড়ে থাকার প্রমাণ।

৬. দুনিয়ার জীবনে উৎকৃষ্ট খাদ্য-পানীয়, কাফির-মুশরিক এবং মু'মিন সকলের জন্যই বৈধ রয়েছে; কিন্তু আখিরাতে তা শুধু মু'মিনদের জন্যই বৈধ থাকবে।—কাফির-মুশরিকদের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

৭. আল্লাহর কিতাব মু'মিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত। যারা কিতাবকে মানে না তারা এ কিতাব থেকে হেদায়াত পাবে না।

৮. দুনিয়ার জীবনকালটাই নিজেকে মু'মিন হিসেবে প্রমাণ করার সময়কাল। মৃত্যুর পর সত্য যখন প্রকাশ হয়ে যাবে তখন ঈমান আনা কোনো ফলাফল বহন করে আনবে না। সুতরাং যা কিছু করণীয় তা মৃত্যুর পূর্বেই করতে হবে।

৯. সত্য প্রকাশিত হয়ে গেলে দুনিয়াতে পুনরায় ফেরত আসার আর কোনো সুযোগ নেই। নিজেকে শোধরাবার আর কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে না।

১০. সেদিন কোনো সুপারিশকারী কাফির-মুশরিকদের জন্য পাওয়া যাবে না। আর সুপারিশ কোনো কাজেও আসবে না। সুতরাং এ অবস্থাকে অন্তরে জাগরুক রেখেই দুনিয়াতে জীবন-যাপন করতে হবে এবং সেদিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৫

۞إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ⑭

৫৪. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে[৪১]

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا

অতপর তিনি সমাসীন হন আরশের ওপর ;[৪২] তিনিই দিনকে ঢেকে দেন রাতের সাহায্যে, সে (দিন) অনুসরণ করে তাকে (রাতকে) দ্রুতগতিতে ;

⑭ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الَّذِىْ-যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; السَّمٰوٰت-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضَ-যমীন ; فِى سِتَّت-(فى+ستة+ايام)-ايَّام-ছয় দিনে ; ثُمَّ-অতপর ; اسْتَوٰى-তিনি সমাসীন হন ; عَلَى-উপর ; الْعَرْشِ-যমীনে ; يُغْشِىْ-তিনিই ঢেকে দেন ; الَّيْلَ-(ال+ليل)-রাতের সাহায্যে ; النَّهَارَ-(ال+نهار)-দিনকে ; يَطْلُبُهٗ-সে অনুসরণ করে তাকে (রাতকে) ; حَثِيْثًا-দ্রুতগতিতে ;

৪১. 'দিন' দ্বারা এখানে সময়ের একটা অধ্যায় বুঝানো হয়েছে। দুনিয়ার 'দিন' ও আখিরাতের দিনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কারণ, আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে সূরা আল হজ্জ-এর ৪৭ আয়াতে এরশাদ করেন—

"আর আপনার প্রতিপালকের নিকট একদিনের পরিমাণ তোমাদের হিসাব অনুসারে হাজার বছরের সমান।"

সূরা আল মাআরিজ-এর ৪ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—"ফেরেশতারা ও জিবরাঈল তাঁর (আল্লাহর) দিকে এক দিনে আরোহণ করে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।"

৪২. আল্লাহ তাআলার 'আরশের উপর সমাসীন' হওয়ার বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর আরশ এবং তাতে আসীন হওয়ার বাস্তবরূপ যা-ই হোক না কেন, কুরআন মজীদে একথার উল্লেখ এজন্য করেছে—মানুষ যেন এটা মনে না করে যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াটাকে সৃষ্টি করে দিয়েই অবসর নিয়েছেন, দুনিয়াটা পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। মূলত আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে সৃষ্টি করে তার ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সর্বস্তরের যাবতীয় বিষয়াদীর উপর তিনি নিজেই কর্তৃত্ব

وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ

আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজী যা তাঁর আদেশের অনুগামী ; জেনে রেখো ! সৃষ্টি তাঁরই

وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٤﴾ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا

আদেশও (তাঁর),[৪৩] বরকতময় আল্লাহ[৪৪] বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ৫৫. তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো কাকুতি-মিনতি সহকারে

وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ

এবং গোপনে ; নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না। ৫৬. আর তোমরা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না

وَ-আর ; الشَّمْسَ-(ال+شمس)-(সৃষ্টি করেছেন) সূর্য ; وَالْقَمَرَ-(و+ال+قمر)-ও চন্দ্র ; وَالنُّجُوْمَ-ও তারকারাজী ; مُسَخَّرٰتٍ-যা অনুগামী ; بِاَمْرِهٖ-(ب+امر+ه)-তাঁর আদেশের ; اَلَا-জেনে রাখো ; لَهُ-তাঁরই ; الْخَلْقُ-(ال+خلق)-সৃষ্টি ; وَالْاَمْرُ-(و+ال+امر)-আদেশ ও (তাঁর) ; تَبٰرَكَ-বরকতময় ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; رَبُّ-প্রতিপালক ; الْعٰلَمِيْنَ-(ال+علمين)বিশ্ব-জগতের। (৫৫) اُدْعُوْا-তোমরা ডাকো ; رَبَّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালককে ; تَضَرُّعًا-কাকুতি-মিনতি সহকারে ; وَ-এবং ; خُفْيَةً-গোপনে ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই তিনি ; لَا يُحِبُّ-ভালবাসেন না ; الْمُعْتَدِيْنَ-(ال+معتدين)-সীমা লংঘনকারীদেরকে। (৫৬) وَ-আর ; لَا تُفْسِدُوْا-তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করো না ; فِي الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ;

করছেন। সমস্ত ক্ষমতা-ইখতিয়ার একমাত্র তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। মানুষ, জিন বা ফেরেশতা কারো কোনো হাতে তাঁর ক্ষমতার কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও নেই।

৪৩. আল্লাহ তাআলা যেহেতু শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তা-ই নন ; বরং তিনি শাসক, আইন প্রণেতা ও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা ; তিনি তাঁর এ ক্ষমতা কারো উপর-পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক হস্তান্তর করেন নি এবং এর সকল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা স্বয়ং নিজ হাতে রেখেছেন, তাই এ বিশ্বপরিচালনায় কারো ইচ্ছা বা খেয়াল-খুশী কার্যকরী হতে পারে না। কারো মনগড়া আইন দ্বারা এ বিশ্ব শাসিত হতে পারে না। এটা যুক্তি-বুদ্ধির দাবী, এটাই স্বাভাবিক।

৪৪. আল্লাহ তাআলার বরকতময় হওয়ার অর্থ—আল্লাহর সৌন্দর্য বৈশিষ্ট্য, বিরাটত্ব, স্থিতি ও কল্যাণময়তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তাঁর উচ্চতা ও কল্যাণময়তা চিরন্তন ও শাশ্বত ; কোনো দিন এসবের অবসান হবে না।

بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

তাতে শান্তি স্থাপনের পর[৪৫] এবং তাঁকে ডাকো ভয় ও আশা নিয়ে ;[৪৬] নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا

সৎলোকদের নিকটবর্তী। ৫৭. আর তিনিই প্রেরণ করেন বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে

بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا

তাঁর রহমতের পূর্বক্ষণে ; এমন কি যখন তা সহজে বয়ে নিয়ে আসে ভারী মেঘমালা

بَعْدَ-পর ; اِصْلاَحِهَا-(اصلاح+ها)-তাতে শান্তি স্থাপনের ; وَادْعُوْهُ-(و+ادعوا+ه)-এবং তোমরা তাকে ডাকো ; خَوْفًا-ভয় ; وَ-ও ; طَمَعًا-আশা নিয়ে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَحْمَةَ-রহমত ; اللهِ-আল্লাহর ; قَرِيْبٌ-নিকটবর্তী ; مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ-(من+ال+محسنين)-সৎলোকদের। ৫৭ وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; الَّذِىْ-যিনি ; يُرْسِلُ-প্রেরণ করেন ; الرِّيْحَ-(ال+ريح)-বায়ুকে ; بُشْرًا-সুসংবাদবাহীরূপে ; بَيْنَ يَدَىْ-পূর্বক্ষণে ; رَحْمَتِهِ-(رحمة+ه)-তাঁর রহমতের (বৃষ্টির) ; حَتّٰى-এমন কি ; اِذَا-যখন ; اَقَلَّتْ-সহজে বয়ে নিয়ে আসে ; سَحَابًا-মেঘমালা ; ثِقَالاً-ভারী ;

৪৫. 'ইসলাহ' তথা শান্তি স্থাপন-ই যমীনের প্রকৃতি। আর এ প্রাকৃতিক বিধান আল্লাহ তাআলাই যুগে যুগে অগণিত নবী-রাসূলের মাধ্যমে মানুষকে দিয়েছেন। মানুষই আল্লাহর দেয়া এ শৃংখলা-ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করার মাধ্যমে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলছে। মানুষ আল্লাহর দেয়া বিধানকে পরিত্যাগ করে নিজেদের নৈতিকতা, সমাজ ও সভ্যতাকে গায়রুল্লাহর নিকট থেকে নেয়া বিধান অনুযায়ী গড়ে তুলে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সৃষ্টির সূচনা হয়েছে শান্তি-শৃংখলা ও কল্যাণকর ব্যবস্থার মাধ্যমে। পরবর্তীতে মানুষ নিজেদের নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা, অজ্ঞতা, শিরক, আল্লাহদ্রোহিতা ও নৈতিক উচ্ছৃংখলতার মাধ্যমে সুষ্ঠু ও শৃংখলাপূর্ণ জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। কুরআন মাজীদ তাই ঘোষণা করছে যে, আল্লাহর দেয়া শান্তিময় ও কল্যাণকর বিধানকে তোমরা নিজেদের মনগড়া বিধান দ্বারা পরিবর্তন করে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করো না। এ দিক থেকে কুরআন মাজীদ মানুষের বর্তমান সমাজ-সভ্যতাকে ক্রমবিবর্তনের ফল বলে মনে করে না। ক্রম-বিবর্তনের ভুল ধারণা অনুসারে "মানুষের সূচনা অন্ধকার ও বিপর্যয়ের মাধ্যমে ; পরবর্তীতে ধীরে ধীরে মানুষ ক্রম-বিবর্তনের মাধ্যমে উন্নতি লাভ করে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে।" কুরআন মাজীদ এ ধারণার প্রতিবাদ করে ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে পূর্ণ আলোক সহকারেই

سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ

আমি ওটাকে চালনা করি এক নির্জীব জনপদের দিকে তখন তা থেকে বর্ষণ করি পানি এবং উৎপন্ন করি তার দ্বারা

مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

সর্বপ্রকার ফলমূল ; এভাবেই আমি মৃতকে বের করে নিয়ে আসি (জীবিত হিসেবে); সম্ভবত তোমরা শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

﴿٥٨﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِىْ خَبُثَ

৫৮। আর উত্তম জনপদে তার ফসল উৎপন্ন হয় তার প্রতিপালকের আদেশে ; আর যা নিকৃষ্ট হয়ে থাকে

لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ○ ع

উৎপন্ন হয় না (কিছুই) কঠিন শ্রম দেয়া ছাড়া ;[৪৭] এভাবেই আমি নিদর্শনাবলীর বিবরণ দিয়ে থাকি সে সম্প্রদায়ের জন্য যারা কৃতজ্ঞতা জানায়।

سُقْنٰهُ-(سقنى+ه)-আমি ওটাকে চালনা করি ; لِبَلَدٍ-(ل+بلد)-এক জনপদের দিকে ; مَّيِّتٍ-নির্জীব ; فَاَنْزَلْنَا-(ف+انزلنا)-তখন আমি বর্ষণ করি ; بِهِ-তা থেকে ; الْمَآءَ-(ال+ماء)-পানি ; فَاَخْرَجْنَا-(ف+اخرجنا)-এবং উৎপন্ন করি ; بِهٖ-তার দ্বারা ; مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ-(من+كل+ال+ثمرت)-সর্বপ্রকার ফলমূল ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; نُخْرِجُ-আমি বের করে নিয়ে আসি ; الْمَوْتٰى-(ال+موتى)-মৃতকে ; لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ-সম্ভবত তোমরা শিক্ষা লাভ করতে পারবে। ⑤৮ وَ-আর ; الْبَلَدُ-(ال+بلد)-জনপদে ; الطَّيِّبُ-(ال+طيب)-উত্তম ; يَخْرُجُ-উৎপন্ন হয় ; نَبَاتُهٗ-(نبات+ه)-তার ফসল ; بِاِذْنِ-(ب+اذن)-আদেশে ; رَبِّهٖ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; وَ-আর ; الَّذِىْ-যা ; خَبُثَ-নিকৃষ্ট হয়ে থাকে ; لَا يَخْرُجُ-উৎপন্ন হয় না কিছুই ; اِلَّا-ছাড়া ; نَكِدًا-কঠিন শ্রম দেয়া ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; نُصَرِّفُ-বিবরণ দিয়ে থাকি ; الْاٰيٰتِ-(ال+ايت)-নিদর্শনাবলীর ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-সে সম্প্রদায়ের জন্য ; يَّشْكُرُوْنَ-যারা কৃতজ্ঞতা জানায়।

যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাদের শুরু হয়েছে এক সুস্থ ও নির্ভুল কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা সহকারে। পরবর্তীতে মানুষই নিজে শয়তানী শক্তির নেতৃত্ব কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে বারবার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে এবং আল্লাহর দেয়া নির্ভুল ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে ; সে সাথে আল্লাহ তাআলাও বারবার নবী-রাসূল পাঠিয়ে মানুষকে অন্ধকার

থেকে আলোর দিকে আসার এবং বিপর্যয় সৃষ্টি থেকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব কুরআন মাজীদও মানুষকে কিয়ামত পর্যন্ত এ আহ্বানই জানাতে থাকবে।

৪৬. অর্থাৎ তোমরা ভয় করো শুধুমাত্র আল্লাহকে, আর কোনো কিছুর আশাও পোষণ করবে একমাত্র আল্লাহর প্রতি-ই। তোমরা এ অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইবে যে, তোমাদের ভাগ্য সার্বিকভাবে একমাত্র আল্লাহর রহমতের উপরই নির্ভরশীল। কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভ একমাত্র তাঁরই পথ প্রদর্শনের দ্বারা। অপরদিকে তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলে তোমাদের ধ্বংস ও চরম ব্যার্থতা ছাড়া আর কোনো পরিণতিই তোমাদের হবে না।

৪৭. এখানে সুক্ষ্ম ও রূপকভাবে রিসালাত ও তার বরকতের সাহায্যে ভাল ও মন্দের পার্থক্য এবং উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের তারতম্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমন ও আল্লাহর বিধান নাযিল হওয়াকে বৃষ্টিবাহক, বায়ুপ্রবাহ এবং রহমতের ঘনঘটা ও অমৃতরূপ বৃষ্টির ফোঁটার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অপরদিকে নবীর শিক্ষাকে তুলনা করা হয়েছে বৃষ্টির সাহায্যে মৃত যমীনের সহসা জীবন্ত হয়ে ওঠার সাথে। বৃষ্টির সাহায্যে মৃত যমীন থেকে যেমন 'বরকত' লাভ হয়ে যায় এবং এ বৃষ্টি থেকে শুধুমাত্র উর্বর যমীনই উপকার তথা কল্যাণ লাভ করতে পারে, তেমনি নবীর শিক্ষা থেকে তারাই উপকৃত হতে পারে যারা হয় সৎ প্রকৃতির। লবণাক্ত যমীন যেমন বৃষ্টির দ্বারা কোনো ফায়দা লাভ করতে পারে না, বরং নিজের ভেতরে গোপন বিষকে আগাছা-পরগাছা হিসেবে প্রকাশ করে দেয়, তেমনি নবুওয়াত ও রিসালাত আত্মপ্রকাশ করলে অসৎ প্রকৃতির লোকেরা তা থেকে কোনো উপকার তো লাভ করতেই পারে না ; বরং তাদের ভেতরের নিচ প্রকৃতি তথা শয়তানী শক্তি জেগে ওঠে।

৭ রুকূ' (৫৪-৫৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আসমান ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করা দ্বারা দুনিয়ার সময়ের পরিমাণ অনুসারে ছয় দিন বুঝানো হয়নি ; বরং এখানে 'দিন' দ্বারা সময়ের এক একটি অধ্যায় বুঝানো হয়েছে।

২. চাঁদ, সুরুজ, গ্রহ-নক্ষত্র সব কিছুই আল্লাহর হুকুমের অনুসারী যেহেতু আল্লাহ তাদের স্রষ্টা। মানুষের স্রষ্টাও যেহেতু আল্লাহ, তাই তাদেরকেও একমাত্র আল্লাহর আদেশ-নিষেধই মানতে হবে।

৩. আল্লাহর আদেশ মানার কারণে যেমন প্রাকৃতিক জগতে কোনো বিশৃংখলা নেই, তেমনি আল্লাহর নির্দেশ মেনে জীবন যাপন করলে মানুষের সমাজেও কোনো প্রকার অশান্তি ও বিশৃংখল থাকতে পারে না। সুতরাং শান্তি-শৃংখলা চাইলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে হবে।

৪. আমাদের সকল চাওয়া হতে হবে একমাত্র আল্লাহর নিকট। আর এ চাওয়া হবে কাকুতি-মিনতি সহকারে ও একান্ত গোপনে।

৫. আল্লাহকে ভয় ও আশা নিয়ে ডাকতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, মনে আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতা ও আযাবের ভয় থাকবে এবং থাকবে আল্লাহর রহমতের আশা। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে শয়তানের অনুসারীরা।

৬. যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে সাহায্য চায়, অন্যকে ডাকে, তারাই সীমালংঘনকারী। এমন লোকেরা আল্লাহর রহমত ও ভালবাসা পেতে পারে না।

৭. মানব জীবনের শুরু জ্ঞান ও আলোর মধ্য দিয়ে। অজ্ঞতা-মূর্খতা মানুষের পরবর্তীকালের অর্জন। সুতরাং মানুষ জ্ঞানের আলোয় আলোকিত সৃষ্টি।

৮. "মানব জাতির সূচনা অন্ধকার, অজ্ঞতা, অসত্যতা ও বর্বরতার মধ্য দিয়ে ; বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে মানুষ বর্তমানে সভ্য হয়েছে"—এ ধারণা মিথ্যা।

৯. নবী-রাসূলদের দাওয়াত মানুষের জন্য আল্লাহর রহমতস্বরূপ। এ রহমত থেকে তারাই উপকৃত হতে পারে যারা প্রকৃতিগতভাবে সৎ।

১০. নবী-রাসূলের দাওয়াতের ফলে অসৎ প্রকৃতির লোকদের মধ্যকার সুপ্ত শয়তানী চরিত্র সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-৬

⑤⑨ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

৫৯. নিসন্দেহে আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম,[৪৮] সে তখন বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো

مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো 'ইলাহ' নেই ;[৪৯] আমি তোমাদের উপর এক মহাদিনের আযাবের নিশ্চিত আংশকা করছি।

⑤⑨ لَقَدْ اَرْسَلْنَا-নিসন্দেহে আমি পাঠিয়েছিলাম ; نُوحًا-নূহকে ; اِلٰى-নিকট ; قَوْمِهٖ-(قوم+ه)-তার সম্প্রদ্রায়ের ; فَقَالَ-(ف+قال)-সে তখন বলেছিল ; يٰقَوْمِ-(يا+قوم)-হে আমার সম্প্রদায় ; اعْبُدُوا-তোমরা ইবাদত করো ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; مَا لَكُمْ-(ما+لكم)-তোমাদের নেই ; مِّنْ اِلٰهٍ-(من+اله)-অন্য কোনো ইলাহ ; غَيْرُهٗ-(غير+ه)-তিনি ছাড়া ; اِنِّيْٓ-(ان+ى)-আমি নিশ্চিত ; اَخَافُ-আশংকা করছি ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; عَذَابَ-আযাবের ; يَوْمٍ عَظِيْمٍ-(يوم+عظيم)-এক মহা দিনের।

৪৮. হযরত আদম (আ)-এর পর হযরত নূহ (আ)-এর সময় মানব সমাজে প্রথম বিপর্যয় শুরু হয়েছে। তাই ঐতিহাসিক বর্ণনা উপলক্ষে কুরআন মাজীদ নূহ (আ) ও তাঁর সময়কার লোকদেরকে নিয়েই আলোচনা শুরু করেছে। কুরআন মাজীদ ও বাইবেলের বর্ণনা দ্বারা যে ইংগীত পাওয়া যায় তাতে বর্তমান ইরাক ও তার আশে-পাশের এলাকাই ছিল নূহ (আ)-এর বসবাস ও বিচরণ ক্ষেত্র। পৃথিবীর প্রায় অঞ্চলের লোককাহিনীতে এবং প্রাচীনতম ইতিহাসে এক সর্বগ্রাসী বন্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে করে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, নূহ (আ)-এর সময়ে পৃথিবীর সমগ্র মানুষ একই অঞ্চলে বসবাস করতো। অতপর তারা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আর এজন্যই পৃথিবীর সব দেশের প্রাচীন ইতিহাসে সেই সর্বগ্রাসী বন্যার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যদিও তারা তাকে কিংবদন্তীর আকারে উল্লেখ করে।

৪৯. কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে হযরত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত অবস্থা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা মূলত আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতো না। আল্লাহর ইবাদাত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও তারা ওয়াকিফহাল ছিল। কিন্তু তারা শিরক ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল। তারা আল্লাহর সাথে অন্য বহু শক্তি ও মানুষের

(৬০) قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৬০. তার সম্প্রদায়ের নেতারা বললো—আমরাতো নিশ্চিত তোমাকে প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি।

(৬১) قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬১. সে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো গোমরাহী নেই ; বরং আমি সমগ্র জগতের প্রতিপালকের রাসূল।

(৬২) اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ

৬২. আমি তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাই এবং দান করি তোমাদেরকে সদুপদেশ আর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (৬৩) اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

যা তোমরা জান না। ৬৩. তোমরা কি আশ্চর্য হয়ে গেছো যে, তোমাদের নিকট এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশবাণী

(৬০) قَالَ-বললো ; الْمَلَاُ-নেতারা ; مِنْ قَوْمِهٖٓ-(من+قوم+ه)-তার সম্প্রদায়ের ; اِنَّا-আমরা তো নিশ্চিত ; لَنَرٰىكَ-(ل+نرى+ك)- তোমাকে দেখতে পাচ্ছি ; فِيْ ضَلٰلٍ-(فى+ضلل)-গোমরাহীতে লিপ্ত ; مُّبِيْنٍ-প্রকাশ্য। (৬১) قَالَ-সে বলেছিল ; يٰقَوْمِ-হে আমার সম্প্রদায় ; لَيْسَ-নেই ; بِيْ-আমার মধ্যে ; ضَلٰلَةٌ-কোনো গোমরাহী ; وَّلٰكِنِّيْ-বরং আমি ; رَسُوْلٌ-রাসুল ; مِّنْ رَّبِّ-প্রতিপালকের; الْعٰلَمِيْنَ-সমগ্র জগতের। (৬২) اُبَلِّغُكُمْ-(ابلغ+كم)-আমি তোমাদের নিকট পৌছাই ; رِسٰلٰتِ-পয়গাম ; رَبِّيْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালকের; وَ-এবং ; اَنْصَحُ-সদুপদেশ দান করি ; لَكُمْ-তোমাদেরকে; وَ-আর ; اَعْلَمُ-আমি জানি ; مِنَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; مَا-এমন কিছু যা ; لَا تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জান না। (৬৩) اَوَعَجِبْتُمْ-(ا+و+عجبتم)-তোমরা কি আশ্চর্য হয়ে গেছো ; اَنْ-যে ; جَآءَكُمْ-(جاء+كم)-তোমাদের নিকট এসেছে ; ذِكْرٌ-উপদেশবাণী ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ;

পূজারী ছিল। এসব গায়রুল্লাহকে তারা আল্লাহর মর্যাদা ও অধিকারে অংশীদার মনে করে নিয়েছিল। এসব মানুষ সমাজের সার্বিক নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব দখল করে রেখেছিল। এরা জনগণের সকল ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সার্বভৌম মালিক হয়ে বসেছিল। নূহ (আ) সাড়ে নয় শত বছর ধরে অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে এদের সংশোধনের

عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির মাধ্যমে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে এবং তোমরাও সাবধান হয়ে যাও ; আর যথাসম্ভব তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।[৫০]

۝٦٤ فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا

৬৪. অতপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী মনে করলো, তাই আমি তাকে ও তার সাথে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে উদ্ধার করলাম আর ডুবিয়ে দিলাম

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ○

তাদেরকে যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা মনে করেছিল,[৫১] নিশ্চয়ই তারা ছিল অন্ধ সম্প্রদায়।

عَلٰى رَجُلٍ-(على+رجل)-এক ব্যক্তির মাধ্যমে ; مِّنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্যকার ; لِيُنْذِرَكُمْ-(لينذر+كم)-যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে ; وَ-এবং ; لِتَتَّقُوْا-যাতে তোমরাও সাবধান হয়ে যাও ; وَ-আর ; لَعَلَّكُمْ-যথাসম্ভব তোমাদের প্রতি ; تُرْحَمُوْنَ-দয়া করা হবে। ۝٦٤ فَكَذَّبُوْهُ-(ف+كذبوا+ه)-অতপর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করলো ; فَاَنْجَيْنٰهُ-(ف+انجينا+ه)-তাই আমি তাকে উদ্ধার করলাম ; وَ-ও ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ছিল ; مَعَهٗ-(مع+ه)-তাঁর সাথে ; فِى الْفُلْكِ-(فى+ال+فلك)-নৌকায় ; وَ-আর ; اَغْرَقْنَا-ডুবিয়ে দিলাম ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; كَذَّبُوْا-মিথ্যা মনে করেছিল ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনাবলীকে ; اِنَّهُمْ-নিশ্চয়ই তারা ; كَانُوْا-ছিল ; قَوْمًا-সম্প্রদায় ; عَمِيْنَ-অন্ধ।

চেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। অতপর তিনি তাদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছেন, যার ফলে নূহ (আ)-এর নৌকায় আশ্রয় গ্রহণকারী মু'মিনরা ছাড়া সকলেই উল্লেখিত সর্বগ্রাসী বন্যায় ধ্বংস হয়ে যায়।

৫০. পৃথিবীতে যত নবী-রাসূলের আগমণ ঘটেছে, সকলের দাওয়াত ছিল একই। তাদের সময়কার বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট লোকদের আপত্তি, সন্দেহ-সংশয়ও ছিল একই প্রকৃতির। এসব লোকের পরিণামও হয়েছিল একই ধরণের। নূহ (আ)-এর বিরুদ্ধে বাদীরা যেসব কথা বলেছে, হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর বিরুদ্ধ শক্তি মক্কার কাফির-মুশরিকরাও সেই একই ধরণের কথাই বলেছে। স্থান-কাল-পাত্রের পার্থক্য ছাড়া নবী-রাসূলদের দাওয়াতের বিষয়বস্তু ও দাওয়াতের পদ্ধতিতে যেমন কোনো পার্থক্য নেই, তেমিন পার্থক্য নেই বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধীতামূলক কাজের পথ ও পদ্ধতিতে। কুরআন

মাজীদে নবী-রাসূলদের আলোচনা থেকে এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। নবী-রাসূলের আগমণের ধারা বন্ধ ; কিন্তু শেষ নবী ও কুরআন মাজীদের মাধ্যমে তাঁদের দাওয়াত ও শিক্ষা পৃথিবীতে থেকে যাবে। কুরআন মাজীদের এ দাওয়াত ও শিক্ষা নিয়ে যারাই উঠে দাঁড়াবে, তাদের সাথে সেই একই আচরণ দেখানো হবে যেমন করা হয়েছিল নবী-রাসূলদের সাথে।

৫১. কুরআন মাজীদের ঐতিহাসিক ঘটনা-কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে তাতে করে বুঝা যায় যে, শিক্ষা দান ও উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুপাতে উল্লেখিত ঘটনা বা কাহিনীর প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। ঘটনার খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো পরিহার করা হয়েছে। যেসব ঘটনা কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলো এমন নয় যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম দাওয়াত দিয়েছেন ও মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করেছে ; আর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাৎক্ষণিক আযাব এসে পড়েছে। বরং এসব ঘটনাগুলোর এক একটি এক দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নূহ (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। নূহ (আ) দীর্ঘ দিন দাওয়াতী কাজ করেছেন, কিন্তু গুটিকয়েক লোক ছাড়া আর কেউ তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেয়নি। এতে যে দীর্ঘ সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তা এজন্য করা হয়েছে যাতে করে মুহাম্মাদ (সা)-এর সঙ্গী-সাথীগণ এবং পরবর্তীকালে যাঁরাই তাঁর এ দাওয়াত নিয়ে উঠে দাঁড়াবে, তারা যেন নূহ (আ)-এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং নিজেরা যেন হতাশ না হয়ে পড়ে।

কুরআন মাজীদে অতীতের আল্লাহ বিরোধী লোকদের উপর আসমানী আযাব-গযব আপতিত হওয়ার ঘটনা পাঠের পর প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আজকালওতো দুনিয়াতে সে ধরণের আল্লাহ-বিরোধী লোক রয়েছে এবং তারা আল্লাহ বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে এবং আল্লাহর বান্দাহদের উপর যুল্ম-নির্যাতন চালাচ্ছে ; কিন্তু তাদের উপর তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব ও গযব আসছে না।

এর জবাব হলো—অতীতের যেসব জাতি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে তারা সরাসরি আল্লাহ প্রেরতি নবী-রাসূলের বিরোধিতা করেছে। আল্লাহ তাআলা সেসব জাতির মধ্য থেকেই নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন ; নবী-রাসূলগণ সরাসরি তাদের ভাষায় তাদেরকে আল্লাহর পয়গাম শুনিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সকল যুক্তি-প্রমাণ তাদের সামনে পেশ করেছেন। অতপর আল্লাহর নবী-রাসূলদেরকে সরাসরি অমান্য করার তাদের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না, তাই তাদেয় ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ফায়সালা এসে গেছে ; ফলে তারা ধ্বংসের কবলে পড়েছে। আর যেসব জাতির নিকট আল্লাহর জায়গায় সরাসরি নবী-রাসূল কর্তৃক পৌঁছেনি ; বরং তা পৌঁছেছে বিভিন্ন মাধ্যমে, তাদের অবস্থা অতীতের জাতিসমূহ থেকে ভিন্নরূপ হয়ে থাকে। তাই বর্তমানে অতীতের মতো আযাব না আসা আশ্চার্যের বিষয় নয়। তবে প্রকৃত ব্যাপার হলো—আযাব আজও আসে—ছোট-বড় সতর্কতামূলক আযাব এখনও দুনিয়ার হঠকারী জাতিসমূহের উপর আসছে, যদিও এটাকে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা হচ্ছে

এবং এসব ধ্বংসকারী ঘটনাসমূহকে আল্লাহর আযাব হিসেবে মনে করা হচ্ছে না। বৈজ্ঞানিক ও বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করা হচ্ছে, যাতে করে মানুষ এসব ঘটনাকে আল্লাহর আযাব মনে করে হিদায়াতের পথে ফিরে আসতে না পারে।

৮ রুকূ' (৫৯-৬৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ-প্রেরিত নবী-রাসূল ও তাঁদের প্রতিনিধি সকল যুগের 'দায়ী' তথা আল্লাহর পথের আহ্বানকারীগণের শিক্ষা ও বৃষ্টির মত ব্যাপক ; কিন্তু তা থেকে উর্বর যমীনের মতো যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরাই উপকৃত হতে পারে। এমন লোকদের পেছনেই 'দায়ী'দের সময় দেয়া প্রয়োজন।

২. যারা হিদায়াতের অযোগ্য তারাই স্থায়ীভাবে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে। তাদের অন্তর বালুকাময় কিংবা কংকরময় উৎপাদন-যোগ্যতাহীন ভূমির মতো। তারা আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন দেখেও ঈমান আনে না। এমন লোকদের পেছনে সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই।

৩. বৃষ্টির সুসংবাদ বহনকারী শীতল বায়ু, বৃষ্টিপাত, বৃষ্টিপাতের ফলে উৎপন্ন ফল-ফসল ইত্যাদি বিষয় আল্লাহর সুস্পষ্ট ও আকাট্য নিদর্শন। মানুষের হিদায়াত লাভের জন্য এ ধরনের অসংখ্য নিদর্শন পরিবেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ; অতপর হিদায়াত থেকে বিরত থাকার জন্য কোনো আপত্তি আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

৪. সকল যুগের পথভ্রষ্ট ও অসৎ নেতৃস্থানীয় লোকেরা হিদায়াতপ্রাপ্ত ঈমানদার লোকদেরকে উল্টো পথভ্রষ্ট, অজ্ঞ ও দুনিয়াতে চলার অযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছে। এ ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

৫. নবী-রাসূলদের মাধ্যমে অদৃশ্য জগত সম্পর্কে যেসব জ্ঞান দুনিয়াতে এসেছে তা-ই যথার্থ জ্ঞান। এসব ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের সুযোগ নেই। তা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা ঈমানের দাবী।

৬. আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য হিদায়াত নিয়ে আসার জন্য মানুষকে নির্বাচিত করা আল্লাহর এক বিরাট রহমত। অন্যথায় এ বিধান মানুষের জন্য উপযোগী না হওয়ার আপত্তি উঠার সুযোগ সৃষ্টি হতো।

৭. যারা আল্লাহর নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আগত জীবন-ব্যবস্থাকে মিথ্যা মনে করে প্রত্যাখ্যান করবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এটা দুনিয়াতেও হতে পারে, আর আখিরাতের ধ্বংস থেকে তাদের বাঁচার কোনো পথই থাকবে না।

৮. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত-এর সত্যতা ও অকাট্যতর পক্ষে দুনিয়াতে এত অগণিত প্রমাণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাদের চোখ থাকতেও তারাই প্রকৃত অন্ধ। তাই তাদের অবস্থার প্রতি মু'মিনদের করুণা দেখানো উচিত।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৮

۞ وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ

৬৫. আর (আমি পাঠিয়েছিলাম) আ'দ[৫২] সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই হূদ-কে ; সে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তোমাদের তো নেই

مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۞ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

কোনো ইলাহ, তিনি ছাড়া, তোমরা কি সাবধান হবে না ? ৬৬. নেতারা বললো, যারা কুফরীতে লিপ্ত ছিল

مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে—আমরা তো তোমাকে নিশ্চিত বোকামীতে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে নিশ্চিত মিথ্যাবাদীদের শামিল মনে করি।

(৬৫)-وَ-আর ; اِلٰى-নিকট ; عَادٍ-আ'দ সম্প্রদায়ের ; اَخَاهُمْ-(اخا+هم)-তাদের ভাই ; هُوْدًا-হূদ-কে ; قَالَ-সে বলেছিল ; يٰقَوْمِ-(يا+قوم)-হে আমার সম্প্রদায় ; اعْبُدُوْا-তোমরা ইবাদত করো ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; مَا-নেই ; لَكُمْ-তোমাদের ; مِّنْ اِلٰهٍ-(من+اله)-কোনো ইলাহ ; غَيْرُهٗ-(غير+ه)-তিনি ছাড়া ; اَفَلَا تَتَّقُوْنَ-(ا+ف+لاتتقون)-তোমরা কি সতর্ক হবে না। (৬৬) قَالَ-বললো ; الْمَلَاُ-(الذين)-নেতারা ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরীতে লিপ্ত ছিল ; مِنْ-মধ্য থেকে ; قَوْمِهٖۤ-(قوم+ه)-তার সম্প্রদায়ের ; اِنَّا-আমরা তো নিশ্চিত ; لَنَرٰىكَ-(لنرى+ك)-তোমাকে দেখতে পাচ্ছি ; فِيْ سَفَاهَةٍ-বোকামীতে লিপ্ত ; وَّ-এবং ; اِنَّا-আমরা নিশ্চিত ; لَنَظُنُّكَ-(لنظن+ك)-তোমাকে মনে করি ; مِنَ الْكٰذِبِيْنَ-(من+ال+كذبين)-মিথ্যাবাদীদের শামিল।

৫২. 'আদ' হযরত নূহ (আ)-এর পঞ্চম পুরুষের অন্তগর্ত 'সাম'-এর বংশধরদের এক ব্যক্তির নাম। তার নামানুসারে সেই সম্প্রদায়ের নাম 'আদ সম্প্রদায়' হিসেবে মশহুর হয়ে গেছে। বর্তমান আম্মান থেকে শুরু করে হাদরা মাওত ও ইয়ামন-এর মধ্যবর্তী তাদের বসবাস ছিল। আরবে এ জাতি সম্পর্কে বহু উপকথা প্রচলিত রয়েছে। কুরআন মাজীদে এদের মূল বসবাসের স্থান 'আহকাফ' বলা হয়েছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে এ জাতির কোনো চিহ্ন খুজে পাওয়া যায় না বললেই চল। তবে দক্ষিণ

৬৭ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ○

৬৭. সে বললো—হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো বোকামী নেই ; বরং আমি বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন রাসূল।

৬৮ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ৬৯ اَوَعَجِبْتُمْ

৬৮. আমি তো আমার প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে থাকি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত মঙ্গলকামী। ৬৯. তোমরা অবাক হয়ে গেছ যে,

اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ وَاذْكُرُوْٓا

তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশবাণী এসেছে ? যেন সে তোমাদেরকে সতর্ক করে দেয়

اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ

আর তোমরা স্মরণ করো—যখন তিনি তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদেরকে প্রবৃদ্ধি দান করেছেন

৬৭ قَالَ-সে বললো ; يٰقَوْمِ-(يا+قوم)-হে আমার সম্প্রদায় ; لَيْسَ-নেই ; بِىْ-(ب+ى)-
আমার মধ্যে ; سَفَاهَةٌ-কোনো বোকামী ; وَّلٰكِنِّىْ-(و+لكن+ى)-বরং আমি ; رَسُوْلٌ-
একজন রাসূল ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّ-প্রতিপালকের ; الْعٰلَمِيْنَ-বিশ্বের। ৬৮ اُبَلِّغُكُمْ
-(ابلغ+كم)-আমি তো তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে থাকি ; رِسٰلٰتِ-পয়গাম ; رَبِّىْ
-(رب+ى)-আমার প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; اَنَا-আমি ; لَكُمْ-তোমাদের ; نَاصِحٌ-
মঙ্গলকামী ; اَمِيْنٌ-বিশ্বস্ত। ৬৯ اَوَعَجِبْتُمْ-(او+عجبتم)-তোমরা কি অবাক হয়ে গেছে;
اَنْ-যে, جَآءَكُمْ-(جاء+كم)-তোমাদের নিকট এসেছে ; ذِكْرٌ-উপদেশবাণী ; مِّنْ-
পক্ষ থেকে ; رَّبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; عَلٰى-মাধ্যমে ; رَجُلٍ-
এক ব্যক্তির ; مِّنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্য থেকে ; لِيُنْذِرَكُمْ-(لينذر+كم)-
যেন সে তোমাদেরকে সতর্ক করে দেয় ; وَ-আর ; اذْكُرُوْٓا-তোমরা স্মরণ করো ; اِذْ-
যখন ; جَعَلَكُمْ-(جعل+كم)-তিনি নিয়োজিত করেছেন তোমাদেরকে ; خُلَفَآءَ-
প্রতিনিধি হিসেবে ; مِنْۢ بَعْدِ-পরে ; قَوْمِ-সম্প্রদায়ের ; نُوْحٍ-নূহের ; وَّ-এবং ;
زَادَكُمْ-(زاد+كم)-তোমাদেরকে প্রবৃদ্ধি দান করেছেন ;

فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۚ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

দৈহিক গঠনের বলিষ্ঠতায় ; সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো,[৫৩] সম্ভবত তোমরা সফলতা লাভ করবে।

⑦ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۚ

৭০. তারা বললো—তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছো, যাতে আমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করি এবং তা ছেড়ে দেই যার ইবাদাত করতো আমাদের পিতৃপুরুষরা ?[৫৪]

فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑦ قَالَ قَدْ وَقَعَ

সুতরাং তুমি যদি সত্যবাদীদের মধ্যে শামিল হয়ে থাকো তাহলে যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছো তা নিয়ে এসো। ৭১. সে বললো—নিসন্দেহে নির্ধারিত হয়ে গেছে।

فِي الْخَلْقِ-(فى+ال+خلق)-দৈহিক গঠনের ; بَصْطَةً-বলিষ্ঠতায় ; فَاذْكُرُوا-(ف+اذكروا)-সুতরাং তোমরা স্মরণ করো ; آلَاءَ-নিয়ামতের ; اللَّهِ-আল্লাহর ; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমরা ; تُفْلِحُونَ-সফলতা লাভ করবে। ⑦ قَالُوا-তারা বললো ; أَجِئْتَنَا-(ا+جئت+نا)-তুমি কি আমাদের নিকট এসেছো ; لِنَعْبُدَ-যাতে আমরা ইবাদত করি; اللَّهَ-আল্লাহর ; وَحْدَهُ-এক ; وَ-এবং ; نَذَرَ-ছেড়ে দেই তা ; مَا-যার ; كَانَ يَعْبُدُ-ইবাদত করতো ; آبَاؤُنَا-আমাদের পিতৃপুরুষেরা ; فَأْتِنَا-(ف+ات+نا)-তাহলে তুমি নিয়ে এসো ; بِمَا-তা যার ; تَعِدُنَا-(تعد+نا)-ভয় তুমি আমাদরেকে দেখাচ্ছো ; إِنْ-যদি ; كُنْتَ-তুমি হয়ে থাকো ; مِنَ-মধ্যে শামিল ; الصَّادِقِينَ-(ال+صدقين)-সত্যবাদীদের ⑦ قَالَ-সে বললো ; قَدْ وَقَعَ-নিসন্দেহে নির্ধারিত হয়ে গেছে ;

আরবের কোথাও কোথাও কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় যেগুলোকে 'আদ' জাতির ধ্বংসাবশেষ বলে অভিহিত করা হয়।

৫৩. হূদ (আ) 'আদ' সম্প্রদায়কে তাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা নূহ (আ)-এর জাতিকে দুনিয়া থেকে নির্মূল করে দিয়ে তোমাদের উত্থান ঘটিয়েছেন, একথা তোমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আর যদি ভুলে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে অপর কোনো জাতিকেও তোমাদের স্থানে বসিয়ে দিতে পারেন।

৫৪. আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হূদ (আ)-এর জাতির লোকেরাও আল্লাহকে অস্বীকার করতো না। আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ধারণাও ছিল ; কিন্তু 'শুধুমাত্র আল্লাহকে-ই মা'বুদ মানতে হবে, অপর কাউকে তাঁর সাথে শরীক করা যাবে না'—হূদ (আ)-এর একথা তারা মানতে সম্মত ছিল না।

عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ

তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আযাব ও গযব ; তোমরা কি আমার সাথে এমন কিছু নাম সম্পর্কে বিতর্ক করছো,

سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ

যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা নির্দিষ্ট করে নিয়েছো, [৫৫] যে সম্পর্কে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেন নি ; [৫৬]

فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٧١﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ

অতএব তোমরা অপেক্ষায় থাকো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষাকারীদের শামিল হয়ে রইলাম। ৭২. অতপর আমি উদ্ধার করলাম তাঁকে

عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; رِجْسٌ-আযাব ; وَّ-ও ; غَضَبٌ-গযব ; أَتُجَادِلُونَنِي-(ا+تجادلون+نى)-তোমরা বির্তক করছো আমার সাথে ; فِي-সম্পর্কে ; أَسْمَاءٍ-এমন কিছু নাম ; سَمَّيْتُمُوهَا-(سميتموا+ها)-নির্দিষ্ট করে নিয়েছো ; أَنْتُمْ-তোমরা ; وَ-ও ; آبَاؤُكُمْ-(اباؤ+كم)-তোমাদের বাপ-দাদারা ; مَّا نَزَّلَ-নাযিল করেননি ; اللَّهُ-আল্লাহ ; بِهَا-(ب+ها)-যে সম্পর্কে ; مِنْ سُلْطَانٍ-(من+سلطن)-কোনো প্রমাণ ; فَانْتَظِرُوا-(ف+انتظروا)-অতএব তোমরা অপেক্ষায় থাকো ; إِنِّي-আমিও ; مَعَكُمْ-(مع+كم)-তোমাদের সাথে রইলাম। مِّنَ-শামিল হয়ে ; الْمُنْتَظِرِينَ-(ال+منتظرين)-অপেক্ষাকারীদের। ﴿٧٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ-(ف+انجينا+ه)-অতপর আমি উদ্ধার করলাম তাকে ;

৫৫. অর্থাৎ তোমরা বৃষ্টি, বায়ু, ধন-দৌলত, বিপদমুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে কিছু নাম সর্বস্ব খোদা বানিয়ে নিয়েছো, যাদের কোনো ক্ষমতা থাকাতো দূরের কথা, তাদের কোনো অস্তিত্বও নেই। বর্তমান কালেও এরূপ অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। কাউকে 'গাওস' তথা ফরিয়াদ শ্রবণকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়, অথচ তার এমন কোনো ক্ষমতা-ই নেই যে, সে কারো ফরিয়াদ শুনে সে অনুসারে তার সাহায্য করতে পারে। কাউকে আবার গরীবে নেওয়ায নামে আখ্যায়িত করা হয় অথচ গরীবকে ধনী করে দেয়ার কোনো ক্ষমতা-ই তার আয়ত্ত্বে নেই।

৫৬. অর্থাৎ আল্লাহর কর্তৃত্ব ও অধিকারকে তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা তোমাদের কিছু মনগড়া খোদার মধ্যে যেভাবে ভাগ-বটোয়ারা করে দিয়েছো সে সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ আসেনি। তিনি তো তাঁর নিজের ক্ষমতাকে

وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا

এবং তাঁর সাথে যারা ছিল তাদেরকে আমার দয়া-অনুগ্রহের দ্বারা এবং তাদের মূল উপড়ে ফেললাম যারা অবিশ্বাস করেছিল

بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ○

আমার নিদর্শনাবলীকে, আসলে তারা মু'মিন ছিল না।[৫৭]

وَ-এবং ; الَّذِيْنَ-যারা ছিল তাদেরকে; مَعَهٗ-(مع+ه)-তার সাথে; بِرَحْمَةٍ-(ب+رحمة)-দয়া-অনুগ্রহের দ্বারা ; مِّنَّا-আমার পক্ষ থেকে ; وَّ-এবং ; قَطَعْنَا-উপড়ে ফেললাম ; دَابِرَ-মূল ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; كَذَّبُوْا-অবিশ্বাস করেছিল ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনাবলীকে ; وَ-আসলে ; مَاكَانُوْا-তারা ছিল না ; مُؤْمِنِيْنَ-মু'মিন।

বিভক্ত করে দেননি ; অতএব তোমরা যা করছো তা তোমাদের ধারণা-কল্পনা থেকে করছো, এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

৫৭. 'তাদের মূল উপড়ে ফেললাম' দ্বারা 'আদে উলা' তথা প্রথম পর্যায়ের 'আদ' সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতেও এ সম্প্রদায়ের কোনো নাম-চিহ্নও বর্তমান নেই। ঐতিহাসিকগণ এদেরকে 'উমামে বায়েদা' তথা নিশ্চিহ্ন জাতির মধ্যে গণ্য করেছেন। আর যারা হূদ (আ)-এর অনুসারী ছিল তাদেরকে ঐতিহাসিকগণ 'আদে সানীয়া' তথা দ্বিতীয় 'আ'দ নামে অভিহিত করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে যে শিলালিপি পাওয়া গেছে তাতেও এর সমর্থন মেলে। শিলালিপির পাঠোদ্ধারের পর কুরআন মাজীদের ঘোষণার সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে প্রাচীনতম আ'দ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হয়েছিল হূদ (আ)-এর অনুসারীরা-ই।

৯ রুকূ' (৬৫-৭২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আ'দ সম্প্রদায় ও হূদ (আ)-এর বংশ তালিকায় চতুর্থ পুরুষে 'সাম' পর্যন্ত পৌঁছে এক হয়ে যায়, এজন্য তাঁকে আ'দ জাতির ভাই বলা হয়েছে। সাম ছিল নূহ (আ)-এর পরবর্তী পঞ্চম পুরুষ।

২. সকল নবী-রাসূল এবং তাদের অনুসারী প্রতিনিধিদের দাওয়াতের মূলকথা সর্বযুগেই একই ছিল। বর্তমানে নবী-রাসূল নেই এবং ভবিষ্যতে কোনো নবী-রাসূল আসবে না ; কিন্তু তাঁদের মিশন নিয়ে যারা অগ্রসর হবে তাদেরও দাওয়াতের মূলকথা একই থাকবে। আর বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি -অভিযোগও অতীতে যা ছিল, বর্তমানেও তাই আছে এবং ভবিষ্যতেও এর কোনো পরিবর্তন হবে না।

৩. আল্লাহর দীনের বিরোধীদের আপত্তির যথার্থ উত্তর তা-ই যা দিয়েছেন নবী-রাসূলগণ।

৪. মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণকামী ছিলেন নবী-রাসূলগণ। অতপর যারা তাঁদের অনুসারী এবং তাঁদের দাওয়াতী মিশন নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন তারাই মানব জাতির জন্য প্রকৃত কল্যাণকর কিছু করতে সক্ষম। কেননা মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ কিসে তা তাঁরাই জানেন।

৫. আল্লাহর দীনের প্রতি মানুষের মন-মানসিকতাকে আকর্ষণ করার জন্য আল্লাহর নিয়ামতের স্মরণ করা যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি আল্লাহর আযাব ও গযবের ভয়ও মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক।

৬. আল্লাহর বিধানের মুকাবিলায় পূর্বপুরুষের বিশ্বাস ও কর্ম কখনও প্রামাণ্য বিষয় হতে পারে না।

৭. আল্লাহর যাত তথা মূল সত্তায় কাউকে অংশীদার করা যেমন শিরক, তেমনি তাঁর গুণাবলীতে কাউকে অংশীদার করাও শিরক। শিরক থেকে বেঁচে না থাকলে সকল সৎ কাজ বিফলে যাবে।

৮. আল্লাহর পথের আহ্বানকারীরাই তাঁর দয়ায় তাঁর গযব থেকে রেহাই পেতে পারে। অন্য কথায় আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে বাঁচতে হলে তাঁর দীনের দিকে মানুষকে ডাকতে হবে ; এ থেকে বাঁচার বিকল্প কোনো উপায় নেই।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-১০
পারা হিসেবে রুকূ'-১৭
আয়াত সংখ্যা-১২

﴿٧٣﴾ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم

৭৩। আর (প্রেরণ করেছিলাম) সামূদ সম্প্রদায়ের[৫৮] নিকট তাদের ভাই সালেহকে ; সে বললো—হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তোমাদের তো নেই

مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ

কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া ; নিসন্দেহে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে ; এটা হলো

نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَ

তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ[৫৯] আল্লাহর উটনী, অতএব এটাকে ছেড়ে দিয়ে রেখো, সে চরে খাবে আল্লাহর যমীনে এবং

(৭৩) وَ-আর ; اِلٰى-নিকট ; ثَمُوْدَ-সামূদ সম্প্রদায়ের ; اَخَاهُمْ-(اخا+هم)-তাদের ভাই ; صٰلِحًا-সালেহকে (পাঠিয়েছিলাম) ; قَالَ-সে বললো ; يٰقَوْمِ-(يا+قوم)-হে আমার সম্প্রদায় ; اُعْبُدُوْا-তোমরা ইবাদত করো ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; مَا-নেই ; لَكُمْ-তোমাদের তো ; مِّنْ اِلٰهٍ-(من+اله)-কোনো ইলাহ ; غَيْرُهٗ-তিনি ছাড়া ; قَدْ جَاءَتْكُمْ-(قد جاءت+كم)-নিসন্দেহে তোমাদের নিকট এসে গেছে ; بَيِّنَةٌ-সুস্পষ্ট নিদর্শন ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; هٰذِهٖ-এটা হলো ; نَاقَةُ-উটনী ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; اٰيَةً-নিদর্শন স্বরূপ ; فَذَرُوْهَا-(ف+ذروا+ها)-অতএব এটাকে ছেড়ে দিয়ে রেখো ; تَاْكُلْ-সে চরে খাবে ; فِيْ اَرْضِ-যমীনে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ;

৫৮. 'সামূদ' সম্প্রদায় আরবের প্রধান সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে দ্বিতীয়। 'আদ' জাতির পরে এরাই ছিল উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায়। আরবের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বর্তমানে 'আল-হাজ্জার' নামক স্থানই সামূদ সম্প্রদায়ের বসবাসের এলাকা। মদীনা থেকে রেলপথে তাবূক যেতে 'মাদায়েনে সালেহ' নামক স্টেশন-এর এলাকাটিই ছিল তাদের কেন্দ্রস্থল। 'হিজর' অঞ্চলে কয়েক হাজার এলাকা জুড়ে পাহাড় কেটে তৈরী তাদের কোঠাবাড়িগুলো তাদের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ নির্বাক নগরী দেখে অনুমিত হয় যে, তাদের জনসংখ্যা চার-পাঁচ লক্ষের কম ছিল না। রাসূল (সা) তাবুক

لَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ

তোমরা মন্দ উদ্দেশ্যে তাকে ছুঁয়ো না ; তাহলে তোমাদেরকে পাকড়াও করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ৭৪ আর তোমরা স্মরণ করো যখন

جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ

তিনি তোমাদেরকে আ'দ সম্প্রদায়ে পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে যমীনে এমনভাবে পুনর্বাসন করেছেন যে, তোমরা নির্মাণ করছো

مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۚ فَاذْكُرُوا

প্রাসাদরাজী তার সমতল স্থানে এবং পাহাড় কেটে বানাচ্ছো ঘর-বাড়ী ;[৬০] অতএব তোমরা স্মরণ করো

لَا تَمَسُّوهَا-(لاتمسوا+ها)-তোমরা তাকে ছুঁয়ো না; بِسُوْءٍ-(ب+سوء)-মন্দ উদ্দেশ্যে ; فَيَأْخُذَكُمْ-(ف+ياخذ+كم)-তাহলে তোমাদেরকে পাকড়াও করবে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; أَلِيمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ৭৪ وَ-আর ; اذْكُرُوا-তোমরা স্মরণ করো ; إِذْ-যখন ; جَعَلَكُمْ-(جعل+كم)-তোমাদেরকে করেছেন ; خُلَفَاءَ-স্থলাভিষিক্ত ; مِنْ بَعْدِ-পরে ; عَادٍ-আ'দ সম্প্রদায়ের ; وَ-এবং ; بَوَّأَكُمْ-(بوء+كم)-তোমাদেরকে এমনভাবে পুনর্বাসন করেছেন যে; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; تَتَّخِذُونَ-তোমরা নির্মাণ করছো; مِنْ سُهُولِهَا-(من+سهول+ها)-তার সমতল স্থানে ; قُصُورًا-প্রাসাদরাজী ; وَ-এবং ; تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ-(تنحتون+ال+جبال)-তোমরা পাহাড় কেটে বানাচ্ছো ; بُيُوتًا-ঘরবাড়ী ; فَاذْكُرُوا-(ف+اذكروا)-অতএব তোমরা স্মরণ করো ;

অভিযানকালে এদিক দিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি সবাইকে একত্রিত করে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, এসব স্থান অতিক্রমকালে দ্রুততার সাথে যাওয়া উচিত। কারণ এটা হলো অভিশপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়। এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা সকলের উচিত।

৫৯. সালেহ (আ)-এর উপস্থাপিত উটনী ছিল তাঁর নবুওয়াতের স্বপক্ষে একটি মু'জিযা। সালেহ (আ) এ মু'জিযা উপস্থিত করে অমান্যকারীদের ধমক দিয়ে বলেছিলেন—"এখন এ উষ্ট্রীর জীবনের সাথে তোমাদের জীবন জড়িত হয়ে গেছে। এটা স্বাধীনভাবে তোমাদের যমীনে চলাফেরা করবে।" সামূদ সম্প্রদায় এটাকে দীর্ঘদিন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দিয়েছিল। অতপর তারা ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করেছিল। নবীর মু'জিযা অমান্য করার ফলে প্রলয়ংকারী বিপদ তাদেরকে গ্রাস করলো। তারা নিজেদের ঘরেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো।

آلَاءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ الْمَلَأُ

আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহসমূহ এবং সীমালংঘন করো না যমীনে ফাসাদ-বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হিসেবে।[৬১] ৭৫. নেতারা বললো

الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ

যারা অহংকারে মেতেছিল, তার সম্প্রদায়ের—তাদেরকে যাদেরকে দূর্বল মনে করা হয়েছিল, যারা তাদের মধ্যে ঈমান এনেছিল—

اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا

তোমরা কি জানো, সালেহ নিশ্চিত তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত ? তারা বললো—আমরা অবশ্যই

بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ

তার প্রতি যা প্রেরিত হয়েছে তাতে বিশ্বাসী। ৭৬. যারা অহংকার করেছিল তারা বললো—আমরা অবশ্য তার প্রতি

آلَاءَ-দয়া-অনুগ্রহসমূহ ; اللّٰه-আল্লাহর ; وَ-এবং ; لَاتَعْثَوْا-সীমালংঘন করো না ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে; مُفْسِدِيْنَ-ফাসাদ-বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হিসেবে। ⑺৫ قَالَ-বললো ; الْمَلَاُ-নেতারা ; الَّذِيْنَ-যারা ; اسْتَكْبَرُوْا-অহংকারে মেতেছিল ; مِنْ قَوْمِهٖ-(من+قوم+ه)-তার সম্প্রদায়ের ; لِلَّذِيْنَ-তাদেরকে ; اسْتُضْعِفُوْا-যাদেরকে দূর্বল মনে করা হয়েছিল ; لِمَنْ اٰمَنَ-যারা ঈমান এনেছিল ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; اَتَعْلَمُوْنَ-(ا+تعلمون)-তোমরা কি জানো ; اَنَّ-নিশ্চিত ; صٰلِحًا-সালেহ ; مُّرْسَلٌ-প্রেরিত ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّهٖ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; قَالُوْٓا-তারা বললো ; اِنَّا-আমরা অবশ্যই ; بِمَآ-তাতে যা ; اُرْسِلَ-প্রেরিত হয়েছে ; بِهٖ-তাঁর প্রতি ; مُؤْمِنُوْنَ-বিশ্বাসী। ⑺৬ قَالَ-বললো ; الَّذِيْنَ-তারা, যারা ; اسْتَكْبَرُوْٓا-অহংকার করেছিল ; اِنَّا-আমরা অবশ্য ; بِالَّذِيْٓ-যাতে ;

৬০. মাদায়েনে সালেহতে সামূদ সম্প্রদায়ের কোঠাবাড়িগুলো দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাদের প্রকৌশল বিদ্যা কত উন্নত ছিল। এসব কোঠাবাড়িগুলো পাথুরে পাহাড় কেটে নির্মাণ করা হয়েছিল।

৬১. অর্থাৎ আ'দ জাতির পরিণাম দেখে তোমাদেরও শিক্ষালাভ করা উচিত। যে আল্লাহ আ'দ জাতিকে ধ্বংস করে তোমাদেরকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি

أٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٧﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ

অবিশ্বাসী, যাতে তোমরা বিশ্বাস করেছো। ৭৭. অতপর তারা উষ্ট্রীটিকে হত্যা করলো[৬২] এবং তাদের প্রতিপালকের আদেশের অবাধ্য হয়ে গেলো

وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

আর বললো—হে সালেহ! তুমি যদি রাসূলদের শামিল হয়ে থাকো তাহলে যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছো তা নিয়ে এসো।

﴿٧٨﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

৭৮. অতপর ভূমিকম্প[৬৩] তাদেরকে পাকড়াও করলো ফলে তাদের ভোর হলো তাদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায়।

﴿٧٩﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ

৭৯. তারপর সে (সালেহ) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল আর বললো—হে আমার সম্প্রদায়! নিঃসন্দেহে তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের পয়গাম আমি পৌছে দিয়েছি এবং সদুপদেশ দিয়েছি

اٰمَنْتُمْ-তোমরা বিশ্বাস করেছো ; بِهٖ-তার প্রতি ; كٰفِرُوْنَ-অবিশ্বাসী। ⑦⑦ فَعَقَرُوا-(ف+عقروا)-অতপর তারা হত্যা করলো ; النَّاقَةَ-(ال+ناقة)-উষ্ট্রীটিকে ; وَ-এবং ; عَتَوْا-অবাধ্য হয়ে গেলো ; عَنْ اَمْرِ-আদেশের ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; وَ-আর ; قَالُوْا-বললো ; يٰصٰلِحُ-(يا+صلح)-হে সালেহ ; ائْتِنَا-(ائت+نا)-তুমি নিয়ে এসো আমাদের প্রতি ; بِمَا تَعِدُنَآ-(ب+ما+تعد+نا)-যার ভয় আমাদের দেখাচ্ছো ; اِنْ-যদি ; كُنْتَ-তুমি হয়ে থাকো ; مِنَ-শামিল ; الْمُرْسَلِيْنَ-রাসূলদের ⑦⑧ فَاَخَذَتْهُمُ-(ف+اخذت+هم)-অতপর তাদেরকে পাকড়াও করলো ; الرَّجْفَةُ-(ال+رجفة)-ভূমিকম্প ; فَاَصْبَحُوْا-(ف+اصبحوا)-তাদের ভোর হলো ; فِيْ دَارِهِمْ-(فى+دار+هم)-তাদের ঘরে ; جٰثِمِيْنَ-উপুড় হয়ে পড়ে থাকাবস্থায়। ⑦⑨ فَتَوَلّٰى-(ف+تولى)-তারপর সে (সালেহ) মুখ ফিরিয়ে নিল ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের থেকে ; وَ-আর ; قَالَ-বললো ; يٰقَوْمِ-(يا+قوم)-হে আমার সম্প্রদায় ; لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ-(ل+قد+ابلغت+كم)-নিসন্দেহে আমি তোমাদের নিকট পৌছে দিয়েছি ; رِسَالَةَ-পয়গাম ; رَبِّيْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; نَصَحْتُ-সদুপদেশ দিয়েছি ;

তোমাদেরকে ধ্বংস করে তদস্থলে অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যদি তোমরাও তাদের মতো কাজ-কর্মে লিপ্ত হও।

لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ

তোমাদেরকে কিন্তু সদুপদেশ দানকারীদেরকে তোমরা পছন্দ করো না। ৮০. আর (পাঠিয়েছিলাম) লূতকে—যখন সে বলেছিল তার সম্প্রদায়কে[৬৪]

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হচ্ছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীর মধ্যে কেউ করেনি ?

﴿٨١﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ

৮১. তোমরা তো যৌনতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদেরকে ব্যবহার করছো ;[৬৫] বরং তোমরা

لَكُمْ-তোমাদেরকে ; وَلٰكِنْ-কিন্তু ; لَاتُحِبُّوْنَ-তোমরা পছন্দ করো না ; النّٰصِحِيْنَ-(ال+نصحين)-সদুপদেশ দানকারীদেরকে। ﴿٨٠﴾-وَ-আর ; لُوْطًا-(পাঠিয়েছিলাম) লূতকে ; اِذْ-যখন ; قَالَ-সে বলেছিল; لِقَوْمِهٖٓ-(ل+قوم+ه)-তার সম্প্রদায়কে ; اَتَاْتُوْنَ-(ا+تاتون)-তোমরা কি লিপ্ত হচ্ছো ; الْفَاحِشَةَ-(ال+فاحشة)-এমন অশ্লীল কাজে ; مَاسَبَقَكُمْ-(ماسبق+كم)-তোমাদের পূর্বে করেনি ; بِهَا-যা ; مِنْ اَحَدٍ-(من+احد)-কেউ; مِنَ الْعٰلَمِيْنَ-(من+ال+علمين)-বিশ্ববাসীর মধ্যে ﴿٨١﴾ اِنَّكُمْ-(ان+كم)-তোমরা তো ; لَتَاْتُوْنَ-ব্যবহার করছো ; الرِّجَالَ-(ال+رجال)-পুরুষদেরকে ; شَهْوَةً-যৌনতৃপ্তির জন্য ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; النِّسَآءِ-(ال+نساء)-নারীদেরকে ; بَلْ-বরং ; اَنْتُمْ-তোমরা ;

৬২. সালেহ (আ)-এর উটনীকে মূলত এক ব্যক্তিই হত্যা করেছিল ; কিন্তু এ হত্যার প্রতি পুরো জাতিরই সমর্থন ছিল বিধায় এ অপরাধের দায়িত্ব পুরো জাতির উপরই চেপেছে। এভাবে কোনো জাতির লোকদের সামনে কোনো অপরাধ সংঘটিত হতে থাকলে এবং কিছু লোক যদি সে অপরাধে অংশ না নিয়ে নিরব থাকে, তবুও তারা সে অপরাধের দায় এড়াতে পারবে না। যেমন এড়াতে পারেনি সামূদ সম্প্রদায়ের লোকেরা এদের একজনের দ্বারা কাজটি সংঘটিত হয়েছে, অপর কিছু লোক তাকে সমর্থন যুগিয়েছে আর কিছু লোক নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে ; কিন্তু শাস্তির বেলায় তাদের সবাইকে সমভাবে শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

৬৩. 'আর-রাজফাতু' শব্দের অর্থ এখানে 'ভূমিকম্প' করা হলেও এর আসল অর্থ হলো—চরম আতংক সৃষ্টিকারী কম্পমান শাস্তি। অন্য স্থানে এটাকে 'সাইহাতুন' (তীব্র

قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ

সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। ৮২. আর তার সম্প্রদায়ের এ ছাড়া কোনো উত্তর ছিল না যে, তারা বললো—তাদেরকে বের করে দাও'

مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ

তোমাদের জনপদ থেকে ; এরাতো এমন মানুষ যারা খুব পবিত্র থাকতে চায়।[৬৬] ৮৩. অতপর আমি তাকে (লূত) ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম,

قَوْمٌ-সম্প্রদায় ; مُّسْرِفُوْنَ-সীমালংঘনকারী। ﴿٨٢﴾ وَ-আর ; مَا كَانَ-ছিল না ; جَوَابَ-কোনো উত্তর ; قَوْمِهٖٓ-(قوم+ه)-তার সম্প্রদায়ের ; اِلَّآ اَنْ-(الا+ان)-এছাড়া যে, ; قَالُوْٓا-তারা বললো ; اَخْرِجُوْهُمْ-(اخرجو+هم)-তাদেরকে বের করে দাও ; مِّنْ-থেকে ; قَرْيَتِكُمْ-(قرية+كم)-তোমাদের জনপদ ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-এরাতো ; اُنَاسٌ-এমন মানুষ ; يَّتَطَهَّرُوْنَ-খুব পবিত্র থাকতে চায়। ﴿٨٣﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ-(ف+انجينا+ه)-অতপর আমি তাকে রক্ষা করলাম ; وَ-ও ; اَهْلَهٗٓ-(اهل+ه)-তার পরিবারকে ;

চীৎকার), 'সায়িকাতুন' (প্রবল বজ্রপাত) এবং 'তায়িয়াতুন' (বজ্রকঠোর শব্দ) ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৬৪. লূত (আ)-এর সম্প্রদায় ইরাক ও ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী বর্তমান 'ট্রান্সজর্ডাণ' অঞ্চলে বসবাস করতো। এ জাতি সম্পর্কে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে ধারণা করা হয় যে, এ জাতি বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ জাতি ছিল। কিন্তু তাদের নৈতিক অধঃপতন এতদূর নিচে নেমে গিয়েছিল যে, তারাই সমকাম-এর মতো জঘন্য চরিত্রহীনতার কাজের সূচনাকারী ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আসমানী গযব দ্বারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন যে, এদের নাম-নিশানা পর্যন্ত আর দুনিয়াতে অবশিষ্ট নেই। তবে একমাত্র 'মৃত সাগর'-এর কাছাকাছি কোনো অঞ্চলকে তাদের বসবাসের কেন্দ্র বলে ধারণা করা হয়। যাকে লূত সাগরও বলা হয়ে থাকে। জর্ডান ও ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এ মৃত সাগর অবস্থিত। মৃত সাগর সমূদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক নিচে অবস্থিত। এর একটি অংশে নদীর আকারে বিশেষ ধরণের পানি বিদ্যমান যাতে কোনো মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি জীবিত থাকতে পারে না।

৬৫. 'কাওমে লূত'-এর আরও কিছু নৈতিক অপরাধের কথা কুরআন মাজীদের অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ উল্লেখ করেই শেষ করা হয়েছে। কারণ এ অপরাধের জন্যই তাদের উপর ব্যাপক বিধ্বংসী আযাব নাযিল হয়েছে। আর এ অপরাধের জন্য তারা দুনিয়াতেও কুখ্যাত হয়ে আছে।

إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَٰبِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا

তার স্ত্রীকে ছাড়া ; সে ছিল পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের শামিল।[৬৭] ৮৪. আর আমি তাদের উপর বর্ষণের মতো (পাথর) বর্ষণ করলাম।[৬৮]

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

এরপর তুমি লক্ষ্য করো অপরাধীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল।[৬৯]

إِلَّا-ছাড়া ; امْرَأَتَهُ-(امراة+ه)-তার স্ত্রীকে ; كَانَتْ-সে ছিল; مِنَ-শামিল ; الْغَٰبِرِينَ-(ال+غبرين)-পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের। ﴿٨٤﴾ وَ-আর; أَمْطَرْنَا-আমি বর্ষণ করলাম ; عَلَيْهِم-তাদের উপর ; مَّطَرًا-বর্ষণের মতো ; فَانظُرْ-(ف+انظر)-এরপর তুমি লক্ষ্য করো ; كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিল ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الْمُجْرِمِينَ-(ال+مجرمين)-অপরাধীদের।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, অপরাধের ফলে একটি জনগোষ্ঠী দুনিয়া থেকে নির্মূল হয়ে গেছে। সে অপরাধটিকেই বর্তমান দুনিয়াতে সভ্যতার দাবীদার কিছু জাতি-গোষ্ঠী আইনগত বৈধতা দিয়ে রেখেছে। এসব জাতি-গোষ্ঠীর নৈতিকতার মান কত নিচে নেমেছে এ থেকে সহজেই অনুমেয়।

৬৬. 'কাওমে লূত'-এর উল্লেখিত কথা থেকে বুঝা গেল যে, তাদের নৈতিক মান এত নিচে চলে গিয়েছিল যে, তাদের মধ্যকার গুটি কতেক নেক চরিত্রের লোক, কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী এবং তাদের অন্যায় ও পাপ কাজের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনকারী লোকের অস্তিত্ব পর্যন্ত তারা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। যে জনপদের সব লোকই অন্যায় ও পাপ কর্মে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, কতিপয় নেক লোকের অস্তিত্বও যারা সহ্য করতে রাজী ছিল না, সে জনপদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আর কোনো যুক্তি না থাকায় আল্লাহ তাআলা অবশেষে সে জনপদের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিলেন।

৬৭. লূত (আ)-এর এ স্ত্রী সম্ভবত উল্লেখিত অধপতিত সম্প্রদায়ের কন্যা ছিল। সে তার সম্প্রদায়ের সাথে একমত ছিল। শেষ পর্যন্ত সে তাদের সঙ্গ ছাড়েনি। তাই আল্লাহ তাআলা যখন লূত (আ)-এর অনুসারী ঈমানদারদেরকে নিয়ে তাঁকে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন, তখন তাঁর সেই স্ত্রীকে সাথে নিতে নিষেধ করেছেন, ফলে সে অপরাধীদের সাথে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

৬৮. কুরআন মাজীদের অন্যান্য স্থানে তাদের যমীনকে উল্টে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে তাদের উপর বর্ষণের কথা বলা হয়েছে, তবে এ বর্ষণ বৃষ্টি নয়, বরং এ বর্ষণ ছিল পাথর বৃষ্টি। এতে মনে হয় তাদের উপর পাথর বর্ষণ ও যমীনকে উল্টে দিয়ে তাদেরকে নিচে ফেলে দেয়া এ উভয় শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল।

৬৯. সমকামিতা জঘন্য অপরাধ। কুরআন মাজীদ এ অপরাধের শাস্তির ব্যাপারে কিছু বলেনি। লূত জাতির এ অপরাধে পুরো জাতিকেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস থেকে জানা যায় যে, এটা এমন এক জঘন্য অপরাধ যা থেকে জাতিকে রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের এক বিরাট দায়িত্ব। আর এর জন্য কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করা ও রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। খুলাফায়ে রাশেদূন, আইম্মায়ে কিরাম থেকে এ অপরাধের কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো শিক্ষা-মূলক শাস্তি দেয়ার কথা বলেছেন।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, কোনো স্বামীর পক্ষে নিজ স্ত্রীর সাথেও পশ্চাদ্বারে যৌনতৃপ্তি লাভ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন—"যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদ্বারে যৌনতৃপ্তি লাভ করবে সে অভিশপ্ত।" আরও বলা হয়েছে—"যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদ্বারে যৌন সংগম করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি তাকাবেন না।" অন্য হাদীসে এরূপ কাজকে কুফরী বলা হয়েছে।

১০ রুকূ' (৭৩-৮৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সালেহ (আ)-এর দাওয়াতের মূলকথাও অন্যান্য নবী-রাসূলের দাওয়াতের মত একই ছিল।

২. সালেহ (আ)-এর নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ মু'জিযা ছিল একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী, যা একটি পাহাড়ের পাথর ভেদ করে আল্লাহর হুকুমে বের হয়ে এসেছিল। নবীর এ প্রকাশ্য মু'জিযার অবমাননা করার কারণে সামূদ জাতির উপর আল্লাহর গযব নেমে এসেছিল।

৩. সকল নবীর উম্মাতের মধ্যে তাদের বিত্তশালী ও ক্ষমতাসীন লোকেরাই নবীর দাওয়াতের বিরোধীতা করেছে। যার ফলে তারা ইহকালেও ধ্বংস হয়েছে, আর পরকালেও শাস্তির যোগ্য হয়েছে।

৪. আল্লাহর নিয়ামত দুনিয়াতে কাফির-মুশরিকদেরকে দান করা হয়ে থাকে ; যেমন আ'দ, সামূদ প্রভৃতি জাতিকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরকালে তা মু'মিনদের জন্য নির্দিষ্ট।

৫. সুউচ্চ প্রাসাদ ও বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করাও আল্লাহর নিয়ামত এবং তা বৈধ।

৬. অহংকার করা কাফির-মুশরিকদের একটি নিন্দনীয় বৈশিষ্ট। আর মু'মিনদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করাও তাদের অপর একটি ঘৃণ্য বৈশিষ্ট।

৭. একটি সাধারণ নীতি হলো—শেষ পর্যন্তও যাদের ভাগ্যে হিদায়াত রয়েছে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাবের পূর্বাভাস শুনে বা দেখেই তাওবা করে ফিরে আসে। আর যাদের নসিবে হিদায়াত লিখা নেই, তা এতে বিপরীত দিকে এগিয়ে যায়। সামূদ জাতির অধিকাংশ লোকই এ পরবর্তী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৮. মানব জাতির পথভ্রষ্টতার পেছনে মূর্তী-সভ্যতার এক-বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মূর্তীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়ে শয়তান মানুষকে গুমরাহ করে। লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ও মূর্তী পূজায় লিপ্ত ছিল।

৯. বর্তমান যুগেও যারা মূর্তীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, যারা মূর্তী বানায়, মূর্তী বানিয়ে বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করে, তাতে ফুল দেয়, তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় তারা সকলেই পথভ্রষ্ট। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

১০. মানুষ যখন ধন-সম্পদে ডুবে থাকে তখনই আল্লাহকে ভুলে তাদের পথভ্রষ্ট হওয়া সহজ হয়ে যায়। তাই বেশি ধন-সম্পদ মানুষের গুমরাহ হওয়ার সহায়ক।

১১. 'কাওমে লূতের পূর্বে দুনিয়ার মানুষ সমকামিতার মতো কুপ্রথা সম্পর্কে অবহিত ছিল না। কোনো মন্দ কাজের সূচনাকারী-কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক সে কাজে লিপ্ত হবে—তার একটি অংশের অংশীদার হবে। এদিক থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক সমকামিতায় লিপ্ত হবে তার গুনাহের একটি অংশ লূত সম্প্রদায়ের আমলনামায় লিখা হবে।

১২. অপরাধে লিপ্ত হওয়া একটি অপরাধতো বটেই, কিন্তু সে অপরাধকে বৈধতা দানের পক্ষে হঠকারিতা দেখানো আরও জঘন্য অপরাধ।

১৩. সমকামিতার মতো কুপ্রথা থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করা সকল রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব।

১৪. কুরআন মাজীদে বর্ণিত এসব কাহিনী থেকে মুসলিম জাতির শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমেই কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান রাখার দাবী গৃহীত হবে, নচেৎ নয়।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১১
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-৯

(৮৫) وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ

৮৫. আর মাদইয়ানবাসীদের[৭০] নিকট (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই শুয়াইবকে ; সে বলেছিল—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তোমাদের তো নেই

مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ

তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ ; তোমাদের নিকট তো সন্দেহাতীতভাবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে ; সুতরাং তোমরা পুরোপুরি দেবে পরিমাপ

وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا

ও ওযন এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যদ্রব্য কম দেবে না[৭১] আর বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না

(৮৫) وَ-আর ; اِلٰى-নিকট مَدْيَنَ-মাদইয়ানবাসীদের ; اَخَاهُمْ-(اخا+هم)-তাদের ভাই ; شُعَيْبًا-শুয়াইবকে ; قَالَ-সে বলেছিল ; يٰقَوْمِ-(يا+قوم)-হে আমার সম্প্রদায় ; اعْبُدُوا-তোমরা ইবাদাত করো ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; مَا لَكُمْ-(ما+لكم)-তোমাদের তো নেই ; مِنْ اِلٰهٍ-(من+اله)-কোনো ইলাহ ; غَيْرُهٗ-(غير+ه)-তিনি ছাড়া ; قَدْ جَآءَتْكُمْ-(قد)-(جاءت+كم)-তোমাদের নিকটতো সন্দেহাতীতভাবে এসে গেছে ; بَيِّنَةٌ-সুস্পষ্ট প্রমাণ ; مِّنْ-নিকট থেকে ; رَّبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; فَاَوْفُوا-(ف+اوفوا)-সুতরাং তোমরা পুরোপুরি দেবে ; الْكَيْلَ-(ال+كيل)-পরিমাপ ; وَ-ও ; الْمِيْزَانَ-(ال+ميزان)-ওযন ; وَ-এবং ; لَاتَبْخَسُوا-কম দেবে না ; النَّاسَ-লোকদেরকে ; اَشْيَآءَهُمْ-(اشياء+هم)-তাদের প্রাপ্যদ্রব্য ; وَ-আর ; لَاتُفْسِدُوْا-বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না;

৭০. 'মাদইয়ান' সম্পর্কে আরবের সাধারণ লোকও অবহিত ছিল। আরবদের ব্যবসায়িক কাফেলার একটি যাতায়াত পথ ছিল লোহিত সাগরের তীর ধরে ইয়ামন হয়ে সিরিয়ার দিকে ; আর অপর একটি পথ ছিল ইরাক হয়ে মিসরের দিকে। এ দুটো পথের মাঝখানে ছিল মাদইয়ান অঞ্চলের অবস্থান। আরবরা মাদইয়ানের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়েই সর্বদা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যাতায়াত করতো বলেই তারা এ সম্পর্কে অবগত ছিল।

فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○

যমীনে, শান্তি-শৃংখলা তাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ;[৭২] তোমরা যদি সত্যিই মু'মিন হয়ে থাকো তবে এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।[৭৩]

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٨٦﴾

৮৬. আর কোনো পথে-ঘাটে (এজন্য) বসে থেকো না যে, তোমরা ভয় দেখাবে এবং বাধা দেবে আল্লাহর পথ থেকে

مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ

তাদেরকে যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে—আর তোমরা তাতে বক্রতা খুঁজে ফিরবে ; আর তোমরা স্মরণ করো যখন তোমরা নিতান্ত নগণ্য সংখ্যক ছিলে, অতপর তিনি তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

فِى الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; بَعْدَ-পর ; إِصْلَاحِهَا-(اصلاح+ها)-তাতে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ; ذَٰلِكُمْ-এটাই ; خَيْرٌ-উত্তম ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা সত্যিই হয়ে থাকো ; مُؤْمِنِينَ-মু'মিন। ﴿٨٦﴾ وَ-আর ; لَاتَقْعُدُوا-তোমরা বসে থেকো না ; بِكُلِّ صِرَاطٍ-(ب+كل+صراط)-কোনো পথে-ঘাটে ; تُوعِدُونَ-(এজন্য) যে, তোমরা ভয় দেখাবে ; وَ-এবং ; تَصُدُّونَ-বাধা দেবে ; عَنْ-থেকে ; سَبِيلِ-পথ ; اللهِ-আল্লাহর ; مَنْ-তাদেরকে যারা ; آمَنَ-ঈমান এনেছে ; بِهِ-তাঁর উপর ; وَ-আর ; تَبْغُونَهَا-(تبغون+ها)-তোমরা খুঁজে ফিরবে তাতে ; عِوَجًا-বক্রতা ; وَ-আর ; اذْكُرُوا-তোমরা স্মরণ করো ; إِذْ-যখন ; كُنْتُمْ-তোমরা ছিলে ; قَلِيلًا-নিতান্ত নগণ্য সংখ্যক ; فَكَثَّرَكُمْ-(ف+كثر+كم)-অতপর তিনি তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন ;

মাদইয়ানবাসীরা ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র মিদইয়ানের বংশোদ্ভূত ছিল বলে তাদেরকে বনু মাদইয়ান বলা হতো এবং তাদের বসবাসস্থলও 'মাদইয়ান' নামে পরিচিতি লাভ করে। মূলত তারা মুসলমান-ই ছিল। শুয়াইব (আ)-এর আগমণকালে তারা শিরক্ ও নৈতিক অধপতনে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। তবে মৌখিকভাবে তারা নিজেদেরকে ঈমানদার বলে গর্ব করতো।

৭১. এর দ্বারা মাদইয়ানবাসীদের দুটো অপরাধ সম্পর্কে জানা যায়। এর একটি হলো শির্ক, আর অপরটি হলো ব্যবসার ক্ষেত্রে অসাধুতা।

৭২. শুয়াইব (আ)-এর একথা দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, ইতোপূর্বেকার নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সত্য দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তোমরা নিজেরা সে দীনের অনুসারী

وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَاِنْ كَانَ

আর তোমরা লক্ষ্য করো কিরূপ হয়েছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম।
৮৭. আর যদি এমন হয় যে,

طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا

তোমাদের মধ্যকার একদল ঈমান আনে তার প্রতি যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং অন্য একদল ঈমান না আনে

فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

তাহলে তোমরা ধৈর্যধারণ করো যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেন ; যেহেতু তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী।

۝ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ

৮৮. তার সম্প্রদায়ের নেতারা—যারা অহংকার করেছিল—বললো, আমরা অবশ্যই বের করে দেবো তোমাকে

وَ-আর; اُنْظُرُوْا-তোমরা লক্ষ্য করো ; كَيْفَ-কিরূপ ; كَانَ-হয়েছিল; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الْمُفْسِدِيْنَ-(ال+مفسدين)-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের। (৮৭) وَ-আর ; اِنْ-যদি ; كَانَ- এমন হয় যে ; طَائِفَةٌ-একদল ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্যকার ; اٰمَنُوْا-ঈমান আনে; بِالَّذِيْ-(ب+الذى)-তার প্রতি ; اُرْسِلْتُ بِهٖ-আমি প্রেরিত হয়েছি যা নিয়ে ; وَ-এবং ; طَائِفَةٌ-অন্য একদল ; لَمْ يُؤْمِنُوْا-ঈমান না আনে; فَاصْبِرُوْا-(ف+اصبروا)-তাহলে তোমরা ধৈর্যধারণ করো ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; يَحْكُمَ-ফায়সালা করে দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بَيْنَنَا-(بين+نا)-আমাদের মধ্যে ; وَ-যেহেতু ; هُوَ-তিনিই ; خَيْرُ-শ্রেষ্ঠ ; الْحٰكِمِيْنَ-(ال+حكمين)-ফায়সালাকারী। (৮৮) قَالَ-বললো ; الْمَلَاُ-(ال+ملأ)-নেতারা ; الَّذِيْنَ-যারা ; اسْتَكْبَرُوْا-অহংকার করেছিল ; مِنْ قَوْمِهٖ-(من+قوم+ه)-তার সম্প্রদায়ের ; لَنُخْرِجَنَّكَ-(لنخرجن+ك)-আমরা অবশ্যই তোমাকে বের করে দেবো ;

বলে দাবী করো ; এখন তোমরা তোমাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও দুর্নীতি দ্বারা সে প্রতিষ্ঠিত দীনকে তোমরা ধ্বংস করে দিও না।

৭৩. একথা দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মাদইয়ানবাসীরা নিজেদের ঈমানদার বলে দাবী করতো। তাদের আকীদা-বিশ্বাসে শিরক এবং লেন-দেন ও কাজ-কর্মে অসততা প্রবেশ করলে তারা নিজেদেরকে ঈমানদার পরিচয় দিয়ে গর্ব করতো। তাই

يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ

হে শুয়াইব এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও আমাদের জনপদ থেকে অথবা তোমরা আমাদের দীনেই ফিরে আসবে ;

قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿٨٨﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

সে (শুয়াইব) বললো—আমরা যদি (তার প্রতি) ঘৃণা পোষণকারী হই (তবুও?)
৮৯. নিসন্দেহে আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করবো—

اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ

যদি আমরা তোমাদের দীনে ফিরে যাই, যখন আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে নাজাত দান করেছেন ; আর আমাদের জন্য সম্ভব-ই নয়

اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ

তাতে ফিরে যাওয়া যদি না আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা করেন ;[৭৪]
আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান প্রত্যেক জিনিসে পরিব্যপ্ত ;

يٰشُعَيْبُ-(يا+شعيب)-হে শুয়াইব ; وَ-এবং ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; مَعَكَ-(مع+ك)-তোমার সাথে ; مِنْ-থেকে ; قَرْيَتِنَآ-(قرية+نا)-আমাদের জনপদ ; اَوْ-অথবা ; لَتَعُوْدُنَّ-তোমরা ফিরে আসবে ; فِيْ مِلَّتِنَا-(فى+ملة+نا)-আমাদের দীনেই; قَالَ-সে বললো ; اَوَلَوْ-(ا+و+لو)-যদিও ; كُنَّا-আমরাই হই ; كٰرِهِيْنَ-ঘৃণা পোষণকারী । ﴿٨٩﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا-নিসন্দেহে আমরা আরোপ করবো ; عَلَى-প্রতি ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; كَذِبًا-মিথ্যা ; اِنْ-যদি ; عُدْنَا-আমরা ফিরে যাই ; فِيْ مِلَّتِكُمْ-(فى+ملة+كم)-তোমাদের দীনে ; بَعْدَ-পর ; اِذْ-যখন ; نَجّٰىنَا-আমাদেরকে নাজাত দান করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مِنْهَا-(من+ها)-তা থেকে ; وَ-আর ; مَا يَكُوْنُ-সম্ভব-ই নয় ; لَنَآ-আমাদের জন্য ; اَنْ نَّعُوْدَ-আমাদের ফিরে যাওয়া ; فِيْهَا-তাতে ; اِلَّآ-যদি না; اَنْ يَّشَآءَ-ইচ্ছা করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; رَبُّنَا-(رب+نا)-আমাদের প্রতিপালকের ; وَسِعَ-পরিব্যপ্ত; رَبُّنَا-আমাদের প্রতিপালক ; كُلَّ-প্রত্যেক; شَيْءٍ-জিনিসে ; عِلْمًا-জ্ঞান ;

শুয়াইব (আ) তাদেরকে বলছেন যে, "তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদেরকে সমাজে বিপর্যয় করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সততা, কল্যাণ ও বিশ্বাসপরায়ণ হতে হবে। তোমাদের ও অবিশ্বাসীদের ভাল-মন্দের মানদণ্ড হবে ভিন্ন ভিন্ন।"

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ

আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা রাখি ; হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনি সঠিক মীমাংসা করে দিন ; যেহেতু আপনিই

خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ

উত্তম মীমাংসাকারী। ৯০. আর তার সম্প্রদায়ের নেতারা যারা কুফরী করেছিল তারা বললো—

لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

তোমরা যদি শুয়ায়েবকে অনুসরণ করো তখন তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।[৭৫] ৯১. অতপর তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করলো

عَلَى-উপরই ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; تَوَكَّلْنَا-আমরা ভরসা রাখি ; (رب+نا)-رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; افْتَحْ-আপনি মীমাংসা করে দিন ; (بين+نا)-بَيْنَنَا-আমাদের মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَ-মধ্যে ; (قوم+نا)-قَوْمِنَا-আমাদের সম্প্রদায়ের ; (ب+ال+حق)-بِالْحَقِّ-সঠিকভাবে ; وَ-যেহেতু ; أَنْتَ-আপনিই ; خَيْرُ-উত্তম ; (ال+فتحين)-الْفٰتِحِيْنَ-মীমাংসাকারী। ﴿৯০﴾-وَ-আর ; قَالَ-বললো ; الْمَلَأُ-নেতারা ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছিল ; (من+قوم+ه)-مِنْ قَوْمِهٖ-তার সম্প্রদায়ের ; لَئِنِ-যদি ; اتَّبَعْتُمْ-তোমরা অনুসরণ করো ; شُعَيْبًا-শুয়াইবকে ; إِنَّكُمْ-তোমরা অবশ্যই ; إِذًا-তখন ; لَّخٰسِرُوْنَ-ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। ﴿৯১﴾-(ف+اخذت+هم)-فَأَخَذَتْهُمُ-অতপর তাদেরকে পাকড়াও করলো ; (ال+رجفة)-الرَّجْفَةُ-ভূমিকম্প ;

৭৪. ঈমানদারগণ কোনো কাজ করা বা না করার ব্যাপারে জোর দিয়ে এভাবে বলতে পারে না যে, “আমি একাজ করবো” বা “এ কাজ করবো না”। তাদের এরূপ কথা বলার ক্ষেত্রে ধরনটা হবে—‘আল্লাহর ইচ্ছা হলে আমি এ কাজ করবো’ অথবা ‘আল্লাহ চাইলে আমি এ কাজ থেকে বিরত থাকবো’। অর্থাৎ কোনো কাজ করা না করার ব্যাপারে ‘ইনশাআল্লাহ’ সহযোগে বলবে। তাই শুয়াইব (আ)-এর প্রতি অনুগতরাও আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত করেই কথা বলেছেন।

৭৫. শুয়াইব (আ)-এর সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের অনুগামী লোকদেরকে যে কথা বলেছে, মূলত এ ধরনের কথা সকল যুগের পথভ্রষ্ট লোকেরাই বলে থাকে। তাদের কথা হলো—আমরাতো এমনিতেই ঈমানদার আছি, শুয়াইব যে ঈমানদারীর কথা বলছে তা মানতে গেলে আমাদের সকল সুযোগ-সুবিধা হারাতে হবে। আমাদের

فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِينَ ﴿٩٢﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا

ফলে নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে থাকা অবস্থায় তাদের ভোর হলো।
৯২. যারা মিথ্যা জেনেছিল শুয়াইবকে

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ ○

তারা যেন সেখানে বসবাসই করেনি ; যারা শুয়াইবকে মিথ্যা জেনেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল।[৭৬]

﴿٩٣﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّي

৯৩. এরপর সে (শুয়াইব) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল আর বললো—হে আমার সম্প্রদায়! নিঃসন্দেহে আমি আমার প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদের নিকট পৌছিয়েছি

وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ ءَاسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِينَ ○

এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি, সুতরাং আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কিভাবে দুঃখবোধ করতে পরি![৭৭]

فَأَصْبَحُوا-(ف+اصبحوا)-ফলে তাদের ভোর হলো ; فِي دَارِهِمْ-(فى+دار+هم)-তাদের ঘরে ; جٰثِمِينَ-উপুড় হয়ে থাকা অবস্থায়। ﴿٩٢﴾ الَّذِينَ-যারা ; كَذَّبُوا-মিথ্যা জেনেছিল; شُعَيْبًا-শুয়াইবকে ; كَأَن-যেন ; لَّمْ يَغْنَوْا-তারা বসবাস-ই করেনি ; فِيهَا-সেখানে ; الَّذِينَ-যারা ; كَذَّبُوا-মিথ্যা জেনেছিল ; شُعَيْبًا-শুয়াইবকে ; كَانُوا-হয়ে গিয়েছিল ; هُمُ-তারাই ; الْخٰسِرِينَ-(ال+خسرين)-ক্ষতিগ্রস্ত। ﴿٩٣﴾ فَتَوَلّٰى-(ف+تولى)-এরপর সে (শুয়াইব) মুখ ফিরিয়ে নিল ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের থেকে ; وَ-আর ; قَالَ-বললো ; يٰقَوْمِ-(يا+قوم)-হে আমার সম্প্রদায় ; لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ-(ل+قد ابلغت+كم)-নিসন্দেহে আমি তোমাদের নিকট পৌছিয়েছি ; رِسٰلٰتِ-পয়গাম ; رَبِّي-(رب+ى)-আমার প্রতিপালকের ; وَ-এবং; نَصَحْتُ-সদুপদেশ দিয়েছি ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; فَكَيْفَ-(ف+كيف)-সুতরাং কিভাবে; ءَاسٰى-আমি দুঃখবোধ করতে পারি ; عَلٰى-জন্য; قَوْمٍ-সম্প্রদায়ের ; كٰفِرِينَ-কাফির।

ব্যবসা-বাণিজ্য যেভাবে চালাচ্ছি, তাতে আমরা যে লাভ করছি, শুয়াইবের কথা শুনতে গেলে আমাদেরকে লোকসানের মুখোমুখি হতে হবে।

বর্তমান যুগেও বাতিলপন্থীরা এমন কথাই বলে যে, ইসলামের বিধি-বিধান অনুসারে ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশ-জাতি চলতে পারে না। সেসব বিধি-বিধান মেনে চললে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

৭৬. মাদইয়ানের ধ্বংসের ঘটনা দীর্ঘদিন পর্যন্ত পরবর্তী মানুষদের নিকট উদাহরণ হিসেবে স্মরণীয় ছিল। হযরত দাউদ (আ)-এর উপর অবতীর্ণ 'যাবূর' কিতাবে উল্লিখিত হয়েছে– "খোদা! অমুক অমুক জাতি তোমার বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ; কাজেই তুমি তাদের সাথে সেরূপ ব্যবহারই করো যেমন করেছ মাদইয়ান-এর লোকদের সাথে।" পরর্তীতে অন্যান্য নবী-রাসূলগণও মাদইয়ানের ঘটনা তাঁদের উম্মাতদেরকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করতেন।

৭৭. এখানে যে কয়জন নবী ও তাদের সম্প্রদায়ের নেতা-অনুসারীদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, তার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়কার কুরাইশ নেতা ও বংশের অন্যান্য লোকদের অবস্থার মিল রয়েছে। প্রত্যেকটি ঘটনার এক পক্ষে নবী-রাসূলগণ, অপর পক্ষে সত্য-ন্যায়কে অমান্যকারী লোকদের দল, যাদের নীতি-নৈতিকতা, আকীদা-বিশ্বাস, বাতিলের উপর দৃঢ়তা ও হঠকারিতা আরবের কাফির কুরাইশদের মতই ছিল। প্রত্যেকটি কাহিনীতে সত্য অমান্যকারীদের যে করুণ পরিণতি হয়েছিল তা বর্ণনা করে কুরাইশদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আর সে সাথে নসীহত ও সতর্ক করা হয়েছে যুগ পরম্পরা কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে তাদের সকলকে। এসব উপদেশ-নসীহত থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করলে যদি কোনো দেশ-জাতি আল্লাহর আযাবে পতিত হয়, তাদের জন্য দুঃখবোধ করার প্রয়োজন নেই ; কারণ এর দ্বারা ফল লাভ করা যাবে না।

১১ রুকূ' (৮৫-৯৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. অন্য সকল নবীর মত শুয়াইব (আ)-এর দাওয়াতের মূল কথাও একই—এক আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা।

২. ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সততা ও নায়নীতি অবলম্বন করতে হবে। মাদইয়ানবাসী ব্যবসায়ী জাতি ছিল এবং এক্ষেত্রে তারা ধোঁকা-প্রতারণা ও ওযনে কারচুপি করতো, তাই তাদেরকে লক্ষ্য করে এ নির্দেশ দেয়া হলেও এ নীতি সকল মু'মিনের জন্যই প্রযোজ্য।

৩. পৃথিবীতে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করার অমোঘ বিধান হলো একমাত্র আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা।

৪. বিপরীত পক্ষে পৃথিবীতে যাবতীয় অশান্তি ও বিশৃংখলার জন্য দায়ী একমাত্র মানব রচিত আইন-কানুন।

৫. যারা আল্লাহর পথের পথিকদেরকে বাধা দেয়ার জন্য বিভিন্ন সুযোগকে কাজে লাগায় এবং আল্লাহর দীনে খুঁত খুজে বের করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায় তাদের ঈমানের দাবী গ্রহণীয় নয়।

৬. আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর পরও যারা দীনের পথে না আসে, এবং বিরোধিতা শুরু করে তাহলে তার ব্যাপার আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে ধৈর্যধারণ করতে হবে।

৭. দীন ত্যাগ করে তাদের সাথে মিশে যাওয়া ছাড়া আল্লাহদ্রোহী কাফির-মুশরিক শক্তিকে খুশী করা সম্ভব নয়।

৮. 'ইনশাআল্লাহ' তথা 'আল্লাহ চাইলে' কথা যোগ না করে ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা না করা অথবা হওয়া না হওয়ার কথা বলা বৈধ নয়।

৯. আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞানী। তাই সকল ব্যাপারে ভরসা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর উপর।

১০. দুঃসময় বা সুসময় সকল অবস্থায় সাহায্য চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে।

১১. বাতিল শক্তি চিরদিন-ই মানুষকে একই ভয় দেখায় যে, আল্লাহর দীন অনুসরণ করলে তোমাদের উপর বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দৈন্যতা নেমে আসবে ; তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। মূলত এটা শয়তানী কুমন্ত্রণা।

১২. বর্তমান যুগেও এ ধরনের লোক দেখা যায়, যারা বলে— "ইসলামী আইন-কানুন মতে দুনিয়া চলে না ; চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে ইসলামী আইন প্রয়োগ করতে গেলে না খেয়ে মরতে হবে, অমুক অমুক রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক থাকবে না।"—মনে রাখতে হবে এসব কথাই শয়তানী কুমন্ত্রণা।

১৩. ইসলামের বিধান অমান্য করলে ধ্বংস অনিবার্য। এ ধ্বংসের স্বরূপ দুনিয়াতে দেখা যেতে পারে আবার দেখা নাও যেতে পারে। তবে আখিরাতে অবশ্যই তা দেখা যাবে। এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না।

১৪. যারা 'দায়ী ইলাল্লাহ' তথা আল্লাহর পথের আহ্বানকারী, দীনের দাওয়াত পৌঁছানোই তাদের দায়িত্ব। দাওয়াত কবুল করা না করার ব্যাপারে তাদের কোনো দায়িত্ব নেই।

১৫. আল্লাহর দীনকে উৎখাত করার চেষ্টার কারণে কারো উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হলে তাদের জন্য দুঃখবোধ করার প্রয়োজন নেই।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-১২
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-৬

وَمَا أَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ ⑨৪

৯৪. আর আমি পাঠাইনি কোনো নবী কোনো জনপদে যার অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেনি দরিদ্রতা

وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ⑨৫ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ

ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা যেন তারা বিনয় প্রকাশ করে। ৯৫. অতপর আমি অকল্যাণের স্থানে কল্যাণ দ্বারা বদলে দিলাম

حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ

এমন কি তারা সচ্ছল হয়ে গেলো ও বলতে থাকলো—আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও তো অবশ্য এমন কষ্ট ও স্বাচ্ছন্দ্য স্পর্শ করেছিল,

فَأَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ⑨৬ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا

এরপর আমি হঠাৎ তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করলাম যে, তারা বুঝতেই পারে না।[৭৮] ৯৬. আর যদি সেই জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনতো

মِنْ ; -আর ; مَآ اَرْسَلْنَا-আমি পাঠাইনি ; فِيْ قَرْيَةٍ-(فى+قرية)-কোনো জনপদে ; ৯৪ وَ
-- اَهْلَهَا ; -কোনো নবী ; اِلَّآ اَخَذْنَا-(الا+اخذنا)-পাকড়াও করিনি ; نَبِيٍّ-(من+نبى)
যার অধিবাসীদেরকে ; بِالْبَأْسَاءِ-(ب+ال+باساء)-দরিদ্রতা দ্বারা ; وَ-ও ; الضَّرَّاءِ -
(ال+ضراء)-দুঃখ-কষ্ট (দ্বারা) ; لَعَلَّهُمْ-যেন তারা ; يَضَّرَّعُوْنَ-বিনয় প্রকাশ করে। ৯৫
ثُمَّ-অতপর ; بَدَّلْنَا-আমি বদলে দিলাম; مَكَانَ-স্থানে; السَّيِّئَةِ-অকল্যাণের ; الْحَسَنَةَ
-(ال+حسنة)-কল্যাণ দ্বারা ; حَتّٰى-এমন কি ; عَفَوْا-সচ্ছল হয়ে গেলো ; وَ-ও ; قَالُوْا
-বলতে থাকলো ; قَدْ مَسَّ-অবশ্য স্পর্শ করেছিল ; اٰبَآءَنَا-(اباء+نا)-আমাদের বাপ-
দাদাদেরকে ; الضَّرَّآءُ-(ال+ضراء)-এমন দুঃখ-কষ্ট ; وَالسَّرَّآءُ-(و+ال+سراء)-সুখ-
স্বাচ্ছন্দ্য ; فَأَخَذْنٰهُمْ-(ف+اخذنا+هم)-এরপর আমি তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও
করলাম ; بَغْتَةً-হঠাৎ ; وَّهُمْ-(و+هم)-যে, তারা ; لَا يَشْعُرُوْنَ-বুঝতেই পারে না। ৯৬ وَ
-আর ; لَوْ أَنَّ-যদি ; اَهْلَ-অধিবাসীরা ; الْقُرٰٓى-জনপদের ; اٰمَنُوْا-ঈমান আনতো ;

وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا

এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ খুলে দিতাম, কিন্তু তারা তো অবিশ্বাস করেছে।

وَ-এবং ; اتَّقَوْا-তাকওয়া অবলম্বন করতো ; لَفَتَحْنَا-তাহলে অবশ্যই আমি খুলে দিতাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের জন্য ; بَرَكَٰتٍ-বরকতসমূহ ; مِّنَ السَّمَآءِ-(من+ال+سماء)-আসমানের ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-(ال+ارض)-যমীনের ; وَلَٰكِن-কিন্তু ; كَذَّبُوا-তারা তো অবিশ্বাস করেছে ;

৭৮. এখানে আল্লাহ তাআলা একটি সাধারণ নীতি সম্পর্কে এরশাদ করেছেন। সকল যুগেই যখনই কোনো লোকালয়ে আল্লাহ নবী প্রেরণ করেছেন তখনই সেখানকার আর্থ-সমাজিক পরিবেশকে নবীকে গ্রহণের জন্য উপযোগী করে নিয়েছেন। সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিপদ-মুসিবতে নিমজ্জিত করেছেন। সেখানে দুর্ভিক্ষ-মহামারী শুরু হয়েছে ; তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছে ; অন্য জাতির সাথে যুদ্ধে তাদের পরাজয় হয়েছে। এসব এজন্য করা হয়েছে যাতে দুঃখ-দৈন্যতা ও বিপদ-মুসিবতে তাদের মন নরম হয় এবং তারা নবীর দাওয়াত কবুল করে নেয়। তাদের গর্ব-অহংকার খর্ব হয়ে তারা যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে ; কিন্তু এতে তারা যখন হেদায়াতের পথে না আসে এবং নবীর দাওয়াত গ্রহণ করে না নেয় তখন তাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে পরীক্ষায় নিমজ্জিত করা হয়, যার মাধ্যমে তাদের ধ্বংসের সূচনা হয়। তারা পেছনের কথা বেমালুম ভুলে যায় এবং তাদের নির্বোধ নেতারা তাদেরকে ভুল বুঝাতে চেষ্টা করে যে, মানুষের অবস্থার উন্নতি-অবনতি একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। এর পেছনে এমন কোনো মহাশক্তিমানের হাত নেই যে, এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কোনো উপদেশদাতার উপদেশ গ্রহণ করে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করতে হবে। এটা মানবিক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের অবস্থা যখন এরূপ হয় অর্থাৎ বিপদ-মুসিবতে তাদের জ্ঞান না ফেরে, হেদায়াতের পথে না আসে ; তারপর তাদেরকে সচ্ছলতা দান করা হয়, এতেও তারা যদি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হেদায়াত গ্রহণ না করে, তখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের ধ্বংসের সকল পূর্বশর্ত পূরণ হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবকালীন আরবের অবস্থাও এমনই ছিল। রাসূলের ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করার ফলে এবং রাসূলের দাওয়াতী কাজে কঠোর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ফলে তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন যার ফলে আরবের কুরাইশদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, তারা মরা লাশ, চামড়া ও হাড় পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কুরাইশ নেতারা একত্রিত হয়ে এসে রাসূলের নিকট তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে আবেদন জানাল। অবশেষে রাসূলের দোয়ায় তাদের উপর থেকে বিপদ দূরীভূত হলো। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসলো।

فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٧﴾ اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ

তাই তারা যা কামাই করতো তার জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। ৯৭. তাহলে জনপদের বাসিন্দারা কি বিপদমুক্ত হয়ে গেছে তাদের উপর এসে পড়া থেকে

بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿٩٨﴾ اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ

আমার শাস্তি রাতের বেলা, এমতাবস্থায় যে, তারা নিদ্রামগ্ন। ৯৮. অথবা বিপদমুক্ত হয়েছে কি জনপদের অধিবাসীরা দিবালোকে তাদের উপর এসে পড়া থেকে

بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٩﴾ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ

আমার শাস্তি, এমতাবস্থায় যে, তারা খেলাধুলায় মগ্ন। ৯৯. তবে কি তারা আল্লাহর কৌশল সম্পর্কেও নির্ভয় হয়ে গেছে?[৭৯] কিন্তু কেউ তো নির্ভয় হতে পারে না

مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ۟

আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া।

فَاَخَذْنٰهُمْ-(ف+اخذنا+هم)-তাই আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম ; بِمَا-তার জন্য যা ; كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-কামাই করতো। ﴿٩٧﴾ اَفَاَمِنَ-(ا+ف+امن)-তাহলে বিপদমুক্ত হয়ে গেছে কি ; اَهْلُ-অধিবাসীরা ; الْقُرٰٓى-(ال+قرى)-জনপদের ; اَنْ يَّاْتِيَهُمْ-(ان+ياتى+هم)-তাদের উপর এসে পড়া থেকে ; بَاْسُنَا-(باس+نا)-আমার শাস্তি ; بَيَاتًا-রাতের বেলা ; وَّهُمْ-(و+هم)-এমতাবস্থায় যে তারা ; نَآئِمُوْنَ-নিদ্রামগ্ন। ﴿٩٨﴾ اَوَ اَمِنَ-(ا+و+امن)-অথবা বিপদমুক্ত হয়েছে কি ; اَهْلُ-অধিবাসীরা ; الْقُرٰٓى-জনপদের ; اَنْ يَّاْتِيَهُمْ-(ان+ياتى+هم)-তাদের উপর এসে পড়া থেকে ; بَاْسُنَا-(باس+نا)-আমাদের শাস্তি ; ضُحًى-দিবালোকে ; وَّهُمْ-(و+هم+ضحى)-এমতাবস্থায় যে তারা ; يَلْعَبُوْنَ-খেলাধুলায় মগ্ন। ﴿٩٩﴾ اَفَاَمِنُوْا-(ا+ف+امنوا)-তবে কি তারা নির্ভয় হয়ে গেছে ; مَكْرَ-কৌশল সম্পর্কে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَلَا يَاْمَنُ-(ف+لايامن)-কিন্তু কেউতো নির্ভয় হতে পারে না ; مَكْرَ-কৌশল সম্পর্কে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِلَّا-ছাড়া ; الْقَوْمُ-(ال+قوم)-সম্প্রদায় ; الْخٰسِرُوْنَ-(ال+خسرون)-ক্ষতিগ্রস্ত।

কিন্তু তারপরও তাদের দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা লোকদেরকে বুঝাতে লাগলো যে, এসব কালের উত্থান-পতনের ব্যাপার। এতে তোমরা ঘাবড়ে যেও না। এজন্য মুহাম্মাদের কথা মেনে নেয়ার প্রয়োজন নেই। এ রকম পরিবেশেই সূরা আল আ'রাফ নাযিল

হয়েছে। উল্লেখিত আয়াতসমূহ পাঠের সময় এ পরিবেশ-পরিস্থিতি স্মরণ রাখা প্রয়োজন, তাতে আয়াতের মর্ম বুঝা সহজ হবে।

৭৯. 'মকর' অর্থ এমন কৌশল অবলম্বন করা যে, মূল আঘাত আসার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি টেরই পাবে না যে, তার উপর কঠিন আঘাত আসছে। বরং বাহ্যিক অবস্থা ও সবকিছুকে সে ঠিকঠাক-ই মনে করবে।

১২ রুকূ' (৯৪-৯৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কোনো লোকালয়ে নবী-রাসূল পাঠানোর পূর্বে সেখানকার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ নবীকে গ্রহণের জন্য উপযোগী করে নেয়া মহান আল্লাহর একটি সাধারণ নীতি।

২. দুঃখ-দারিদ্রের মাধ্যমে আল্লাহকে চেনা, আল্লাহর দীনের জন্য সংগ্রাম করা যত সহজ, প্রাচুর্যের মধ্যে তা তত সহজ নয়।

৩. দুনিয়াতে আল্লাহর কিতাবের বিধান যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে, আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে বরকত নাযিলের মাধ্যমে দুনিয়াবাসীদের সকল প্রকার অভাব দূর করে দেবেন– এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

৪. আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে নির্ভয় হওয়া মানুষের জন্য কখনও উচিত নয় ; তদ্রূপ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াও কোনো মতেই সমীচীন নয়।

৫. যারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে নির্ভয় হয়ে যায় এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায় তারা উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত।

৬. দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের মাধ্যমে স্থায়ী মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহর কিতাবের পুরোপুরি বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই।

৭. 'বরকত' শব্দের অর্থ—'প্রবৃদ্ধি'। 'আসমান-যমীনের সমস্ত বরকতের দ্বার খুলে দেয়ার অর্থ– সবদিক থেকে সকল প্রকার কল্যাণের দ্বার খুলে দেয়া। সুতরাং সকল প্রকার কল্যাণ লাভ করতে হলে আল্লাহর কিতাবের বিধান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৮. দুঃখ-দৈন্যে যেমন আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে তেমনি সুখ-সচ্ছলতায়ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। এটাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿١٠٠﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ

১০০. যারা উত্তরাধিকারী হয়েছে যমীনের সেখানকার অধিবাসীদের (ধ্বংসের) পরে তারা কি সঠিক দিশা পায়নি যে,

لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ

আমি যদি চাই তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকেও বিপদে ফেলতে পারি ;[৮০] এবং তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিতে পারি তাহলে তারা

لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠١﴾ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ۚ

আর শুনতে পারবে না।[৮১] ১০১. এসব লোকালয় যেগুলোর কিছু কিছু সংবাদ আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি ;

(১০০) أَوَلَمْ يَهْدِ-(ا+و+لم يهد)-তারা কি সঠিক দিশা পায়নি ; لِلَّذِيْنَ-যারা ; يَرِثُوْنَ-উত্তরাধিকারী হয়েছে ; الْأَرْضَ-(ال+ارض)-যমীনের ; مِنْ بَعْدِ-(ধ্বংসের) পরে ; أَهْلِهَا-(اهل+ها)-সেখানকার অধিবাসীদের ; أَنْ-যে, ; لَوْ-যদি ; نَشَاءُ-আমি চাই ; أَصَبْنٰهُمْ-(اصبنا+هم)-বিপদে ফেলতে পারি ; بِذُنُوْبِهِمْ-(ب+ذنوب+هم)-তাদের অপরাধের জন্য ; وَ-এবং ; نَطْبَعُ-মোহর লাগিয়ে দিতে পারি ; عَلٰى قُلُوْبِهِمْ-(على+قلوب+هم)-তাদের অন্তরে ; فَهُمْ-তাহলে তারা ; لَا يَسْمَعُوْنَ-আর শুনতে পারবে না। (১০১) تِلْكَ-এসব ; الْقُرٰى-(ال+قرى)-লোকালয় যেগুলোর ; نَقُصُّ-আমি বর্ণনা করেছি ; عَلَيْكَ-আপনার নিকট ; مِنْ أَنْبَائِهَا-(من+انباء+ها)-যেগুলোর কিছু কিছু সংবাদ ;

৮০. অর্থাৎ যেসব জাতি বর্তমানে উত্থান লাভ করেছে, তাদের সামনে অতীতের বিলুপ্ত জাতিসমূহের ইতিহাস ও ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এর থেকে অবশ্যই শিক্ষণীয় আছে। বর্তমান জাতির অবশ্যই বুঝা উচিত যে, মাত্র কিছু কাল পূর্বেও যারা দাপট সহকারে পৃথিবীতে বিরাজমান ছিল, তাদের চিন্তা ও কাজের কোন্ সব চিন্তা ও কাজের ভুল-ভ্রান্তির কারণে তারা আজ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে ; কোন্ মহাশক্তি তাদেরকে চিন্তা ও কাজের ভুলের জন্য পাকড়াও করেছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে তদস্থলে অন্যদেরকে বসিয়ে দিয়েছেন। সেই শক্তিতো আজও আছে, তা নিঃশেষ

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا

আর নিঃসন্দেহে তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল ; কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করার পাত্র ছিল না, যা তারা অবিশ্বাস করেছিল

مِنْ قَبْلُ ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا

ইতিপূর্বে ; আল্লাহ এভাবেই কাফিরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন।[৮২]

১০২. আর আমি পাইনি

لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَإِنْ وَّجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ○

তাদের অধিকাংশকে ওয়াদা অনুসারে ; বরং তাদের অধিকাংশকেই অপরাধীরূপেই পেয়েছি।[৮৩]

وَ-আর ; لَقَدْ جَاءَتْهُمْ-(ل+قد جاءت+هم)-নিসন্দেহে তাদের নিকট এসেছিল ; رُسُلُهُمْ-(رسل+هم)-তাদের রাসূলগণ ; بِالْبَيِّنٰتِ-(ب+ال+بينت)-সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে ; فَمَا كَانُوْا-(ف+ما كانوا)-কিন্তু তারা তো ছিল না ; لِيُؤْمِنُوْا-ঈমান আনার পাত্র ; بِمَا كَذَّبُوْا-(ب+ما+كذبوا)-যা তারা অবিশ্বাস করেছিল ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; يَطْبَعُ-মোহর মেরে দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلٰى قُلُوْبِ-(على+قلوب)-অন্তরে ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের। (১০২) وَ-আর ; مَا وَجَدْنَا-আমি পাইনি ; لِأَكْثَرِهِمْ-(ل+اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশকে ; مِنْ عَهْدٍ-ওয়াদা অনুসারে ; وَ-বরং ; إِنْ وَجَدْنَا-আমি পেয়েছি ; أَكْثَرَهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশকে ; لَفٰسِقِيْنَ-অপরাধীরূপে।

হয়ে যায় নি। বর্তমানে যারা উত্থান লাভ করেছে, তাদেরকেও অতীতের জাতিসমূহের মতো ভুল-ভ্রান্তির কারণে পাকড়াও করতে তিনি সক্ষম। সুতরাং তাদের মতো ভুল-ভ্রান্তি যেন আমাদের না হয়, তাদের মতো আমাদের উপর যেন তদ্রূপ ধ্বংস নেমে না আসে, সে জন্য আমাদের সদা সচেতন থাকা উচিত।

৮১. আল্লাহ তাআলার এক স্বাভাবিক নিয়ম হলো—যারা ইতিহাস ও শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনাবলী দেখেও উপদেশ গ্রহণ করে না ; বরং নিজেদেরকে গাফলতীতে ডুবিয়ে রাখে, তাদেরকে চিন্তা-ভাবনা ও বুঝার শক্তি দান করেন না। তারা কোনো কিছু থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। যারা কোনো কিছু দেখতে ও শুনতে রাযী নয় তাদেরকে কেউ দেখাতে ও শুনাতে পারে না।

৮২. 'অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়ার অর্থ—জাহেলী হিংসা-বিদ্বেষ কিংবা ব্যক্তি স্বার্থে অন্ধ হয়ে প্রকৃত সত্য থেকে একবার মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পর জিদ ও হঠকারিতায়

(১০৩) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ

১০৩. অতপর আমি তাদের পরে মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার সভাসদদের নিকট পাঠিয়েছি।[৮৪]

فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

কিন্তু তারা তার (নিদর্শনের) প্রতি অবিচার করে৮৫ ; সুতরাং আপনি লক্ষ্য করুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।

(১০৩) ثُمَّ-অতপর ; بَعَثْنَا-আমি পাঠিয়েছি ; مِنْۢ بَعْدِهِمْ-(من+بعد+هم)-তাদের পরে ; مُوْسٰى-মূসাকে ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনসহ ; اِلٰى-নিকট; فِرْعَوْنَ-ফেরাউনের ; وَ-ও ; مَلَا۠ئِهٖ-(ملا+ه)-তার সভাষদদের ; فَظَلَمُوْا-(ف+ظلموا)-কিন্তু তারা অবিচার করে ; بِهَا-(ب+ها)-তার (নিদর্শনের) প্রতি ; فَانْظُرْ-(ف+انظر)-সুতরাং আপনি লক্ষ্য করুন ; كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিল ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الْمُفْسِدِيْنَ-(ال+مفسدين)-বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের।

জড়িয়ে যাওয়া। এমন লোকের অন্তর এমন হয়ে যায় যে, কোনো যুক্তি, কোনো প্রত্যক্ষ নিদর্শন অথবা কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতাও সত্য গ্রহণের জন্য তাকে প্রস্তুত করতে পারে না।

৮৩. এখানে 'ওয়াদা' দ্বারা তিন প্রকার ওয়াদার কথা বলা হয়েছে। যা ভঙ্গ করাকে 'ফিস্ক' বা অপরাধ বলা হয়েছে, আর যারা এ ওয়াদা ভঙ্গ করে তাদেরকে 'ফাসিক' বলা হয়েছে। প্রথমত, মানুষ আল্লাহর দাস ও লালিত-পালিত এবং আল্লাহ মানুষের প্রতিপালক। মানুষ জন্মগতভাবে এ মর্মে ওয়াদাবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, মানুষ মানব-সমাজের একজন সদস্য হিসেবে সমাজের দায়-দায়িত্ব পালনে ওয়াদাবদ্ধ। তৃতীয়ত, মানুষ ব্যক্তিগতভাবে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের সময় আল্লাহর সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে থাকে। এসব ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট থাকা মানুষের এক বিরাট কর্তব্য।

৮৪. ইতিপূর্বে নূহ (আ), হূদ (আ), সালেহ (আ) ও শুয়াইব (আ)—এ চারজন নবীর কাহিনী উল্লেখের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, যেসব জাতি আল্লাহর পয়গাম পাওয়ার পর তা অমান্য করে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায়। অতপর এখানে মূসা (আ) ফেরাউন ও বনী ইসরাঈলের ঘটনা সেই একই উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কাফির-কুরাইশ, ইয়াহুদী ও মু'মিনদের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাও পেশ করা হয়েছে—

এক ঃ এসব কাহিনীর মাধ্যমে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক নবীর ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলন চিরদিনই নিতান্ত নগণ্য সংখ্যক লোক নিয়ে শুরু হয়েছে। সমগ্র

(১০৪) وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَٰلَمِينَ ۝

১০৪. আর মূসা বললো—হে ফেরাউন ;[৮৬] আমি অবশ্যই বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন রাসূল।

(১০৪) وَ-আর ; قَالَ-বললো ; مُوسَىٰ-মূসা ; يَٰفِرْعَوْنُ-(يا+فرعون)-হে ফেরাউন ; إِنِّي-(ان+ى)-আমি অবশ্যই; رَسُولٌ-একজন রাসূল ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّ-প্রতিপালকের; الْعَٰلَمِينَ-(ال+علمين)-বিশ্বজগতের।

জাতি একদিকে আর সত্য একদিকে। এমনকি সারা দুনিয়া এক দিকে আর সত্য একদিকে। কোনো প্রকার সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই প্রবল বাতিল প্রতিপক্ষের সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অথচ বাতিলের পশ্চাতে পৃথিবীর বড় বড় শক্তির পৃষ্ঠপোশকতা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সত্যেরই বিজয় হয়েছে।

দুই ঃ সত্য প্রতিষ্ঠাকারীর বিরুদ্ধে বাতিলের যত ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত সব সড়যন্ত্রই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আল্লাহ তাআলা সত্য অমান্যকারীদেরকে ধ্বংস করার পূর্বে তাদেরকে দীর্ঘ সময় অবকাশ দান করে থাকেন, যাতে করে তারা নিজেকে শোধরাবার সুযোগ পায়। অতপর কোনো শিক্ষাপ্রদ ঘটনা, কোনো সতর্কতা বা কোনো উজ্জ্বল নিদর্শনও তাদেরকে ফেরাতে পারে না, তখনই আল্লাহ তাদেরকে কঠিন শাস্তি দান করেন।

তিন ঃ সত্যপন্থীদের সংখ্যাল্পতা, দুর্বলতা এবং সত্য বিরোধীদের সংখ্যাধিক্য ও শক্তির দাপট দেখে হতাশ হওয়া বা ঘাবড়ে যাওয়া মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহর সাহায্য আসার ব্যাপারেও সংশয়ের অবকাশ নেই।

চার ঃ ঈমান আনার পর যারা ইয়াহুদীদের মতো কাজকর্ম করে, তারা ইয়াহুদীদের মতোই আল্লাহর অভিশাপে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

৮৫. আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি অবিচার করার অর্থ হলো—যেসব নিদর্শন দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব নবীর নবুওয়াত অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় সেগুলোকে যাদু বলে উড়িয়ে দেয়া এবং নবীকে যাদুকর বলে প্রত্যাখ্যান করা। কোনো উঁচুমানের কাব্যকে যদি কেউ 'বাজে' বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তবে তা শুধু কাব্যেরই অপমান নয়, বরং তা কাব্যের রচয়িতারও অপমান এবং এরূপ করা সেই কাব্য ও কাব্য রচয়িতার প্রতি নিসন্দেহে অবিচার।

৮৬. 'ফেরাউন' কোনো ব্যক্তির নাম নয় ; বরং প্রাচীন মিসরীয় রাজাদের উপাধি। 'ফেরাউন' শব্দের অর্থ 'সূর্য দেবতার সন্তান'। প্রাচীন মিসরের লোকেরা সূর্যকে দেবতা হিসেবে পূজা করতো এবং শাসকদেরকে সূর্যের সন্তান হিসেবে বিশ্বাস করতো। আর

﴿١٠٥﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ

১০৫. এটাই সঙ্গত যে, আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য ছাড়া কোনো কথা বলবো না ; আমিতো তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়েই এসেছি

مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٠٦﴾ قَالَ إِن

তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, অতএব বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দাও।[৮৭] ১০৬. সে (ফেরাউন) বললো—যদি

كُنتَ جِئْتَ بِـَٔايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ○

তুমি কোনো নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো তাহলে তা নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদীদের শামিল হয়ে থাকো।

১০৫ حَقِيْقٌ عَلَىٰٓ-এটাই সঙ্গত ; যে-اَنْ ; লাآ اَقُوْلَ-আমি বলবো না ; عَلَى اللّٰهِ-(على+ الله)-আল্লাহ সম্পর্কে ; اِلَّا-ছাড়া ; الْحَقَّ-(ال+حق)-সত্য ; قَدْ جِئْتُكُمْ-(قد جئت+كم)-আমি তোমাদের নিয়েই এসেছি ; بِبَيِّنَةٍ-(ب+بينة)-সুস্পষ্ট প্রমাণ ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; فَاَرْسِلْ-(ف+ارسل)-অতএব যেতে যাও ; مَعِىَ-(مع+ى)-আমার সাথে ; بَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ-বনী ইসরাঈলকে। ১০৬ قَالَ-সে (ফেরাউন) বললো ; اِنْ-যদি ; كُنْتَ جِئْتَ-তুমি নিয়ে এসে থাকো ; بِاٰيَةٍ-(ب+اية)-কোনো নিদর্শন ; فَاْتِ بِهَا-(ف+ات+ب+ها)-তাহলে তা নিয়ে এসো ; اِنْ-যদি ; كُنْتَ-তুমি হয়ে থাকো ; مِنَ-শামিল ; الصّٰدِقِيْنَ-(ال+صدقين)-সত্যবাদীদের।

শাসকরাও নিজেদেরকে সূর্যবংশীয় বলে প্রচার করতো। আর জনগণও তাদেরকে 'ফেরাউন' তথা 'সূর্যসন্তান' বলে সম্বোধন করতো।

৮৭. কুরআন মাজীদের বর্ণনা অনুসারে মূসা (আ) দুটো দাওয়াত নিয়ে তাঁর সময়কার ফিরাউনের নিকট গিয়েছিলেন। একটি হলো আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মেনে নেয়া এবং তাঁকে নবী হিসেবে মেনে নেয়া। এক কথায় ইসলাম কবুল করা। দ্বিতীয়টি হলো—বনী ইসরাঈলকে তাঁর দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া। এখানে উল্লেখ্য যে, বনী ইসরাঈল পূর্ব থেকে মুসলমান ছিল। ফেরাউন তাদেরকে দাস হিসেবে ব্যবহার করতো এবং তাদের প্রতি যুলুম-নির্যাতন চালাতো।

১০৭ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ○

১০৭. তখন সে (মূসা) তার লাঠি নিক্ষেপ করলো আর তখনই তা চাক্ষুষ অজগরে পরিণত হয়ে গেল।

১০৮ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ○

১০৮. আর টেনে বের করলো তার হাত আর তখনই তা দর্শকদের জন্য চকমক করতে লাগলো।[৮৮]

১০৭ فَأَلْقَىٰ-(ف+القى)-তখন সে (মূসা) নিক্ষেপ করলো ; عَصَاهُ-(عصا+ه)-তার লাঠি ; فَإِذَا-(ف+اذا)-আর তখনই ; هِيَ-তা ; ثُعْبَانٌ-অজগর হয়ে গেল ; مُّبِينٌ-চাক্ষুষ। ১০৮ وَ-আর ; نَزَعَ-সে টেনে বের করলো ; يَدَهُ-(يد+ه)-তার হাত ; فَإِذَا-আর তখনই ; هِيَ-তা ; بَيْضَاءُ-চকমক করতে লাগলো ; لِلنَّاظِرِينَ-(ل+ال+نظرين)-দর্শকদের জন্য।

৮৮. এখানে মূসা (আ)-কে প্রদত্ত দুটো নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে এগুলোকে 'আয়াত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ এটাকে মু'জিযা নামে অভিহিত করেছেন। 'মু'জিযা' হলো—স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়া। নবীগণ নিজেদেরকে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর প্রেরিত প্রতিনিধি হিসেবে প্রমাণ করার জন্য এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা আল্লাহর নির্দেশে সংঘটিত করেছেন।

১৩ রুকূ' (১০০-১০৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. বিভিন্ন জাতির ইতিহাস এবং তাদের বসবাস-এলাকার ধ্বংসাবশেষ দেখার পর আল্লাহর প্রতি মানুষের বিশ্বাসের দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। অতএব মানুষের উচিত এসব স্থান পরিদর্শন করা এবং তাদের ইতিহাস জানা।

২. ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসের পেছনে যেসব কারণ নিহিত তা থেকে শিক্ষা লাভ করে তাদের যেসব কাজের জন্য এ করুণ পরিণতি হয়েছে, তা থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

৩. কুরআন মাজীদে বর্ণিত ঘটনাবলী ছাড়াও আরও অগণিত ঘটনা আমাদের জানার বাইরে রয়েছে যা আল্লাহ তাআলা মানুষকে জানান নি।

৪. যারা কুফরী ও পাপকাজে সদা-সর্বদা লিপ্ত থাকে এবং অসংখ্য নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর দীনকে গ্রহণ করে না, তাদের অন্তর দীন গ্রহণ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, ফলে আল্লাহও তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেন এবং তারা আর কোনো দিন হেদায়াত পায় না।

৫. আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সাথে অবিচার করার অর্থ—সেগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে সেগুলোকে অস্বীকার করা।

৬. আম্বিয়ায়ে কিরামের মু'জিযা অস্বীকার করা কুফরী ; কারণ এসব মু'জিযার কথা কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হয়েছে। তাই মু'জিযা অস্বীকার করা কুরআন মাজীদ অস্বীকার করার নামান্তর, আর কুরআন মাজীদ অস্বীকার অবশ্যই কুফরী।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-১৮

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾

১০৯. ফেরাউন সম্প্রদায়ের নেতারা বললো—নিশ্চয়ই এ এক অভিজ্ঞ যাদুকর।

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾

১১০. সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায় ;[৮৯] এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও।

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حٰشِرِينَ ﴿١١١﴾

১১১. তারা বললো—কিছু অবকাশ দিন তাকে ও তার ভাইকে এবং বিভিন্ন শহর-নগরে সংগ্রহকারীদেরকে পাঠিয়ে দিন।

(১০৯) قَالَ-বললো ; الْمَلَأُ-নেতারা ; مِنْ قَوْمِ-(من+قوم)-সম্প্রদায়ের ; فِرْعَوْنَ-ফেরাউন ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; هٰذَا-এ ; لَسٰحِرٌ-(ل+سحر)-যাদুকর ; عَلِيمٌ-অভিজ্ঞ। (১১০) يُرِيدُ-সে চায় ; أَنْ يُخْرِجَكُمْ-(ان يخرج+كم)-তোমাদেরকে বের করে দিতে ; مِنْ-থেকে ; أَرْضِكُمْ-(ارض+كم)-তোমাদের দেশ ; فَمَاذَا تَأْمُرُونَ-(ف+ماذا+تامرون)-এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও। (১১১) قَالُوا-তারা বললো ; أَرْجِهْ-(ارج+ه)-তাকে কিছু অবকাশ দিন ; وَ-ও ; أَخَاهُ-(اخا+ه)-তার ভাইকে ; وَ-এবং ; أَرْسِلْ-পাঠিয়ে দিন ; فِي الْمَدَائِنِ-(فى+ال+مدائن)-শহর-নগরে ; حٰشِرِينَ-সংগ্রহকারীদেরকে।

৮৯. ফেরাউন যথার্থভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, এই যে, ফকীরবেশী মূসা ও তার ভাই যে দাওয়াত নিয়ে এসেছে তা যদি আমরা মেনে নেই তাহলে আমাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কিছুই থাকবে না ; কারণ মূসা কর্তৃক আনীত ব্যবস্থা অন্য কোনো ব্যবস্থার অধীনতা গ্রহণ করে না এবং মূসা যে নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি বলে দাবী করছে সেও কারো অনুগত থাকার জন্য আসেনি। মূসার নবুওয়াত দাবীর অর্থ—গোটা জীবন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা। আর এজন্যই প্রবল-প্রতাপশালী, বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক ফেরাউন মূসার নবুওয়াত দাবী ও বনী ইসরাঈলের মুক্তির দাবী করাতে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা মূসা (আ)-কে যাদুকর মনে করতো না, যদিও মুখে তাকে যাদুকর বলে অভিহিত করেছিল ; কারণ যাদুকর যে কখনও রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য হুমকী হয়ে দাঁড়াতে পারে না, এটা তারা ভালভাবেই জানতো।

(১১২) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ (১১৩) وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا

১১২. তারা প্রত্যেকটি বিজ্ঞ যাদুকরকে নিয়ে আসবে।[৯০] ১১৩. অতপর যাদুকরগণ ফেরাউনের নিকট এলো, তারা বললো—

إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَٰلِبِينَ (১১৪) قَالَ نَعَمْ

আমরা যদি বিজয়ী হই তবে তো অবশ্যই আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে। ১১৪. সে বললো—হ্যাঁ,

وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (১১৫) قَالُوا يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ

আর তোমরাতো অবশ্যই নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হবে। ১১৫. তারা (যাদুকররা) বললো—হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ করো

وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (১১৬) قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّآ أَلْقَوْا

আর না হয় আমরাই নিক্ষেপকারী হই। ১১৬. সে (মূসা) বললো—তোমরাই নিক্ষেপ করো ; অতপর তারা যখন নিক্ষেপ করলো

(১১২) يَأْتُوكَ-(ياتوا+ك)-তারা নিয়ে আসবে ; بِكُلِّ-প্রত্যেকটি ; سَٰحِرٍ-যাদুকরকে ; عَلِيمٍ-বিজ্ঞ। (১১৩) وَ-অতপর ; جَآءَ-এলো ; السَّحَرَةُ-(ال+سحرة)-যাদুকরগণ ; فِرْعَوْنَ-ফেরাউনের নিকট; قَالُوٓا-তারা বললো ; إِنَّ-অবশ্যই ; لَنَا-আমাদের জন্য ; لَأَجْرًا-(ل+اجرا)-পুরস্কার থাকবে ; إِنْ-যদি ; كُنَّا-হই ; نَحْنُ-আমরা ; الْغَٰلِبِينَ-(ال+غلبين)-বিজয়ী। (১১৪) قَالَ-সে বললো ; نَعَمْ-হ্যাঁ ; وَ-আর ; إِنَّكُمْ-(ان+كم)-তোমরা তো অবশ্যই ; لَمِنَ-(ل+من)-মধ্যে গণ্য হবে ; الْمُقَرَّبِينَ-(ال+مقربين)-নৈকট্য প্রাপ্তদের। (১১৫) قَالُوا-তারা বললো ; يَٰمُوسَىٰٓ-(يا+موسى)-হে মূসা ; إِمَّآ-হয়তো ; أَنْ تُلْقِىَ-তুমি নিক্ষেপ করো ; وَ-আর ; إِمَّآ-না হয় ; أَنْ نَّكُونَ-হই ; نَحْنُ-আমরাই ; الْمُلْقِينَ-(ال+ملقين)-নিক্ষেপকারী। (১১৬) قَالَ-সে বললো ; أَلْقُوا-তোমরাই নিক্ষেপ করো ; فَلَمَّآ-(ف+لما)-অতপর যখন ; أَلْقَوْا-তারা নিক্ষেপ করলো ;

৯০. ফেরাউনের সভাসদরাও নবীর মু'জিযা ও যাদুকরদের যাদুর যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল। আল্লাহর নিদর্শন নবীর মু'জিযা দ্বারা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব ; কিন্তু যাদু দ্বারা সাময়িক কিছু সময়ের জন্য মানুষের দৃষ্টিশক্তি ও মনকেই বিভ্রান্ত করে বস্তুর পরিবর্তন করে দেখানো হয়। এটা জানা সত্ত্বেও তারা নবীর নবুওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য বললো যে, এ

سَحَرُوٓا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ○

তারা মানুষের চোখে যাদু করলো এবং তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করলো আর তারা একটি বড় ধরনের যাদুই প্রয়োগ করলো।

﴿١١٧﴾ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ

১১৭. আর আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম যে, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো ; তারপর তৎক্ষণাত তা গিলতে লাগলো

مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٨﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

যা তারা (যাদুকররা) ভূয়া তৈরি করেছি।[৯১] ১১৮. ফলে প্রতিষ্ঠিত হলো সত্য এবং তারা যা করছিল তা বাতিল বলে গণ্য হলো।

﴿١١٩﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صٰغِرِينَ ﴿١٢٠﴾ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ

১১৯. আর পরাজিত হলো তারা সেখানে এবং চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়ে রইলো। ১২০. আর যাদুকরগণ পড়ে গেলো

سَحَرُوٓا-তারা যাদু করলো ; أَعْيُنَ-চোখে ; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানুষের ; وَ-এবং ; اسْتَرْهَبُوْهُمْ-(استرهبوا+هم)-তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করলো ; وَ-আর ; جَآءُوْ-তারা প্রয়োগ করলো ; بِسِحْرٍ-(ب+سحر)-যাদুই ; عَظِيْمٍ-বড় ধরনের। (১১৭) وَ-আর ; أَوْحَيْنَآ-আমি ওহী পাঠালাম ; إِلَى-প্রতি; مُوْسَىٰٓ-মূসার ; أَنْ-যে ; أَلْقِ-তুমি নিক্ষেপ করো; عَصَاكَ-(عصا+ك)-তোমার লাঠি ; فَإِذَا-(ف+اذا)-তারপর তৎক্ষণাত ; هِيَ-তা ; تَلْقَفُ-গিলতে লাগলো ; مَا يَأْفِكُوْنَ-(ما+يافكون)-যা তারা ভূয়া তৈরি করছিল। (১১৮) فَوَقَعَ-(ف+وقع)-ফলে প্রতিষ্ঠিত হলো ; الْحَقُّ-(ال+حق)-সত্য ; وَ-এবং ; بَطَلَ-বাতিল বলে গণ্য হলো; مَا-যা; كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-তারা করছিল। (১১৯) فَغُلِبُوْا-(ف+غلبوا)-আর তারা পরাজিত হলো ; هُنَالِكَ-সেখানে ; وَ-এবং ; انْقَلَبُوْا-হয়ে রইলো চরমভাবে ; صٰغِرِيْنَ-লাঞ্ছিত। (১২০) وَ-আর ; أُلْقِيَ-পড়ে গেলো ; السَّحَرَةُ-যাদুকরগণ ;

ব্যক্তি যাদুকর, এর লাঠি প্রকৃতই সাপ হয়ে যায় নি, কাজেই এটাকে আল্লাহর নিদর্শন বলে মেনে নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এর মুকাবিলায় শহর-নগরের বড় বড় যাদুকরদের ডেকে এনে লাঠি ও রশিকে সাপ বানিয়ে দেখাতে হবে, যাতে মানুষ মূসার প্রতি ঈমান না আনে ; আর নবীর মু'জিযা দেখার পর তাদের অন্তরে যে ভয়-বিহ্বলতা সৃষ্টি হয়েছে তা পূর্ণরূপে দূর না হলেও অন্তত বিভ্রান্তি তো সৃষ্টি হবে।

سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوْسٰى

সিজদাবনত হয়ে। ১২১. তারা (যাদুকরগণ) বললো—আমরা বিশ্বজগতের রবের উপর ঈমান আনলাম। ১২২. (যিনি) রব মূসা

وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ

ও হারূনের।[৯২] ১২৩. ফেরাউন বললো—আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তার প্রতি তোমরা কি ঈমান এনে ফেলেছো ?

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ

নিশ্চয়ই এটা একটা ষড়যন্ত্র যা তোমরা এ শহরে বসে করেছো, যাতে তোমরা এর অধিবাসীদেরকে তা থেকে বের করে দিতে পারো ;

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ

তবে তোমরা অতিসত্ত্বর (এর পরিণাম) জানতে পারবে। ১২৪. আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেবো

سٰجِدِيْنَ-সিজদাবনত হয়ে। (১২১) قَالُوْٓا-তারা (যাদুকরগণ) বললো ; اٰمَنَّا-আমরা ঈমান আনলাম; بِرَبِّ-(ب+رب)-প্রতিপালকের প্রতি ; الْعٰلَمِيْنَ-(ال+علمين)-বিশ্ব-জগতের। (১২২) رَبِّ-প্রতিপালক ; مُوْسٰى-মূসা ; وَ-ও ; هٰرُوْنَ-হারূনের। (১২৩) قَالَ-বললো ; فِرْعَوْنُ-ফেরাউন; اٰمَنْتُمْ-ঈমান এনে ফেলেছো ; بِهٖ-তার প্রতি ; قَبْلَ-পূর্বেই ; اَنْ اٰذَنَ-আমি অনুমতি দেয়ার ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; هٰذَا-এটা ; لَمَكْرٌ-(ل+مكر)-একটি ষড়যন্ত্র ; مَكَرْتُمُوْهُ-(مكرتموا+ه)-যা তোমরা করেছো ; فِى الْمَدِيْنَةِ-(فى+ال+مدينة)-এ শহরে বসেই করেছো ; لِتُخْرِجُوْا-যাতে তোমরা বের করে দিতে পারো ; مِنْهَا-তা থেকে ; اَهْلَهَا-(اهل+ها)-তার অধিবাসীদেরকে ; فَسَوْفَ-(ف+سوف)-তবে অতিসত্ত্বর ; تَعْلَمُوْنَ-(এর পরিণাম) জানতে পারবে। (১২৪) لَاُقَطِّعَنَّ-আমি অবশ্যই কেটে দেবো ; اَيْدِيَكُمْ-(ايدى+كم)-তোমাদের হাত ; وَ-ও ; اَرْجُلَكُمْ-(ارجل+كم)-তোমাদের পা ; مِنْ خِلَافٍ-(من+خلاف)-বিপরীত দিক থেকে ;

৯১. অর্থাৎ মূসা (আ)-এর লাঠি হাত থেকে ছেড়ে দেয়ার পর তা অজগরের আকার ধরে যে দিকেই যাচ্ছিল সেদিকেই যাদুর প্রভাব খতম হয়ে গেল এবং যাদুকরদের লাঠি ও রশিগুলো তাদের মূল আকৃতি ধারণ করলো।

ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوٓا۟ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ

তারপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াবো। ১২৫. তারা বললো—আমরা তো অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।

﴿١٢٦﴾ وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ

১২৬. আর আমাদের প্রতিপালকের যে নিদর্শন আমাদের নিকট এসেছে তার প্রতি ঈমান আনা ছাড়া (অন্য কোনো কারণে) তুমি আমাদের প্রতি নির্যাতন করছো না ;

رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দান করো।[৯৩]

ثُمَّ-তারপর ; لَأُصَلِّبَنَّكُمْ-(لاصلبن+كم)-অবশ্যই তোমাদের শূলে চড়াবো ; أَجْمَعِينَ-সবাইকে। ﴿١٢٥﴾ قَالُوٓا-তারা বললো ; إِنَّآ-অবশ্যই আমরা ; إِلَىٰ-প্রতি ; رَبِّنَا-(رب+نا)-আমাদের প্রতিপালকের ; مُنقَلِبُونَ-প্রত্যাবর্তনকারী। ﴿١٢٦﴾ وَ-আর ; مَا تَنقِمُ-তুমি নির্যাতন করছো না ; مِنَّا-আমাদের প্রতি ; إِلَّآ-ছাড়া ; أَنْ ءَامَنَّا-আমাদের ঈমান আনা ; بِـَٔايَـٰتِ-যে নিদর্শন ; رَبِّنَا-আমাদের প্রতিপালকের ; لَمَّا جَآءَتْنَا-আমাদের নিকট এসেছে ; رَبَّنَآ-হে আমাদের প্রতিপালক ; أَفْرِغْ-ঢেলে দাও ; عَلَيْنَا-আমাদের উপর ; صَبْرًا-ধৈর্য ; وَ-এবং ; تَوَفَّنَا-মৃত্যুদান করো আমাদেরকে ; مُسْلِمِينَ-মুসলমান হিসেবে।

৯২. এভাবে আল্লাহ তাআলা ফেরাউন ও তার সভাসদদের কৌশল ও ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিলেন। যাদুকররা যখন বুঝতে পারলো যে, মূসা (আ) যা পেশ করেছেন তা আল্লাহর নিদর্শন ও নবীর মু'জিযা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এর মুকাবিলা যাদু দ্বারা সম্ভব নয়, তখনই তারা আল্লাহ ও তাঁর নবীর প্রতি ঈমান আনলো। আর ফেরাউন ও তার সভাসদগণের পক্ষে মানুষকে বিভ্রান্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়লো।

৯৩. ফেরাউন ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা যখন দেখলো যে, তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলো, তখন তারা তাদের সর্বশেষ হাতিয়ার প্রয়োগ করলো। তারা শেষ রক্ষার জন্য যাদুকরদেরকে হত্যা করার ভয় দেখালো এবং বললো যে, এটা তোমাদের পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, যা তোমরা এ শহরে বসে পূর্বেই স্থির করে রেখেছো ; কিন্তু ফেরাউনের এ চালও ব্যর্থ হলো। যাদুকররা যে কোনো ত্যাগের বিনিময়েও নিজেদের ঈমানকে রক্ষা করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হলো। তারা জীবন গেলেও তাদের ঈমানকে ছাড়তে রাজী হলো না।

১৪ রুকূ' (১০৯-১২৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সর্বযুগে নবী-রাসূলদের সমসাময়িক কালের ক্ষমতাসীন কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী নবী-রাসূলদের প্রতি বিভিন্ন ভিত্তিহীন অপবাদ-অভিযোগ উত্থাপন করেছে। এসব গোষ্ঠীর নিকট জনগণকে আল্লাহর দীন থেকে ফিরিয়ে রাখার আর কোনো অস্ত্র নেই।

২. পৃথিবীর দিকে দিকে নবী-রাসূলদের মিশন নিয়ে যারাই এগিয়ে যেতে চাচ্ছেন তাদেরকেও এসব গোষ্ঠীর সাথে মুকাবিলা করেই এগিয়ে যেতে হবে। বিকল্প কোনো পথ নেই।

৩. আল্লাহ তাআলার কৌশলের নিকট শয়তানী শক্তির ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এটা অতীতে যেমন হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে, আর ভবিষ্যতেও হবে। তবে এর জন্য শর্ত হলো—আল্লাহর পক্ষের শক্তিকে ইসলাম ও আন্তরিকতা সহকারে কাজ করে যেতে হবে।

৪. যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া ও প্রয়োগ করা হারাম। কেননা এটা মানুষকে ধোঁকা দেয়ার নামান্তর। আর ধোঁকা-প্রতারণা সর্বসম্মতভাবে হারাম।

৫. ইসলাম ও ঈমান এমন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিরোধ্য শক্তি যে, যখন কোনো মানুষের হৃদয়ে তা প্রবেশ করে, তখন সে মানুষ সমগ্র পৃথিবী ও তার সকল শক্তির সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

৬. প্রকৃত ঈমান মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয় যার ফলে তার সামনে প্রকৃত সত্য ও প্রকৃত মা'রিফাত সুস্পষ্ট হয়ে যায়, ফলে সে পৃথিবীর যে কোন শক্তির সামনে দাঁড়াতে একটুও ভ্রূক্ষেপ করে না।

৭. প্রকৃত মু'মিন নিজের মধ্যে ঈমানের দৃঢ়তা সৃষ্টির জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানায়, যেন আল্লাহ তাআলা মৃত্যু পর্যন্ত তাকে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার তাওফীক দেন।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-৩

(১২৭) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا

১২৭. আর ফেরাউন সম্প্রদায়ের নেতারা (ফেরাউনকে) বললো—তুমি কি এমনি ছেড়ে দিচ্ছো মূসা ও তার সম্প্রদায়কে যাতে তারা অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে

فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي

দেশে এবং পরিত্যাগ করে তোমাকে ও তোমার মা'বূদদেরকে ; সে বললো—শীঘ্রই আমরা হত্যা করবো তাদের পুত্রদেরকে আর জীবিত রাখবো[৯৪]

نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (১২৮) قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا

তাদের নারীদেরকে ; আর অবশ্যই আমরা তাদের উপর শক্তি প্রয়োগে সক্ষম।
১২৮. মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন—তোমরা সাহায্য চাও

بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ

আল্লাহর কাছে এবং ধৈর্য ধরো ;[৯৫] এ যমীন অবশ্যই আল্লাহর, তিনি যাকে চান তাকেই এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে থাকেন

(১২৭) وَ-আর ; قَالَ-বলল; الْمَلَأُ-নেতারা ; مِنْ قَوْمِ-(من+قوم)-সম্প্রদায়ের; فِرْعَوْنَ-ফেরাউন ; أَتَذَرُ-(ا+تذر)-তুমি কি এমনি ছেড়ে দিচ্ছো ; مُوسَىٰ-মূসা ; وَ-ও ; قَوْمَهُ-(قوم+ه)-তার সম্প্রদায়কে ; لِيُفْسِدُوا-যাতে তারা অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দেশে ; وَ-এবং ; يَذَرَكَ-পরিত্যাগ করে তোমাকে; وَ-ও ; آلِهَتَكَ-(الهة+ك)-তোমার মা'বুদদেরকে ; قَالَ-সে বললো ; سَنُقَتِّلُ-শীঘ্রই আমরা হত্যা করবো ; أَبْنَاءَ هُمْ-তাদের পুত্রদেরকে ; وَ-আর ; نَسْتَحْيِي-জীবিত রাখবো ; نِسَاءَ هُمْ-তাদের নারীদেরকে ; وَ-আর ; إِنَّا-অবশ্যই আমরা ; فَوْقَهُمْ-(فوق+هم)-তাদের উপর ; قَاهِرُونَ-শক্তি প্রয়োগে সক্ষম। (১২৮) قَالَ-বললেন ; مُوسَىٰ-মূসা ; لِقَوْمِهِ-(ل+قوم+ه)-তাঁর সম্প্রদায়কে ; اسْتَعِينُوا-তোমরা সাহায্য চাও ; بِاللَّهِ-আল্লাহর কাছে ; وَ-এবং ; اصْبِرُوا-ধৈর্য ধরো ; إِنَّ-অবশ্যই ; الْأَرْضَ-এ যমীন; لِلَّهِ-আল্লাহর; يُورِثُهَا-তিনি এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে থাকেন ; مَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-তিনি চান ;

مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝١٢٩ قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ

তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে ; আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য। ১২৯. তারা বললো— আমাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে পূর্বেও—

اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ

আপনি আমাদের নিকট আসার এবং আপনি আমাদের নিকট আসার পরও ;[৯৬] তিনি (মূসা) বললেন—শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক ধ্বংস করে দেবেন

عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝

তোমাদের শত্রুকে এবং তোমাদেরকে যমীনে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতপর তিনি দেখবেন তোমরা কিরূপ কাজ কর।

مِنْ-মধ্য থেকে ; عِبَادِهٖ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের ; وَ-আর ; الْعَاقِبَةُ-(ال+عاقبة)-শুভ পরিণাম তো ; لِلْمُتَّقِيْنَ-(ل+ال+متقين)-মুত্তাকীদের জন্য। ⑫⑨ قَالُوْٓا-তারা বললো ; اُوْذِيْنَا-(اوذى+نا)-আমাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে ; مِنْ قَبْلِ-পূর্বেও ; اَنْ تَاْتِيَنَا-(ان تاتى+نا)-আপনি আমাদের নিকট আসার ; وَ-এবং ; مِنْۢ بَعْدِ-পরেও ; مَا جِئْتَنَا-(ما+جئت+نا)-আপনি আমাদের নিকট আসার ; قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; عَسٰى-শীঘ্রই ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; اَنْ يُّهْلِكَ-ধ্বংস করে দেবেন ; عَدُوَّكُمْ-(عدو+كم)-তোমাদের শত্রুদেরকে ; وَ-এবং ; يَسْتَخْلِفَكُمْ-(يستخلف+كم)-তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করবেন ; فِى-(فى+) الْاَرْضِ-(ال+ارض)-যমীনে ; فَيَنْظُرَ-অতপর তিনি দেখবেন ; كَيْفَ-কিরূপ ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা কাজ করো।

৯৪. এখানে একটি কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মূসা (আ)-এর জন্মের পূর্বে যেমন বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হতো এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হতো তেমনি মূসা (আ)-এর জন্মের পরও এ জঘন্য কাজ চালু ছিল। আর এটা করা হতো বনী ইসরাঈলের বংশকে দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত করে দেয়ার জন্য।

৯৫. মূসা (আ)-এর শত্রুর উপর বিজয় লাভের জন্য বনী ইসরাঈলকে এখানে দুটো আমোঘ শিক্ষা দান করেছেন, যা অবলম্বন করলে বিজয় সুনিশ্চিত। এর প্রথমটি হলো আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া, আর দ্বিতীয়টি হলো সকল অবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করা। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এ দুটো শিক্ষা কার্যকর।

৯৬. এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বনী ইসরাঈলের কুটিল মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আপনার আগমনের পূর্বে আমরা এ আশায় থেকে নির্যাতন সহ্য করেছি যে, একজন পয়গাম্বর এসে আমাদেরকে এ থেকে রেহাই দেবেন ; কিন্তু এখন দেখছি আপনি আসার পরও আমাদেরকে সেই নির্যাতনই ভোগ করতে হচ্ছে। তাহলে আমাদের করার আর কি আছে ?

১৫ রুকূ' (১২৭-১২৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. বাহ্যিক দিক থেকে বাতিল শক্তি যতই দাপট দেখাক না কেন সত্য এবং সত্যপন্থীদের তৎপরতা তাদের অন্তরে কঠিন ভীতির সঞ্চার করে।

২. ফেরাউন ও তার দোসরগণ মুকাবিলায় হেরে গিয়ে যেমন মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর ব্যাপারে কোনো কথা না বলে বনী ইসরাঈলের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা শুরু করলো, তেমনি সকল যুগেই বাতিল শক্তি নবী-রাসূলের অনুসারীদের প্রতি নির্যাতন চালিয়ে থাকে ; কারণ নবী-রাসূলের দাওয়াত এবং তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রতি তার মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হয়।

৩. ফেরাউনের নির্যাতন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে দুটো শিক্ষা দান করলেন—এক, শত্রুর মুকাবিলায় আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করা। দুই, কার্যসিদ্ধি হওয়া পর্যন্ত সাহস ও ধৈর্যধারণ করা। সকল যুগেই মু'মিনদের জন্য এ দুটো শিক্ষা কার্যকর।

৪. 'উল্লেখিত দুটো ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা শুধুমাত্র বাতিলের নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়া যাবে তা নয়, বরং এর দ্বারা দেশের কর্তৃত্বও মু'মিনদের হাতে চলে আসবে।

৫. আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা শুধুমাত্র মৌখিক শব্দ উচ্চারণ করা নয় ; বরং তা করতে হবে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আস্থা সহকারে।

৬. 'সবর' বা ধৈর্যের অর্থ হলো—ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়ে ধীরস্থির থাকা এবং রিপুকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

৭. রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন যে, সবর বা ধৈর্য এমন একটি নিয়ামত, যার চেয়ে বিস্তৃত কোনো নিয়ামত কেউ পায়নি।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৬
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-১২

(১৩০) وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ

১৩০. আর আমি নিঃসন্দেহে ফেরাউন-অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে পাকড়াও করেছি

لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ (১৩১) فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ

যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ১৩১. অতপর তাদের যখন কল্যাণকর কিছু হতো, তারা বলতো—এটা আমাদেরই প্রাপ্য ;

وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ

আর যদি তাদের উপর কোনো অকল্যাণ আপতিত হতো তখন তারা মূসা ও তার সাথীদের সাথে অশুভতা আরোপ করতো ; জেনে রেখো! তাদের অশুভতার কারণ তো

عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (১৩২) وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ

আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। ১৩২. আর তারা বললো—যা কিছু তুমি নিয়ে আসো

(১৩০) وَ-আর ; لَقَدْ اَخَذْنَا-(ل+قد اخذنا)-আমি নিসন্দেহে পাকড়াও করেছি ; اٰلَ-অনুসারীদেরকে, বংশধর ; فِرْعَوْنَ-ফেরাউন ; بِالسِّنِيْنَ-(ب+ال+سنين)-দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ; وَ-ও ; نَقْصٍ-ক্ষতির ; مِنَ الثَّمَرٰتِ-(من+ال+ثمرت)-ফল-ফসলের ; لَعَلَّهُمْ-(لعل+هم)-যাতে তারা ; يَذَّكَّرُوْنَ-উপদেশ গ্রহণ করে। (১৩১) فَاِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; جَاءَتْهُمْ-(جاءت+هم)-তাদের হতো ; الْحَسَنَةُ-(ال+حسنة)-কল্যাণকর কিছু ; قَالُوْا-তারা বলতো ; لَنَا-আমাদেরই প্রাপ্য ; هٰذِهٖ-এটা ; وَ-আর ; اِنْ-যদি تُصِبْهُمْ-(تصب+هم)-তাদের উপর আপতিত হতো ; سَيِّئَةٌ-কোনো অকল্যাণ ; يَطَّيَّرُوْا-তারা অশুভতা আরোপ করতো ; بِمُوْسٰى-মূসার সাথে ; وَ-ও ; مَنْ مَّعَهٗ-(من+مع+ه)-তার সাথীদের ; اَلَآ-জেনে রেখো ; اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ-(ان+ما+طئر+هم)-তাদের অশুভতার কারণ তো ; عِنْدَ اللّٰهِ-(عند+الله)-আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে ; وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; اَكْثَرَهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; لَا يَعْلَمُوْنَ-তা জানে না। (১৩২) وَ-আর ; قَالُوْا-তারা বললো ; مَهْمَا-যা কিছু ; تَاْتِنَا بِهٖ-(تاتنا+ب+ه)-তুমি নিয়ে আসো ;

مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

নিদর্শন থেকে, যাতে তা দ্বারা আমাদেরকে যাদু করতে পারো, আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাসী নই।[৯৭]

١٣٣ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ

১৩৩. অতপর আমি তাদের প্রতি পাঠালাম বন্যা,[৯৮] পঙ্গপাল, উকুন,[৯৯] ব্যাঙ ও রক্ত

اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

(এসব ছিল) সুস্পষ্ট নিদর্শন ; কিন্তু তারা অহংকারেই মেতে রইলো ; আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

١٣٤ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ

১৩৪. আর যখন তাদের উপর কোনো আযাব সংঘটিত হয় তখন তারা বলে—হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো সে অনুসারে যে ওয়াদা তিনি করেছেন

مِنْ اٰيَةٍ-(من+اية)-নিদর্শন থেকে ; لِّتَسْحَرَنَا-(لتسحر+نا)-যাতে আমাদেরকে যাদু করতে পারো ; بِهَا-তা দ্বারা ; فَمَا نَحْنُ-(ف+ما+نحن)-আমরা কিছুতেই নই ; لَكَ-তোমার প্রতি ; بِمُؤْمِنِيْنَ-(ب+مؤمنين)-বিশ্বাসী। ١٣٣ فَاَرْسَلْنَا-(ف+ارسلنا)-অতপর আমি পাঠালাম ; عَلَيْهِمُ-তাদের প্রতি ; الطُّوْفَانَ-(ال+طوفان)-বন্যা ; وَالْجَرَادَ-(و+ال+جراد)-ও পঙ্গপাল ; وَالْقُمَّلَ-(و+ال+قمل)-ও উকুন ; وَالضَّفَادِعَ-(و+ال+ضفادع)-ও ব্যাঙ ; وَالدَّمَ-(و+ال+دم)-রক্ত ; اٰيٰتٍ-নিদর্শন ; مُّفَصَّلٰتٍ-সুস্পষ্ট ; فَاسْتَكْبَرُوْا-(ف+استكبروا)-কিন্তু তারা অহংকারেই মেতে রইলো ; وَ-আর ; كَانُوْا-তারা ছিল ; قَوْمًا-এক সম্প্রদায় ; مُّجْرِمِيْنَ-অপরাধী। ١٣٤ وَ-আর ; لَمَّا-যখন ; وَقَعَ-সংঘটিত হয় ; عَلَيْهِمُ-তাদের উপর ; الرِّجْزُ-(ال+رجز)-কোনো আযাব ; قَالُوْا-তারা বলে ; يٰمُوْسَى-(يا+موسى)-হে মূসা ; ادْعُ-তুমি প্রার্থনা করো ; لَنَا-আমাদের জন্য ; رَبَّكَ-(رب+ك)-তোমার প্রতিপালকের কাছে ; بِمَا-সে অনুসারে যে ; عَهِدَ-ওয়াদা তিনি করেছেন ;

৯৭. ফেরাউন ও তার সভাসদরা মূসা (আ)-এর সুস্পষ্ট মু'জিযাকে জেনেশুনে 'যাদু' বলে অভিহিত করে। অথচ তাদের অন্তরও সাক্ষ্য দেয় যে, এটা নবীর মু'জিযা ও আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শন। এটা ছিল তাদের ক্ষমতার অহংকার ও হঠকারিতা। কুরআন মাজীদে সূরা আন নামলের ১৩ ও ১৪ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—

عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ

তোমার সাথে ; তুমি যদি আমাদের থেকে আযাব হটিয়ে দিতে পারো আমরা অবশ্যই তোমার প্রতি ঈমান আনবো আর অবশ্য যেতেও দেবো

مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ

তোমার সাথে বনী ইসরাঈলকে। ১৩৫. তারপর আমি যখন তাদের থেকে আযাব সরিয়ে দিলাম এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত

هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰهُمْ

(যে পর্যন্ত) তারা অবশ্যই পৌছাতো, তখনই তারা ওয়াদা ভঙ্গ করতো। ১৩৬. ফলে আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম—তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম

فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيٰتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِينَ ○

সাগরে, কেননা তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে আমার নিদর্শনাবলীকে আর তারা ছিল তা থেকে গাফিল।

عِنْدَكَ-(عند+ك)-তোমার সাথে ; لَئِنْ-যদি ; كَشَفْتَ-তুমি হটিয়ে দিতে পারো ; عَنَّا-আমাদের থেকে ; الرِّجْزَ-আযাব ; لَنُؤْمِنَنَّ-আমরা অবশ্যই ঈমান আনবো ; لَكَ-তোমার প্রতি ; وَ-আর ; لَنُرْسِلَنَّ-অবশ্যই যেতেও দেবো ; مَعَكَ-তোমার সাথে ; بَنِيٓ اِسْرَائِيْلَ-বনী ইসরাঈলকে। ﴿١٣٥﴾ فَلَمَّا-অতপর যখন ; كَشَفْنَا-আমি সরিয়ে দিলাম ; عَنْهُمُ-তাদের থেকে ; الرِّجْزَ-অযাব ; اِلٰى-পর্যন্ত ; اَجَلٍ-এক নির্দিষ্ট সময় ; هُمْ-তারা ; بَالِغُوْهُ-যে পর্যন্ত অবশ্যই পৌছাতো ; اِذَا-তখনই ; هُمْ-তারা ; يَنْكُثُوْنَ-তারা ওয়াদা ভঙ্গ করতো। ﴿١٣٦﴾ فَانْتَقَمْنَا-(ف+اغرقنا+هم)-ফলে আমি প্রতিশোধ নিলাম ; مِنْهُمْ-তাদের থেকে ; فَاَغْرَقْنٰهُمْ-(ف+اغرقنا+هم)-তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম ; فِى الْيَمِّ-(فى+ال+يم)-সাগরে ; بِاَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-কেননা তারা ; كَذَّبُوْا-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; بِاٰيٰتِنَا-আমার নিদর্শনাবলীকে ; وَ-আর ; كَانُوْا-তারা ছিল ; عَنْهَا-(عن+ها)-তা থেকে ; غٰفِلِيْنَ-গাফিল।

"অতপর যখন তাদের (ফেরাউন ও তার সভাসদদের) সামনে আমার নিদর্শনাবলী দৃশ্যমান হয়ে উঠল, তারা বললো—এটাতো প্রকাশ্য যাদু। তারা অন্যায় ও অহংকারের সাথে এসবকে অস্বীকার করলো অথচ তাদের মন এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।"

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ ⑬⑦

১৩৭. আর আমি উত্তরাধিকারী বানালাম এমন সম্প্রদায়কে, যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হতো—সে এলাকার পূর্ব

وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى

ও পশ্চিমের, যাতে আমি বরকত দান করেছিলাম ;[১০০] আর পূর্ণ হয়েছিল আপনার প্রতিপালকের উত্তম বাণী

عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۬ۙ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ

বনী ইসরাঈল সম্পর্কে, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছে ; আর আমি ধ্বংস করে দিলাম যে শিল্প-কারখানা নির্মাণ করেছিল

فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ⑬⑦ وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়—আর যেসব প্রাসাদ তারা বানিয়েছিল (তাও ধ্বংস করে দিলাম)। ১৩৮. আর আমি বনী ইসরাঈলকে পার করে দিয়েছিলাম।

(১৩৭) وَ-আর ; اَوْرَثْنَا-আমি উত্তরাধিকারী বানালাম ; الْقَوْمَ-এমন সম্প্রদায়কে ; الَّذِيْنَ-যাদেরকে ; كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ-দুর্বল করে রাখা হতো ; مَشَارِقَ-পূর্ব ; الْاَرْضِ-সে এলাকার ; وَ-ও ; مَغَارِبَهَا-(مغارب+ها)-পশ্চিমের ; الَّتِيْ-যাতে ; بٰرَكْنَا-আমি বরকত দান করেছিলাম ; فِيْهَا-তাতে ; وَ-আর ; تَمَّتْ-পূর্ণ হয়েছিল ; كَلِمَتُ-বাণী ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; الْحُسْنٰى-(ال+حسنى)-উত্তম ; عَلٰى-সম্পর্কে ; بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ-বনী ইসরাঈল ; بِمَا-যেহেতু ; صَبَرُوْا-তারা ধৈর্যধারণ করেছিল ; وَ-আর ; دَمَّرْنَا-আমি ধ্বংস করে দিলাম ; مَا-যেসব ; كَانَ يَصْنَعُ-শিল্প-কারখানা তারা নির্মাণ করেছিল ; فِرْعَوْنُ-ফেরাউন ; وَ-ও ; قَوْمُهٗ-(قوم+ه)-তার সম্প্রদায় ; وَ-আর ; مَا-যেসব ; كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ-প্রাসাদ তারা বানিয়েছিল। (১৩৮) وَ-আর ; جٰوَزْنَا-আমি পার করে দিয়েছিলাম ; بِبَنِيْٓ-(ب+بنى)-বনী ; اِسْرَآءِيْلَ-ইসরাঈলকে ;

৯৮. 'তুফান' দ্বারা এখানে বৃষ্টির তুফান, পানির তুফান আরও অনেক রকমের তুফান হতে পারে। এখানে পানির তুফান তথা বন্যা অর্থ নেয়া হয়েছে। কোথাও এ তুফানকে 'বৃষ্টির তুফান' অর্থ নেয়া হয়েছে যার সাথে বর্ষিত হয়েছে শীলা।

৯৯. 'কুম্মালুন' দ্বারা উকুন, মাছি, ছোট ছোট ফড়িং, মশা ও ঘুন পোকা সবই বুঝায়।

الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ

সাগর, অতপর তারা এসে পৌছলো এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যারা নিজেদের তৈরি মূর্তীপূজায় সদা তৎপর ;

قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ

তারা (বনী ইসরাঈল) বললো—হে মূসা! তাদের যেমন দেবতা রয়েছে আমাদের জন্য তেমনি একটি দেবতা বানিয়ে দাও ;[১০১] সে বললো—তোমরা নিশ্চিত এমন এক সম্প্রদায়

تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

যারা মূর্খতায় নিমজ্জিত। ১৩৯. এসব লোক যাতে (নিয়োজিত) আছে তা অবশ্যই ধ্বংসশীল এবং তারা যা করছে তা-ও অর্থহীন।

- عَلَىٰ - নিকট ; قَوْمٍ-এমন এক সম্প্রদায়ের ; يَعْكُفُونَ-যারা সদা তৎপর ; عَلَىٰ أَصْنَامٍ - মূর্তীপূজায় ; لَّهُمْ-নিজেদের তৈরি ; قَالُوا-তারা (বনী ইসরাঈল) বললো ; يَا مُوسَى-(يا+موسى)-হে মূসা ; اجْعَل-বানিয়ে দাও ; لَّنَا-আমাদের জন্য; إِلَٰهًا- একটি দেবতা; كَمَا-যেমন রয়েছে ; لَهُمْ-তাদের ; آلِهَةٌ-দেবতা ; قَالَ-সে (মূসা) বললো; إِنَّكُمْ-(ان+كم)-তোমরা নিশ্চিত ; قَوْمٌ-এমন এক সম্প্রদায় ; تَجْهَلُونَ-যারা মূর্খতায় নিমজ্জিত। (১৩৯) إِنَّ-অবশ্যই ; هَٰؤُلَاءِ-এসব লোক ; مُتَبَّرٌ-তা ধ্বংসশীল ; مَّا-যাতে ; هُمْ-তারা ; فِيهِ-(নিয়োজিত) আছে ; وَ-এবং ; بَاطِلٌ-অর্থহীন ; مَّا-যা, তাও ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা করছে।

তবে সম্ভবত ঝাঁকে ঝাঁকে উকুন ও মাছি একই সময়ে তাদেরকে আক্রমণ করেছিল এবং তাদের ফসলের স্তূপেও ঘুন পোকা আক্রমণ করেছিল।

১০০. বনী ইসরাঈলকে যে ভূমির উত্তরাধিকারী করা হয়েছিল, তা ছিল ফিলিস্তীন। ফিলস্তীন-ই হলো সেই বরকতপূর্ণ ভূমি।

১০১. মূসা (আ)-এর মু'জিযা বলে আল্লাহর রহমতে বনী ইসরাঈল লোহিত সাগর পার হয়ে আসলো এবং ফেরাউন ও দলবলক সাগরে ডুবে মরতে দেখলো। তারপর তারা সামনে এগিয়ে গেলে এমন এক জাতির সাথে তাদের সাক্ষাত হলো যারা মূর্তী পূজায় লিপ্ত। এখানে এসে তাদের মধ্যে মূর্তীপূজার মনোভাব জেগে উঠলো। তাদের মধ্যে তাদের পূর্বের মনিব মিসরীয় মূর্তীপূজারীদের সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। তাই তারা মূসা (আ)-এর নিকট আবেদন জানালো যে, এদের যেমন দেবতা

(১৪০) قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَٰلَمِينَ ○

১৪০. সে বললো—আমি কি ইলাহ হিসেবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু তোমাদের জন্য খুঁজে ফিরবো, অথচ তিনিই বিশ্বজগতের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

(১৪১) وَإِذْ أَنجَيْنَٰكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ الْعَذَابِ ۚ

১৪১. আর (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউন-অনুসারীদের (কবল) থেকে মুক্ত করেছিলাম, তারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট আযাব দিত ;

يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ

তারা হত্যা করতো তোমাদের পুত্রদেরকে এবং জীবিত রাখতো তোমাদের নারীদেরকে ; আর এতে তোমাদের জন্য ছিল এক মহা পরীক্ষা

مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ○

তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে

(১৪০) قَالَ-সে বললো ; أَغَيْرَ اللَّهِ-(ا+غير+الله)-আল্লাহ ছাড়া কি অন্য কিছু ; أَبْغِيكُمْ-(ابغى+كم) আমি তোমাদের জন্য খুঁজে ফিরবো ; إِلَٰهًا-ইলাহ হিসেবে ; وَهُوَ-অথচ তিনিই ; فَضَّلَكُمْ-(فضل+كم)-তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন ; عَلَى-উপর ; الْعَٰلَمِينَ-বিশ্বজগতের। (১৪১) وَ-আর ; إِذْ-যখন ; أَنجَيْنَٰكُمْ-(انجينا+كم)-তোমাদেরকে মুক্ত করেছিলাম; مِّنْ-থেকে ; آلِ فِرْعَوْنَ-(ال+فرعون)-ফেরাউন অনুসারীদের ; يَسُومُونَكُمْ-(يسومون+كم)-তারা তোমাদেরকে আযাব দিত ; سُوٓءَ-নিকৃষ্ট ; الْعَذَابِ-(ال+عذاب)-আযাব ; يُقَتِّلُونَ-তারা হত্যা করতো ; أَبْنَآءَكُمْ-(ابناء+كم)-তোমাদের পুত্রদেরকে ; وَ-এবং ; يَسْتَحْيُونَ-জীবিত রাখতো ; نِسَآءَكُمْ-(نساء+كم)-তোমাদের নারীদেরকে; وَ-আর ; فِى ذَٰلِكُمْ-(فى+ذلكم)-এতে ছিল তোমাদের জন্য; بَلَآءٌ-এক পরীক্ষা ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; عَظِيمٌ-মহা।

রয়েছে আমাদের জন্যও একটা উপাস্য দেবতা বানিয়ে দিন, যাতে আমরা দেবতাকে সামনে রেখে ইবাদাত-উপাসনা করতে পারি। আল্লাহর সত্তা তো আর সামনে আসে না। ইবাদাত করার সময় সামনে 'সাকার' কিছু না থাকলে ইবাদাতে তৃপ্তি আসে না। মূসা (আ) তাদের মূর্খ জাতি বলে ভর্ৎসনা করলেন এবং বললেন—আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মা'বূদ তোমাদের জন্য খুঁজে বেড়াবো ? অথচ আল্লাহ-ই তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন দুনিয়াবাসীর উপর।

১৬ রুকূ' (১৩০-১৪১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে ঝড়-তুফান, দুর্ভিক্ষ, খরা, মহামারী ইত্যাদি দিয়ে আল্লাহ তাআলা মানুষকে হেদায়াতের পথে আনতে চান। সুতরাং এসব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাওবার মাধ্যমে হেদায়াতের পথে ফিরে আসা মানুষের একান্ত কর্তব্য।

২. দুর্দিনে যেমন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে হবে, সুদিনেও আল্লাহরই নিকট শুকরিয়া জানাতে হবে।

৩. ধন-সম্পদ ও শক্তি-ক্ষমতার অহংকারে আল্লাহর দীনকে উপেক্ষা করা, আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করা চরম অপরাধ।

৪. দুঃখ-মসীবতে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা, আর দুঃখ-মসীবত কেটে গেলে সবকিছু ভুলে গিয়ে পুনরায় বে-পরওয়া হয়ে গুনাহে লিপ্ত হওয়া মানুষের স্বভাব। এ ধরনের স্বভাব থাকলে আল্লাহর রোষাণলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

৫. আল্লাহ চাইলে দুর্বল লোকদেরকে ক্ষমতা দান করতে পারেন। আবার বৈষয়িক শক্তিতে সবল-শক্তিশালী জাতিকেও ধ্বংসের অতলে নিমজ্জিত করতে পারেন।

৬. বাতিলপন্থীরা চিরদিনই সৌভাগ্যের ব্যাপারগুলোকে নিজেদের কৃতিত্ব আর দুর্ভাগ্যের ব্যাপারগুলোর জন্য সৎ ও নিষ্ঠাবান মু'মিনদেরকে দায়ী করতো। অথচ ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত।

৭. সকল প্রকার শিরকের মূল হলো—মূর্তীর প্রতি মানুষের মোহ, আর শয়তান বিভিন্ন আঙ্গিকে মানুষের অন্তরে এ মোহ সৃষ্টি করে দেয়। এ মূর্তী-সভ্যতার প্রতি মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি করা মু'মিনদের দায়িত্ব।

৮. মূর্তী-সভ্যতা-ই সবচেয়ে বড় মূর্খতা। আমাদের বর্তমান সমাজেও মুসলমান নামধারী তথাকতিথ সভ্য সমাজ এ মূর্খতায় নিমজ্জিত। এ মূর্খতা থেকে নামধারী মুসলমানদেরকে মুক্ত করতে হবে।

৯. মূর্তীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার কার্যক্রম শিরকের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং তাওবা করে এ থেকে বিরত হওয়া ছাড়া জাতির মুক্তি নেই।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৭
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-৬

(١٤٢) وَوٰعَدْنَا مُوسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ

১৪২. আর (স্মরণীয়) আমি ওয়াদা দিয়েছিলাম মূসাকে ত্রিশ রাত্রির এবং আরও দশ (রাত্রি) দ্বারা তা পূর্ণ করেছিলাম, এভাবে তার প্রতিপালকের মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে

اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ

চল্লিশ রাত্রিতে ;[১০২] আর মূসা বলেছিল তার ভাই হারূনকে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে

وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ (١٤٢) وَلَمَّا جَآءَ مُوسٰى

এবং সংশোধন করবে, আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না।[১০৩]
১৪৩. অতপর মূসা যখন এসে পড়লো

(১৪২) وَ-আর ; وٰعَدْنَا-আমি ওয়াদা দিয়েছিলাম ; مُوسٰى-মূসাকে ; ثَلٰثِيْنَ-ত্রিশ ; لَيْلَةً-রাত্রির ; وَّ-এবং ; اَتْمَمْنٰهَا-(اتممنا+ها)-তা পূর্ণ করেছিলাম ; بِعَشْرٍ-আরও দশ (রাত্রি) দ্বারা ; فَتَمَّ-(ف+تم)-এভাবে পূর্ণ হয়েছে ; مِيْقَاتُ-মেয়াদ ; رَبِّهٖٓ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; اَرْبَعِيْنَ-চল্লিশ ; لَيْلَةً-রাত্রি ; وَ-আর ; قَالَ-বলেছিল ; مُوسٰى-মূসা ; لِاَخِيْهِ-(ل+اخى+ه)-তার ভাই ; هٰرُوْنَ-হারূনকে ; اخْلُفْنِىْ-(اخلف+نى)-তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে ; فِىْ-মধ্যে ; قَوْمِىْ-(قوم+ى)-আমার সম্প্রদায়ের ; وَ-এবং ; اَصْلِحْ-সংশোধন করবে ; وَ-আর ; لَاتَتَّبِعْ-অনুসরণ করবে না ; سَبِيْلَ-পথ ; الْمُفْسِدِيْنَ-(ال+مفسدين)-বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের। (১৪৩) وَ-অতপর ; لَمَّا-যখন ; جَآءَ-এসে পড়লো ; مُوسٰى-মূসা ;

১০২. মিসরের ফিরাউনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে বনী ইসরাঈল যখন একটি স্বাধীন জাতির মর্যাদা লাভ করলো তখন তাদের জন্য একটি পরিপূর্ণ শরীআত দান করার জন্য আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে 'সাইনা' পর্বতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। চল্লিশ দিন সময় নির্ধারণ করে দিলেন যাতে এ সময়ের মধ্যে মূসা (আ)-নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য নিজেকে পূর্ণ প্রস্তুত করে নিতে পারেন। এ কয়দিন রোযা পালন ও ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে কাটাতে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিলেন। যেখানে

لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۭ قَالَ

আমার নির্দিষ্ট সময়ে এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, সে বললো—হে আমার প্রতিপালক। আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি যেন আপনাকে দেখতে পাই, তিনি বললেন—

لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ

তুমি আমাকে কখনো দেখতে পাবে না ; বরং তুমি পাহাড়টির প্রতি দৃষ্টি দাও, যদি তা নিজ স্থানে স্থির থাকে তাহলে অচিরেই

تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى

তুমি আমাকে দেখবে ; অতপর যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ের উপর জ্যোতি ফেললেন, তখন তা তাকে (পাহাড়টিকে) বিচূর্ণ করে দিল আর মূসা পড়ে গেলো

صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ

বেহুশ হয়ে ; তারপর যখন সে জ্ঞান ফিরে পেলো, বললো—আপনি অতি পবিত্র, আমি আপনার নিকট অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাচ্ছি, আর আমিই প্রথম

لِمِيْقَاتِنَا-(ل+ميقات+نا)-আমার নির্দিষ্ট সময়ে ; وَ-এবং ; كَلَّمَهٗ-(كلم+ه)-তার সাথে কথা বললেন ; رَبُّهٗ-(رب+ه)-তার প্রতিপালক ; قَالَ-সে বললো ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اَرِنِيْٓ-(ار+نى)-আপনি আমাকে দেখা দিন ; اَنْظُرْ-আমি যেন দেখতে পাই ; اِلَيْكَ-আপনাকে ; قَالَ-তিনি বললেন ; لَنْ تَرٰىنِيْ-(لن ترى+نى)-তুমি আমাকে কখনো দেখতে পাবে না ; وَلٰكِنِ-বরং ; انْظُرْ-তুমি দৃষ্টি দাও ; اِلَى-প্রতি ; الْجَبَلِ-(ال+جبل)-পাহাড়টির ; فَاِنِ-যদি ; اسْتَقَرَّ-তা স্থির থাকে ; مَكَانَهٗ-(مكان+ه)-নিজ স্থানে ; فَسَوْفَ-(ف+سوف)-তাহলে অচিরেই ; تَرٰىنِيْ-(ترى+نى)-তুমি আমাকে দেখবে ; فَلَمَّا-অতপর যখন ; تَجَلّٰى-জ্যোতি ফেললেন ; رَبُّهٗ-(رب+ه)-তার প্রতিপালক ; لِلْجَبَلِ-(ل+ال+جبل)-পাহাড়ের উপর ; جَعَلَهٗ-(جعل+ه)-তা তাকে পাহাড়টিকে করে দিল ; دَكًّا-বিচূর্ণ ; وَ-আর ; خَرَّ-পড়ে গেলো ; مُوْسٰى-মূসা ; صَعِقًا-বেহুঁশ হয়ে ; فَلَمَّآ-তারপর যখন ; اَفَاقَ-সে জ্ঞান ফিরে পেলো ; قَالَ-বলল ; سُبْحٰنَكَ-(سبحان+ك)-আপনি অতি পবিত্র ; تُبْتُ-আমি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাচ্ছি ; اِلَيْكَ-আপনার নিকট ; وَ-আর ; اَنَا-আমিই ; اَوَّلُ-প্রথম ;

মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে হারূন (আ)-এর তত্ত্বাবধানে রেখে গিয়েছিলেন তা বর্তমানে 'আর-রাহাহ' ময়দান নামে পরিচিত। এখানে তাদের তাঁবু ছিল। স্থানটি

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾ قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِي

মু'মিনদের মধ্যে। ১৪৪. তিনি (আল্লাহ) বললেন—হে মূসা! আমি অবশ্যই তোমাকে বিশিষ্টতা দান করেছি মানুষের উপর আমার রেসালাত

وَبِكَلَٰمِي فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ

ও আমার বাক্যালাপ দ্বারা ; সুতরাং তুমি গ্রহণ করো যা আমি তোমাকে দান করলাম এবং শোকরগুযারদের মধ্যে শামিল হও।

﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا لَهُۥ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

১৪৫. আর আমি তাকে লিখে দিয়েছিলাম কয়েকটি ফলকে প্রত্যেক বিষয়ে উপদেশ ও প্রত্যেক বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ;[১০৪]

الْمُؤْمِنِيْنَ-(ال+مـؤمنين)-মু'মিনদের মধ্যে। ⑭④ قَالَ-তিনি বললেন ; يٰمُوْسٰى-(يا+
موسى)-হে মূসা! ; اِنِّيْ-আমি অবশ্যই ; اصْطَفَيْتُكَ-(اصطفيت+ك)-তোমাকে
বিশিষ্টতা দান করেছি ; عَلَى-উপর ; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানুষের ; بِرِسٰلٰتِ-(ب+
رسلت)-আমার রেসালাত দ্বারা ; وَ-ও ; بِكَلَامِيْ-(ب+كلام+ى)-আমার বাক্যালাপ
দ্বারা ; فَخُذْ-(ف+خذ)-সুতরাং তুমি গ্রহণ করো ; مَآ-যা ; اٰتَيْتُكَ-(اتيت+ك)-
তোমাকে দান করেছি ; وَ-এবং ; كُنْ-শামিল হও ; مِّنَ-মধ্যে ; الشّٰكِرِيْنَ-(ال+
شكرين)-শোকর গুযারদের। ⑭⑤ وَ-আর ; كَتَبْنَا-আমি লিখে দিয়েছিলাম ; لَهٗ-তাকে;
فِي الْاَلْوَاحِ-(فى+ال+الواح)-কয়েকটি ফলকে ; مِنْ كُلِّ شَيْءٍ-(من+كل+شئ)-
প্রত্যেক বিষয়ে ; مَّوْعِظَةً-উপদেশ ; وَ-ও ; تَفْصِيْلًا-বিস্তৃত ব্যাখ্যা ; لِكُلِّ شَيْءٍ-(ل+
كل+شئ)-প্রত্যেক বিষয়ে ;

বর্তমানে বনু সালেহ ও সাইনা পর্বতের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। সাইনা পর্বতের শীর্ষে সেই গর্তটি আজও জনগণের দেখার জন্য বিদ্যমান রয়েছে যেখানে মূসা (আ) চল্লিশ রাতদিন ই'তিকাফে রত ছিলেন।

১০৩. কুরআন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে যে, মূসা (আ) তাঁর বড় ভাই হারূন (আ)-কে নিজের সাহায্যকারী হিসেবে পেতে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। সে হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাঁকেও নবী হিসেবে মনোনীত করেন, তবে নবুওয়াতী দায়িত্ব পালনে তিনি মূসা (আ)-এর অধীন ছিলেন।

১০৪. বাইবেল থেকে জানা যায় যে, মূসা (আ)-কে প্রদত্ত ফলক বা তখতীর সংখ্যা ছিল দুটো এবং দুটোই ছিল পাথরের তৈরি। আর এ তখতী দুটোতে লিখনকার্য আল্লাহ

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُورِيكُمْ

অতএব সেগুলো শক্তভাবে ধারণ করো এবং তোমার সম্প্রদায়কে নির্দেশ দাও যাতে তারা তার উত্তম তাৎপর্য দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরে ;[১০৫] অচিরেই আমি তোমাদেরকে দেখাবো

دَارَ الْفَاسِقِينَ ۝١٤٥ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ

ফাসিকদের বাসস্থান।[১০৬] ১৪৬। আমি অচিরেই তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শনাবলী থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেবো, যারা অহংকার করে বেড়ায়।

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ

অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে ;[১০৭] আর যদি তারা প্রত্যেকটি নিদর্শনও দেখে তাহলে ও তারা তাতে ঈমান আনবে না

فَخُذْهَا-(ف+خذ+ها)-অতএব সেগুলো ধারণ করো ; بِقُوَّةٍ-শক্তভাবে ; وَ-এবং ; اُمُرْ-নির্দেশ দাও ; قَوْمَكَ-(قوم+ك)-তোমার সম্প্রদায়কে ; يَأْخُذُوا-যাতে তারা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে ; بِأَحْسَنِهَا-(ب+احسن+ها)-তার উত্তম তাৎপর্য ; سَأُورِيكُمْ-(ساورى+كم)-অচিরেই আমি তোমাদেরকে দেখাবো ; دَارَ-বাসস্থান ; الْفَاسِقِينَ-(ال+فسقين)-ফাসিকদের। ⑭⑥ سَأَصْرِفُ-আমি অচিরেই তাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবো ; عَنْ-থেকে ; آيَاتِيَ-(ايت+ى)-আমার নিদর্শনাবলী ; الَّذِينَ-যারা ; يَتَكَبَّرُونَ-অহংকার করে বেড়ায় ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-পৃথিবীতে ; بِغَيْرِ الْحَقِّ-(ب+غير+ال+حق)-অন্যায়ভাবে ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يَرَوْا-তারা দেখে ; كُلَّ-প্রত্যেকটি ; آيَةٍ-নিদর্শনও ; لَّا يُؤْمِنُوا-তারা তাহলেও ঈমান আনবে না ; بِهَا-তাতে ;

কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছিল। তবে এ লিখন কার্য আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজ কুদরতের সাহায্যে করিয়েছেন, না ফেরেশতাদের দ্বারা করিয়েছেন এটার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১০৫. এর অর্থ-তুমি তোমার সম্প্রদায়কে ফলক বা তখতীতে লিখিত আদেশ-নিষেধ তথা বিধানগুলোর যে অর্থ সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন এবং একজন সাধারণ বুদ্ধির লোক বিধানগুলোর ভাষা শোনার পর সহজে যা বুঝতে পারে, তা-ই যেন গ্রহণ করে। এ শর্ত এজন্য লাগানো হয়েছে—যাদের অন্তরে কুটিলতা ও বক্রতা রয়েছে, তারা আল্লাহর বিধানের সহজ-সরল শব্দগুলোতে অর্থের মারপ্যাচে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা ফিতনা ও বিপর্যয়ের সুযোগ সন্ধান করে ; এসব লোকের যতসব জটিল ও খুঁটিনাটি বিশ্লেষণকে কেউ যেন আল্লাহর কিতাব মনে না করে, আর তার অনুসরণকেও যেন আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ ভেবে না বসে।

وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا

আর যদি তারা সঠিক পথ দেখতেও পায়, তারা তাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে না ; অথচ তারা যদি দেখে

سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

ভ্রান্ত পথ, তাকে তারা পথ হিসেবে গ্রহণ করবে ; এটা এজন্য যে, তারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে

وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۤءِ الْاٰخِرَةِ

আর তারা ছিল সে সম্পর্কে গাফিল। ১৪৭. আর যারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে আমার আয়াতকে এবং আখিরাতের সাক্ষাতকে

حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۗ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

তাদের সকল কর্ম বিফল হয়ে গেছে ;[১০৬] তারা যা করতো তাছাড়া তাদেরকে কি অন্য প্রতিফল দেয়া হবে ?

وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يَرَوْا-তারা দেখতেও পায় ; سَبِيْلَ-পথ ; الرُّشْدِ-(ال+رشد)-সঠিক ; لَايَتَّخِذُوْهُ-(لايتخذوا+ه)-তারা তাকে গ্রহণ করবে না ; سَبِيْلًا-পথ হিসেবে ; وَ-অথচ ; اَنْ-যদি ; يَرَوْا-তারা দেখে ; سَبِيْلَ-পথ ; الْغَيِّ-(ال+غى)-ভ্রান্ত ; يَتَّخِذُوْهُ-(يتخذوا+ه)-তারা তাকে গ্রহণ করবে ; سَبِيْلًا-পথ হিসেবে ; ذٰلِكَ-এটা ; بِاَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-এজন্য যে, তারা ; كَذَّبُوْا-তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনাবলীকে ; وَ-আর ; كَانُوْا-তারা ছিল ; عَنْهَا-(عن+ها)-সে সম্পর্কে ; غٰفِلِيْنَ-গাফিল। ﴿١٤٧﴾ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَذَّبُوْا-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; بِاٰيٰتِنَا-আমার নিদর্শনাবলীকে ; وَ-এবং ; لِقَاۤءِ-সাক্ষাতকে ; الْاٰخِرَةِ-(ال+اخرة)-আখিরাতের ; حَبِطَتْ-বিফল হয়ে গেছে ; اَعْمَالُهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের সকল কর্ম ; هَلْ يُجْزَوْنَ-তাদেরকে কি দেয়া হবে অন্য প্রতিফল ? ; اِلَّا-তা ছাড়া ; مَا-যা ; كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-তারা করতো।

১০৬. অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্যকারী, পথভ্রষ্ট ও আল্লাহদ্রোহী জাতিগুলোর বসবাস-এলাকার ধ্বংসচিহ্ন তোমাদেরকে দেখানো হবে। তোমরা সেসব জাতিসমূহের হঠকারী আচরণের পরিণাম নিজ চোখে দেখতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

১০৭. আল্লাহ তাআলার স্বাভাবিক বিধান হলো—এ ধরনের অহংকারী লোকেরা কঠোর শিক্ষামূলক বিষয় দেখেও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। 'অহংকার' দ্বারা এখানে নিজেকে আল্লাহর ইবাদাত করার মর্যাদা থেকে উর্ধে মনে করাকে বুঝানো হয়েছে। এসব লোকের আচরণ দেখে মনে হয় যে, এরা না আল্লাহর বান্দাহ এবং না আল্লাহ এদের প্রতিপালক। এরা আল্লাহর আদেশ-নিষেধের কোনোই পারোয়া করে না। আল্লাহর দুনিয়াতে বসবাস করে, তাঁর দেয়া রিয্ক ভোগ করে, তাঁর বান্দাহ না হয়ে থাকা নিতান্ত অন্যায়।

১০৮. আল্লাহর নিকট মানুষের কর্ম ও প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য দুটো শর্ত রয়েছে—এক, সকল প্রচেষ্টা ও কর্ম একমাত্র আল্লাহর বিধান অনুযায়ী হতে হবে। দুই, সকল প্রচেষ্টা ও কর্ম চলাকালীন তার পরম ও চরম লক্ষ্য হবে পরকালের সাফল্য। এ দুটো শর্ত পূরণ না হলে কোনো প্রচেষ্টা ও কর্ম ফলপ্রসূ হওয়ার আশাও করা যায় না। আর এরূপ আশা করার কোনো অধিকারও থাকতে পারে না।

যে লোক কেবল দুনিয়ার জন্যই সব করলো, অথবা দুনিয়াতে যা কিছু করলো আল্লাহর বিধানের বিপরীত করলো তার তো আখিরাতে কোনো কিছু পাওয়ার আশাও ছিল না, তাহলে আখিরাতে প্রতিদান পাওয়ার কোনো অধিকার না থাকাই যুক্তিসংগত কথা।

১৭ রুকূ' (১৪২-১৪৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর পক্ষ থেকে মূসা (আ)-কে তাওরাত দানের ওয়াদা আর মূসা (আ) থেকে ৪০ রাত ই'তিকাফ করার ওয়াদার মাধ্যমে পারস্পরিক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ হয়েছে।

২. নবী-রাসূলদের শরীআতের দিন-তারিখ গণনার নিয়ম হলো চান্দ্রমাস হিসেবে। আর চান্দ্রমাস হিসেবে রাত আগে, দিন পরে। অতএব আল্লাহ তাআলাও '৪০ দিন' না বলে 'চল্লিশ রাত' বলেছেন।

৩. মানুষের আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির ব্যাপারে 'চল্লিশ দিনের' এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন—যে আন্তরিকতার সাথে নিঃস্বার্থভাবে চল্লিশ দিন আল্লাহর ইবাদাত করবে, আল্লাহ তার অন্তর থেকে জ্ঞান ও হিকমতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দেন।

৪. আল্লাহ তাআলা তাড়াহুড়ো পছন্দ করেন না, তাই তিনি মূসা (আ)-কে নবুওয়াত দানের জন্য চল্লিশ রাত সময় নির্ধারিণ করে দেন। এতে ধীরস্থিরতার সাথে পর্যায়ক্রমে কাজ করার শিক্ষা লাভ করা যায়।

৫. দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলাকে চর্মচক্ষে দেখা সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হতো তাহলে নবী-রাসূলগণ অবশ্যই আল্লাহকে দেখতেন। তা ছাড়া আল্লাহ স্বয়ং মূসা (আ)-কে এরশাদ করেছেন যে, তুমি আমাকে দেখতে পাবে না।

৬. ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আল্লাহ, রাসূল অথবা দীন সম্পর্কে অসংগত কোনো কথা বা কাজ ঘটে গেলে, তা অবহিত হওয়ার সাথে সাথে 'তাওবা' করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইতে হবে।

৭. আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-এর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সংশয়-সন্দেহের অবকাশ নেই।

৮. আল্লাহর পক্ষ কে দীনী জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জিত হলে সেজন্য আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করা অবশ্য কর্তব্য।

৯. আল্লাহর আয়াতের সুস্পষ্ট ও সহজ-সরল অর্থ গ্রহণ করে সে অনুযায়ী জীবনকে গড়ে তোলা মানুষের একান্ত কর্তব্য। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে অনর্থক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সময় ক্ষেপণ উচিত নয়।

১০. অতীতে যারা আল্লাহর কিতাবের খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণে কালক্ষেপণ করেছে এবং প্রকৃত বিধান থেকে মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে তারা অবশেষে ধ্বংস হয়ে গেছে।

১১. অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা মানুষের জন্য একান্ত কর্তব্য।

১২. যারা অনধিকারে আল্লাহর আইন অনুসরণ করে না এবং গর্ব-অহংকার করে বেড়ায়, তারা কখনো হেদায়াত পেতে পারে না, আল্লাহই তাদের হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার সকল পথ বন্ধ করে দেন।

১৩. যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে এবং তার সাথে উদাসীনতার আচরণ দেখাবে, দুনিয়াতে কৃত তাদের সকল সৎকর্ম বিফল হয়ে যাবে ; এবং আখিরাতে এসবের কোনো প্রতিদান তারা পাবে না।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৮
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-৪

﴿١٤٨﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ

১৪৮. অতপর মূসার সম্প্রদায় তার অবর্তমানে[১০৯] তাদের অলংকার দিয়ে একটি দেহ বিশিষ্ট গো-বাছুর বানিয়ে নিল যা হাম্বা রব করতো ;

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ

তারা কি ভেবে দেখলো না যে, তাতো তাদের সাথে কথাও বলে না আর না তাদেরকে পথ দেখায় ; তারা ওটাকে গ্রহণ করে নিল (উপাস্যরূপে)

وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٩﴾ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا

এবং তারা ছিল যালিম।[১১০] ১৪৯. অতপর যখন তাদের অনুশোচনা আসলো এবং তারা দেখলো যে, তারা নিশ্চিত পথভ্রষ্ট হয়েছে,

(১৪৮) وَ-অতপর ; اتَّخَذَ-বানিয়ে নিল ; قَوْمُ-সম্প্রদায় ; مُوسَىٰ-মূসার ; مِنْ بَعْدِهِ-(من+بعد+ه)-তার অবর্তমানে ; مِنْ حُلِيِّهِمْ-(من+حلى+هم)-তাদের অলংকার দিয়ে ; عِجْلًا-একটি গো-বাছুর ; جَسَدًا-দেহ বিশিষ্ট ; لَهُ خُوَارٌ-যা হাম্বা রব করতো ; أَلَمْ يَرَوْا-(ا+لم يروا)-তারা কি ভেবে দেখলো না যে ; أَنَّهُ-তাতো ; لَا يُكَلِّمُهُمْ-(لا يكلم+هم)-তাদের সাথে কথাও বলে না ; وَ-আর ; لَا يَهْدِيهِمْ-(لا يهدى+هم)-না তাদেরকে দেখায় ; سَبِيلًا-পথ ; وَ-আর ; اتَّخَذُوهُ-(اتخذوا+ه)-তারা ওটাকে গ্রহণ করে নিল (উপাস্যরূপে) ; كَانُوا-তারা ছিল ; ظَالِمِينَ-যালিম। (১৪৯) وَ-অতপর ; لَمَّا-যখন ; سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ-(سقط+فى+ايدى+هم)-তাদের অনুশোচনা আসলো ; وَ-এবং ; رَأَوْا-তারা দেখলো যে ; أَنَّهُمْ-তারা নিশ্চিত ; قَدْ ضَلُّوا-পথভ্রষ্ট হয়েছে ;

১০৯. অর্থাৎ মূসা (আ)-কে যখন আল্লাহ তাআলা সাইনা পর্বতে চল্লিশ দিনের জন্য ডেকে নিয়েছেন এবং বনী ইসরাঈল 'আবরাহা' উপত্যকায় তাঁবুতে অবস্থান করছিল।

১১০. বনী ইসরাঈল ছিল মিসরীয়দের গোলাম। মিসরে ছিল গাভীর প্রতি ভক্তি এ গাভী পূজার প্রচলন। তাদের গাভী পূজার প্রভাব গভীরভাবে পড়েছিল বনী ইসরাঈলের উপর। তারা তাই প্রথমে মূসা (আ)-এর নিকট একটি দেবতা বানিয়ে দেয়ার দাবী করেছিল। তারপর মূসা (আ)-এর অনুপস্থিতির সুযোগে তারা নিজেরাই

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

তারা বললো—আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হয়ে যাবো।

⑮⓪ وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا

১৫০. তারপর মূসা যখন তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এলো রাগান্বিত ও ক্ষুব্ধ অবস্থায়, বললো—কত নিকৃষ্ট

خَلَفْتُمُوْنِىْ مِنْۢ بَعْدِىْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ

প্রতিনিধিত্ব তোমরা আমার করেছো আমার অবর্তমানে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আদেশ সম্পর্কে কি তাড়াহুড়ো করলে ? এবং সে (মূসা) ছুড়ে ফেলে দিল ফলকগুলো

وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ

আর নিজ ভাইয়ের মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টেনে আনলো সে (ভাই হারূন) বললো—হে আমার ভাই! এ সম্প্রদায়টি

قَالُوْا-তারা বললো ; لَئِنْ-যদি ; لَمْ يَرْحَمْنَا-(لم يرحم+نا)-আমাদের প্রতি দয়া না
করেন ; رَبُّنَا-(رب+نا)-আমাদের প্রতিপালক ; وَ-এবং ; يَغْفِرْ-ক্ষমা না করেন ; لَنَا-
আমাদেরকে ; لَنَكُوْنَنَّ-আমরা অবশ্যই হয়ে যাবো ; مِنَ-শামিল ; الْخٰسِرِيْنَ-(ال+
خسرين)-ক্ষতিগ্রস্তদের। ⑮⓪ وَ-তারপর ; لَمَّا-যখন ; رَجَعَ-ফিরে এলো ; مُوْسٰٓى-মূসা ;
اِلٰى-নিকট ; قَوْمِهٖ-(قوم+ه)-তার সম্প্রদায়ের ; غَضْبَانَ-রাগান্বিত ; اَسِفًا- ক্ষুব্ধ
অবস্থায় ; قَالَ-সে বললো ; بِئْسَمَا-কত নিকৃষ্ট ; خَلَفْتُمُوْنِىْ-(خلفتموا+نى) -
প্রতিনিধিত্ব করেছো তোমরা আমার ; مِنْ بَعْدِىْ-আমার অবর্তমানে ; اَعَجِلْتُمْ-(ا+
عجلتم)-তোমরা কি তাড়াহুড়ো করলে ? ; اَمْرَ-আদেশ সম্পর্কে ; رَبِّكُمْ-(رب+كم)-
তোমাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; اَلْقَى-সে (মূসা) ছুড়ে ফেলে দিল ; الْاَلْوَاحَ-(
ال+الواح)-ফলকগুলো ; وَ-আর ; اَخَذَ-ধরলো ; بِرَاْسِ-(ب+راس)-মাথার চুল ;
اَخِيْهِ-(اخى+ه)-নিজ ভাইয়ের ; يَجُرُّهٗ-(يجر+ه)-টানতে লাগলো তাকে ; اِلَيْهِ -নিজে
র দিকে; قَالَ-সে (হারূন) বললো ; ابْنَ اُمَّ-হে আমার মায়ের পুত্র সহোদর (ভাই) ;
اِنَّ الْقَوْمَ-(ان+ال+قوم)-এ সম্প্রদায়টি ;

গোবৎস বানিয়ে নিয়েছিল। অথচ মাত্র কয়েক দিন পূর্বেই মূর্তীপূজক মিসরীয়দের গোলামী থেকে তারা আল্লাহর রহমতে মুক্তি পেয়েছিল। আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ্য

اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ

আমাকে দুর্বল করে রেখেছিল এবং তারা উদ্যত হয়েছিল যে, আমাকে হত্যা করবে, অতএব আমার প্রতি শত্রুদেরকে হাসিয়ো না ;

وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي

আর আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের সাথে শামিল করো না।[১১১] ১৫১. সে (মূসা) বললো—হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন আমাকে ও আমার ভাইকে

وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

আর আমাদেরকে আপনার রহমতের মধ্যে শামিল করুন, আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

اسْتَضْعَفُونِي-(استضعفوا+نى)-আমাকে দুর্বল করে রেখেছিল ; وَ-এবং ; كَادُوا-তারা উদ্যত হয়েছিল যে, ; يَقْتُلُونَنِي-(يقتلون+نى)-আমাকে হত্যা করবে ; فَلَا تُشْمِتْ-(ف+لاتشمت)-অতএব হাসিয়ো না ; بِيَ-আমার প্রতি ; الْأَعْدَاءَ-(ال+اعداء)-শত্রুদেরকে ; وَ-আর ; لَا تَجْعَلْنِي-শামিল করো না আমাকে ; مَعَ-সাথে ; الْقَوْمِ-(ال+قوم)-সম্প্রদায়ের ; الظَّالِمِينَ-(ال+ظلمين)-যালিম। ﴿١٥١﴾ قَالَ-সে (মূসা) বললো ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক! ; اغْفِرْ لِي-(اغفر+لى)-ক্ষমা করুন আমাকে ; وَ-ও ; لِأَخِي-(ل+اخى)-আমার ভাইকে ; وَ-আর ; أَدْخِلْنَا-(ادخل+نا)-আমাদেরকে শামিল করুন ; فِي-মধ্যে ; رَحْمَتِكَ-(رحمت+ك)-আপনার রহমতের ; وَ-আর ; أَنْتَ-আপনিইতো ; أَرْحَمُ-সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু; الرَّاحِمِينَ-(ال+رحمين)-দয়ালুদের।

সহায়তায় তারা সাগর পার হয়েছিল। আল্লাহ ডুবিয়ে মেরেছিলেন ফিরাউন ও তার দলবলকে। মূসা (আ)-এর মু'জিযাও তাদের সামনে রয়েছে। এসব ঘটনা একেবারেই তাজা ছিল। এরপরও তারা মূর্তীপূজার মতো জঘন্য শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়লো। আল্লাহ তাআলা তাই ওদেরকে 'যালিম' বলে অভিহিত করেছেন।

১১১. এখানে আল্লাহ তাআলা হযরত হারূন (আ)-এর নির্দোষিতা প্রমাণ করেছেন। ইয়াহুদীরা গো-বৎস তৈরি ও পূজার প্রচলনের ব্যাপারে হারূন (আ)-কে দায়ী করেছিল। অথচ তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন এ ব্যাপারে দোষী ছিল আল্লাদ্রোহী 'সামেরী'।

এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে, বনী ইসরাঈল যেসব নবীদেরকে নবী হিসেবে স্বীকার করতো তন্মধ্যে একজনের চরিত্রকেও তারা কালিমা লেপণ না করে ছেড়ে দেয়নি।

তারা নবীদেরকে মিথ্যাবাদী, ব্যভিচারী, প্রতারক, ধোঁকাবায ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছে। এতে করে তারা নিজেদের এসব দোষকে স্বাভাবিকতার প্রলেপ দিয়েছে। তাদের কথা এরূপ যে, নবীরা যদি এসব দোষ থেকে মুক্ত না থাকতে পারে, তাহলে আমরা কিভাবে এসব থেকে মুক্ত থাকবো। এ জাতির সাধারণ মানুষতো বটেই এমনকি জাতির আলিম, পীর ও ধর্মীয় পদাধিকারী ব্যক্তিগণও গুমরাহী ও চরিত্রহীনতার বন্যায় ভেসে গিয়েছিল।

হিন্দুদের সাথেই অনেকাংশে এদের অবস্থার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। হিন্দুরাও তাদের দেবতা ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তথা মুণী-ঋষীদের চরিত্রকে কালিমা লিপ্ত করে রেখেছে, যাতে করে নিজেদের চরিত্রহীনতার সপক্ষে প্রমাণ খাড়া করানো যায়।

১৮ রুকূ' ১৪৮-১৫১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. বনী ইসরাঈল সীমালংঘনকারী জাতি। বর্ণিত ঘটনা থেকে তাদের সীমালংঘনের পরিচয় মেলে। মূর্তিপূজা হলো সীমালংঘনের চরম। যেসব অবয়বে তাওহীদবাদীদের মধ্যেও মূর্তীপূজার সংস্কৃতি প্রবেশ করে তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং মূর্তীবাদী সংস্কৃতির অনুসারীদের এ সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করতে হবে।

২. বনী ইসরাঈলের যেসব লোক নিজেদের কর্ম সম্পর্কে অনুশোচনা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল তাদেরকে তিনি ক্ষমা করেছিলেন। বাকীদেরকে দুনিয়াতেও শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। অতএব জানা-অজানা গুনাহের জন্য সদা-সর্বদা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

৩. আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সদা সজাগ-সচেতন। তিনি সকল ব্যাপারেই ফায়সালা প্রদান করেন। অতএব তাঁর ফায়সালার ব্যাপারে তড়িঘড়ি না করে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে হবে।

৪. বাতিলের মুকাবিলায় অক্ষম হয়ে পড়ার কারণে হযরত হারূন (আ)-কে দায়িত্বের ব্যাপারে দোষারোপ করা হয়নি। কোনো ঈমানদার ব্যক্তিও এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ঈমানী দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে তাকেও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেবেন।

৫. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার সাথে সাথে তাঁর রহমত কামনা করেও সদা-সর্বদা প্রার্থনা জানাতে হবে। মনে রাখতে হবে— আল্লাহর রহমত ছাড়া দুনিয়াতেও যেমন এক সেকেন্ড টিকে থাকা সম্ভব নয়, তেমনি আখিরাতেও মুক্তি লাভের কোনো উপায় নেই।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৯
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-৬

(১৫২) اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ

১৫২. নিশ্চয়ই যারা গো-বৎসকে গ্রহণ করে নিয়েছে (উপাস্যরূপে) অচিরেই তাদের উপর আপতিত হবে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে গযব

وَذِلَّةٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ○

এবং লাঞ্ছনা দুনিয়ার এ জীবনে ; আর এভাবেই আমি শাস্তি দিয়ে থাকি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে।

(১৫৩) وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ز

১৫৩. আর যারা অসৎকাজ করে ফেলে অতপর তাওবা করে নেয় এবং ঈমান আনে

اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (১৫৩) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى

তবে অবশ্যই আপনার প্রতিপালক অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।
১৫৪. এরপর যখন পড়ে গেল মূসার

(১৫২) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; اتَّخَذُوْا-গ্রহণ করে নিয়েছে ; الْعِجْلَ-(ال+عجل)-
গো-বৎসকে ; سَيَنَالُهُمْ-(سينال+هم)-অচিরেই তাদের উপর আপতিত হবে ; غَضَبٌ-
গযব ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; ذِلَّةٌ-
লাঞ্ছনা ; فِى الْحَيٰوةِ-(فى+ال+حيوة)-এ জীবনে ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার ; وَ-
আর ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; نَجْزِىْ-শাস্তি দিয়ে থাকি ; الْمُفْتَرِيْنَ-(ال+مفترين)-
মিথ্যা রচনাকারীদেরকে। (১৫৩) وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; عَمِلُوْا-করে ফেলে ;
السَّيِّاٰتِ-(ال+سيات)-অসৎকাজ ; ثُمَّ-অতপর ; تَابُوْا-তাওবা করে নেয় ; مِنْ
بَعْدِهَا-(من+بعد+ها)-তার পরে ; وَ-এবং ; اٰمَنُوْا- ঈমান আনে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ
-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; مِنْ بَعْدِهَا-তারপরে ; لَغَفُوْرٌ-(ل+غفور)-অবশ্যই
অতিশয় ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু। (১৫৪) وَ-এরপর ; لَمَّا-যখন ; سَكَتَ-পড়ে গেল
عَنْ مُّوْسٰى-(عن+موسى)-মূসার ;

الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ

রাগ, উঠিয়ে নিল ফলকগুলো ; আর তার লিখিত বিষয় ছিল হেদায়াত ও রহমত

لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ

তাদের জন্য যারা অন্তরে তাদের প্রতিপালকের ভয় পোষণ করে। ১৫৫. অতপর মূসা মনোনীত করলো তার সম্প্রদায়ের সত্তর জন

رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ

লোককে আমার নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত স্থানে একত্রিত হওয়ার জন্য ;[১১২] তারপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প পেয়ে বসলো (তাদের অসংগত আচরণের কারণে), সে (মূসা) বললো—হে আমার প্রতিপালক! আপনি যদি চাইতেন

أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ

তাহলে ইতিপূর্বে ধ্বংস করে দিতে পারতেন তাদেরকে ; এবং আমাকেও ; আমাদের মধ্যেকার কতিপয় নির্বোধ লোক যা করেছে তার জন্য আমাদের সবাইকে কি ধ্বংস করে দেবেন ;

الْغَضَبُ-(ال+غضب)-রাগ ; أَخَذَ-উঠিয়ে নিল ; الْأَلْوَاحَ-(ال+الواح)-ফলকগুলো ; وَ-আর ; فِي نُسْخَتِهَا-(فى+نسخة+ها)-তার লিখিত বিষয় ছিল ; هُدًى-হিদায়াত ; وَ-ও ; رَحْمَةٌ-রহমত ; لِّلَّذِينَ-তাদের জন্য ; هُمْ-যারা; لِرَبِّهِمْ-(ل+رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; يَرْهَبُونَ-অন্তরে ভয় পোষণ করে। ﴿١٥٥﴾ وَ-অতপর ; اخْتَارَ-মনোনীত করলো ; مُوسَىٰ-মূসা ; قَوْمَهُ-(قوم+ه)-তার সম্প্রদায়ের ; سَبْعِينَ-সত্তর জন ; رَجُلًا-লোককে ; لِّمِيقَاتِنَا-(ل+ميقات+نا)-আমার নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত স্থানে একত্রিত হওয়ার জন্য ; فَلَمَّا-তারপর যখন ; أَخَذَتْهُمُ-(اخذت+هم)-তাদেরকে পেয়ে বসলো ; الرَّجْفَةُ-(ال+رجفة)-ভূমিকম্প ; قَالَ-সে বললো ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; لَوْ-যদি; شِئْتَ-আপনি যদি চাইতেন; أَهْلَكْتَهُمْ-(اهلكت+هم)-ধ্বংস করে দিতে পারতেন তাদেরকে ; مِّن قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; وَ-এবং ; إِيَّايَ-আমাকেও ; أَتُهْلِكُنَا-(ا+تهلك+نا)-আপনি কি আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন ? بِمَا-তার জন্য যা ; فَعَلَ-করেছে ; السُّفَهَاءُ-(ال+سفهاء)-কতিপয় নির্বোধ লোক ; مِنَّا-আমাদের মধ্যেকার ;

১১২. বনী ইসরাঈলের বাছাই করা সত্তর জন লোককে এ জন্য ডাকা হয়েছিল যে, তারা তাদের সম্প্রদায়ের গো-বৎস পূজার অপরাধের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে এবং নতুন করে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবে।

إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ۚ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ۖ

এসব তো আপনার পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নয়, এ (পরীক্ষা) দিয়ে যাকে চান আপনি পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান আপনি হেদায়াত দান করেন[১১৩]

أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ○

আপনিই তো আমাদের অভিভাবক, অতএব আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন, আর আপনি ক্ষমাশীলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

﴿١٥٦﴾ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا

১৫৬. আর আপনি নিশ্চিত করে দিন আমাদের জন্য এ দুনিয়াতে ও আখিরাতে কল্যাণ, আমরা অবশ্যই তাওবা করেছি

إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِيْ أُصِيْبُ بِهٖ مَنْ أَشَاءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ

আপনার নিকট ; তিনি (আল্লাহ) বললেন—আমার আযাব যাকে ইচ্ছা আমি দেই, আর আমার রহমত—

-تُضِلُّ بِهَا ; اِنْ هِيَ-এসব কিছুই নয় ; اِلاَّ-ছাড়া ; فِتْنَتُكَ-(فتنة+ك)-আপনার পরীক্ষা
(تضل+ب+ها)-পথভ্রষ্ট করেন এ দিয়ে ; مَنْ-যাকে ; تَشَاءُ-আপনি চান ; وَ-এবং ;
تَهْدِيْ-হেদায়াত দান করেন ; مَنْ-যাকে ; تَشَاءُ-আপনি চান ; اَنْتَ-আপনিই তো ;
وَلِيُّنَا-(ولى+نا)-আমাদের অভিভাবক ; فَاغْفِرْ-(ف+اغفر)-অতএব ক্ষমা করুন ;
لَنَا-আমাদেরকে ; وَ-এবং ; ارْحَمْنَا-(ارحم+نا)-আমাদের প্রতি দয়া করুন ; وَ-আর ;
اَنْتَ-আপনি; خَيْرُ-সর্বশ্রেষ্ঠ ; الْغٰفِرِيْنَ-(ال+غفرين)-ক্ষমাশীলদের মধ্যে। ﴿١٥٦﴾ وَ-আর;
اكْتُبْ-আপনি নিশ্চিত করে দিন; لَنَا-আমাদের জন্য ; فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا-(فى+هذه+
ال+دنيا)-এ দুনিয়াতে; حَسَنَةً-কল্যাণ ; وَّ-ও ; فِي الْاٰخِرَةِ-(فى+ال+اخرة)-আখিরাতে
; اِنَّا-আমরা অবশ্যই ; هُدْنَا-তাওবা করেছি ; اِلَيْكَ-আপনার নিকট ; قَالَ-তিনি
(আল্লাহ) বললেন ; عَذَابِيْ-(عذاب+ى)-আমার শাস্তি ; اُصِيْبُ-আমি আপতিত করি
বা দেই ; بِهٖ-তাকে ; مَنْ-যাকে ; اَشَاءُ-চাই ; وَ-আর ; رَحْمَتِيْ-আমার রহমত ;

১১৩. আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি-কৌশলের একটি স্থায়ী নিয়ম হলো মাঝে মাঝে পরীক্ষার মাধ্যমে বান্দাদের মধ্য থেকে প্রকৃত ও খাঁটি বান্দাদেরকে বাছাই করে নেন। এসব পরীক্ষায় যারা সফল হয় তারা আল্লাহপ্রদত্ত রহমত ও তাওফীকেই সফল হয় ; আর যারা ব্যর্থ হয় তারা আল্লাহর হেদায়াত ও তাওফীক না পাওয়ার ফলেই হয়।

وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ

প্রত্যেক বস্তুতেই পরিব্যপ্ত ;[১১৪] অতএব আমি তা অচিরেই লিখে দেবো তাদেরকে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয়

وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ

এবং যারা আমার নিদর্শনাবলীতে ঈমান রাখে।

১৫৭. যারা অনুসরণ করে সেই রাসূলের

النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَىٰةِ

যিনি নিরক্ষর নবী,[১১৫] যার সম্পর্কে তারা লিখিত পাবে তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাতে

وَسِعَتْ-পরিব্যপ্ত ; كُلَّ-প্রত্যেক; شَىْءٍ-জিনিসেই ; فَسَاَكْتُبُهَا-(فساكتب+ها)-অতএব আমি তা অচিরেই লিখে দেবো ; لِلَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; يَتَّقُوْنَ-তাকওয়া অবলম্বন করে ; وَ-এবং ; يُؤْتُوْنَ-দেব ; الزَّكٰوةَ-যাকাত ; وَ-এবং ; الَّذِيْنَ-যারা ; هُمْ-তারা ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনাবলীতে ; يُؤْمِنُوْنَ-ঈমান রাখে।(১৫৬) الَّذِيْنَ-যারা ; يَتَّبِعُوْنَ-অনুসরণ করে ; الرَّسُوْلَ-(ال+رسول)-সেই রাসূলের ; النَّبِىَّ-(ال+نبى)-যিনি নবী ; الْاُمِّىَّ-নিরক্ষর ; الَّذِىْ-যার সম্পর্কে ; يَجِدُوْنَهُ-(يجدون+ه)-তারা পাবে ; مَكْتُوْبًا-লিখিত ; عِنْدَهُمْ-(عند+هم)-তাদের নিকট রক্ষিত ; فِى التَّوْرٰىةِ-(فى+ال+تورىة)-তাওরাতে ;

আল্লাহর হিদায়াত ও তাওফীক পাওয়া না পাওয়া তাঁর স্থায়ী নিয়মের অধীন এবং তা পূর্ণ যুক্তি ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা সত্ত্বেও পরীক্ষায় সফল হওয়া বা ব্যর্থ হওয়া একান্তভাবে আল্লাহর তাওফীক ও হেদায়াতের উপরই নির্ভরশীল।

১১৪. আল্লাহ তাআলার সকল কার্যে ও সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা তাঁর রহমত, দয়া-অনুগ্রহের সাহায্যেই চলছে। আল্লাহর ক্রোধ তখনই উদ্রেক হয়ে থাকে, যখন বান্দা অহংকার ও আল্লাদ্রোহিতায় সীমালংঘন করে।

১১৫. এখানে মূসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বনী ইসরাঈলের কাছে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আনুগত্য করার জন্য দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। মূসা (আ)-এর দোয়ার জবাবে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের প্রতি রহমত নাযিলের জন্য শর্ত হলো—তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে, যাকাত দান করবে এবং আমার নিদর্শনাবলীতে ঈমান রাখবে। তবে এসব শর্তের আওতায় নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি নাযিলকৃত নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনাও রয়েছে। এগুলো অস্বীকার করলে তোমাদের তাওরাতের প্রতি ঈমান

وَالْاِنْجِيْلِ ز يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

ও ইনজীলে,[১১৬] তিনি তাদেরকে আদেশ দেন সৎকাজের
আর নিষেধ করেন তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

এবং তাদের জন্য হালাল করেন পবিত্র বস্তুরাজী ও হারাম করেন তাদের জন্য
অপবিত্র বস্তুসমূহ,[১১৭] আর অপসারণ করেন তাদের থেকে

اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ

তাদের গুরুভার ও বেড়ী যা তাদের উপর ছিল ;[১১৮]
সুতরাং যারা ঈমান আনে তাঁর প্রতি

وَ-ও ; الْاِنْجِيْلِ-ইনজীলে ; يَأْمُرُهُمْ-(يامر+هم)-তিনি তাদেরকে আদেশ দেন ; بِالْمَعْرُوْفِ-(ب+ال+معروف)-সৎকাজের; وَ-আর ; يَنْهٰهُمْ-(ينهى+هم)-তাদেরকে নিষেধ করেন ; عَنِ-থেকে ; الْمُنْكَرِ-(ال+منكر)-মন্দ কাজ ; وَ-এবং ; يُحِلُّ-হালাল করেন ; لَهُمُ-তাদের জন্য ; الطَّيِّبٰتِ-(ال+طيبت)-পবিত্র বস্তুরাজী ; وَ-ও ; يُحَرِّمُ-হারাম করেন ; عَلَيْهِمُ-তাদের জন্য ; الْخَبٰٓئِثَ-(ال+خبئث)-অপবিত্র বস্তুসমূহে ; وَ-আর ; يَضَعُ-অপসারণ করেন ; عَنْهُمْ-তাদের থেকে ; اِصْرَهُمْ-(اصر+هم)-তাদের গুরুভার ; وَ-ও ; الْاَغْلٰلَ-(ال+اغلل)-বেড়ী ; الَّتِيْ-যা ; كَانَتْ-ছিল ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; فَالَّذِيْنَ-(ف+الذين)-সুতরাং যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান আনে ; بِهٖ-তাঁর প্রতি ;

আনা পূর্ণ হবে না। কারণ তাওরাতেই মুহাম্মাদ (স)-এর কথা তোমাদেরকে বলা হয়েছে। তাওরাতে তোমাদেরকে রহমত পাওয়ার জন্য যেসব শর্তাবলী দেয়া হয়েছে তা আজ পর্যন্তও বলবৎ রয়েছে। আর তা পূর্ণ হবে তখনই যখন তোমরা এ উম্মী নবীর আনুগত্য মেনে না নাও। এ উম্মী নবীর সাথেই তোমাদের ভাগ্য জড়িত। তাঁর অনুসরণের মাধ্যমেই তোমরা রহমত পেতে পার। আর তাঁর আনুগত্য-অনুসরণের মাধ্যমেই মূসা (আ) ও তাওরাতের অনুসরণও সম্পন্ন হবে।

১১৬. তাওরাত ও ইনজীলের অবস্থা বর্তমানে অবিকৃত নেই। এতদসত্ত্বেও নিম্নলিখিত স্থানসমূহে মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইংগীত রয়েছে—

মথি–২১ অধ্যায় ২৩-৪৬ স্রোত্র ; যোহন–১ অধ্যায় ১৯-২১ স্রোত্র ; যোহন ১৪ অধ্যায় ১৫-১৭ স্রোত্র, ১৫ অধ্যায় ২৫ - ২৬ স্রোত্র, ১৬ অধ্যায় ৭-১৫ স্রোত্র ; দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ অধ্যায় ১৫-১৯ স্রোত্র।

وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

ও তাঁকে সম্মান করে এবং তাকে সাহায্য করে, আর যে নূর তাঁর সাথে নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম।

وَ-ও ; عَزَّرُوْهُ-(عزروا+ه)-তাঁকে সম্মান করে ; وَ-এবং ; نَصَرُوْهُ-(نصروا+ه)-তাঁকে সাহায্য করে ; وَ-আর ; اتَّبَعُوا-অনুসরণ করে ; النُّوْرَ-(ال+نور)-সেই নূরের ; الَّذِيْٓ-যা ; اُنْزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ; مَعَهٗ-(مع+ه)-তাঁর সাথে ; اُولٰئِكَ-তারাই ; هُمُ-যারা ; الْمُفْلِحُوْنَ-(ال+مفلحون)-সফলকাম।

১১৭. এর অর্থ যেসব পবিত্র জিনিসকে তারা হারাম করে রেখেছে তিনি সেসব জিনিসকে হালাল ঘোষণা করেন আর যেসব অপবিত্র জিনিসকে তারা হালাল করে রেখেছে সেসব জিনিসকে তিনি হারাম ঘোষণা করেন।

১১৮. অর্থাৎ তাদের আইনজ্ঞগণ আইনের খুঁটিনাটি মারপ্যাঁচ দ্বারা ; তাদের আধ্যাত্মিক পীর-পুরোহিতরা অনাবশ্যক পরহেযগারীর ধূম্রজাল সৃষ্টির মাধ্যমে এবং অজ্ঞ-মূর্খ জনগণ বিভিন্ন রসম-রেওয়াজের বেড়াজালের দ্বারা তাদের জীবনকে দুর্বহ বোঝা-ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। এসব বোঝা সরিয়ে দিয়ে এ নবী মানুষকে মুক্ত করে দেন।

১৯ রুকূ' (১৫২-১৫৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দীনী ব্যাপারে বেদআত ও কুসংস্কার আবিষ্কারকারীদের পার্থিব জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে আর আখিরাতে আল্লাহর রোষানলে পতিত হতে হবে।

২. কেউ যদি কোনো বড় পাপও করে ফেলে, এমন কি তা যদি কুফরীও হয়ে থাকে, তা হলেও তাওবা করে নিজের ঈমান ঠিক করে নিলে এবং ঈমানের দাবী অনুযায়ী কর্ম সংশোধন করে নিলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। অতএব কারো দ্বারা কোনো পাপ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করে নেয়া একান্ত কর্তব্য।

৩. মানুষকে আল্লাহ তাআলা মাঝে মাঝে বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। এসব পরীক্ষার দ্বারা কেউ কেউ গুমরাহ ও না-শোকর হয়ে যায়, আবার অনেকে আল্লাহর রহমতে সুপথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতএব বিপদাপদে অধৈর্য না হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

৪. আল্লাহর রহমত সাধারণভাবে পৃথিবীর সব কিছুর উপর ব্যাপকভাবে বর্তমান রয়েছে। তবে পরিপূর্ণ রহমতের অধিকারী তারাই যারা ঈমানের সাথে তাকওয়া-পরহেযগারী ও যাকাত দান প্রভৃতি বিশেষ শর্তাবলী পূরণ করে।

৫. পরকালীন কল্যাণ লাভের ঈমানের সাথে শরীআত ও সুন্নাহর আনুগত্য-অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য।

৬. রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য 'উম্মী' বা নিরক্ষর হওয়া বিরাট গুণ এবং মু'জিযা। যদিও নিরক্ষর হওয়া মানুষের জন্য কোনো প্রশংসনীয় গুণ নয়।

৭. মুহাম্মাদ (স)-এর ৪টি বৈশিষ্ট হলো–(১) তিনি রাসূল, (২) তিনি নবী, (৩) তিনি উম্মী বা নিরক্ষর, (৪) তাঁর আগমন সম্পর্কে এবং তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট সম্পর্কে তাওরাত ও ইনজীলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

৮. মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের পর এবং কুরআন মাজীদ নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (সা) এবং কুরআন মাজীদের আনুগত্য-অনুসরণ করাই ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের তাওরাত ও ইনজীলের অনুসরণ করা বলে সাব্যস্ত হবে।

৯. মুহাম্মাদ (স) ও কুরআন মজীদের উপর ঈমান না আনলে তাওরাত ও ইনজীলকেও অমান্য করা হবে।

১০. ইসলামের সর্বশেষ ও পূর্ণাংগ রূপ হলো মুহাম্মাদ (স)-এর আনীত জীবন ব্যবস্থা। কিয়ামত পর্যন্ত এ জীবন ব্যবস্থা-ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। তাই কুরআন মাজীদের সাথে রাসূলের সুন্নাহর অনুসরণ করাও ফরয।

১১. দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত শান্তি ও কল্যাণের জীবন ব্যবস্থা এবং আখিরাতে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের মাধ্যমে মুক্তি ও সফলতা একমাত্র ইসলামের মধ্যেই রয়েছে।

১২. শুধু রাসূলের অনুসরণ নয়, বরং মুক্তির জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও মহব্বত থাকাও ফরয। অতএব আমাদেরকে অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং মহব্বত অন্তরে সৃষ্টি করে নিতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২০
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-৫

(১৫৮) قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا نِ الَّذِىْ

১৫৮. আপনি বলুন—হে মানুষ! অবশ্যই আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল, যিনি

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ص

আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী ; তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ; তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান ;

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি যিনি উম্মী নবী, যিনি ঈমান আনেন আল্লাহর প্রতি

وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (১৫৯) وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ

ও তাঁর বাণীর প্রতি, অতএব তোমরা তাঁরই অনুসরণ করো, সম্ভবত তোমরা সঠিক পথ পাবে। ১৫৯. আর মূসার[১১১] সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দল আছে

(১৫৮) قُلْ-আপনি বলুন ; يٰٓاَيُّهَا-(يا+اى+ها)-হে ; النَّاسُ-মানুষ! ; اِنِّىْ-(ان+ى)-অবশ্যই আমি ; رَسُوْلُ-রাসূল ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِلَيْكُمْ-(الى+كم)-তোমাদের প্রতি; جَمِيْعًا-সকলের ; الَّذِىْ-যিনি; لَهٗ-অধিকারী ; مُلْكُ-সার্বভৌমত্বের; السَّمٰوٰتِ-(ال+سموت)-আসমান; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; لَآ-নেই ; اِلٰهَ-কোনো ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া; هُوَ-তিনি ; يُحْىٖ-তিনিই জীবন দান করেন ; وَ-এবং ; يُمِيْتُ-তিনিই মৃত্যু ঘটান ; فَاٰمِنُوْا-(ف+امنوا)-সুতরাং তোমরা ঈমান আনো ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; رَسُوْلِهٖ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের প্রতি ; النَّبِىِّ-(ال+نبى)-যিনি নবী ; الْاُمِّىِّ-(ال+امى)-উম্মী ; الَّذِىْ-যিনি ; يُؤْمِنُ-ঈমান আনেন ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَ-ও ; كَلِمٰتِهٖ-(كلمت+ه)-তাঁর বাণীর প্রতি ; وَ-অতএব ; اتَّبِعُوْهُ-(اتبعوا+ه)-তোমরা তাঁরই অনুসরণ করো ; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমরা ; تَهْتَدُوْنَ-সঠিক পথ পাবে। (১৫৯) وَ-আর ; مِنْ-মধ্য থেকে ; قَوْمِ-সম্প্রদায়ের ; مُوْسٰى-মূসার ; اُمَّةٌ-একটি দল আছে ;

يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٦٠﴾ وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ

যারা দেখায় সত্য পথ এবং সে অনুসারেই ন্যায় বিচার করে।[১২০] ১৬০. আর আমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিলাম বারটি

اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ

গোত্রীয় দলে ;[১২১] আর যখন মূসার সম্প্রদায় তার কাছে পানি চাইল তখন আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম যে,

اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ

তোমার লাঠি দ্বারা পাথরটিকে আঘাত করো, ফলে তা থেকে ফেটে বের হলো বারটি ঝর্ণাধারা

يَهْدُوْنَ-যারা দেখায়; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্য পথ; وَ-এবং ; بِهٖ-সে অনুসারে ; يَعْدِلُوْنَ-তারা ন্যায় বিচার করে। ﴿١٦٠﴾ وَ-আর ; قَطَّعْنٰهُمُ-(قطعنا+هم)-আমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিলাম ; اثْنَتَيْ عَشْرَةَ-বারটি ; اَسْبَاطًا-গোত্রীয় ; اُمَمًا-দলে ; وَ-আর ; اَوْحَيْنَآ-আমি ওহী পাঠালাম ; اِلٰى-প্রতি ; مُوْسٰٓى-মূসার ; اِذِ-যখন ; اسْتَسْقٰىهُ-(استسقى+ه)-তার কাছে পানি চাইল ; قَوْمُهٗٓ-(قوم+ه)-তার সম্প্রদায় ; اَنِ-যে ; اضْرِبْ-আঘাত করো ; بِعَصَاكَ-(ب+عصا+ك)-তোমার লাঠি দ্বারা ; الْحَجَرَ-(ال+حجر)-পাথরটিকে ; فَانْۢبَجَسَتْ-(ف+انبجست)-ফলে ফেটে বের হলো ; مِنْهُ-তা থেকে ; اثْنَتَا عَشْرَةَ-বারটি ; عَيْنًا-ঝর্ণাধারা ;

১১৯. ইতিপূর্বেকার কয়েক রুকূ' থেকে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা আলোচনার মাঝখানে প্রাসঙ্গিক কারণে মুহাম্মাদ (স)-এর ঈমান আনার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এ আয়াত থেকে পুনরায় পূর্বেকার আলোচনা শুরু হয়েছে।

১২০. অর্থাৎ মূসা (আ)-এর বর্তমান থাকাবস্থায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে যে নৈতিক মান থাকা আবশ্যক ছিল, সে মানের লোক তখনও কিছু ছিল, যখন তারা বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। বনী ইসরাঈলের সমস্ত লোকই তখন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়নি। এর অর্থ এটা নয় যে কুরআন নাযিল হওয়ার সময়ও বনী ইসরাঈলের তথা ইহুদীদের মধ্যে এমন একটি দল ছিল যারা হক অনুযায়ী হেদায়াত ও ন্যায়বিচার করতো।

১২১. হযরত মূসা (আ) আল্লাহর আদেশে সিনাই প্রান্তরে অবস্থানরত বনী ইসরাঈলের জনসংখ্যা গণনা করেন। অতপর ইয়াকূব (আ)-এর ১০ পুত্র এবং ইউসুফ (আ)-এর দু' পুত্রের বংশধরদের আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত করে দেন। এতে মোট

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَ

প্রত্যেক গোত্র নিঃসন্দেহে নিজেদের পানের জায়গা চিনে নিল ; আর আমি তাদের উপর ছায়া বিস্তার করে দিয়েছিলাম মেঘমালার এবং

أَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ

আমি নাযিল করেছিলাম তাদের জন্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' ;[১২২] (বলেছিলাম) তোমাদেরকে যে পবিত্র রিয্ক দিয়েছি তা থেকে তোমরা খাও ;

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ

আর তারা আমার প্রতি যুল্‌ম করেনি বরং তারা যুল্‌ম করেছিল তাদের নিজেদের উপর। ১৬১. আর (স্মরণীয়)[১২৩] যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল—

قَدْ عَلِمَ-নিসন্দেহে চিনে নিল ; كُلُّ-প্রত্যেক ; أُنَاسٍ-গোত্র ; مَشْرَبَهُمْ-(مشرب+هم)-নিজেদের পানের জায়গা ; وَ-আর ; ظَلَّلْنَا-আমি ছায়া বিস্তার করে দিয়েছিলাম ; عَلَيْهِمُ-তাদের উপর ; الْغَمَامَ-(ال+غمام)-মেঘমালার ; وَ-এবং ; أَنزَلْنَا-নাযিল করেছিলাম ; عَلَيْهِمُ-তাদের জন্য ; الْمَنَّ-(ال+من)-মান্না ; وَ-ও ; السَّلْوَىٰ-(ال+سلوى)-সালওয়া ; كُلُوا-তোমরা খাও ; مِنْ-তা থেকে ; طَيِّبَتِ- পবিত্র ; مَا-যে ; رَزَقْنَاكُمْ-(رزقنا+كم)-রিয্ক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি ; وَ-আর ; مَا ظَلَمُونَا-(ما ظلموا+نا)-তারা আমার প্রতি যুলুম করেনি ; وَلَٰكِنْ-বরং ; كَانُوا-তারা ছিল (এমন যে) أَنفُسَهُمْ-(انفس+هم)-তাদের নিজেদের উপর ; يَظْلِمُونَ-যুলুম করেছিলো। ﴿١٦١﴾ وَ-অতপর ; إِذْ-যখন ; قِيلَ-বলা হয়েছিল ; لَهُمُ-তাদেরকে ;

বারটি গোত্রীয় দলের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক দলেরই একজন করে নেতা নিযুক্ত করে দেয়া হয়। লোকদের মধ্যে সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাদের মধ্যে আল্লাহর আইন জারী ও কার্যকর করাই ছিল উল্লেখিত নেতাদের কাজ। ইয়াকূব (আ)-এর দ্বাদশ পুত্রের বংশধরদেরকে একটি স্বতন্ত্র দলে সংগঠিত করা হয়, কারণ মূসা (আ)-ও হারূন (আ) এ বংশেরই লোক ছিলেন। সকল গোত্রের মধ্যে সত্যের মশাল জ্বালিয়ে রাখাই এদের কাজ ছিল।

১২২. আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের প্রতি অগণিত অনুগ্রহ করেছিলেন। তন্মধ্যে একটি হলো তাদেরকে সংগঠিত করে তাদের মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করেছিলেন। এখানে আরও তিনটি অনুগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো—সীন প্রান্তরে অস্বাভাবিক উপায়ে পানির ১২টি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়,

اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

তোমরা এ জনপদে বসবাস করো এবং যেখানে চাও সেখান থেকে খাও আর বলো—'ক্ষমা চাই'

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ

এবং আনত মস্তকে দরজায় প্রবেশ করো, আমি ক্ষমা করে দেবো তোমাদের যত অপরাধ ; শীঘ্রই আমি বাড়িয়ে দেবো

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي

নেককারদেরকে। ১৬২. অতপর যারা তাদের মধ্যে যালিম ছিল তারা বদলে দিল কথাকে তার পরিবর্তে যা

قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾

বলা হয়েছিল তাদেরকে, সুতরাং তারা যেহেতু সীমালংঘন করতো সেজন্য আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম আসমান থেকে আযাব।[১২৪]

اسْكُنُوا-তোমরা বসবাস করো ; هذه الْقَرْيَةَ-(هذه+ال+قرية) এ জনপদে ; وَ-এবং ; كُلُوا-খাও ; مِنْهَا-সেখান থেকে ; حَيْثُ-যেখানে ; شِئْتُمْ-তোমরা চাও ; وَ-আর ; قُولُوا-বলো ; حِطَّةٌ-ক্ষমা চাই ; وَّ-এবং ; ادْخُلُوا-প্রবেশ করো ; الْبَابَ-(ال+باب)-দরজার ; سُجَّدًا-আনত মস্তকে ; نَّغْفِرْ-আমি ক্ষমা করে দেবো ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; خَطِيئَاتِكُمْ-(خطيئت+كم)-তোমাদের যত অপরাধ ; سَنَزِيدُ-শীঘ্রই আমি বাড়িয়ে দেবো ; الْمُحْسِنِينَ-(ال+محسنين)-নেককারদেরকে। ﴿١٦٢﴾ فَبَدَّلَ-(ف+بدل)-অতপর বদলে দিল ; الَّذِينَ-যারা ; ظَلَمُوا-যালিম ছিল ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যে ; قَوْلًا-কথাকে ; غَيْرَ-তার পরিবর্তে ; الَّذِي-যা ; قِيلَ-বলা হয়েছিল ; لَهُمْ-তাদেরকে ; فَأَرْسَلْنَا-(ف+ارسلنا)-সুতরাং আমি প্রেরণ করলাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; رِجْزًا-আযাব ; مِّنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-(ال+سماء)-আসমান ; بِمَا-যেহেতু ; كَانُوا يَظْلِمُونَ-তারা সীমালংঘন করতো।

রৌদ্রের তীব্রতা থেকে বাঁচানোর জন্য মেঘের ছায়া বিস্তার করে দিয়েছিলেন। তৃতীয়, আল্লাহর কুদরতী হাতে তাদের জন্য 'মান্ন' ও 'সালওয়া' নাযিল করে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, এ মরুপ্রান্তরে আল্লাহ তাআলা কুদরতী হাতে যদি তাদের জন্য উল্লেখিত ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে পানাহারের অভাবে এবং রৌদ্রতাপে বনী

ইসরাঈলের কয়েক লক্ষ লোক ছটফট করে মারা যেতো। আল্লাহ তাআলার এসব অনুগ্রহ সত্ত্বেও এ জাতির লোকেরা নাফরমানী, বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদাভঙ্গের যেসব অপরাধ করেছে তাতে তাদের ইতিহাস কলংকিত হয়ে আছে।

১২৩. এখান থেকে বনী ইসরাঈলের দ্বারা সংঘটিত যেসব ঘটনার দিকে ইংগীত করা হয়েছে, তা থেকে—আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহের জবাবে—তারা যেসব বড় বড় অপরাধ বে-পরওয়াভাবে করেছে এবং ধ্বংসের অতলে নিপতিত হয়েছে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১২৪. সূরা বাকারার ৫৮ ও ৫৯ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২০ রুকূ' (১৫৮-১৬২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. বনী ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো আখেরী নবীর দাওয়াত পেশ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। তাই এখানে মূল উদ্দেশ্যই পেশ করা হয়েছে।

২. মুহাম্মাদ (স)-এর দাওয়াত হলো পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট। তাই এখানে 'হে মানুষ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকট এ দাওয়াত পৌছানোর দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর।

৩. আসমান-যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং কোনো ব্যক্তি, সমাজ, দেশ বা দেশের আইনসভা অথবা কোনো প্রকার সংস্থা কর্তৃক সার্বভৌম ক্ষমতার দাবী করা কুফরী।

৪. আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর আনীত কিতাব কুরআন মাজীদ ও তাঁর সুন্নাহ তথা জীবনাদর্শ ছাড়া হেদায়াত পাওয়ার বিকল্প কোনো পথ নেই।

৫. মূসা (আ)-এর উম্মাতের মধ্যে যারা হকপন্থী ছিল তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা পথভ্রষ্ট।

৬. আল্লাহ তাআলা প্রাণীর জীবন দাতা ও মৃত্যুদাতা। সুতরাং তিনি যে কোনো মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীকে যে কোনো স্থানে যে কোনো পরিস্থিতিতে খাদ্য-পানীয় দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। তার প্রমাণ বনী ইসরাঈল। সীন প্রান্তরে একান্ত প্রতিকূল পরিবেশে তাদের কয়েক লক্ষ লোককে অস্বাভাবিক উপায়ে খাদ্য-পানীয় দিয়ে, মেঘের ছায়া দিয়ে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন। সুতরাং খাদ্য-পানীয়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিকভাবে চেষ্টা করা এবং আল্লাহর নিকট চাওয়া আবশ্যক।

৭. আল্লাহর নিয়ামতের না-শোকরী করা দ্বারা নিজের উপরই যুলুম করা হয়- এতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি বা লাভ কিছুই হয় না।

৮. আল্লাহর নিয়ামতের শোকর করলে তিনি শোকরকারীদের জন্য নিয়ামত বাড়িয়ে দেন। আমাদের উপরও আল্লাহর অগণিত নিয়ামত কার্যকর রয়েছে, যার জন্য সাধ্যমত শোকর করা কর্তব্য। যদিও সেসব নিয়ামতের শোকর করার সাধ্য আমাদের নেই।

৯. আল্লাহর কালামে 'তাহরীফ' তথা রদ-বদল করলে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তির মুখোমুখী হতে হবে। আর আখিরাতের শাস্তি তো সংরক্ষিত রইলোই।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-২১
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৯

(১৬৩) وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ

১৬৩. আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন সেই জনপদ সম্পর্কে যা ছিল সাগরের উপকূলে।[১২৫] যখন তারা সীমালংঘন করতো

فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ

শনিবারে, যখন মাছগুলো তাদের শনিবার উদযাপনের দিন ভেসে ভেসে তাদের নিকট আসতো ;[১২৬] আর যেদিন

لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

তারা শনিবার উদযাপন করতো না, সেদিন সেগুলো তাদের নিকট আসতো না এভাবেই তাদেরকে আমি পরীক্ষা করেছিলাম ;[১২৭] যেহেতু তারা নির্দেশ অমান্য করতো।

(১৬৩) وَ-আর ; سَئَلْهُمْ-(سل+هم)-তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন ; عَنْ-সম্পর্কে ; الْقَرْيَةِ-(ال+قرية)-সেই জনপদ ; الَّتِىْ-যা ; كَانَتْ-ছিল ; حَاضِرَةَ-উপকূলে ; الْبَحْرِ-(ال+بحر)-সাগরের ; اِذْ-যখন ; يَعْدُوْنَ-তারা সীমালংঘন করতো ; فِى السَّبْتِ-(فى+ال+سبت)-শনিবার ; اِذْ-যখন ; تَاْتِيْهِمْ-(تاتى+هم)-তাদের নিকট আসতো ; حِيْتَانُهُمْ-(حيتان+هم)-তাদের মাছগুলো ; يَوْمَ-দিন ; سَبْتِهِمْ-(سبت+هم)-তাদের শনিবার উদযাপনের দিন ; شُرَّعًا-ভেসে ভেসে ; وَّ-আর ; يَوْمَ-যেদিন ; لَا يَسْبِتُوْنَ-তারা শনিবার উদযাপন করতো না ; لَا تَاْتِيْهِمْ-(لاتاتى+هم)-তাদের নিকট সেগুলো আসতো না ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; نَبْلُوْهُمْ-(نبلو+هم)-আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম ; بِمَا-যেহেতু ; كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ-তারা নির্দেশ অমান্য করতো।

১২৫. অধিকাংশ মুফাস্‌সিরদের মতে উল্লেখিত স্থানটির নাম 'আয়লা' বা 'ঈলাত' ছিল। বনী ইসরাঈলের সুসময়ে এ স্থানটি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। হযরত সুলায়মান (আ)-এর সময়েও এটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তাঁর বাণিজ্য ও যুদ্ধ সংক্রান্ত নৌযানগুলোর কেন্দ্রীয় পোতাশ্রয়ও এটা ছিল। বনী ইসরাঈল এ ঘটনা সম্পর্কে কোথাও উল্লেখ করেনি। তবে কুরআন মাজীদের এ বর্ণনার বিরোধিতাও তারা করেনি। কারণ সাধারণ ইয়াহুদীরা এ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিল।

﴿١٦٤﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ

১৬৪. আর (স্মরণীয়) যখন তাদের মধ্য থেকে একদল বলেছিল—এমন সম্প্রদায়কে সদুপদেশ কেন দিচ্ছো, আল্লাহ যাদের ধ্বংসকারী

أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ

অথবা তাদেরকে কঠিন শাস্তিদানকারী ; তারা বললো—তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ওযর পেশ করার জন্য

وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ

এবং যাতে তারা সতর্ক হয় (সেজন্য)। ১৬৫. অতপর যে উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল, আমি মুক্তি দিলাম তাদেরকে যারা

﴿١٦٤﴾ وَ-আর; اِذْ-যখন ; قَالَتْ-বলেছিল ; اُمَّةٌ-একদল ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্য থেকে ; لِمَ-কেন ; تَعِظُوْنَ-তোমরা সদুপদেশ দিচ্ছো ; قَوْمًا-এমন সম্প্রদায়কে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مُهْلِكُهُمْ-(مهلك+هم)-যাদের ধ্বংসকারী ; اَوْ-অথবা ; مُعَذِّبُهُمْ-(معذب+هم)-যাদেরকে শাস্তি দানকারী ; عَذَابًا-শাস্তি ; شَدِيْدًا-কঠিন ; قَالُوْا-তারা বললো ; مَعْذِرَةً-ওযর পেশ করার জন্য ; اِلٰى-নিকট ; رَبِّكُمْ-(رب+كم)-নিকট তোমাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং; لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ-যাতে তারা সতর্ক হয়। ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا-অতপর যখন; نَسُوْا-তারা ভুলে গেল ; مَا ذُكِّرُوْا-যে উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছিল ; بِهٖ-তা ; اَنْجَيْنَا-আমি মুক্তি দিলাম ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে ;

১২৬. 'সাব্ত' অর্থ শনিবার। এ দিনটি বনী ইসরাঈলের জন্য অত্যন্ত পবিত্র দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, এ দিনে কোনো প্রকার বৈষয়িক কাজ করা যাবে না। এমন কি ঘরবাড়িতে আগুন জ্বালানো যাবে না, দাস-দাসীদের দ্বারা কোনো কাজ করানো যাবে না। জন্তু-জানোয়ার থেকে কোনো কাজ নেয়া যাবে না। যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করবে তাকে হত্যা করা হবে।

১২৭. কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের আল্লাহর অবাধ্যতার প্রতি ঝোঁকপ্রবণতা থাকে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অবাধ্য হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেন, যাতে তাদের অবাধ্যতা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়। উল্লেখিত সম্প্রদায় যেহেতু হঠকারী ছিল তাই শনিবারের ব্যাপারে তাদেরকে অনুরূপ পরীক্ষায় ফেলেছেন। শনিবারে মাছ ধরা নিষেধ ছিল ; কিন্তু তারা এ নিয়ম ভাঙতে বদ্ধপরিকর, তাই শনিবারে মাছগুলো ভেসে ভেসে সাগরের কিনারে আসতো, আর তারাও মাছের লোভে পড়ে এ দিনটির পবিত্রতা

يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ

বিরত রাখতো মন্দ কাজ থেকে, আর পাকড়াও করলাম তাদেরকে—যারা সীমালংঘন করতো—কঠিন শাস্তির মাধ্যমে,

بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ (১৬৫) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ

যেহেতু তারা নাফরমানী করতো।[১২৮] ১৬৬. অতপর তাদেরকে যা থেকে নিষেধ করা হয়েছিল তা যখন ঔদ্ধত্য সহকারে তারা করতে থাকলো তাদেরকে আমি বললাম—

كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ (১৬৬) وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ

তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও।[১২৯] ১৬৭. আর (স্মরণীয়) আপনার প্রতিপালক যখন ঘোষণা করলেন[১৩০] যে, তিনি অবশ্যই তাদের উপর

يَنْهَوْنَ-বিরত রাখতো ; عَنِ-থেকে ; السُّوْءِ-(ال+سوء)-মন্দকাজ ; وَ-আর ; اَخَذْنَا-পাকড়াও করলাম ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে ; ظَلَمُوْا-যারা সীমালংঘন করতো ; بِعَذَابٍ-(ب+عذاب)-শাস্তির মাধ্যমে ; بَئِيْسٍ-কঠিন ; بِمَا-যেহেতু ; كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ-তারা নাফরমানী করতো। (১৬৬) فَلَمَّا-অতপর যখন ; عَتَوْا-তারা ঔদ্ধত্য সহকারে করতে থাকলো ; عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ-(عن+ما+نهوا+عن+ه)-যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তা ; قُلْنَا-আমি বললাম ; لَهُمْ-তাদেরকে ; كُوْنُوْا-তোমরা হয়ে যাও ; قِرَدَةً-বানর ; خٰسِئِيْنَ-নিকৃষ্ট। (১৬৭) وَ-আর ; اِذْ-যখন ; تَاَذَّنَ-ঘোষণা করলেন ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক; لَيَبْعَثَنَّ-তিনি অবশ্যই পাঠাতে থাকবেন ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর;

ভেঙে মাছ ধরে তাদের অবাধ্যতার অপরাধ ষোলকলায় পূর্ণ করলো এবং নিজেদেরকে আল্লাহর শাস্তির যোগ্য করলো। ফলে যা হবার তা-ই হলো—আল্লাহর নির্দেশে তারা লাঞ্ছিত বানরে পরিণত হলো। আর এভাবে কয়েকদিন থেকে নিজেদের ঘরেই মরে পড়ে থাকলো।

১২৮. কুরআন মাজীদের এ জনপদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেখানে তিন শ্রেণীর লোক ছিল। এক শ্রেণী আল্লাহর আদেশ-নিষেধের কোনো পরওয়া না করে অপরাধে লিপ্ত থাকতো। দ্বিতীয় শ্রেণী অপরাধ করতো না, কিন্তু অপরাধীদের কর্মকাণ্ড চুপচাপ দেখতো। আর যারা অপরাধীদের প্রতি সৎ কাজ করার আদেশ করতো এবং মন্দ কাজে বাধা দিত তাদেরকে বলতো যে, এ শয়তান লোকদেরকে উপদেশ দিয়ে কি লাভ হবে, তারাতো শুনবে না। তৃতীয় শ্রেণী অপরাধীদের কর্মকাণ্ড নীরবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না ; তারা চোখের সামনে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের তোয়াক্কা না করে অপরাধ করার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সকল প্রকারে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তৎপর

إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ

এমন লোকদেরকে পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত নিকৃষ্ট শাস্তি দিতে থাকবে ;[১৩১] নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক

لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۚۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٧﴾ وَقَطَّعْنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ

শাস্তি দানে অত্যন্ত তৎপর ; আর নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

১৬৮. আর আমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিলাম পৃথিবীতে

اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ؗ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ

বিভিন্ন দলে, তাদের মধ্যে কতক নেককার, আর (কতক) তাদের মধ্যে এরূপ নয় ; এবং আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি কল্যাণ দ্বারা

اِلَى-পর্যন্ত ; يَوْمِ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيمة)-কিয়ামতের ; مَنْ-যারা ; يَسُوْمُهُمْ-(يسوم+هم)-তাদেরকে শাস্তি দিতে থাকবে ; سُوْٓءَ-নিকৃষ্ট ; الْعَذَابِ-(ال+عذاب)-শাস্তি ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; لَسَرِيْعُ-অত্যন্ত তৎপর ; الْعِقَابِ-(ال+عقاب)-শাস্তি দানে ; وَ-আর ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই তিনি ; لَغَفُوْرٌ-(ل+غفور)-অতীব ক্ষমাশীল ; رَحِيْمٌ-পরম দয়ালু। ﴿١٦٧﴾ وَ-আর ; قَطَّعْنٰهُمْ-(قطعنا+هم)-আমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিলাম ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-পৃথিবীতে ; اُمَمًا-বিভিন্ন দলে ; مِنْهُمُ-(من+هم)-তাদের মধ্যে ; الصّٰلِحُوْنَ-(ال+صلحون)-কতক নেককার ; وَ-আর ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; دُوْنَ-নয় ; ذٰلِكَ-এরূপ ; وَ-এবং ; بَلَوْنٰهُمْ-(بلونا+هم)-আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি ; بِالْحَسَنٰتِ-(ب+ال+حسنت)-কল্যাণ দ্বারা ;

ছিল। অতপর যখন এ জনপদে আযাব আসলো, তখন এ তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরাই আযাব থেকে রক্ষা পেল। যেহেতু তারা আল্লাহর সামনে নিজেদের ওযর পেশ করার চিন্তা করেই 'আমর বিল মা'রূফ' এবং 'নাহী আনিল মুনকার' তথা সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান করেছিল। এ তৃতীয় শ্রেণীই আল্লাহর সামনে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী যালিমদের মধ্যে গণ্য হয়েছিল এবং নিজেদের অপরাধ অনুসারে আযাবে নিমজ্জিত হয়েছিল।

১২৯. সূরা আল বাকারার ৬৫ আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩০. 'ঘোষণা করলেন' অর্থ–সতর্ক করা, সাবধান করা বা জানিয়ে দেয়া।

১৩১. বনী ইসরাঈল তথা ইয়াহূদী জাতিকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্য আল্লাহ তাআলা বহু নবী পাঠিয়েছেন। এ সকল নবী খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে তাদেরকে সাবধান করে আসছেন। অতপর হযরত ঈসা (আ)ও তাদেরকে একই সতর্কবাণী

وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٦٨﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

ও অকল্যাণ দ্বারা যাতে তারা ফিরে আসে। ১৬৯. অতপর তাদের পরে অপদার্থ লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো,

وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ

যারা উত্তরাধিকারী হলো কিতাবের ; তারা এখানকার নগণ্য সম্পদ গ্রহণ করে এবং বলে—

سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ

আমাদেরকে তো ক্ষমা করে দেয়া হবে ; আর যদি তাদের নিকট আসে অনুরূপ সম্পদ, তাও তারা গ্রহণ করবে ;[১৩২] গ্রহণ করা হয়নি কি

وَ-ও ; السَّيِّاٰتِ-(ال+سيات)-অকল্যাণ দ্বারা ; لَعَلَّهُمْ-যাতে তারা ; يَرْجِعُوْنَ-ফিরে আসে। (১৬৯) فَخَلَفَ-(ف+خلف)-অতপর স্থলাভিষিক্ত হলো ; مِنْ بَعْدِهِمْ-(من+بعد+هم)-তাদের পরে ; خَلْفٌ-অপদার্থ লোকেরা ; وَّرِثُوا-যারা উত্তরাধিকারী হলো ; الْكِتٰبَ-(ال+كتب)-কিতাবের ; يَاْخُذُوْنَ-তারা গ্রহণ করে ; عَرَضَ-সম্পদ ; هٰذَا-এখানকার ; الْاَدْنٰى-(ال+ادنى)-নগণ্য ; وَ-এবং ; يَقُوْلُوْنَ-বলে ; سَيُغْفَرُ-শীঘ্রই ক্ষমা করে দেয়া হবে ; لَنَا-আমাদেরকে ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يَّاْتِهِمْ-(يات+هم)-তাদের নিকট আসে ; عَرَضٌ-সম্পদ ; مِّثْلُهٗ-(مثل+ه)-অনুরূপ ; يَاْخُذُوْهُ-(ياخذوا+ه)-তাও তারা গ্রহণ করবে ; اَلَمْ يُؤْخَذْ-(ا+لم يوخذ)-গ্রহণ করা হয়নি কি ;

শুনিয়েছেন। সর্বশেষ কুরআন মাজীদেও তাদের প্রতি অনেক সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কোনো সতর্কবাণীই তাদেরকে হঠকারিতা থেকে ফেরাতে পারেনি। ফলে খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে আজ পর্যন্ত তারা দুনিয়ার কোনো না কোনো অংশে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হয়ে আসছে। আর আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত তারা এভাবে লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হতেই থাকবে। বর্তমান 'ইসরাঈল' রাষ্ট্র নামে তাদের একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দেখা গেলেও এটা একটা ধোঁকামাত্র। এটা আসলে আমেরিকা, রাশিয়া ও ইংলন্ডের 'আশ্রিত রাজ্য' হিসেবে টিকে আছে। এসব দেশের আশ্রয় ছাড়া এবং এ দেশগুলোর দাসত্ব করা ছাড়া এদের টিকে থাকা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

১৩২. বনী ইসরাঈল বিশ্বাস করতো যে, তারা যত গুনাহ-ই করুক না কেন তাদেরকে সে জন্য কোনো জবাবদিহী করতে হবে না, তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র এজন্য সব গুনাহ-ই তাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তারা

عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ

তাদের নিকট থেকে এ কিতাবের অঙ্গীকার যে, আল্লাহ সম্পর্কে তারা সত্য ছাড়া বলবে না ?

وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ۖ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۖ

অথচ তারা পাঠ করেছে যা তাতে আছে ;[১৩৩] আর আখিরাতের বাসস্থানতো তাদের জন্যই উত্তম যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ;[১৩৪]

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٧٠﴾ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ

তবে কি তোমরা বুঝবে না ? ১৭০. আর যারা কিতাবকে আঁকড়ে ধরে এবং নামায কায়েম করে ;

عَلَيْهِمْ-তাদের নিকট থেকে ; مِيْثَاقُ-অঙ্গীকার ; الْكِتٰبِ-(ال+كتب)-এ কিতাবের ; اَنْ-যে ; لَايَقُوْلُوْا-তারা বলবে না ; عَلَى-সম্পর্কে ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; الْحَقَّ-(ال+حق)-সত্য ; وَ-অথচ ; دَرَسُوْا-তারা পাঠ করেছে ; مَا فِيْهِ-(ما+فى+ه)-যা তাতে আছে ; وَ-আর ; الدَّارُ-(ال+دار)-বাসস্থান ; الْاٰخِرَةُ-আখিরাতের ; خَيْرٌ-উত্তম; لِلَّذِيْنَ-তাদের জন্যই ; يَتَّقُوْنَ-যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ; اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ-(ا+ف+لاتعقلون)-তবে কি তোমরা বুঝবে না ? (১৭০) وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; يُمَسِّكُوْنَ-আঁকড়ে ধরে ; بِالْكِتٰبِ-(ب+ال+كتب)-কিতাবকে ; وَ-এবং; اَقَامُوْا-কায়েম করে ; الصَّلٰوةَ-(ال+صلوة)-নামায ;

বে-পরোয়াভাবে গুনাহ করতো। তারপর এর জন্য তারা না লাঞ্ছিত অনুতপ্ত হতো, আর না তাওবা করতো, বরং গুনাহের কোনো সুযোগই তারা হাতছাড়া করতো না। মূলত তারা হলো এক হতভাগ্য জাতি। তাদেরকে যে কিতাব দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা মেনে চলতো তাহলে সেই কিতাবই তাদেরকে দুনিয়ার নেতা বানিয়ে দিত। কিন্তু তারা ইনসাফের প্রতিষ্ঠাতা ও দুনিয়ার লোকদের পথপ্রদর্শক হওয়ার পরিবর্তে দুনিয়া পূজারী এবং লোভী কুকুর হয়ে থাকলো।

১৩৩. বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর নামে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না, অথচ তা ভুলে গিয়ে তারা এমন মিথ্যা বলছে যে, তারা যত গুনাহ করুক না কেন, তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। এমন কোনো কথা না আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর না তাঁর নবীগণ বলেছেন। যদি এমন কথা তাঁরা বলতেন তাহলে তারা যে কিতাব পাঠ করে তা থেকে তারা প্রমাণ পেশ করুক। অতএব এমন মিথ্যারোপের তাদের কোনো অধিকার-ই নেই।

اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿۱۷۰﴾ وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ

আমি অবশ্যই এ নেককারদের কর্মফল বিনষ্ট করি না। ১৭১. আর (স্মরণীয়) যখন আমি তাদের উপর পাহাড়কে তুলে ধরলাম

كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ

যেন তা একটি ছায়া, আর তারা ধারণা করেছিল যে, তা তাদের উপর অবশ্যই পড়ে যাবে ; (বললাম) তোমাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা তোমরা আঁকড়ে ধরো

بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

দৃঢ়ভাবে এবং তাতে যা আছে তা তোমরা মনে রেখো,
সম্ভবত তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।[১৩৫]

اِنَّا-আমি অবশ্যই ; لَانُضِيْعُ-বিনষ্ট করি না ; اَجْرَ-কর্মফল ; الْمُصْلِحِيْنَ-(ال+مصلحين)-এ নেককারদের। ১৭১ وَ-আর ; اِذْ-যখন ; نَتَقْنَا-আমি তুলে ধরলাম ; الْجَبَلَ-(ال+جبل)-পাহাড়কে ; فَوْقَهُمْ-(فوق+هم)-তাদের উপরে ; كَاَنَّهٗ-(كان+ه)-যেন তা ; ظُلَّةٌ-একটি ছায়া ; وَّ-আর ; ظَنُّوْٓا-তারা ধারণা করেছিল যে, ; اَنَّهٗ-তা অবশ্যই; وَاقِعٌ-পড়ে যাবে ; بِهِمْ-তাদের উপর ; خُذُوْا-তোমরা আঁকড়ে ধরো; مَآ-যা ; اٰتَيْنٰكُمْ-(اتينا+كم)-আমি তোমাদেরকে দিয়েছি ; بِقُوَّةٍ-(ب+قوة)-দৃঢ়ভাবে ; وَ-এবং ; اذْكُرُوْا-তোমরা মনে রেখো ; مَا-যা আছে তা ; فِيْهِ-তাতে ; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমরা ; تَتَّقُوْنَ-তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।

১৩৪. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে না, দুনিয়াতে স্বার্থ লাভকে আখিরাতের উপর অগ্রাধিকার দেয়, তাদের জন্য তো আখিরাতের বাসস্থান উত্তম হতে পারে না। কারণ তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য কাজ করে তো আর পুরস্কার পেতে পারে না। শুধুমাত্র কোনো বংশের লোক হওয়া দ্বারা পরকালের উত্তম বাসস্থানের আশা করা যেতে পারে না। এ আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, দুনিয়ার উপর আখিরাতকে উত্তম মনে করে অগ্রাধিকার দিতে পারে তারাই, যারা আল্লাহকে ভয় করে।

১৩৫. এখানে–সীন পর্বতের পাদদেশে মূসা (আ)-কে সাক্ষ্য বাণীর পাথুরে ফলকগুলো প্রদানের সময়কার ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তখন বনী ইসরাঈল থেকে আল্লাহর দেয়া কিতাব মেনে নেয়ার ওয়াদা গ্রহণ করেছিলেন। এ ওয়াদা গ্রহণের সময় আল্লাহ তাআলা বাহ্যিক পরিবেশকে এমনভাবে তৈরি করলেন যেন তাদের নিকট আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদের কাছে স্পষ্ট

হয়ে যায় এবং এ ওয়াদার গুরুত্ব তারা বুঝতে পারে। এটাকে যেন তারা খেলা মনে না করে। তারা যেন এটাও উপলব্ধি করে যে, প্রবল প্রতাপশালী বিশ্বপালকের সাথে কৃত ওয়াদা বরখেলাপ করলে তার পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে। এখানে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, জোর-জবরদস্তি ও ভয় দেখিয়ে তাদেরকে ওয়াদাবদ্ধ করা হয়েছে। কেননা ওয়াদা করার জন্য তারা স্বেচ্ছায় সেখানে সমবেত হয়েছিল।

২১ রুকূ' (১৬৩-১৭১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ প্রদত্ত সীমা লংঘনের ফলে আখিরাতের কঠোর আযাব অপরিহার্য। আর দুনিয়াতেও এর জন্য শাস্তির মুখোমুখী হতে হবে। অতএব সকল ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশিত সীমা জেনে নিয়ে সে অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে।

২. আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র নিজে অপরাধ তথা সীমালংঘন থেকে বেঁচে থাকা যথেষ্ট নয়, বরং নিজে বেঁচে থাকার সাথে সাথে যারা অপরাধে নিমজ্জিত তাদেরকেও বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে ; নচেত অপরাধীদের দলে শামিল বলে গণ্য করা হবে।

৩. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেয়ার দ্বারাই দুনিয়াতে আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে নাজাত পাওয়া এবং আখিরাতেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে। এর বিকল্প কোনো পথ নেই।

৪. আল্লাহ প্রদত্ত সীমা লংঘনের ফলে বনী ইসরাঈলের উপর যেসব আযাব ও গযব নেমে এসেছিল, মুসলমানদের উপরও অনুরূপ আযাব ও গযব নেমে আসা অসম্ভব নয়। নবীর আদর্শের অনুসরণ-অনুকরণ না করে শুধু কোনো নবীর উম্মাত বলে দাবী পেশ করা দ্বারা নাজাত পাওয়া যাবে না।

৫. দুনিয়াতে কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা বিশেষ। সুতরাং স্বাচ্ছন্দ বা কল্যাণের সময় যেমন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে, তেমনি দুঃখ-দৈন্যের সময়ও আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমা চাইতে হবে। মু'মিনদের উচিত সকল প্রকার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

৬. আখিরাতে ক্ষমা পাওয়ার জন্যও দুনিয়া থেকে তার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। যোগ্যতা অর্জন না করে শুধুমাত্র ক্ষমার আশা করা শেষ পর্যন্ত নিরাশায় পরিণত হবে।

৭. যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করতে পারে, দুনিয়ার মানুষের সাথে তারা সত্য ও ন্যায় আচরণ করবে এটা আশা করা যায় না। অতএব বর্তমান ইয়াহুদীদেরকে কোনো মতেই বিশ্বাস করা মুসলমানদের উচিত নয়।

৮. আখিরাতের বাসস্থান মু'মিনের জন্যই উত্তম ; অন্যদের জন্য নয়। কেননা মু'মিনরাই দুনিয়া থেকে আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অতএব মু'মিনদের সকল কর্মতৎপরতার লক্ষ থাকতে হবে একমাত্র আখিরাত।

৯. আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন যে, যারা আল্লাহর কিতাব অনুসারে একনিষ্ঠভাবে নিজের জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট এবং নামায কায়েম করে, তাদের সকল নেককাজ সংরক্ষিত থাকে—কোনো কাজই বিনষ্ট হয় না। অতএব মু'মিনদের উচিত তাদের সকল কাজ আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত আছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। এ ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনো প্রকার দ্বিধা-সংশয় পোষণ না করা।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২২

পারা হিসেবে রুকূ'-১২

আয়াত সংখ্যা-১০

(১৭২) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

১৭২. আর (স্মরণীয়)[১৩৬] যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করে আনেন

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِهِمْ ۚ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ

এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকৃতি আদায় করলেন (বললেন) 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই' : তারা বললো—'হ্যাঁ,

شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ۝

আমরা সাক্ষ্য দিলাম'[১৩৭] যেন তোমরা কিয়ামতের দিন না বলতে পারো যে, 'আমরা তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম।'

(১৭২) وَ-আর ; اِذْ-যখন ; اَخَذَ-বের করে আনেন ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; مِنْ-থেকে ; بَنِىْٓ اٰدَمَ-(بنى+ادم)-আদম সন্তানদের ; مِنْ-থেকে ; ظُهُوْرِهِمْ-(ظهور+هم)-তাদের পৃষ্ঠদেশ ; ذُرِّيَّتَهُمْ-(ذرية+هم)-তাদের বংশধরদেরকে ; وَ-এবং ; اَشْهَدَهُمْ-(اشهد+هم)-তাদের স্বীকৃতি আদায় করলেন ; عَلٰٓى-সম্পর্কে ; اَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-তাদের নিজেদের ; اَلَسْتُ-(ا+لست)-আমি কি নই ; بِرَبِّكُمْ-(ب+رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; قَالُوْا-তারা বললো ; بَلٰى-হ্যাঁ ; شَهِدْنَا-আমরা সাক্ষ্য দিলাম ; اَنْ تَقُوْلُوْا-যেন তোমরা না বলতে পারো ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيمة)-কিয়ামতের ; اِنَّا كُنَّا-(انا+كنا)-আমরাতো ছিলাম ; عَنْ هٰذَا-(عن+هذا)-এ ব্যাপারে ; غٰفِلِيْنَ-অজ্ঞ।

১৩৬. এখানে বনী ইসরাঈলের সম্পর্কে আলোচনার শেষভাগে যে স্বীকৃতির কথা বলা হয়েছে তা শুধু বনী ইসরাঈলকে স্মরণ করার কথা বলা হয়নি, বরং সমগ্র মানব জাতিকেই সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, তোমরা সকলে তোমাদের স্রষ্টার সাথে এক মহা অঙ্গীকারে আবদ্ধ। তোমাদেরকে অবশ্যই একদিন এ অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, তোমরা তার কতটুকু পালন করেছ।

১৩৭. আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে সবাইকে একই সময় অস্তিত্ব ও চেতনা দান করে তাদের থেকে নিজের রবুবিয়ত তথা প্রতিপালক

(১৭৩) أَوْ تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أَشْرَكَ آبَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ

১৭৩. অথবা তোমরা যেন এমন না বলো যে, শিরক্ তো করেছিল আগে আমাদের পিতৃপুরুষেরা, আর আমরা তো হলাম তাদের পরবর্তী বংশধর,

أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (১৭৪) وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ

আপনি কি তবে সেই বাতিলপন্থীরা যা করেছে সেজন্য আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন ?[১৩৮] ১৭৪. আর আমি এভাবেই নিদর্শনাবলীর বিশদ বিবরণ দেই[১৩৯]

(১৭৩) أَوْ-অথবা ; تَقُولُوٓا-তোমরা যেন এমন না বলো যে, ; إِنَّمَآ أَشْرَكَ-শিরক তো করেছিল ; آبَآؤُنَا-(اباء+نا)-আমাদের পিতৃপুরুষেরা ; مِنْ قَبْلُ-আগে ; وَ-আর ; كُنَّا-আমরাতো হলাম ; ذُرِّيَّةً-বংশধর ; مِّنْ بَعْدِهِمْ-(من+بعد+هم)-তাদের পরবর্তী ; أَفَتُهْلِكُنَا-(ا+ف+تهلكنا)-আপনি কি তবে আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন ; بِمَا-সে জন্য যা ; فَعَلَ-করেছে ; الْمُبْطِلُونَ-(ال+مبطلون)-সেই বাতিলপন্থীরা। (১৭৪) وَ-আর ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; نُفَصِّلُ-বিশদ বিবরণ দেই ; الْآيَاتِ-(ال+ايت)-নিদর্শনাবলীর ;

হওয়ার সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং এতে স্বয়ং আদম (আ)ও সাক্ষী হিসেবে ছিলেন। যাতে কিয়ামতের দিন কেউ এ সম্পর্কে না জানার অজুহাত পেশ করতে না পারে। এ ঘটনাটি বাস্তবেই সংঘটিত ঘটনা হিসেবে হাদীস থেকেও এর সমর্থন মেলে। আর যুক্তি-বুদ্ধিও এটাই দাবী করে যে, মানুষকে দুনিয়াতে 'খলীফা' তথা প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানোর পূর্বে প্রকৃত ব্যাপার ও মহাসত্যের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের নিকট আনুগত্যের স্বীকৃতি গ্রহণ একান্তই প্রয়োজনীয়। এরূপ একটি ঘটনা বাস্তবে সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক নয় ; বরং এর বিপরীতে এরূপ স্বীকৃতিমূলক ঘটনা না হওয়াই আশ্চর্যের ব্যাপার হতো।

১৩৮. মানুষ সৃষ্টির প্রাক্কালে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির সকল সদস্য থেকে যে স্বীকৃতি গ্রহণ করেছিলেন, তার কারণ বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো মানুষ যেন নিজেদের আল্লাদ্রোহীতার জন্য অজ্ঞতার দোহাই দিতে না পারে এবং নিজেদের পথভ্রষ্টতার দায় পূর্ববর্তী লোকদের ঘাড়ে চাপাতে না পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার অপরাধ বা পথভ্রষ্টতার জন্য নিজেই দায়ী। পূর্বপুরুষ, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও দেশ-জাতির উপর দোষারোপ করে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। প্রতিটি মানুষই অনাদিকালের সে ওয়াদা-অঙ্গীকারকে নিজেদের মধ্যে পোষণ করছে। আল্লাহ তাআলা এটাকে একটা দলীল হিসেবে গণ্য করে রেখেছেন।

মানুষের অবচেতন মনে এ ওয়াদাকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। মানুষ যখন পৃথিবীতে জন্মলাভ করে তখন এ ওয়াদা বা স্বীকৃতিকে নিয়েই জন্মলাভ করে। এজন্যই

وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٧٤﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا

যেন তারা ফিরে আসে।[১৪০] ১৭৫. আর আপনি তাদেরকে সেই ব্যক্তির খবর পড়ে শুনিয়ে দিন, যাকে আমি আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম[১৪১]

فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا

অতপর সে তা থেকে বেরিয়ে যায়, সুতরাং শয়তান তার পেছনে লাগে ফলে সে পথভ্রষ্টদের শামিল হয়ে যায়। ১৭৬. তবে আমি যদি চাইতাম

وَلَعَلَّهُمْ-যেন তারা ; يَرْجِعُوْنَ-ফিরে আসে। ﴿١٧٥﴾ وَ-আর ; اتْلُ-পড়ে শুনিয়ে দিন ; نَبَاَ-খবব ; الَّذِيْٓ-সেই ব্যক্তির ; اٰتَيْنٰهُ-(اتينا+ه)-যাকে আমি দিয়েছিলাম ; اٰيٰتِنَا-(ايت+نا)-আমার নিদর্শন ; فَانْسَلَخَ-(ف+انسلخ)-অতপর সে বেরিয়ে যায় ; مِنْهَا-(من+ها)-তা থেকে ; فَاَتْبَعَهُ-(ف+اتبع+ه)-সুতরাং তার পেছনে লাগে ; الشَّيْطٰنُ-(ال+شيطن)-শয়তান ; فَكَانَ-(ف+كان)-ফলে সে হয়ে যায় ; مِنَ الْغٰوِيْنَ-(من+ال+غوين)-পথভ্রষ্টদের শামিল। ﴿١٧٦﴾ وَ-তবে ; لَوْ-যদি ; شِئْنَا-আমি যদি চাইতাম ;

রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন যে, প্রত্যেক শিশুই ফিতরতের উপর তথা ইসলামের উপর জন্ম লাভ করে। অতপর তার জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়ার সাথে সাথে সে তার ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায় এবং সে স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়। সুতরাং তার পথভ্রষ্টতার জন্য সে নিজেই দায়ী। পরিবেশ-পরিস্থিতি, দেশ-কাল-সমাজ তার পথভ্রষ্টতায় সহায়ক হতে পারে ; কিন্তু এসব কিছু মৌলিকভাবে দায়ী নয়। মানুষ নিজেই তার পথভ্রষ্টতার জন্য দায়ী। নবী-রাসূলগণও এসেছিলেন মানুষকে সেই অঙ্গীকারের কথা তথা আল্লাহকে একমাত্র রব বা প্রতিপালক মেনে নিয়ে দুনিয়া গড়ার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে (তাযকীর) দেয়ার জন্য। আর সেজন্যই কুরআন মাজীদে তাঁদেরকে 'মুযাক্কির' তথা স্মরণকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। নবী-রাসূলগণ ও সত্য দীনের আহ্বানকারীরা মানুষের মধ্যে কোনো নতুন কিছু সৃষ্টি করেন না ; বরং পূর্ব হতে বর্তমান, অন্তরে ঘুমন্ত বা প্রচ্ছন্ন জিনিসকেই শুধু জাগ্রত ও সচেতন-সক্রিয় করে দেন মাত্র।

১৩৯. এখানে নিদর্শনাবলী দ্বারা সেসব নিদর্শনকে বুঝানো হয়েছে যা মানুষের অন্তরে বিদ্যমান রয়েছে। যাদ্বারা মানুষ মহাসত্যকে চিনে নিতে সক্ষম হয়।

১৪০. অর্থাৎ এসব নিদর্শন দেখে মানুষ যেন ভ্রষ্ট মত ও পথ ছেড়ে হেদায়াতের পথে ফিরে আসে। বিদ্রোহ ও বিকৃত কর্মপন্থা ত্যাগ করে যেন আনুগত্য ও মৌলিক কর্মপন্থা গ্রহণ করে।

১৪১. এখানে যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে তার নাম যেমন কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হয়নি, তেমনি কোনো বিশুদ্ধ হাদীসেও তার নাম উল্লিখিত হয়নি। যদিও

لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ

অবশ্যই তাকে এর সাহায্যে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি লেগে থাকলো এবং নিজ প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে থাকলো ; অতএব তার উদাহরণ হলো

كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ

সেই কুকুরের মতো, তাকে তুমি যদি তাড়া করো তাতেও সে হাঁপাতে থাকে, আর যদি তাকে এড়িয়ে যাও তাহলেও সে হাঁপাতে থাকে[১৪২]

لَرَفَعْنٰهُ-(ل+رفعنا+ه)-অবশ্যই তাকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতাম ; بِهَا-এর সাহায্যে ; وَلٰكِنَّهٗٓ-(و+لكن+ه)-কিন্তু সে ; اَخْلَدَ-লেগে থাকলো ; اِلَى-প্রতি; الْاَرْضِ-(ال+ارض)-দুনিয়ার ; وَ-এবং ; اتَّبَعَ-গোলাম হয়ে থাকলো ; هَوٰىهُ-(هوى+ه)-নিজ প্রবৃত্তির ; فَمَثَلُهٗ-(ف+مثل+ه)-অতএব তার উদাহরণ হলো ; كَمَثَلِ-(ك+مثل)-মতো ; الْكَلْبِ-(ال+كلب)-সেই কুকুরের ; اِنْ-যদি ; تَحْمِلْ-তাড়া করো ; عَلَيْهِ-তাকে ; يَلْهَثْ-হাঁপাতে থাকে ; اَوْ-অথবা ; تَتْرُكْهُ-(تترك+ه)-তাকে এড়িয়ে যাও ; يَلْهَثْ-তাতেও সে হাঁপাতে থাকে ;

বিভিন্ন নাম উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সেই মূল ব্যক্তি পর্দার অন্তরালে রয়ে গেছে তবে যার মধ্যেই এ বিষয়গুলো বর্তমান, তার সম্পর্কেই আল্লাহর কথাটি প্রযোজ্য হবে।

১৪২. উপরে উল্লেখিত ব্যক্তির কথাই এখানে বলা হয়েছে যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর আয়াত বা নিদর্শনের জ্ঞান দিয়েছিলেন। সে যদি সেই জ্ঞান অনুসারে তার জীবনকে গড়ে নিত, তাহলে সে মনুষ্যত্বের উচ্চ মর্যাদায় আসীন হতো। সে তার জ্ঞানকে কোনো কাজে না লাগিয়ে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাদ-আনন্দ ও জাঁকজমকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আর শয়তানও এ সুযোগে তার পেছনে লাগে এবং তাকে পথভ্রষ্ট ও অধপতিত লোকদের দলে ভিড়িয়ে দেয়। যার ফলে তার উদাহরণ হয় কুকুরের মতো ; কুকুর যেমন সর্বদা তার জিহ্বা বের করে রাখে এবং খাদ্যের লোভে তা থেকে লালা ঝরতে থাকে এবং সদা-সর্বদা কুকুর যেমন তার খাদ্যের ঘ্রাণ শুঁকে বেড়ায়, তাকে লক্ষ্য করে কেউ ঢিল ছুড়লেও সে ওটাকে খাদ্য মনে করে শুঁকতে থাকে এবং লালসার জিহ্বা ঝুলিয়ে লালা ফেলতে থাকে, তেমনি দুনিয়া পূজারী লোকটিও দুনিয়ার লোভে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাত সম্পর্কে জেনেশুনেও ঈমান থেকে দূরে সরে পড়ে এবং প্রবৃত্তির লালসা-কামনার কাজে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়। কুকুরের অপর একটি লোভ যা তার উপর প্রবল তা হলো যৌন লালসা। উল্লিখিত পথভ্রষ্ট লোকটিও তার যৌন লালসা মেটানোর জন্য সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকে। এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তির একমাত্র পরিচয় এক উদর ও যৌনাঙ্গ সর্বস্ব প্রাণী। অথচ সে ছিল 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা।

ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ

এটা হলো উদাহরণ সেসব সম্প্রদায়ের যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, অতএব আপনি এ কাহিনীগুলো বর্ণনা করুন

لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾ سَاۤءَ مَثَلَا ۨالْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। ১৭৭. কতই না মন্দ সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা মিথ্যা সাব্যস্ত করে

بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٧٧﴾ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ

আমার আয়াতসমূহকে এবং যুল্‌ম করে তারা তাদের নিজেদের উপর। ১৭৮. আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন সে-ই তো হেদায়াতপ্রাপ্ত

وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٨﴾ وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ

যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ১৭৯. আর নিসন্দেহে আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য[১৪৩]

ذٰلِكَ-এটা হলো ; مَثَلُ-উদাহরণ ; الْقَوْمِ-(ال+قوم)-সেই সম্প্রদায়ের ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَذَّبُوْا-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনাবলীকে ; فَاقْصُصِ-(ف+اقصص)-অতএব আপনি বর্ণনা করুন; الْقَصَصَ-(ال+قصص)-এ কাহিনীগুলো; لَعَلَّهُمْ-যাতে তারা ; يَتَفَكَّرُوْنَ-চিন্তা-ভাবনা করে। (১৭৭) سَاۤءَ-কতই না মন্দ ; مَثَلًا ن-দৃষ্টান্ত ; الْقَوْمُ-(ال+قوم)-সেই সম্প্রদায়ের ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَذَّبُوْا-মিথ্যা সাব্যস্ত করে; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার আয়াতসমূহকে ; وَ-এবং ; اَنْفُسَهُمْ-(انفس+هم)-নিজেদের উপর ; كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ-তারা যুলুম করে। (১৭৮) مَنْ-যাকে ; يَّهْدِ-হেদায়াত দান করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فَهُوَ-(ف+هو)-সে-ইতো ; الْمُهْتَدِيْ-(ال+مهتدى)-হেদায়াতপ্রাপ্ত ; وَ-আর ; مَنْ-যাদেরকে ; يُّضْلِلْ-পথভ্রষ্ট করেন ; فَاُولٰٓئِكَ-(ف+اولئك)-তারাই ; هُمُ الْخٰسِرُوْنَ-(هم+ال+خسرون)-ক্ষতিগ্রস্ত। (১৭৯) وَ-আর ; لَقَدْ ذَرَاْنَا-(ل+قد ذرانا)-নিসন্দেহে আমি সৃষ্টি করেছি ; لِجَهَنَّمَ-(ل+جهنم)-জাহান্নামের জন্য ;

১৪৩. এর দ্বারা এটা বুঝায় না যে, আল্লাহ তাআলা জ্বিন-ইনসানের মধ্য থেকে অনেককে শুধুমাত্র জাহান্নামের ইন্ধন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন ; বরং এর অর্থ হলো— আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখার জন্য চোখ, শোনার জন্য কান এবং ভাল-মন্দ বুঝার জন্য অন্তর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এরপরও এ যালিম লোকেরা এগুলোর সদ্ব্যবহার

كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ز

অনেককে জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে ; তাদের অন্তর আছে তবে তা দ্বারা তারা বুঝতে চেষ্টা করে না ;

وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا ز وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ط

আর তাদের দৃষ্টিশক্তি আছে তবে তা দিয়ে তারা দেখতে চায় না এবং তাদের কান আছে তবে তা দ্বারা তারা শুনতে আগ্রহী নয়

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ط أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ○

তারাতো চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো, বরং তারা তার চেয়েও অধিক বিভ্রান্ত, তারাইতো গাফিল-উদাসীন।

(১৮০) وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ص وَذَرُوا الَّذِينَ

১৮০. আর আল্লাহর জন্য রয়েছে অনেক সুন্দর নাম,[184] তোমরা তাঁকে সেসবের মাধ্যমেই ডাকো ; আর তাদেরকে পরিত্যাগ করো

(ال+انس)-الْاِنْسِ ;ও-وَ ; জিন-(ال+جن)-الْجِنِّ ; মধ্য থেকে-مِنْ ; অনেককে-كَثِيْرًا
-মানুষ থেকে ; لَهُمْ-তাদের আছে ; قُلُوْبٌ-অন্তর ; لَا يَفْقَهُوْنَ-তারা বুঝতে চেষ্টা করে
না ; بِهَا-তা দ্বারা ; وَ-আর; لَهُمْ-তাদের আছে ; اَعْيُنٌ-দৃষ্টিশক্তি ; لَا يُبْصِرُوْنَ-তারা
দেখতে চায় না ; بِهَا-তা দ্বারা; وَ-এবং ; لَهُمْ-তাদের আছে ; اٰذَانٌ-কান ; لَا يَسْمَعُوْنَ
-তারা শুনতে আগ্রহী নয়; بِهَا-তা দ্বারা ; اُولٰئِكَ-তারা তো ; كَالْاَنْعَامِ-(ك+ال+
انعام)-চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো ; بَلْ-বরং ; هُمْ-তারা ; اَضَلُّ-তার চেয়েও অধিক
বিভ্রান্ত ; اُولٰئِكَ هُمُ-(اولئك+هم)-তারাই তো ; الْغٰفِلُوْنَ-(ال+غفلون)-গাফিল-
উদাসীন। (১৮০) وَ-আর ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য রয়েছে ; الْاَسْمَاءُ-(ال+اسماء)-অনেক
নাম; الْحُسْنٰى-(ال+حسن)-সুন্দর ; فَادْعُوْهُ-(ف+ادعوا+ه)-তোমরা ডাকো তাঁকে ;
بِهَا-সেসবের মাধ্যমে ; وَ-আর ; ذَرُوْا-পরিত্যাগ করো ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ;

করেনি ; এগুলো ব্যবহার করে আল্লাহ ; নবী-রাসূল ও আখিরাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেনি। এসব নিজেদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও অন্যায়-অবৈধ কর্মকাণ্ডের জন্য নিজেদেরকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করেছে। দুনিয়াতে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন, নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং তাঁদের মাধ্যমে সংঘটিত মু'জিযা-কারামত কোনো কিছুই যখন তাদেরকে জাহান্নামের আগুন

يُلۡحِدُوۡنَ فِيۡٓ اَسۡمَآئِهٖ ؕ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ۝

যারা তাঁকে বিকৃত করে তাঁর নামের মাধ্যমে ; তারা যা করছে তার বিনিময় তাদেরকে অচিরেই দেয়া হবে।[১৪৫]

۝١٨١ وَمِمَّنۡ خَلَقۡنَآ اُمَّةٌ يَّهۡدُوۡنَ بِالۡحَقِّ وَبِهٖ يَعۡدِلُوۡنَ ۝

১৮১. আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি দল আছে যারা সত্যের প্রতি পথ দেখায় এবং তার সাহায্যেই বিচার-ফায়সালা করে।

يُلۡحِدُوۡنَ-বিকৃত করে ; فِيۡٓ اَسۡمَآئِهٖ-(فى+اسماء+ه)-তাঁকে তাঁর নামের মাধ্যমে ; سَيُجۡزَوۡنَ-অচিরেই তাদেরকে বিনিময় দেয়া হবে ; مَا-তারা যা ; كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ-তারা করছে। (১৮১) وَ-আর ; مِمَّنۡ-তাদের মধ্যে যাদেরকে ; خَلَقۡنَا-আমি সৃষ্টি করেছি ; اُمَّةٌ-এমন একটি দল আছে ; يَّهۡدُوۡنَ-পথ দেখায় ; بِالۡحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যের দিকে ; وَ-এবং ; بِهٖ-তার সাহায্যেই ; يَعۡدِلُوۡنَ-বিচার-ফায়সালা করে।

থেকে বাঁচাতে পারেনি তখন ব্যাপারটা এমনই হয়েছে যে, তাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধন হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৪৪. এখানে আল্লাহ তাআলা উপদেশ ও তিরস্কার-এর মাধ্যমে মানুষকে তাদের কয়েকটি বড় বড় ভুল-ভ্রান্তির কথা বলে সতর্ক করে দিচ্ছেন। সেই সাথে ইসলামী দাওয়াত-এর মুকাবিলায় যারা মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের যে নীতি গ্রহণ করেছে তার মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

১৪৫. অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও আকীদায় যদি ভুল থাকে তাহলে আল্লাহর মূল সত্তা ও গুণবাচক নাম সম্পর্কেও তারা ভুল করবে, যার ফলে তার নৈতিক আচরণেও সেই ভুলের প্রভাব পড়বে। কেননা মানুষের নৈতিক আচরণে তার বদ্ধমূল ধারণার প্রতিফলন ঘটে। তাই আল্লাহর যেসব নাম রয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা এবং তাঁকে সেসব নামেই স্মরণ করা অপরিহার্য। নচেত আল্লাহর নামকরণে নিজ খেয়াল-খুশীর ব্যবহার মারাত্মক পরিণাম নিয়ে আসতে পারে।

যারা আল্লাহর নামকরণে তাঁর পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বুঝায় এমন নামের পরিবর্তে তাঁর মর্যাদাহানীকর তাঁর মহান সত্তার প্রতি দোষারোপ সম্বলিত নামে তাঁকে ডাকে তাদের এ ধরনের ভ্রান্ত কাজের পরিণতি তারা নিজেরাই দেখতে পাবে ও তার কুফল ভোগ করবে।

২২ রুকূ' (১৭২-১৮১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানব জাতির সূচনা থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষই আল্লাহ তাআলার সাথে অঙ্গীকারে আবদ্ধ যে, তারা আল্লাহকেই একমাত্র 'রব' তথা প্রতিপালক হিসেবে স্বীকার করে। অতএব সকল মানুষই জন্মগতভাবে মুসলিম।

২. কোনো মানুষই তার নিজের গুমরাহীর জন্য কাউকে দোষারোপ করলে তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। অতএব মানুষ তার পথভ্রষ্টতার জন্য নিজেই দায়ী।

৩. কিয়ামতের দিন মানুষ নিজের পথভ্রষ্টতার জন্য অন্যদেরকে দায়ী করতে চেষ্টা চালাবে, যদিও তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। সুতরাং আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে হিদায়াতের রাজপথ ধরে এখন থেকে চলতে শুরু করা মানুষের উচিত।

৪. আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সৎকাজ-অসৎকাজ ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞান দিয়েছেন। এটা মানুষের সহজাত জ্ঞান। এ জ্ঞানের দ্বারাই সে হেদায়াতের সঠিক পথ চিনে নিতে সক্ষম। অতএব পথভ্রষ্টতার সপক্ষে জ্ঞান না থাকার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

৫. দুনিয়া ও আখিরাতে উচ্চমর্যাদা লাভের জন্য পার্থিব লোভ-লালসা পরিত্যাগ এবং প্রবৃত্তির গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর পথে ফিরে আসা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই।

৬. যারা উদরপূর্তী ও যৌন লালসা পূরণের উর্ধে অন্য কিছু বুঝতে চায় না, তাদের যথার্থ উদাহরণ হলো কুকুর। কারণ এ জীবটিও সদা-সর্বদা তার উপরোক্ত চাহিদা দুটোর পূরণকল্পে ব্যস্ত। এ দুটো বিষয় ছাড়া তার আর কোনো চিন্তা নেই।

৭. মানুষ যদি আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে সে তার আদি প্রতিশ্রুতির দিকে ফিরে আসা ছাড়া অন্য উপায় খুঁজে পাবে না। অতএব আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা মানুষের সঠিক পথ পাওয়ার জন্য একান্ত জরুরী।

৮. আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা দ্বারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই ; বরং মিথ্যা সাব্যস্তকারী তার নিজের উপরই নিজে যুলুম করে। সুতরাং আল্লাহর বিধানকে সত্য মেনে সে অনুযায়ী জীবন গড়া দ্বারা মানুষের নিজেরই লাভ। অপর দিকে তা অমান্য করা দ্বারা মানুষের নিজেরই ক্ষতি।

৯. মানুষ নিজে হিদায়াত পেতে পারে না ; তবে আল্লাহ যদি তাকে হিদায়াতের আলো দান করেন, তাহলে সে হিদায়াত পেতে পারে। অতএব হিদায়াত লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে তাওফীক চাওয়া উচিত।

১০. অপর দিকে পথভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে থাকাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, যদি না আল্লাহ তাকে তাওফীক দেন। অতএব পথভ্রষ্টতার ক্ষতি থেকেও আল্লাহর দরবারে পানাহ চাওয়া কর্তব্য।

১১. যারা আল্লাহর সৃষ্টিরাজী সম্পর্কে জানা-বুঝার জন্য নিজেদের মন-মস্তিষ্ক, চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তিকে কাজে লাগায় না তারা চতুষ্পদ জানোয়ারের চেয়েও অধম। এরাই গাফিল, আর গাফিলদের পরিণতি জাহান্নাম।

১২. আল্লাহ তাআলার 'আসমায়ে হুসনা'র মাধ্যমেই তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্টাবলীর পরিচয় বিদ্যমান। সুতরাং সেসব নামের মাধ্যমেই আল্লাহর হাম্দ বা প্রশংসা করতে হবে এবং প্রয়োজন পূরণ করার জন্যও তাঁর সেসব সুন্দর নামের দ্বারাই তাঁর নিকট প্রার্থনা জানাতে হবে।

১৩. যারা আল্লাহকে তাঁর 'আসমায়ে হুসনা'-কে বিকৃত করে, অথবা অপব্যাখ্যা করে তাদের সাথে মু'মিনদের সম্পর্ক রাখা উচিত নয় ; বরং তাদেরকে বর্জন করা আবশ্যক।

১৪. কুরআন হাদীসে আল্লাহর নাম বাচক যেসব শব্দ এসেছে কেবল মাত্র সেসব শব্দেই আল্লাহর গুণাবলীকে প্রকাশ করা যাবে। সেসব শব্দ ছাড়া সম অর্থের অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। করলে এটা আল্লাহর নামের বিকৃতি হিসেবে ধরা হবে।

১৫. কোনো মানুষকে বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত নামে ডাকা যাবে না।

১৬. আল্লাহর জন্য ৯৯টি 'আসমায়ে হুসনা' রয়েছে। এগুলোকে বর্জন করা দ্বারাও বিকৃতি সাধিত হয়। অতএব এসব কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-২৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-৭

١٨٢ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

১৮২. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তাদেরকে আমি ক্রমে ক্রমে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো যে, তারা জানতেও পারবে না।

١٨٣ وَاُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ١٨٤ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ٚ مَا بِصَاحِبِهِمْ

১৮৩. আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি, নিশ্চিত আমার কৌশল অত্যন্ত মজবুত। ১৮৪. তারা কি চিন্তা-ভাবনা করে দেখে না যে, তাদের সাথীর মধ্যে নেই

مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ١٨٥ اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا

উন্মাদনার কিছু ; তিনি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী ছাড়া কিছুই নন।
১৮৫. তারা কি লক্ষ্য করেনি

فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ

আসমান ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে এবং যে কোনো বস্তু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন (সে সম্পর্কে) ?[১৮৬]

১৮২ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَذَّبُوْا-মিথ্যা সাব্যস্ত করে ; بِاٰيٰتِنَا-আমার আয়াতসমূহকে; سَنَسْتَدْرِجُهُمْ-(سنستدرج+هم)-তাদেরকে আমি ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো ; مِنْ حَيْثُ-(من+حيث)-এমনভাবে যে ; لَا يَعْلَمُوْنَ-তারা জানতেও পারবে না। ১৮৩ وَ-আর ; اُمْلِيْ-আমি অবকাশ দিয়ে থাকি ; لَهُمْ-তাদেরকে ; اِنَّ-নিশ্চিত ; كَيْدِيْ-(كيد+ى)-আমার কৌশল ; مَتِيْنٌ-অত্যন্ত মজবুত। ১৮৪ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا-(ا+و+لم)-(يتفكروا)-তারা কি চিন্তা-ভাবনা করে দেখে না যে, مَا-নেই ; بِصَاحِبِهِمْ-(ب+صاحب+هم)-তাদের সাথীর মধ্যে ; مِنْ-কিছু ; جِنَّةٍ-উন্মাদনার ; اِنْ هُوَ-তিনি তো কিছু নন ; اِلَّا-ছাড়া ; نَذِيْرٌ-সতর্ককারী ; مُّبِيْنٌ-প্রকাশ্য। ১৮৫ اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا-(ا+و+لم)-(ينظروا)-তারা কি লক্ষ্য করেনি ; فِيْ-সম্পর্কে ; مَلَكُوْتِ-সার্বভৌম ক্ষমতা ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; مَا-যে কোনো ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مِنْ شَيْءٍ-বস্তু (সে সম্পর্কে) ;

وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ

এবং (এ সম্পর্কে) যে, সম্ভবত তাদের যে নির্দিষ্ট মেয়াদ হবার, তা নিকটবর্তী হয়ে গেছে ;[১৪৭] অতএব আর কোন্ কথায়

بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ

তারা এরপর ঈমান আনবে ? ১৮৬. আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য আর কোনো পথ প্রদর্শক নেই ;

وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ

এবং তিনি তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ছেড়ে দেন। তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। ১৮৭. তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে—

وَأَنْ-এবং (এ সম্পর্কে) যে, ; عَسَىٰ-সম্ভবত; أَنْ يَكُونَ-হবার ; قَدِ اقْتَرَبَ-তা নিকটবর্তী হয়ে গেছে ; أَجَلُهُمْ-(اجل+هم)-তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ ; فَبِأَيِّ-(ف+ب+اى) -অতএব আর কোন্ ; حَدِيثٍ-কথায় ; بَعْدَهُ-এরপর ; يُؤْمِنُونَ-তারা ঈমান আনবে ? ﴿١٨٦﴾ مَنْ-যাকে ; يُضْلِلِ-পথভ্রষ্ট করেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; فَلَا هَادِيَ-(ف+لاهادى)-কোনো পথ প্রদর্শক নেই ; لَهُ-তার জন্য ; وَ-এবং; يَذَرُهُمْ-(يذر+هم)-তিনি তাদেরকে ছেড়ে দেন ; فِي-মধ্যে ; طُغْيَانِهِمْ-(طغيان+هم)-তাদের অবাধ্যতার ; يَعْمَهُونَ-বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। ﴿١٨٧﴾ يَسْأَلُونَكَ-(يسئلون+ك)-তারা আপনাকে প্রশ্ন করে ; عَنِ-সম্পর্কে ; السَّاعَةِ-(ال+ساعة)-কিয়ামত ;

১৪৬. নবুওয়াত লাভের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর সমাজের লোকেরা তাঁকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন, সত্যবাদী এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে জানতো। আর নবুওয়াত লাভের পর যখন তিনি আল্লাহর দীন প্রচার করতে শুরু করলেন, তখন তারা তাঁকে উন্মাদ বলতে শুরু করলো। আর এজন্যই এখানে বলা হয়েছে যে, তারা কি চিন্তা-ভাবনা করে দেখেনি যে, ৪০টি বছর পর্যন্ত যিনি ছিলেন সবচেয়ে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, আজ তিনি কেমন করে উন্মাদ বা পাগলে পরিণত হন। তিনি যা বলছেন তা তো তারা—তাদের সামনে বর্তমান আসমান-যমীনের ব্যবস্থাপনা এবং যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে—একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারে। একটু চেষ্টা করলেই তারা নিশ্চিত হতে পারে যে তাঁর কোনো কথাই পাগলামী নয় ; বরং যারা তাঁকে পাগল বলছে তারাই অসংলগ্ন ও অবাস্তব কথা বলছে। আল্লাহর সৃষ্টিই মুহাম্মাদ (স)-এর দাওয়াতের সত্যতার প্রমাণ দেয় ; গোটা বিশ্বের ব্যবস্থাপনাই—তাঁর দাওয়াতের পক্ষে অকাট্য সাক্ষ্য দেয়—যদি তারা একটু ভেবে দেখে তাহলে এ সত্যই তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

أَيَّانَ مُرْسٰهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا

কখন তা সংঘটিত হবে ; আপনি বলুন—তার জ্ঞানতো শুধুমাত্র আমার প্রতিপালকের নিকটেই রয়েছে ; যথাসময়ে তা কেউ প্রকাশ করতে পারবে না

إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ

তিনি ছাড়া ; তা অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যাপার হবে আসমান ও যমীনে ; হঠাৎ ছাড়া তা তোমাদের উপর এসে পড়বে না ;

يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ

তারা আপনাকে প্রশ্ন করে এমনভাবে যেন আপনি সে সম্পর্কে ভাল জানেন ; আপনি বলে দিন– এ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটেই আছে

وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾ قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا

কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। ১৮৮. আপনি বলুন—আমি ক্ষমতা রাখি না আমার নিজের জন্য কোনো উপকার করার

اَيَّانَ-কখন ; مُرْسٰهَا-(مرسى+ها)-তা সংঘটিত হবে ; قُلْ-আপনি বলুন ; اِنَّمَا عِلْمُهَا-(ان+ما+علم+ها)-তার জ্ঞানতো শুধু ; عِنْدَ-নিকটেই রয়েছে ; رَبِّىْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালকের ; لَايُجَلِّيْهَا-(لايجلى+ها)-তা কেউ প্রকাশ করতে পারবে না; لِوَقْتِهَا-(ل+وقت+ها)-যথাসময়ে ; اِلاَّ-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; ثَقُلَتْ-তা অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যাপার হবে ; فِى السَّمٰوٰتِ-(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনে ; لَاتَاْتِيْكُمْ-(لاتاتى+كم)-তা তোমাদের উপর এসে পড়বে না ; اِلاَّ-ছাড়া; بَغْتَةً-হঠাৎ ; يَسْئَلُوْنَكَ-(يسئلون+ك)-তারা আপনাকে প্রশ্ন করে ; كَاَنَّكَ-(ك+ان+ك)-এমনভাবে যেন আপনি ; حَفِىٌّ-ভাল জানেন ; عَنْهَا-(عن+ها)-সে সম্পর্কে; قُلْ-আপনি বলে দিন ; اِنَّمَا عِلْمُهَا-(ان+ما+علم+ها)-এ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র ; عِنْدَ-নিকটেই আছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর; وَلٰكِنَّ-কিন্তু; اَكْثَرَ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-(اَل+ناس)-মানুষ ; لَايَعْلَمُوْنَ-তা জানে না। ১৮৮ قُلْ-আপনি বলুন; لَآ اَمْلِكُ-আমি ক্ষমতা রাখি না; لِنَفْسِىْ-(ل+نفس+ى)-আমার নিজের জন্য ; نَفْعًا-কোনো উপকার করার ;

১৪৭. অর্থাৎ তারা কি তাদের মৃত্যু সম্পর্কেও চিন্তা করে না যে, মৃত্যুর সময় তো নির্দিষ্ট এবং তাতো অনিবার্য। তাদের মৃত্যু যদি এসেই পড়ে তাহলে তো তাদের নিজেকে শোধরানোর কোনো অবকাশ-ই তারা পাবে না।

وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ

আর না কোনো ক্ষতি করার—আল্লাহ যা চান তা ছাড়া ; আর যদি আমি অদৃশ্যের খবর জানতাম

لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ

তাহলেতো অনেক কল্যাণেই হাসিল করতে পারতাম এবং আমাকে কোনো অকল্যাণ স্পর্শ করতে পারতো না ;[১৪৮]

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

আমি তো সে সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া (অন্য কিছু) নই, যারা ঈমান রাখে।

وَ-আর ; لاَ ضَرًّا-না কোনো ক্ষতি করার ; اِلاَّ-তা ছাড়া ; مَا-যা ; شَاءَ-চান ; اللهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; كُنْتُ اَعْلَمُ-আমি জানতাম ; الْغَيْبَ-(ال+غيب)-অদৃশ্যের খবর ; لاَسْتَكْثَرْتُ-তাহলে অনেক হাসিল করতে পারতাম ; مِنَ الْخَيْرِ-(من+ال+خير)-কল্যাণই ; وَ-এবং ; مَا مَسَّنِىَ-(ما مس+نى)-আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না ; السُّوْءُ-(ال+سوء)-কোনো অকল্যাণ ; اِنْ اَنَا-(ان+انا)-আমিতো নই ; اِلاَّ-ছাড়া (অন্য কিছু) ; نَذِيْرٌ-সতর্ককারী ; وَ-ও ; بَشِيْرٌ-সুসংবাদাতা ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-সে সম্প্রদায়ের জন্য ; يُؤْمِنُوْنَ-যারা ঈমান রাখে।

১৪৮. অর্থাৎ যিনি গায়েব বা অদৃশ্য জগত সম্পর্কে জানেন, তিনিই একমাত্র কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে তা বলতে পারেন। আমি তো অদৃশ্য জগত সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমি যদি তা জানতাম, তাহলে আমি যে বিপদ-মসীবতের শিকার হচ্ছি, তা কি আমার হতো ? তা হলে তো আমি বিপদ-মুসীবত থেকে আগেই সতর্কতা অবলম্বন করতাম, আর জগতের যত কল্যাণ আছে তা আগেই আমার জন্য বেছে নিতাম। এ থেকে তোমরা বুঝতে পারো না যে, যেহেতু আমি অদৃশ্য জগত সম্পর্কে জানি না সেহেতু কিয়ামত সম্পর্কেও আমার কিছুই জানা নেই। এ সম্পর্কে একমাত্র 'আলেমুল গায়েব' আল্লাহ তাআলাই জানেন। তবে তা তোমাদের উপর একেবারে আচানক এসে পড়বে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২৩ রুকূ' (১৮২-১৮৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর আয়াত তথা কিতাব ও জাগতিক যাবতীয় নিদর্শননাবলীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এ ধ্বংস দুনিয়াতেও হতে পারে, আর আখিরাতের ধ্বংস তো তাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

২. কাফির-মুশরিক ও আল্লাদ্রোহী ব্যক্তিদের দুনিয়াতে তাদের অপকর্মের সাজা হতে দেখা না যাওয়া দ্বারা বুঝতে হবে যে, তাদেরকে অবকাশ দেয়া হচ্ছে। অপরাধীদের অবকাশ দিয়ে তাদের অপরাধের বোঝা ভারী করা হচ্ছে। এটা তাদের জন্য কল্যাণকর নয়।

৩. মুহাম্মাদ (সা) সারা বিশ্বের মানুষের জন্য দ্ব্যর্থহীনভাবে সতর্ককারী। যারা তাঁর সতর্কবাণীকে যথার্থ মর্যাদা দিয়ে সে অনুসারে জীবন পরিচালনা করবে তারাই সফলকাম।

৪. অসমান-যমীন পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা দ্বারাই আল্লাহ্ ও আখিরাত সম্পর্কে ঈমান মজবুত হয়। অতএব মু'মিনদের জন্য বিশেষ করে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের জন্য এ সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা উচিত।

৫. আল্লাহ তাআলা কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না যদি না সে সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। যার প্রবণতা যেদিকে আল্লাহ তাকে সেদিকেই চলতে দেন এবং তার জন্য সেদিকে চলাকে সহজ করে দেন।

৬. কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, তবে তার নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। কিয়ামত সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস রাখা মু'মিনদের জন্য অপরিহার্য।

৭. কিয়ামত আচানক মানুষের উপর এসে পড়বে। কেউ এর জন্য প্রস্তুত থাকবে না। মানুষের যাবতীয় কাজ-কর্মে ব্যস্ততার মধ্যেই হঠাৎ তা এসে পড়বে।

৮. রাসূল 'গায়েব' বা অদৃশ্য জগতের কোনো সংবাদ জানতেন না, ওহীর মাধ্যমের আল্লাহ যা জানিয়েছেন তা ছাড়া।

৯. রাসূল গায়েব জানতেন না বলেই তিনি নিজের পার্থিব ক্ষতি-উপকার কোনোটাই করতে পারতেন না। তবে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে যতটুকু জানাতেন একমাত্র তা-ই তিনি জানতেন।

১০. তিনি ছিলেন মু'মিনদের জন্য আল্লাহর আযাব ও পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ককারী এবং আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে সুসংবাদ দাতা।

১১. তাঁর আনীত বিধান যেহেতু স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর নিকট থেকে আগত ; সুতরাং এ বিধানের মধ্যেই রয়েছে দুনিয়া-আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ।

□

সূরা হিসেবে রুকূ'-২৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-১৮

﴿١٨٩﴾ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

১৮৯. তিনিই (সেই সত্তা) যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে বানিয়েছেন তার জোড়া

لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ

যাতে সে তার কাছে শান্তি পায় ; অতপর যখন সে তার সাথে উপগত হয় তখন সে (স্ত্রী) হালকা গর্ভবতী হলো, এবং সে চলতে-ফিরতে থাকলো তা নিয়ে ;

فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ

অতপর যখন তা (গর্ভ) ভারী হয় তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে দোয়া করে—আপনি যদি আমাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন তাহলে আমরা অবশ্যই হবো

مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٩٠﴾ فَلَمَّا اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ

কৃতজ্ঞ বান্দাহদের মধ্যে শামিল। ১৯০. তারপর যখন তিনি তাদেরকে একটি নিখুঁত সন্তান দান করলেন তখন তারা তাঁর অনেক শরীক সাব্যস্ত করতে লাগলো

﴿١٨٩﴾ هُوَ-তিনিই (সেই সত্তা) ; الَّذِىْ-যিনি ; خَلَقَكُمْ-(خلق+كم)-সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে ; مِّنْ-থেকে ; نَّفْسٍ-ব্যক্তি ; وَّاحِدَةٍ-এক ; وَّ-এবং ; جَعَلَ-বানিয়েছেন ; مِنْهَا-তার থেকে ; زَوْجَهَا-তার জোড়া ; لِيَسْكُنَ-যাতে সে শান্তি পায় ; اِلَيْهَا-তার কাছে ; فَلَمَّا-অতপর যখন ; تَغَشّٰهَا- সে তার সাথে উপগত হয় ; حَمَلَتْ-সে (স্ত্রী) গর্ভবতী হলো ; حَمْلًا-গর্ভ ; خَفِيْفًا-হালকা ; فَمَرَّتْ-এবং সে চলতে-ফিরতে থাকলো; بِهٖ-তা নিয়ে ; فَلَمَّا-অতপর যখন ; اَثْقَلَتْ-তা ভারী হয় ; دَّعَوَا-তারা উভয়ে দোয়া করে ; اللّٰهَ-আল্লাহর কাছে ; رَبَّهُمَا-(رب+هما)-তাদের প্রতিপালক ; لَئِنْ-যদি ; اٰتَيْتَنَا-আপনি আমাদেরকে দান করেন ; صَالِحًا-পূর্ণাঙ্গ, নিখুঁত ; لَّنَكُوْنَنَّ-তাহলে আমরা অবশ্যই হবো ; مِنَ-মধ্যে শামিল ; الشّٰكِرِيْنَ-কৃতজ্ঞ বান্দাদের। ﴿١٩٠﴾ فَلَمَّا - তারপর যখন ; اٰتٰهُمَا-তিনি তাদেরকে দান করলেন ; صَالِحًا-একটি নিখুঁত সন্তান ; جَعَلَا-তখন তারা সাব্যস্ত করতে লাগলো ; لَهٗ-তার ; شُرَكَآءَ-অনেক শরীক ;

فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا ۚ فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ

তাতে যা তিনি তাদের দান করেছেন ; অথচ তারা যাকে শরীক করে তা থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধে।[১৮৯]
১৯১. তারা কি এমন কিছুকে শরীক করে যে সৃষ্ট করতে পারে না

شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَآ أَنفُسَهُمْ

কিছুই ? বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। ১৯২. আর তারা সামর্থ রাখে না তাদের
কোনো সাহায্য করার এবং তাদের নিজেদেরও

يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ

কোনো সাহায্য করতে তারা পারে না। ১৯৩. আর তোমরা যদি তাদেরকে
হিদায়াতের দিকে ডাকো তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না ;

فِيْمَا-(فى+ما)-তাতে যা ; اٰتٰهُمَا-(اتى+هما)-তিনি তাদের দান করেছেন ; فَتَعٰلٰى -
অথচ, অনেক উর্ধ্বে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَمَّا-(عن+ما)-তা থেকে যাকে ; يُشْرِكُوْنَ -
তারা শরীক করে। ﴿১৯১﴾ اَيُشْرِكُوْنَ-(ا+يشركون)-তারা কি শরীক করে ; مَا- এমন
কিছুকে যে ; لَايَخْلُقُ-সৃষ্টি করতে পারে না ; شَيْئًا-কিছুই ; وَ-বরং ; هُمْ-তাদেরকেই;
يُخْلَقُوْنَ-সৃষ্টি করা হয়। ﴿১৯২﴾ وَ-আর; لَايَسْتَطِيْعُوْنَ-তারা সামর্থ রাখে না; لَهُمْ-তাদের ;
نَصْرًا-কোনো সাহায্য করার ; وَ-এবং ; لَآ-না ; اَنْفُسَهُمْ-তাদের নিজেদেরও ;
يَنْصُرُوْنَ-তারা কোনো সাহায্য করতে পারে। ﴿১৯৩﴾ وَ-আর ; اِنْ-যদি ; تَدْعُوْهُمْ-(تدعو+
هم)-তোমরা তাদেরকে ডাকো ; اِلَى-দিকে ; الْهُدٰى-হিদায়াতের ; لَايَتَّبِعُوْكُمْ -
(لايتبعوا+كم)-তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না ;

১৮৯. মানব জাতির প্রথম দম্পতি ছিলেন আদম ও হাওয়া (আ)। তাদের উভয়ের মিলনের মধ্য দিয়েই মানব বংশের ধারবাহিকতা শুরু হয়। তাদের উভয়ের স্রষ্টা যেমন আল্লাহ, তেমনি পরবর্তীতে প্রত্যেক নারী-পুরুষের মিলনের ফলে যে মানব শিশুর জন্ম হয় তার স্রষ্টাও আল্লাহ। এটা মুশরিকরাও জানতো। আর একথার স্বীকৃতি সকল মানুষের অন্তরেই জাগরুক রয়েছে। এ স্বীকৃতির কারণেই সন্তান যখন গর্ভে আসে তখন সকলেই একটি পূর্ণাঙ্গ সুস্থ-সবল শিশুর জন্য মনে মনে হলেও আল্লাহর নিকটই দোয়া করে। কারণ তারা জানে যে, এখানে কারো হাত নেই, কেউ তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি নিখুঁত শিশু দান করতে পারবে না। অতপর যখন একটি নিখুঁত শিশু জন্ম লাভ করে তখন শুরু হয় শিরক করা। তখন শুকরিয়া হিসেবে মানত মানা শুরু হয় দেব-দেবী, পীর-ফকীর বা কোনো অলী-দরবেশের নামে।

سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ○

তোমরা তাদেরকে ডাকো অথবা নীরব থাকো তোমাদের জন্য (উভয়ই) সমান।[১৫০]

(১৯৪) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

১৯৪. তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকো তারা তো
অবশ্যই তোমাদের মতই বান্দাহ

فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

অতএব তোমরা তাদেরকে ডেকে দেখো, তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি
তোমরা সত্যবাদীদের শামিল হয়ে থাকো।

سَوَآءٌ-সমান ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের জন্য ; أَدَعَوْتُمُوهُمْ-(أ+دعوتمو+هم)-তোমরা তাদেরকে ডাকো ; أَوْ-অথবা ; أَنْتُمْ-তোমরা ; صَامِتُونَ-নীরব থাকো। (১৯৪) إِنَّ-অবশ্যই; الَّذِينَ-যাদেরকে ; تَدْعُونَ-তোমরা ডাকো ; مِنْ دُونِ-ছাড়া ; اللَّهِ-আল্লাহ ; عِبَادٌ-তারাতো বান্দাহ ; أَمْثَالُكُمْ-(امثا+كم)-তোমাদের মতই ; فَادْعُوهُمْ-(ف+ادعوا+هم)-অতএব তোমরা তাদেরকে ডেকে দেখো ; فَلْيَسْتَجِيبُوا-(ف+ليستجيبوا)-তারা সাড়া দিক ; لَكُمْ-তোমাদের ডাকে ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাকে ; صَادِقِينَ-সত্যবাদী।

এখানে আল্লাহ তাআলা আরবের মুশরিক সমাজের সমালোচনা করেছেন ; কিন্তু তাওহীদের দাবীদার মুসলমান সমাজে এর চেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের শিরক প্রচলিত রয়েছে। এরা সন্তানও কামনা করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট। গর্ভ সঞ্চার হলে অন্যের নামেই মানত করে। সন্তান প্রসব হলে অন্যের নামেই নযর-নিয়ায পাঠায়। আমরা মুসলমানরা মূর্তী পূজকদের কাফির মনে করি ; খৃস্টানদেরকে কাফির মনে করি– তারা ঈসা (আ)-কে আল্লাহর সন্তান মনে করে ; আগুনের সামনে মাথা নত করে বলে অগ্নি উপাসকদের কাফির মনে করি ; যারা তারকা পূজা করে তাদেরকেও কাফির মনে করি। অথচ আমরা নবীদেরকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত মনে করি, ইমামদেরকে নবীদের উপরে মর্যাদা দেই, মাযারে মাযারে গিয়ে মানত পেশ করি, শহীদদের কবরে গিয়ে দোয়া-প্রার্থনা জানাই ; এতে আমাদের তাওহীদের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা দেয় না, ইসলামেও বিকৃতি আসে না এবং ঈমানও যায় না। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

১৫০. অর্থাৎ মুশরিকদের বানানো উপাস্যদের অবস্থাতো এই যে, তারা পুজারীদের পথ প্রদর্শন ও পরিচালনা করাতো দূরের কথা, তারা নিজেরাও কোনো আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিতে সক্ষম নয়।

(১৯৫) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ز أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ز

১৯৫. তাদের কি আছে কোনো পা, যা দিয়ে তারা চলাফেরা করতে পারে ? অথবা আছে কি তাদের কোনো হাত যা দিয়ে তারা ধরতে পারে ?

أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ز أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ط

কিংবা তাদের কি আছে কোনো চোখ যার সাহায্যে তারা দেখতে পারে ? অথবা আছে না কি তাদের কোনো কান যা দিয়ে তারা শুনতে পারে ?[১৫১]

قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ○

আপনি বলুন—'তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে ডাকো অতপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে অবকাশ দিও না।'

(১৯৬) إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ز وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ○

১৯৬. 'আমার অভিভাবকতো অবশ্যই আল্লাহ, যিনি নাযিল করেছেন কিতাব ; এবং তিনিই নেক লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন।'[১৫২]

(১৯৫) اَلَهُمْ-(ا+ل+هم)-তাদের কি আছে ; اَرْجُلٌ-কোনো পা ; يَمْشُوْنَ-তারা চলাফেরা করতে পারে ; بِهَا-(ب+ها)-যা দিয়ে ; اَمْ-অথবা ; لَهُمْ-তাদের আছে কি ; اَيْدٍ-কোনো হাত ; يَبْطِشُوْنَ-তারা ধরতে পারে ; بِهَا-যা দিয়ে ; اَمْ-কিংবা ; لَهُمْ-তাদের আছে কি ; اَعْيُنٌ-কোনো চোখ ; يُبْصِرُوْنَ-তারা দেখতে পারে ; بِهَا-যার সাহায্যে ; اَمْ-অথবা ; لَهُمْ-আছে না কি তাদের ; اٰذَانٌ-কোনো কান ; يَسْمَعُوْنَ-তারা শুনতে পারে ; بِهَا-যা দিয়ে : قُلْ-আপনি বলুন ; ادْعُوْا-তোমরা ডাকো ; شُرَكَاءَكُمْ-(شركاء+كم)-তোমাদের শরীকদেরকে ; ثُمَّ-অতপর ; كِيْدُوْنَ-আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো; فَلَا تُنْظِرُوْنَ-(ف+لاتنظرون)-এবং আমাকে অবকাশ দিও না। (১৯৬) اِنَّ-অবশ্যই; وَلِيِّ-(ولى+ى)-আমার অভিভাবক তো; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الَّذِيْ-যিনি ; نَزَّلَ-নাযিল করেছেন; الْكِتٰبَ-(ال+كتب)-কিতাব ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; يَتَوَلَّى-পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন ; الصّٰلِحِيْنَ-(ال+صلحين)-নেক লোকদের।

১৫১. মুশরিকদের ধর্মের মূল বিষয় তিনটি–(১) মূর্তী বা কোনো বস্তুর প্রতীক যা পূজা করা হয়। (২) কতগুলো লোকের আত্মা বা ভাবদেবী যার প্রতিনিধিত্ব করে মূর্তী বা প্রতীকসমূহ ; মূলত এটাই মা'বূদরূপে গণ্য হয়। (৩) বিশ্বাস যা এসব শিরকী কাজের মূলে কার্যকর শক্তি হিসেবে কাজ করে। এখানে আল্লাহ তাআলা এ তিনটির মধ্যে প্রথমটিরই সমালোচনা করছেন।

⑲ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ

১৯৭. আর তোমরা তাঁকে (আল্লাহকে) ছেড়ে যাদেরকে ডাকো, তারা তোমাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না এবং তারা না তাদের নিজেদেরকে

يَنْصُرُوْنَ ⑲ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ؕ وَتَرٰىهُمْ

সাহায্য করতে পারে। ১৯৮. আর আপনি যদি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে ডাকেন তারা শুনবে না ; এবং আপনি তাদের দেখবেন—

يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ⑲ خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ

তারা আপনার দিকে চেয়ে আছে, অথচ তারা কিছুই দেখছে না। ১৯৯. আপনি ক্ষমার নীতি গ্রহণ করুন এবং নির্দেশ দিন

بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ⑳ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ

সৎ কাজের আর মূর্খদের এড়িয়ে চলুন। ২০০. আর যদি প্ররোচিত করে আপনাকে

(১৯৭) وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যাদেরকে ; تَدْعُوْنَ-তোমরা ডাকো ; مِنْ دُوْنِهٖ-(من+دون+ه)-তাঁকে (আল্লাহকে) ছেড়ে ; لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ-তারা ক্ষমতা রাখে না ; نَصْرَكُمْ-(نصر+كم)-তোমাদেরকে সাহায্য করার ; وَ-এবং ; لَا-না ; اَنْفُسَهُمْ-(انفس+هم)-তাদের নিজেদেরকে ; يَنْصُرُوْنَ-তারা সাহায্য করতে পারে। (১৯৮) وَ-আর ; اِنْ-যদি ; تَدْعُوْهُمْ-(تدعو+هم)-তাদেরকে ডাকেন ; اِلَى-দিকে ; الْهُدٰى-(ال+هدى)-হিদায়াতের ; لَا يَسْمَعُوْا-তারা শুনবে না ; وَ-এবং ; تَرٰىهُمْ-আপনি তাদেরকে দেখবেন ; يَنْظُرُوْنَ-তারা চেয়ে আছে ; اِلَيْكَ-(الى+ك)-আপনার দিকে ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারা ; لَا يُبْصِرُوْنَ-কিছুই দেখছে না। (১৯৯) خُذِ-আপনি গ্রহণ করুন ; الْعَفْوَ-(ال+عفو)-ক্ষমার নীতি ; وَ-এবং ; اْمُرْ-নির্দেশ দিন; بِالْعُرْفِ-(ب+ال+عرف)-সৎকাজের; وَ-আর ; اَعْرِضْ-এড়িয়ে চলুন ; عَنِ الْجٰهِلِيْنَ-(عن+ال+جهلين)-মূর্খদের। (২০০) وَ-আর; اِمَّا-যদি ; يَنْزَغَنَّكَ-(ينزغن+ك)-আপনাকে প্ররোচিত করে ;

১৫২. কাফেররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে ভয় দেখাতো এ বলে যে, তুমি যদি আমাদের দেব-দেবীদের বিরোধিতা ত্যাগ না কর এবং তাদের প্রতি মানুষদের বিশ্বাস নষ্ট করতে থাকো, তাহলে তোমার উপর তাদের ক্রোধ আপতিত হবে এবং তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। কাফেরদের এরূপ ধমকীর জবাবে আলোচ্য আয়াতের কথাগুলো বলার জন্য রাসূলকে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন।

مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান ; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰۤئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا ﴿٢٠١﴾

২০১. নিশ্চয়ই যারা তাকওয়ার নীতি গ্রহণ করে, তাদেরকে যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা স্পর্শও করে, তারা সচেতন হয়ে যায়

فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾ وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَىِّ

আর তখন-ই তারা হয়ে যায় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। ২০২. আর তাদের (শয়তানের) সাথীরা তাদেরকে (মুত্তাকীদের) গুমরাহীর দিকে টানতে থাকে,

ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾ وَاِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ

অতপর তারা চেষ্টার ত্রুটি করে না।[১৫৩] ২০৩. আর যখন অপনি কোনো নিদর্শন পেশ না করেন, তারা বলে—কেন তুমি তা বেছে নিলে না ;[১৫৪] আপনি বলুন—

مِنَ-পক্ষ থেকে ; الشَّيْطٰنِ-শয়তানের ; نَزْغٌ-কোনো কুমন্ত্রণা ; فَاسْتَعِذْ-(ف+استعذ)-তবে আশ্রয় চান ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর কাছে ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-অবশ্যই তিনি ; سَمِيْعٌ-সর্বশ্রোতা ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ। ﴿٢٠١﴾ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; اتَّقَوْا-তাকওয়ার নীতি গ্রহণ করে ; اِذَا-যদি ; مَسَّهُمْ-(مس+هم)-তাদেরকে স্পর্শও করে ; طٰۤئِفٌ-কুমন্ত্রণা ; مِّنَ الشَّيْطٰنِ-(من+ال+شيطن)-শয়তানের ; تَذَكَّرُوْا-তারা সচেতন হয়ে যায় ; فَاِذَا-অতএব তখনই ; هُمْ-তারা ; مُّبْصِرُوْنَ-হয়ে যায় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। ﴿٢٠٢﴾ وَ-আর ; اِخْوَانُهُمْ-(اخوان+هم)-তাদের (শয়তানের) সাথীরা ; يَمُدُّوْنَهُمْ-(يمدون+هم)-তাদেরকে (মুত্তাকীদেরকে) টানছে ; فِى الْغَىِّ-(فى+ال+غى)-গুমরাহীর দিকে ; ثُمَّ-অতপর ; لَا يُقْصِرُوْنَ-তারা চেষ্টার ত্রুটি করে না। ﴿٢٠٣﴾ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; لَمْ تَاْتِهِمْ-(لم تات+هم)-পেশ না করেন ; بِاٰيَةٍ-কোনো নিদর্শন ; قَالُوْا-তারা বলে ; لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا-(لو+لاجتبيت+ها)-কেন তুমি তা বেছে নিলে না ? قُلْ-আপনি বলুন ;

১৫৩. আলোচ্য ১৯৯ আয়াত থেকে ২০২ আয়াত পর্যন্ত যে কয়েকটি শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ (স)-কে উদ্দেশ্য করে এরশাদ হলেও শুধু রাসূলকে শিক্ষা দানই মূল উদ্দেশ্য নয় ; বরং রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধিত্ব যারা করবে—যারা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াবাসীকে সঠিক পথ দেখাবার দায়িত্ব পালন করবে, তাদেরকে শিক্ষা দান ও এর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ

'আমি তো অবশ্যই তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার নিকট ওহী পাঠান হয় ; এটা (কুরআন) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল,

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ

এবং (এটা) হিদায়াত ও রহমত এমন লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।[১৫৫]

২০৪. আর যখন এ কুরআন পাঠ করা হয়,

اِنَّمَآ اَتَّبِعُ-(ان+ما+اتبع)-আমিতো তারই অনুসরণ করি ; مَا-যা ; يُوحَىٰ-ওহী পাঠান হয় ; اِلَيَّ-আমার নিকট ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّيْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালকের ; هٰذَا-এটা (কুরআন) ; بَصَآئِرُ-সুস্পষ্ট দলীল ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; هُدًى-হেদায়াত ; وَّ-ও ; رَحْمَةٌ-রহমত ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-এমন লোকদের জন্য ; يُؤْمِنُوْنَ-যারা বিশ্বাস করে। (২০৪) وَ-আর ; اِذَا-যখন ; قُرِئَ-পাঠ করা হয় ; الْقُرْاٰنُ-(ال+قران)-এ কুরআন ;

সংক্ষেপে আলোচ্য আয়াতসমূহের শিক্ষা নিম্নরূপ—

এক ঃ দীনের পথে আহ্বানকারীর সর্বপ্রথম আবশ্যকীয় গুণ হলো তাকে বিনয়ী, ধৈর্যশীল, উদার ও ক্ষমাপরায়ণ হতে হবে।

দুই ঃ মা'রূফ কাজের নির্দেশ সহজ-সরল ভাষায় সরাসরি পেশ করতে হবে। এতে বড় বড় দর্শন ও তত্ত্বকথা পেশ করে মূল দাওয়াতকে দুর্বোধ্য করা সমীচীন নয়।

তিন ঃ মূর্খ ও জাহেল লোকদের সাথে অনর্থক বিতর্কে না জড়িয়ে তাদের কৌশলে এড়িয়ে যেতে হবে।

চার ঃ দাওয়াতী কাজে যে কোনো কারণেই শয়তানের প্ররোচনায় অন্তরে কোনো প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টি হলে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতে হবে। মুত্তাকী লোকেরা শয়তানের প্ররোচনা বুঝতে পারে এবং তাৎক্ষণিক সতর্ক হয়ে যায় এবং তাদের অন্তরচক্ষু খুলে যায়, যার ফলে এ ধরণের পরিস্থিতিতে সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

১৫৪. এখানে রাসূলুল্লাহর প্রতি কাফেরদের উপেক্ষা ও ভর্ৎসনার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। তাদের বক্তব্য ছিল– 'তুমি যখন নবী বলে দাবী করছো, তাহলে কোনো মু'জিযা নিজের জন্য বাছাই করে নিয়ে এসো'। পরবর্তী আয়াতে এর জবাব দেয়া হয়েছে।

১৫৫. অর্থাৎ আমি তো আল্লাহ প্রেরিত প্রতিনিধি। আর প্রতিনিধির নিজের এমন কোনো ক্ষমতা থাকে না যে, সে নিজের ইচ্ছানুসারে কিছু রচনা করে পেশ করবে।

فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾ وَاذْكُرْ رَبَّكَ

তখন তা মনযোগ দিয়ে শোন এবং নীরব থাকো, সম্ভবত তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হবে।[১৫৬] ২০৫. আর স্মরণ করুন আপনার প্রতিপালককে

فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

মনে মনে কাতর কণ্ঠে ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরের কথার মাধ্যমে–

بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ

সকালে ও সন্ধ্যায়, আর গাফিল (উদাসীন)-দের শামিল হবেন না।[১৫৭]
২০৬. নিশ্চয় যারা

عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ

আপনার প্রতিপালকের নৈকট্যে রয়েছে, তারা তাঁর ইবাদাত সম্পর্কে গর্ব-অহংকার করে না[১৫৮] এবং তারা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণায় সদা তৎপর থাকে[১৫৯]

সিজদা
وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢٠٦﴾

আর তাঁরই জন্য সিজদাবনত থাকে।[১৬০]

(ف+استمعوا)-فَسْتَمِعُوْا-তখন মনযোগ দিয়ে শোনো ; لَهُ-তা ; و-এবং ; اَنْصِتُوْا-
নীরব থাকো ; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমাদের উপর ; تُرْحَمُوْنَ-রহমত বর্ষিত হবে। ২০৫ وَ-
আর ; اذْكُرْ-স্মরণ করুন ; (رب+ك)-رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালককে ; (في+نفس+ك)-فِيْ نَفْسِكَ-মনে মনে ; تَضَرُّعًا-কাতর কণ্ঠে ; وَّ-ও ; خِيْفَةً-ভীতি সহকারে ; وَّ-এবং;
(دون+ال+جهر)-دُوْنَ الْجَهْرِ-অনুচ্চ স্বরের ; (من+ال+قول)-مِنَ الْقَوْلِ-কথার
মাধ্যমে ; (ب+ال+غدو)-بِالْغُدُوِّ-সকালে ; وَ-ও ; الْاٰصَالِ-সন্ধ্যায় ; وَ-আর ;
لَاتَكُنْ-হবেন না ; مِّنَ-শামিল ; (ال+غفلين)-الْغٰفِلِيْنَ-গাফিলদের। ২০৬ اِنَّ-নিশ্চয় ;
الَّذِيْنَ-যারা ; عِنْدَ-নৈকট্যে রয়েছে ; (رب+ك)-رَبِّكَ-অপনার প্রতিপালকের ;
لَايَسْتَكْبِرُوْنَ-তারা গর্ব-অহংকার করে না ; عَنْ-সম্পর্কে ; (عبادت+ه)-عِبَادَتِهٖ-তাঁর
ইবাদাত ; وَ-এবং ; (يسبحون+ه)-يُسَبِّحُوْنَهٗ-তারা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণায় সদা
তৎপর থাকে ; وَ-আর ; لَهٗ-তাঁরই জন্য ; يَسْجُدُوْنَ-সিজদাবনত থাকে।

আমাকে যে মহান সত্তা পাঠিয়েছেন তাঁর দিক নির্দেশনা অনুসারে কাজ করাই আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমাকে তিনি এ কুরআন দিয়ে পাঠিয়েছেন—এটা তাঁর পক্ষ থেকে

সুস্পষ্ট দলীল। যারা এটাকে মেনে নেয় তাদের জন্য এটা উজ্জ্বল দিক-নির্দেশনা এবং এক অফুরন্ত রহমতের ভাণ্ডার।

১৫৬. অর্থাৎ 'কুরআন মাজীদ পাঠকালে কোনো প্রকার হট্টগোল বা কথাবার্তা না বলে চুপ করে শোন। এতে যেসব শিক্ষা পেশ করা হয়েছে তা নিজেদের জীবনে গ্রহণ করলে ঈমানদারদের জন্য নির্দিষ্ট আল্লাহর রহমতের অংশীদার তোমরাও হতে পারবে।' এখানে বিরুদ্ধবাদীদের বিদ্রূপ ও আপত্তিকর কথা-বার্তার জবাবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে। এটা দীন প্রচারের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আল্লাহর বাণী যখন তিলাওয়াত করা হয় তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে নীরব হয়ে তা শোনার নির্দেশ এখানে দেয়া হয়েছে। এ থেকে এটার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নামাযে ইমাম যখন কুরআন তিলাওয়াত করেন তখন মুক্তাদীদেরকে অবশ্যই নিশ্চুপ হয়ে তা শুনতে হবে।

১৫৭. এ আয়াতে 'স্মরণ করার' নির্দেশ দ্বারা 'সালাত আদায় করা'-ও হতে পারে। আবার অন্যান্য প্রকারে স্মরণ করাও এর মধ্যে গণ্য হতে পারে। স্মরণ মুখে উচ্চারণ এবং অন্তরে স্মরণ উভয়ই এতে গণ্য। সকাল-সন্ধায় স্মরণ দ্বারা নামায উদ্দেশ্য। সকাল-সন্ধ্যা দ্বারা সার্বক্ষণিক স্মরণ অর্থও হতে পারে। এ সবগুলো অর্থ তথা নামায ও সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকা এ জন্য প্রয়োজন যে, আল্লাহ মানুষের প্রতিপালক, যিনি মানুষকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। মানুষের জন্য দুনিয়া পরীক্ষার স্থান। দুনিয়ার জীবন শেষে এখানকার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ জীবনের সব কাজের হিসাব দিতে হবে। মানুষ যেন একথা ভুলে না যায়।

১৫৮. অর্থাৎ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করা এবং আল্লাহর দাসত্ব থেকে গাফিল হয়ে থাকা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। সদা-সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁর ইবাদাতে নিজেকে সঁপে দেয়া এবং এতে কোনো অহংকার না করা ফেরেশতার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তোমরা জীবনে উৎকর্ষতা অর্জন করতে চাইলে শয়তানী বৈশিষ্ট্য নয়- ফেরেশতার বৈশিষ্ট্যই তোমাদের অর্জন করা কর্তব্য।

১৫৯. অর্থাৎ আল্লাহ যে সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি, নীচতা-দুর্বলতা ইত্যাদি থেকে পবিত্র এবং তিনি সর্ব প্রকার শিরক, সমকক্ষতা ও মুকাবিলা থেকে পবিত্র সে কথা সদা-সর্বদা মুখে যেমন স্বীকার করে তেমনি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বীকার করে।

১৬০. এ আয়াত যে পাঠ করে তাকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর বিশ্ব-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতারা যেমন সদা-সর্বদা আল্লাহর হুকুম পালনে নিরত, মানুষও যেন তাদের মতো বিনীত মস্তকে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দেয় এবং সর্ব প্রকার অহংকার থেকে মুক্ত থাকে।

২৪ রুকূ' (১৮৯-২০৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানব জাতির সূচনা হয়েছে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। কুরআন মাজীদের এ ঘোষণা দ্বারা মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে সকল মত বাতিল বলে প্রমাণিত।

২. সন্তানের গর্ভ অবস্থায় এবং প্রসবের পরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত মানা শিরক। এ শিরক থেকে মু'মিনদেরকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

৩. নবী-রাসূল ও নেক্কার লোকদের অভিভাবক একমাত্র আল্লাহ। তিনি মানুষের হিদায়াতের জন্য কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। যাদের অভিভাবক আল্লাহ তাদের কোনো ভয় থাকতে পারে না।

৪. মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তাদের ভাল বা মন্দ কিছুই করার কোনো ক্ষমতা নেই।

৫. কাফির-মুশরিকদের কটুক্তি ও বিদ্রূপাত্মক আচরণের জবাবে মু'মিনদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি গ্রহণ করা কর্তব্য।

৬. আল্লাহর পথে যারা মানুষকে ডাকে তাদেরও উচিত সাধারণ মানুষের শরয়ী বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে তাদের সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে না দেয়া। তারা সহজে যতটুকু পালন করতে পারে তা-ই গ্রহণ করা—তাদের থেকে উঁচু মানের ইবাদাতের আশা পোষণ না করা।

৭. দীনের দাওয়াতী কাজে মূর্খ-জাহেলদের আচরণকে এড়িয়ে চলা মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ। এটা মেনে চলা মু'মিনদের কর্তব্য।

৮. বিরোধীদের বিরূপ আচরণ দ্বারা অন্তরে শয়তানের কোনো কুমন্ত্রণা অনুভব হলে তৎক্ষণাত আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে হবে।

৯. শয়তানের প্ররোচনা বুঝতে পারা এবং সতর্কতা অবলম্বন করা এবং সঠিক পন্থা অবলম্বন করা মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য।

১০. শয়তানের সংগী-সাথীরা সৎলোকদেরকে বিপথগামী করার কোনো প্রচেষ্টা-ই বাকী রাখে না। তাদের এ প্রচেষ্টা বিরামহীনভাবে চলতে থাকে। সুতরাং মু'মিনদেরকেও সদা-সর্বদা সজাগ-সতর্ক থাকতে হবে।

১১. নবী-রাসূলগণ স্বেচ্ছায় যখন তখন কোনো মু'জিযা দেখাতে পারেন না। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তখনই নবী-রাসূলদের দ্বারা তা সংঘটিত করেন।

১২. কুরআন মাজীদ ঈমানদারদের জন্য সুস্পষ্ট দলীল, হিদায়াতপ্রাপ্তির বিধান এবং অনন্য রহমত স্বরূপ। অতএব এ কিতাবের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে এর মর্যাদা রক্ষা মু'মিনদের দায়িত্ব।

১৩. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের সময় নীরবে তা শোনা ওয়াজিব। নচেৎ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

১৪. নামাযে ইমামের কিরায়াত পাঠকালে মুকতাদীদের অবশ্যই চুপ করে শোনা ওয়াজিব। জুময়া ও দুই ঈদের খুতবার ব্যাপারেও একই হুকুম।

১৫. সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহর স্মরণ দ্বারা ফজর ও মাগরিব নামায বুঝানো হয়েছে।

১৬. এছাড়া সকাল-সন্ধ্যায় কাতর কণ্ঠে, বিনীতভাবে ভীতিসহকারে অনুচ্চ শব্দে আল্লাহর যিক্র করাও আল্লাহর স্মরণের মধ্যে শামিল।

১৭. আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নিরহংকারভাবে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ ও নফল নামায আদায় করা মু'মিনদের জন্য একান্ত কর্তব্য।

সূরা আল আনফাল
আয়াত ঃ ৭৫
রুকূ' ঃ ১০

নাযিলের সময়কাল ঃ দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রমযান সংঘটিত ইসলামের প্রথম সশস্ত্র জিহাদ 'বদর' যুদ্ধের পরে এ সূরা নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ঃ যেহেতু বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সূরাটি নাযিল হয়েছে, তাই এতে এ যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা ও এ যুদ্ধের ব্যাপারে পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। বদর যুদ্ধ সম্পর্কে ইতিহাস লেখকগণ এবং জীবন চরিত লেখকগণ যেসব বর্ণনা দিয়েছেন এবং এসব বর্ণনা তাঁরা যেসব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন তা সব নির্ভরযোগ্য নয়। বদর যুদ্ধ সম্পর্কিত যত বর্ণনাই রয়েছে, তন্মধ্যে কুরআন মাজীদের বর্ণনাই যথার্থ ও সঠিক বলে আমরা মানতে বাধ্য।

সূরা আল আনফালে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তা নিম্নরূপ—

১. মুসলমানদের মধ্যে নৈতিকতার দিক থেকে যেসব দোষ-ত্রুটি এখনও রয়ে গেছে সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। অতপর তাদেরকে এ ব্যাপারে পূর্ণতা অর্জনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

২. যুদ্ধের বিজয়কে নিজেদের শক্তি-সাহস ও বীরত্বের ফল মনে না করে এটাকে অবশ্যই আল্লাহর রহমত মনে করা এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও রাসূলের আনুগত্য করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার জন্য উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

৩. যে নৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে হক ও বাতিলের এ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নামানো হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করা এবং যুদ্ধে জয়ের পেছনে কার্যকর নৈতিক গুণাবলীসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

৪. যেসব লোক যুদ্ধে বন্দী হয়ে এসেছে তাদেরকে এবং মুশরিক, মুনাফিক ও ইয়াহুদীদেরকে সম্বোধন করে শিক্ষাপ্রদ কথা বলা হয়েছে।

৫. যুদ্ধে হস্তগত মালে গনীমত সম্পর্কে নসীহত করা হয়েছে। মালে গনীমতকে আল্লাহর সম্পদ মনে করা এবং এতে মুজাহিদদের অংশ, আল্লাহর অংশ ও গরীব বান্দাদের জন্য যে যে অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়ার জন্য উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

৬. যুদ্ধ ও সন্ধির আইন সম্পর্কে নৈতিক হিদায়াত দান করা হয়েছে।

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার এ পর্যায়ে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে হিদায়াত দান একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। যাতে করে মুসলমানরা ইতিপূর্বেকার জাহেলী নিয়ম-প্রথা

পরিহার করে বাস্তব কর্মজীবনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং দুনিয়ার মানুষও ইসলামী বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

অতপর ইসলামী রাষ্ট্রের কতগুলো শাসনতান্ত্রিক ধারা উল্লেখিত হয়েছে। যাতে ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী মুসলমানদের আইনগত মর্যাদা ও এর বাইরের মুসলমানদের আইনগত মর্যাদার পার্থক্য সূচিত হয়।

❐

রুকূ' ১০ | ৮. সূরা আল আনফাল-মাদানী | আয়াত ৭৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

① يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا

১. তারা আপনাকে মালে গনীমত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে, আপনি বলুন—মালে গনীমত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ; অতএব তোমরা ভয় করো

اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

আল্লাহকে এবং তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক শুধরে নাও ; আর আনুগত্য করো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ② اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ

যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।[১] ২. তারাইতো মু'মিন যখন আল্লাহর স্মরণ করা হয় তখন যাদের

①يَسْئَلُوْنَكَ-তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে ; عَنْ-সম্পর্কে ; الْاَنْفَالِ-(ال+انفال)-গনীমতের মাল ; قُلْ-আপনি বলুন ; الْاَنْفَالُ-গনীমতের মাল ; لِلّٰهِ-আল্লাহ ; وَ-ও ; الرَّسُوْلِ-(ال+رسول)-রাসূলের ; فَاتَّقُوا-(ف+اتقوا)-অতএব তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; اَصْلِحُوْا-তোমরা শুধরে নাও ; ذَاتَ بَيْنِكُمْ-(ذات+بين+كم)-তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ; وَ-আর ; اَطِيْعُوا-তোমরা আনুগত্য করো ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلَهٗ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাকো ; مُؤْمِنِيْنَ-মু'মিন। ②اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ-(ان+ما+ال+مؤمنون)-তারাইতো মু'মিন ; الَّذِيْنَ-যাদের ; اِذَا-যখন ; ذُكِرَ-স্মরণ করা হয় ; اللّٰهُ-আল্লাহর ;

১. যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে এখানে 'গনীমত' না বলে 'আনফাল' বলা হয়েছে। 'আনফাল শব্দটি 'নফল' শব্দের বহুবচন, 'নফল' অর্থ অতিরিক্ত। গনীমতকে 'অতিরিক্ত' বুঝানো হয়েছে এজন্য যে, এ যুদ্ধতো গনীমতের জন্য করা হয়নি, কারণ মুসলমানদের যুদ্ধ দুনিয়ার বস্তুগত ফায়দা লাভের জন্য করা হয় না ; বরং তা করা হয় দুনিয়ার লোকদের নৈতিক অধপতন দূর করে সত্য-সুন্দর আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে। আর তাও করা হয় একান্ত উপায়হীন অবস্থায় যখন দেখা যায় যে, বিরোধী শক্তি দাওয়াত ও প্রচারের সাহায্যে সংশোধনমূলক কার্যাবলী চালানোর পথে প্রবল বাধার সৃষ্ট করে, তখনই এ ধরণের যুদ্ধ অনিবার্যভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। যুদ্ধে মূল

وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

অন্তর কেঁপে ওঠে এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমানে প্রবৃদ্ধি ঘটায়,[২]

وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

আর তাদের প্রতিপালকের উপরই তারা নির্ভর করে। ৩. যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে

وَجِلَتْ-কেঁপে ওঠে; قُلُوبُهُمْ-(قلوب+هم)-তাদের অন্তর ; وَ-এবং ; اِذَا-যখন ; تُلِيَتْ - পাঠ করা হয় ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের সমানে ; اٰيٰتُهٗ-(ايت+ه)-তাঁর আয়াত ; زَادَتْهُمْ-(زادت+هم)-প্রবৃদ্ধি ঘটায় তাদের ; اِيْمَانًا-ঈমানে ; وَ-আর ; عَلٰى-উপরই ; رَبِّهِمْ-(رب+هم) -তাদের প্রতিপালকের ; يَتَوَكَّلُوْنَ-তারা নির্ভর করে। ৩ الَّذِيْنَ - যারা; يُقِيْمُوْنَ-কায়েম করে ; الصَّلٰوةَ-নামায ; وَ-এবং ; مِمَّا-(من+ما)-তা থেকে, যে ; رَزَقْنٰهُمْ-(رزقنا+هم)-রিয্ক আমি তাদের দিয়েছি ;

উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন, পরিণামে জান্নাত লাভ। সুতরাং বিজয়ের পর দুনিয়াবী সম্পদ যা হস্তগত হয় তার প্রতি লক্ষ্য দেয়া উচিত নয়। তাই এটাকে 'অতিরিক্ত' বলা হয়েছে।

মুসলমানদের সামনে যেহেতু এটা প্রথম যুদ্ধ, তাই এ ব্যাপারে জাহেলী যুগের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের সামনে থাকা একান্তই স্বাভাবিক। তাই প্রথমেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধন আবশ্যক। কুরআন মাজীদ তাদের সামনে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। আর এ ব্যাপারে একটি স্থায়ী প্রশাসনিক সংশোধনী—জারী করেছে। অতপর এরই ভিত্তিতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনও তৈরি করেছে। এরূপ করা না হলে পরবর্তীতে বড় ধরনের মনোমালিন্য দেখা দেয়ার আশংকা ছিল।

কুরআন মাজীদে ঘোষিত বিধান হলো—যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তথা গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর কাজের জন্য এবং তাঁর গরীব বান্দাদের জন্য বায়তুলমালে জমা করতে হবে। আর অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে সমহারে বণ্টন করতে হবে। এ নীতির ফলে আইয়ামে জাহেলিয়াতের মনগড়া বিধান চিরতরে বাতিল হয়ে গেল।

২. অর্থাৎ মানুষের ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। মানুষের সামনে যখন আল্লাহর কোনো বিধান উপস্থাপিত হয় তখন যদি সে তা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেয়, তাহলে তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। ঈমান শক্তিশালী হয়। অপর দিকে সে যদি তা না মানে বা মানতে কুণ্ঠাবোধ করে তখনই তার ঈমান দুর্বল হতে শুরু করে এবং পরবর্তীতে এরূপ আরও

يُنفِقُونَ ④ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ

তারা ব্যয় করে। ৪. এরাই প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ; তাদের জন্যই
তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে মর্যাদা

وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ⑤ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ

ও ক্ষমা[৩] এবং (রয়েছে) সম্মানজনক জীবিকা। ৫. যেরূপ আপনার
প্রতিপালক আপনাকে নিজ ঘর থেকে বের করেছিলেন

بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ⑥ يُجَادِلُونَكَ

সঠিকভাবেই ; অথচ নিশ্চিত মু'মিনদের একটি অংশ ছিল তা অপছন্দকারী।
৬. তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়

يُنْفِقُونَ-তারা ব্যয় করে। ④ أُولَٰئِكَ-এরাই ; هُمُ الْمُؤْمِنُونَ-(هم+ال+مؤمنون)-মু'মিন ; حَقًّا-প্রকৃতপক্ষে ; لَهُمْ-তাদের জন্যই ; دَرَجَاتٌ-রয়েছে মর্যাদা ; عِنْدَ-নিকট ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; وَ-ও ; مَغْفِرَةٌ-ক্ষমা ; وَ-এবং ; رِزْقٌ-(রয়েছে) জীবিকা ; كَرِيمٌ-সম্মানজনক। ⑤ كَمَا-যেরূপ ; أَخْرَجَكَ-(اخرج+ك)-আপনাকে বের করেছিলেন ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; مِنْ-থেকে ; بَيْتِكَ-(بيت+ك)-আপনার ঘর; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সার্বিকভাবেই ; وَ-অথচ ; اِنَّ-নিশ্চিত ; فَرِيقًا-একটি অংশ ছিল; مِنَ الْمُؤْمِنِينَ-(من+ال+مؤمنين)-মু'মিনদের ; لَكَارِهُونَ-অপছন্দনীয়। ⑥ يُجَادِلُونَكَ-(يجادلون+ك)-তারা বিতর্কে লিপ্ত হয় আপনার সাথে ;

অস্বীকৃতির কারণে ঈমান নিঃশেষ হয়ে যায়। কেউ যদি আল্লাহর নির্দেশ একবার মানে তাতেই স্থায়ীভাবে মানা হয়ে যায় না, বিপরীত পক্ষে কেউ যদি একবার না মানে তাতেই স্থায়ীভাবে তার না মানা হয়ে যায় না ; বরং মানা ও না মানা উভয় ক্ষেত্রেই ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়ার মত বৈশিষ্ট্য বর্তমান। তবে সমাজ-রাষ্ট্রের আইনের দৃষ্টিতে সকল ঈমানদারের আইনসম্মত অধিকার ও মর্যাদা এক রকমই হবে। মানার ব্যাপারে তাদের মধ্যে যতই কম-বেশি হোক না কেন।

৩. মানুষ যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন তাদের দ্বারা বড় ছোট অনেক অপরাধ সংঘটিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। মানুষের আমলনামা কেবলমাত্র উন্নত মানের সৎ কাজ দ্বারা পূর্ণ থাকবে এটা অসম্ভব। তবে মানুষ যখন আল্লাহর বান্দা হওয়ার অপরিহার্য শর্তসমূহ পুরণ করে, তখন আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটিগুলো এড়িয়ে যান এবং তার কাজ-কর্মের যে ফলাফল হওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি তাকে দান করেন। এটা আল্লাহর অগণিত অনুগ্রহের মধ্যে একটি বড় অনুগ্রহ। নতুবা যদি প্রতিটি

فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ

সত্যের ব্যাপারে, তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরও, যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর তারা তা

يَنْظُرُونَ ⑦ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ

দেখছে।[৪] ৭. আর (স্মরণীয়) যখন তোমাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দেন যে, দু' দলের একটি অবশ্যই তোমাদের (অওতাভুক্ত) হবে[৫]

وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ

এবং তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের (আওতাধীন) হোক,[৬] আর আল্লাহ চাচ্ছিলেন

فِي-ব্যাপারে ; الْحَقِّ-(ال+حق)-সত্যের ; بَعْدَ-পরও ; مَا تَبَيَّنَ-স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ; كَأَنَّمَا-(كَان+ما)-যেন ; يُسَاقُونَ-তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ; الَى-দিকে ; الْمَوْتِ-(ال+موت)-মৃত্যুর ; وَ-আর ; هُوَ-তারা ; يَنْظُرُونَ-তা দেখছে। ⑦ وَ-আর ; اِذْ-যখন ; يَعِدُكُمُ-(يعد+كم)-তোমাদেরকে ওয়াদা দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اِحْدَى-একটি ; الطَّائِفَتَيْنِ-(ال+طائفتين)-দু' দলের ; اَنَّهَا-অবশ্যই তা ; لَكُمْ-তোমাদের (আওতাভুক্ত) হবে ; وَ-এবং ; تَوَدُّنَ-তোমরা চাচ্ছিলে ; اَنَّ-যে, ; غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ-(غير+ذات+ال+شوكة)-নিরস্ত্র দলটি ; تَكُوْنُ-হোক ; لَكُمْ- তোমাদের (আওতাধীন) ; وَ-আর ; يُرِيْدُ-চাচ্ছিলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ;

অপরাধের শাস্তি এবং প্রতিটি সৎকর্মের প্রতিদান আলাদা আলাদাভাবে দেয়া হতো, তাহলে অতি বড় নেককার ব্যক্তিও শাস্তি থেকে রেহাই পেতো না।

৪. অর্থাৎ যেখানে সত্যের দাবী হলো—আল্লাহর দীনের জন্য বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, অথচ তারা তাতে ভয় পাচ্ছিল ; তেমনি সত্যের দাবী হলো—গনীমতের ব্যাপারে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করতে হবে, অথচ গনীমতের সম্পদ হাতছাড়া করতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তোমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য কর এবং নিজেদের নফসের চাহিদার পরিবর্তে রাসূলের নির্দেশ মেনে নাও, তাহলে বদর যুদ্ধের পরিণতি যেমন তোমাদের জন্য ভাল হয়েছে তেমনি পরিণতি ভবিষ্যতেও দেখতে পাবে। তোমরা তো কুরাইশদের মুকাবিলা করতে যাওয়াকে ধ্বংস ও মৃত্যুর নামান্তর মনে করেছিলে ; কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে নেয়ার পর এ বিপদসংকুল কাজই তোমাদের জন্য কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ⑦ لِيُحِقَّ

তাঁর বাণীর মাধ্যমে সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং উপড়ে ফেলতে কাফিরদের শিকড়। ৮. যেন তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন

الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ⑧ إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ

সত্য হিসেবে এবং বাতিলকে প্রতিপন্ন করেন বাতিল হিসেবে, যদিও অপরাধী গোষ্ঠী অপছন্দ করে।[৭] ৯. (স্মরণীয়) তোমাদেরকে যখন তোমরা ফরিয়াদ করছিলে

رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিয়েছিলেন— অবশ্যই আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যকারী

مُرْدِفِيْنَ ⑨ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ

যারা পরপর আগমনকারী। ১০. আর আল্লাহ শুধুমাত্র সুসংবাদ দান ছাড়া এটা (সাহায্য) করেন নি এবং যাতে এর দ্বারা তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে ;

أَنْ يُّحِقَّ-প্রতিষ্ঠিত করতে সত্যকে ; الْحَقَّ-(ال+حق)-সত্যরূপে ; بِكَلِمٰتِهِ-(ب+كلمت+ه)-তাঁর বাণীর মাধ্যমে ; وَ-এবং ; يَقْطَعَ-উপড়ে ফেলতে ; دَابِرَ-শিকড় ; الْكٰفِرِيْنَ-(ال+كفرين)-কাফিরদের। ⑧ لِيُحِقَّ-যেন তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন ; الْحَقَّ-সত্য হিসেবে ; وَ-এবং ; يُبْطِلَ-বাতিলকে প্রতিপন্ন করেন ; الْبَاطِلَ-(ال+باطل)-বাতিল হিসেবে ; وَلَوْ-(و+لو)-যদিও ; كَرِهَ-অপছন্দ করে ; الْمُجْرِمُوْنَ-(ال+مجرمون)-অপরাধী গোষ্ঠী। ⑨ إِذْ-যখন ; تَسْتَغِيْثُوْنَ-তোমরা ফরিয়াদ করছিলে ; رَبَّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ; فَاسْتَجَابَ-(ف+استجاب)-তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; أَنِّيْ-(ان+ى)-অবশ্যই আমি ; مُمِدُّكُمْ-(ممد+كم)-তোমাদেরকে সাহায্যকারী ; بِأَلْفٍ-(ب+الف)-এক হাজার ; مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ-(من+ال+ملئكة)-ফেরেশতা দ্বারা ; مُرْدِفِيْنَ-যারা পরপর আগমনকারী। ⑩ وَ-আর ; مَا جَعَلَهُ-(ماجعل+ه)-এটা করেন নি ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; إِلَّا-ছাড়া ; بُشْرٰى-শুধুমাত্র সুসংবাদ দান ; وَ-এবং ; لِتَطْمَئِنَّ-যাদের প্রশান্তি লাভ করে ; بِهٖ-এর দ্বারা ; قُلُوْبُكُمْ-(قلوب+كم)-তোমাদের অন্তর ;

৫. এখানে দু' দলের দ্বারা বাণিজ্য-কাফেলা ও মক্কা থেকে আগত কুরাইশ সৈন্যদল বুঝানো হয়েছে।

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

আর সাহায্য তো আল্লাহর নিকট থেকে ছাড়া হয় না ;
নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

وَ-আর ; مَا النَّصْرُ-(ما+ال+نصر)-সাহায্য তো হয় না ; إِلَّا-ছাড়া ; مِنْ عِنْدِ-নিকট থেকে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; عَزِيزٌ-পরাক্রমশালী ; حَكِيمٌ-প্রজ্ঞাময়।

৬. বাণিজ্য-কাফেলা যারা সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছিল, তাদের নিকট তেমন কোনো অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না। তাদের সাথে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ জন রক্ষি ছিল।

৭. মক্কা থেকে কুরাইশ বাহিনী এগিয়ে আসার ফলে এমন একটি পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল যে, আরব দেশে আল্লাহর দেয়া বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন টিকে থাকবে না জাহেলিয়াতের ব্যবস্থা টিকে থাকবে। সে সময় মুসলমানরা যদি আল্লাহর রহমতে বীরত্ব সহকারে ঝাঁপিয়ে না পড়তো, তাহলে ইসলামের ভবিষ্যত অত্যন্ত অন্ধকার হয়ে পড়ত। সেদিন তারা আল্লাহর ইচ্ছায় সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে কুরাইশদের দাপট ক্ষুণ্ন হয়ে যায়, যার ফলে আরবের মাটিতে ইসলামের শিকড় মযবুতভাবে বসার সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে জাহেলিয়াত ক্রমাগত পরাজয় বরণ করতে থাকে, অবশেষে তা একেবারেই বিলীন হয়ে যায়।

১ রুকূ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সূরা আল আনফালে আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ই বদর যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট।

২. এসব আলোচনায় কাফির, মুশরিক ও আহলি কিতাবের অশুভ পরিণতি তথা পরাজয় ও ব্যর্থতা ; অপরদিকে মুসলমানদের সফলতার বিষয় স্থান পেয়েছে, যা ছিল একান্তই আল্লাহর রহমত।

৩. মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর অসীম রহমতের কারণ ছিল—তাদের ইখলাস তথা নিঃস্বার্থতা, পারস্পরিক ঐক্য এবং আল্লাহ ও রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য। ইতিহাস সাক্ষী পরবর্তীকালে বিভিন্ন জিহাদে মুসলমানদের বিজয়ের পেছনে উল্লেখিত.কারণগুলোই ক্রিয়াশীল ছিল, যার ফলে তারা আল্লাহর রহমত পেতে সক্ষম হয়েছিল। এগুলো চিরন্তন নীতি।

৪. বদর যুদ্ধ ইসলামের প্রথম যুদ্ধ হওয়ায় যুদ্ধ-পরবর্তী কিছু বিধি-বিধান জারী হয়েছে। তার মধ্যে সর্বপ্রথম হলো 'গনীমত' তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে।

৫. মুসলমানদের ইসলামী জিহাদের মূল লক্ষ্য আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা, তাই 'গনীমত'-কে 'আনফাল' বা 'অতিরিক্ত' বলা হয়েছে। এ থেকে এটাই শিক্ষণীয় যে, মুসলমানদের জন্য বৈষয়িক সম্পদ যুদ্ধের মূল লক্ষ্য হবে না ; মূল লক্ষ্য থাকবে আদর্শিক বিজয়।

৬. 'গনীমত' সম্পর্কে এখানে যে বিধান দেয়া হয়েছে তাহলো—গনীমতের পাঁচ ভাগের এক অংশ আল্লাহর দীনের কাজে এবং আল্লাহর গরীব বান্দাদের মধ্যে বণ্টিত হবে। বাকী চার অংশ

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টিত হবে। এ বিধান সকলকে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে হবে।

৭. মু'মিনদের আল্লাহর স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় এতে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে এবং তখন আল্লাহর কোনো বিধান তাদের সামনে পেশ করা হলে তারা তা অকুণ্ঠ চিত্তে মেনে নেয়। আর এটা তাদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করে।

৮. ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যে যত বেশি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তার ঈমানের প্রবৃদ্ধি তত বেশি। সুতরাং আমাদের সকলেরই আল্লাহ ও রাসূলের বেশি বেশি আনুগত্যের মাধ্যমে আমাদের ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি করা একান্ত কর্তব্য।

৯. সদা-সর্বদা আল্লাহর উপর নির্ভরতা রাখতে হবে। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রের কঠিন মূহুর্তেও আল্লাহর উপরই ভরসা রাখতে হবে।

১০. নামায প্রতিষ্ঠা করতে হবে—এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ছাড় নেই। কারণ নামাযই হলো মু'মিন ও কাফিরের মধ্যকার পার্থক্য।

১১. সর্বদা আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকেই ব্যয় করতে হবে। এটা যাকাতের অতিরিক্ত। কারণ যাকাত 'দান' নয়। যাকাত হলো ধনীদের সম্পদে দরীদ্রের হক বা অধিকার।

১২. উপরোল্লিখিত বৈশিষ্টের অধিকারী মু'মিনের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে বিশেষ মর্যাদা–তাদের সকল গুনাহ-খাতা আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে সম্মানজনক জীবিকা প্রদান করবেন। প্রত্যেক মু'মিনেরই এ সৌভাগ্য অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা করা উচিত।

১৩. আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মনের সন্তোষ সহকারে অংশগ্রহণ করা উচিত। এতে অংশ নিতে পারাকে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য মনে করা উচিত।

১৪. ইসলামী আন্দোলনের সাথীদের জন্য কখনও বৈষয়িক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত নয় ; বরং দীনী স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৫. দীনী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিলে বৈষয়িক স্বার্থ স্বাভাবিকভাবেই হাসিল হবে। কারণ দীনী স্বার্থই হল মূল। মূল অর্জিত হলে শাখা-প্রশাখা এমনিতেই এসে যায়।

১৬. মূল লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টার কারণে আল্লাহর সাহায্যও যথাসময় এসে পড়ে। কারণ আল্লাহ তো সর্বদা সাহায্য দিতে প্রস্তুত। তবে এটা পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা।

১৭. প্রকৃতপক্ষে কার্যকর সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহই করতে পারেন।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৯

⑪ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ

১১. (স্মরণীয়) যখন তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি দান হিসেবে[৮] এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বর্ষণ করেন

مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ

পানি, যাতে তিনি তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করতে পারেন এবং তোমাদের থেকে দূর করে দিতে পারেন শয়তানের প্ররোচনা, আর যাতে সুদৃঢ় করতে পারেন

عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ⑫ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ

তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং তা দ্বারা (তোমাদের) পাগুলোকে সুস্থির রাখতে পারেন।[৮] ১২. (স্মরণীয়) যখন আপনার প্রতিপালক ওহী পাঠান

⑪ إِذْ-যখন ; يُغَشِّيكُمْ-(يغشى+كم)-তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করেন ; النُّعَاسَ-(ال+نعاس)-তন্দ্রায়; أَمَنَةً-প্রশান্তি দান হিসেবে ; مِّنْهُ-(من+ه)-তাঁর পক্ষ থেকে ; وَ-এবং; يُنَزِّلُ-বর্ষণ করেন ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; مِّنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-(ال+سماء)-আকাশ ; مَاءً-পানি ; لِّيُطَهِّرَكُمْ-(ليطهر+كم)-যাতে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে পারেন ; بِهِ-তা দ্বারা ; وَ-এবং ; يُذْهِبَ-দূর করে দিতে পারেন ; عَنكُمْ-তোমাদের থেকে ; رِجْزَ-প্ররোচনা ; الشَّيْطَانِ-(ال+شيطن)-শয়তানের ; وَ-আর ; لِيَرْبِطَ-যাতে সুদৃঢ় করতে পারেন ; عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ-(على+قلوب+كم)-তোমাদের অন্তরসমূহকে ; وَ-এবং ; يُثَبِّتَ-সুস্থির রাখতে পারেন ; بِهِ-তা দ্বারা ; الْأَقْدَامَ-(ال+اقدام)-(তোমাদের) পাগুলোকে। ⑫ إِذْ-যখন ; يُوحِي-ওহী পাঠান ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ;

৮. তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় মানুষের মন থেকে ভয়-ভীতি ও চিন্তা-ভাবনা দূর হয়ে যায়। বদর যুদ্ধেও এমনি একটি অবস্থা আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং প্রবল বৃষ্টি বর্ষণের দ্বারা পরিস্থিতিকে মুসলমানদের অনুকূল করে দিয়েছিলেন। এমনি একটি পরিস্থিতি আল্লাহ তাআলা ওহুদ যুদ্ধের পরপর সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। সূরা আলে ইমরানের ১১শ রুকূ'তে এ ব্যাপারটা উল্লেখিত হয়েছে।

إِلَى الْمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ سَأُلْقِىْ

ফেরেশতাদের প্রতি যে, আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে আছি। অতএব তোমরা সুস্থির রাখো তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে ; শীঘ্রই আমি সঞ্চার করে দেবো

فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ

আতংক, তাদের অন্তরে যারা কুফরী করেছে ;
অতএব তোমরা আঘাত করো ঘাড়ের উপর

وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ⑫ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ

এবং মারো তাদের আঙুলের প্রত্যেকটি জোড়ায়।[১০]
১৩. এটা এজন্য যে, তারা বিরোধিতা করেছে আল্লাহ

اِلَى-প্রতি ; الْمَلٰٓئِكَةِ-ফেরেশতাদের ; اَنِّىْ-যে, আমি অবশ্যই ; مَعَكُمْ-(مع+كم)-তোমাদের সাথে আছি; فَثَبِّتُوْا-(ف+ثبتوا)-অতএব তোমরা সুস্থির রাখো; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; سَاُلْقِىْ-শীঘ্রই আমি সঞ্চার করে দেবো ; فِىْ قُلُوْبِ-অন্তরে ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; الرُّعْبَ-(ال+رعب)-আতংক ; فَاضْرِبُوْا-(ف+اضربوا)-অতএব তোমরা আঘাত করো ; فَوْقَ-উপর; الْاَعْنَاقِ-(ال+اعناق)-ঘাড়ের ; وَ-এবং ; اضْرِبُوْا-মারো ; مِنْهُمْ-তাদের ; كُلَّ-প্রত্যেকটি ; بَنَانٍ-জোড়ায়।⑫ ذٰلِكَ-এটা ; بِاَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-এ জন্যে যে ; شَاقُّوْا-তারা বিরোধিতা করেছে ; اللّٰهَ-আল্লাহ ;

৯. বদর যুদ্ধ যে দিন সংঘটিত হয়েছিল তার পূর্বের রাতের অবস্থা-ই এখানে উল্লিখিত হয়েছে। মুসলমানরা বদর যুদ্ধক্ষেত্রের অপেক্ষাকৃত নীচু ও বালুকাময় অবস্থানে ছিল। রাতে প্রয়োজনমত বৃষ্টি হয়। এতে মুসলমানদের তিনটি উপকার হয়—(১) মুসলমানদের পানির অভাব দূর হয়। তারা কূপ খনন করে পানি আটকে রাখতে সক্ষম হয়। তাদের ওযু-গোসলের কোনো সমস্যাই রইলো না। (২) মুসলমানরা যেহেতু নীচু অবস্থানে ছিল, তাই বৃষ্টির ফলে বালি জমে যায় এবং শক্ত হয়ে যায়, যার ফলে তাদের জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হয়। (৩) কাফিররা যেহেতু উচ্চভূমিতে অবস্থান নিয়েছিল এবং সেখানকার ভূমিতে মাটির আধিক্য ও প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে সেখানে পানি জমে কাদা হয়ে যায়, যার ফলে কাফিররা স্থির হয়ে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি। মুসলমানদের জন্য এ ধরনের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দেয়া আল্লাহর এক বিরাট রহমত ছিল। 'শয়তানের প্ররোচনা' দ্বারা ভীতিজনক অবস্থা বুঝানো হয়েছে। যা বৃষ্টিপাতের পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান ছিল।

وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

ও তাঁর রাসূলের ; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করবে তবে (তার জেনে রাখা উচিত যে,) অবশ্যই আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর

الْعِقَابِ ⑭ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ○

শাস্তি দানের ক্ষেত্রে।[১১] ১৪. এটা তোমাদের[১২] অতএব তার স্বাদ আস্বাদন করো, আর জাহান্নামের শাস্তিতো অবশ্যই কাফেরদের জন্য।

⑮ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ

১৫. হে যারা ঈমান এনেছো! যারা কুফরী করেছে তাদের মুকাবিলায় যখন তোমরা ময়দানে নামো, তখন তোমরা তাদের প্রতি ফিরিয়ে দিও না

وَ-ও ; رَسُوْلَهٗ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; يُّشَاقِقِ -বিরোধিতা করবে ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلَهٗ-তাঁর রাসূলের ; فَاِنَّ-(ف+ان)-তবে অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; شَدِيْدُ-অত্যন্ত কঠোর ; الْعِقَابِ-(ال+عقاب)-শাস্তি দানের ক্ষেত্রে। ⑭ ذٰلِكُمْ-এটা তোমাদের ; فَذُوْقُوْهُ-(ف+ذوقوا+ه)-অতএব তার স্বাদ আস্বাদন করো ; وَ-আর ; اَنَّ-অবশ্যই ; لِلْكٰفِرِيْنَ-(ل+ال+كفرين)-কাফিরদের জন্য ; عَذَابَ-শাস্তিতো ; النَّارِ-(ال+نار)-জাহান্নামের। ⑮ يٰۤاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْۤا-ঈমান এনেছো ; اِذَا-যখন ; لَقِيْتُمُ-মুকাবিলায় নামো ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; زَحْفًا-ময়দানে ; فَلَا تُوَلُّوْهُمُ-(ف+لاتولوا+هم)-তখন তোমরা ফিরিয়ে দিও না ;

১০. বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের সাহায্য করার ব্যাপারে কুরআন মাজীদ থেকে যতটুকু জানা যায় তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, ফেরেশতারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে—মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি কিংবা মুসলমানদের সাথে মিশে যুদ্ধ করার মাধ্যমে সাহায্য করেছে, উভয়টাই হতে পারে।

১১. বদর যুদ্ধের যেসব ঘটনা এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো 'আনফাল' তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রকৃত তাৎপর্য মুসলমানদের সামনে স্পষ্ট করে দেয়া। মুসলমানরা যেন এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের উপর তাদের অধিকার দাবী করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত। এটাতো তাদের নিজস্ব চেষ্টা-সাধনার ফল নয়—এটা আল্লাহর দান বিশেষ।

১২. এখান থেকে পুনরায় কাফেরদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। এখানে কাফেরদেরকেই আযাবের যোগ্য বলে উল্লিখিত হয়েছে।

الْأَدْبَارَ ﴿١٦﴾ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ

পেছন। ১৬. আর সেদিন যে তার পেছন দিকে ফিরে আসবে
যুদ্ধের জন্য কৌশল অবলম্বনকারী ছাড়া

أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ

অথবা দলের নিকট আশ্রয়গ্রহণকারী ছাড়া, সে নিঃসন্দেহে পতিত হবে আল্লাহর
গযবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নামে ;

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٧﴾ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ

আর তা কতইনা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।[১৩] ১৭. আর তাদেরকে তো তোমরা হত্যা
করোনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন ;

الْأَدْبَارَ-(ال+ادبار)-পেছন। ⑯ وَ-আর ; مَنْ-যে ; يُوَلِّهِمْ-(يول+هم)-ফিরে আসবে ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন; دُبُرَهُ-তার পেছনের দিকে ; إِلَّا-ছাড়া ; مُتَحَرِّفًا-কৌশল অবলম্বনকারী; لِقِتَالٍ-(ل+قتال)-যুদ্ধের জন্য ; أَوْ-অথবা ; مُتَحَيِّزًا-আশ্রয় গ্রহণকারী ; إِلَىٰ-নিকট ; فِئَةٍ-দলের; فَقَدْ بَاءَ-(ف+قد باء)-সে নিসন্দেহে পতিত হবে ; بِغَضَبٍ-(ب+غضب)-গযবে ; مِنَ اللَّهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; مَأْوَاهُ-(ماوى+ه)-তার ঠিকানা হবে ; جَهَنَّمُ-জাহান্নামে ; وَ-আর ; بِئْسَ-তা কতইনা নিকৃষ্ট ; الْمَصِيرُ-(ال+مصير)-গন্তব্যস্থল। ⑰ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ-(ف+لم تقتلوا+هم)-আর তাদেরকে তো তোমরা হত্যা করোনি ; وَلَٰكِنَّ-বরং ; اللَّهَ-আল্লাহই ; قَتَلَهُمْ-(قتل+هم)-তাদেরকে হত্যা করেছেন ;

১৩. কাপুরুষতা ও পরাজয়ের মনোভাব নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ পলায়নপর ব্যক্তির নিকট তখন তার উদ্দেশ্য ও লক্ষের পরিবর্তে নিজের প্রাণটা অধিক মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। এ ধরনের একজনের পলায়ন দ্বারা সমগ্র বাহিনীতে প্রভাব পড়ে, যার ফলে পুরো বাহিনী পরাজয়ের শিকার হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (স) এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন ; তিনি এরশাদ করেছেন—"তিনটি গুনাহ্ এতই সাংঘাতিক যে, তাতে লিপ্ত হলে কোনো সৎকর্মই উপকার দেবে না—(১) শিরক, (২) পিতা-মাতার হক নষ্ট করা, (৩) যুদ্ধ-ময়দান থেকে পলায়ন।" অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-সাতটি কবীরা গুনাহের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করাকেও গণ্য করেছেন।

তবে দুটো অবস্থায় যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ জায়েয—(১) যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তনের লক্ষ্যে এবং (২) নিজেদের বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। এখানে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার জন্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে আল্লাহর গযবে পরিবেশিষ্টত হবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ

আর যখন আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন তো নিক্ষেপ আপনি করেননি বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন ;[১৪] যেন তিনি যাঁচাই করে নিতে পারেন মু'মিনদেরকে

مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ

তাঁর পক্ষ থেকে উত্তম পরীক্ষার মাধ্যমে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। ১৮. এটা তোমাদের জন্য ; আল্লাহ তো অবশ্য দুর্ব প্রতিপন্নকারী

كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِنْ

কাফেরদের ষড়যন্ত্র। ১৯. যদি তোমরা ফায়সালা চাও তবে ফায়সালা তোমাদের নিকট এসে গেছে ;[১৫] আর যদি

تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ

তোমরা বিরত থাকো তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম ; আর যদি তোমরা পুনরায় করো আমিও পুনঃশাস্তি দেবো ; এবং তখন তোমাদের কাজে আসবে না

وَ-আর ; مَا رَمَيْتَ-আপনি নিক্ষেপ করেননি ; إِذْ-যখন ; رَمَيْتَ-আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন ; وَلَٰكِنَّ-বরং ; اللَّهَ-আল্লাহই ; رَمَىٰ-নিক্ষেপ করেছেন ; وَلِيُبْلِيَ-যেন তিনি যাঁচাই করে নিতে পারেন ; الْمُؤْمِنِينَ-(ال+مؤمنين)-মু'মিনদেরকে; مِنْهُ-তাঁর পক্ষ থেকে ; بَلَاءً-পরীক্ষার মাধ্যমে ; حَسَنًا-উত্তম ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; سَمِيعٌ-সর্বশ্রোতা ; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ। (১৮) ذَٰلِكُمْ-এটা তোমাদের জন্য ; وَ-আর ; أَنَّ-অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; مُوهِنُ-দুর্বল প্রতিপন্নকারী ; كَيْدِ-ষড়যন্ত্র ; الْكَافِرِينَ-(ال+كفرين)-কাফেরদের। (১৯) إِنْ-যদি ; تَسْتَفْتِحُوا-তোমাদের ফায়সালা চাও ; فَقَدْ جَاءَكُمْ-(ف+قد جاء+كم)-তবে তোমাদের নিকট এসে গেছে ; الْفَتْحُ-(ال+فتح)-ফায়সালা; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; تَنْتَهُوا-তোমরা বিরত হও ; فَهُوَ-তবে তা ; خَيْرٌ-উত্তম; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; تَعُودُوا-তোমরা পুনরায় করো ; نَعُدْ-আমিও পুনঃ শাস্তি দেবো ; وَ-এবং ; لَنْ تُغْنِيَ-তখন কাজে আসবে না ; عَنْكُمْ-তোমাদের ;

১৪. বদর যুদ্ধ শুরু হওয়ার একেবারে পূর্বমুহূর্তে যখন উভয় দল মুখোমুখি দাঁড়ালো তখন রাসূলুল্লাহ (স) এক মুষ্ঠি বালি নিয়ে 'শাহাতিল উজূহ' বলে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। এ নিক্ষিপ্ত বালি আল্লাহর কুদরতে কাফের বাহিনীর সকলের চোখে গিয়ে পড়েছে। আর সংগে সংগেই মুজাহিদগণ তাদের উপর আক্রমণ চালালেন। এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

তোমাদের দলবল কোনো কিছুতেই যদিও তা সংখ্যায় অধিক হয় ; আর আল্লাহ অবশ্যই মু'মিনদের সাথে রয়েছেন।

فِئَتُكُمْ-(فئة+كم)-তোমাদের দলবল ; شَيْئًا-কোনো কিছু ; وَلَوْ-যদিও ; كَثُرَتْ-তা সংখ্যায় অধিক হয় ; وَ-আর ; اَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; مَعَ-সাথেই রয়েছেন ; الْمُؤْمِنِيْنَ-(ال+مؤمنين)-মু'মিনদের।

১৬. কাফেররা যখন মক্কা থেকে যাত্রা করে, তখন কা'বার গিলাফ ধরে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ! উভয় পক্ষের মধ্যে যারা উত্তম তাদের পক্ষেই তুমি বিজয়ের ফায়সালা দান করিও। বিশেষ করে আবু জাহেল বলেছিল যে, আমাদের মধ্যে যারা সত্যের পথে রয়েছে তাদেরকেই তুমি বিজয় দান করিও, আর যারা যুলুমের পথে রয়েছে তাদেরকে তুমি লাঞ্ছিত করিও। আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করে কে সত্যপন্থী তা দেখিয়ে দিয়ে ফায়সালা করে দিলেন।

২ রুকূ' (১১-১৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুসলমানরা যখন ইখলাস তথা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও জিহাদে অংশগ্রহণ করে, তখন অবশ্যই আল্লাহ সাহায্য করেন—এতে কোনো মু'মিনের অন্তরে সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়।

২. বদরের যুদ্ধে যেমন আল্লাহর সাহায্য এসেছে, মুসলমানদের তার পরবর্তী যুদ্ধসমূহেও আল্লাহর সাহায্য এসেছে—এটা ঐতিহাসিকভাবেও প্রমাণিত। মুসলমানদের বিজয়ের ইতিহাসে এর বহু প্রমাণ রয়েছে।

৩. বদর যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য এসেছে দু'ভাবে—প্রথমত অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত সরাসরি ফেরেশতা পাঠিয়ে মুসলমানদের মানসিক দৃঢ়তা সৃষ্টির মাধ্যমে।

৪. দুনিয়াতে কাফিরদের পরাজয়ের কারণ আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ। এটা হলো তাদের অপরাধের যৎসামান্য শাস্তি। তাদের আসল শাস্তি হবে আখিরাতে—যা অত্যন্ত কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী ও কল্পনাতীত।

৫. বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন তা হলো—এক ঃ যুদ্ধের জন্য যাত্রা করা। দুই ঃ ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার ওয়াদা করা। তিন ঃ মুসলমানদের দোয়ার মঞ্জুরী ও সাহায্যের ওয়াদা পূরণ। চার ঃ তন্দ্রাচ্ছন্নতার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে সবলতা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে যুদ্ধের ময়দানকে উপযোগী করে দেয়া।

৬. যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা জায়েয নয়।

৭. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের জন্য আখিরাতে কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

৮. দুটো অবস্থায় পশ্চাদপসরণ বৈধ—(১) যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এবং (২) নিজ দলের সাতে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে। এমতাবস্থায় পশ্চাদপসরণ পলায়ন বলে গণ্য হবে না।

৯. সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে মু'মিনদের ঈমানের পরীক্ষা হয়। যারা এতে সফল হয় তারাই আখিরাতে সর্বোত্তম জান্নাত লাভের অধিকারী হবে।

১০. মুসলমানদের সত্যনিষ্ঠ মানসিকতা ও প্রাণান্ত প্রচেষ্টার সামনে কাফেরদের দলবল ও সাজ-সরঞ্জাম ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ সত্যিকার মু'মিনদের সাথে অবশ্যই আল্লাহ রয়েছেন।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৭
আয়াত সংখ্যা-৯

٢٠ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ

২০. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ো না—

وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ٢١ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا

এমতাবস্থায় যে তোমরা (তাঁর কথা) শুনছো। ২১. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা বলে—আমরা শুনেছি

وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ٢٢ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ

অথচ তারা শুনছে না।[১৬] ২২. আল্লাহর কাছে সেই বধির ও বোবা অবশ্যই[১৭] নিকৃষ্টতম প্রাণী

الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ٢٣ وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ

যারা বোঝার শক্তি রাখে না। ২৩. আর আল্লাহ যদি জানতেন—তাদের মধ্যে কোনো ভাল কিছু আছে তবে অবশ্যই তাদেরকে শোনাতেন ;

(২০) يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْٓا-ঈমান এনেছো ; اَطِيْعُوْا-তোমরা আনুগত্য করো ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلَهٗ-তাঁর রাসূলের ; وَ-এবং ; لَاتَوَلَّوْا-মুখ ফিরিয়ো না ; عَنْهُ-তা থেকে ; وَ-এমতাবস্থায় যে ; اَنْتُمْ-তোমরা ; تَسْمَعُوْنَ-তোমরা শুনছো (তাঁর কথা)। (২১) وَ-আর ; لَاتَكُوْنُوْا-তোমরা হয়ো না ; كَالَّذِيْنَ-তাদের মতো যারা ; قَالُوْا-বলে ; سَمِعْنَا-আমরা শুনেছি ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারা ; لَايَسْمَعُوْنَ-শুনছে না। (২২) اِنَّ-অবশ্যই; شَرَّ-নিকৃষ্টতম ; الدَّوَآبِّ-(ال+دواب)-প্রাণী ; عِنْدَ-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الصُّمُّ-সেই বধির ; الْبُكْمُ-বোবা ; الَّذِيْنَ-যারা ; لَايَعْقِلُوْنَ-বুঝার শক্তি রাখে না। (২৩) وَ-আর ; لَوْ-যদি ; عَلِمَ-জানতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فِيْهِمْ-তাদের মধ্যে; خَيْرًا-ভাল কিছু আছে ; لَّاَسْمَعَهُمْ-(ل+اسمع+هم)-অবশ্যই তাদেরকে শোনাতেন ;

১৬. এখানে 'শুনা' দ্বারা মেনে নেয়া বুঝানো হয়েছে। সেসব মুনাফিকদের ব্যাপারে এটা বলা হয়েছে, যারা ঈমান আনার দাবী করতো বটে কিন্তু আল্লাহর হুকুম-আহকাম

وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾ يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

আর যদি তাদের শোনার শক্তি দিতেন তারা উপেক্ষাকারী হিসেবে মুখ ফিরিয়ে নিতো।[১৬] ২৪. হে যারা ঈমান এনেছো!

اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ع

তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহর ডাকে এবং রাসূলের ডাকে যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কিছুর প্রতি ডাকেন যা তোমাদেরকে সজীব করে ;

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ

আর তোমরা জেনে রেখো! নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে থাকেন এবং তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর নিকট

تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ

সমবেত করা হবে।[১৭] ২৫. আর তোমরা এমন ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো যা— তোমাদের মধ্যে যারা যুলম করেছে তাদের উপর পতিত হবে না

وَ-আর ; لَوْ-যদি ; اَسْمَعَهُمْ-(اسمع+هم)-তাদের শোনার শক্তি দিতেন ; لَتَوَلَّوْا-
অবশ্যই তারা মুখ ফিরিয়ে নিতো ; وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ-(و+هم+معرضون)-و+هم+
(معرضون)-উপেক্ষাকারী হিসেবে।(২৪) يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ;
اسْتَجِيْبُوْا-তোমরা সাড়া দেবে ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ডাকে ; وَ-এবং ; لِلرَّسُوْلِ-(ل+ال+
رسول)-রাসূলের ডাকে ; اِذَا-যখন ; دَعَاكُمْ-তিনি তোমাদেরকে ডাকেন ; لِمَا-(ل+
ما)-এমন কিছুর প্রতি যা ; يُحْيِيْكُمْ-(يحيى+كم)-তোমাদেরকে সজীব করে ; وَ-
আর; اعْلَمُوْٓا-তোমরা জেনে রেখো ; اَنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَحُوْلُ-আড়াল হয়ে
থাকেন ; بَيْنَ-মাঝে; الْمَرْءِ-(ال+مرء)-মানুষ ; وَ-ও ; قَلْبِهٖ-(قلب+ه)-তার অন্তরের;
وَ-এবং ; اَنَّهٗ-অবশ্যই ; اِلَيْهِ-তাঁর নিকট ; تُحْشَرُوْنَ-সমবেত করা হবে।(২৫) وَ-আর ;
اتَّقُوْا-তোমরা বেঁচে থাকো; فِتْنَةً-এমন ফিতনা থেকে ; لَا تُصِيْبَنَّ-যা পতিত হবে না;
الَّذِيْنَ-তাদের উপরই যারা ; ظَلَمُوْا-যুল্‌ম করেছে ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্য থেকে ;

মানতে গড়িমসি করতো এবং সুযোগ পেলেই তা অমান্য করতো। নচেত তাদের শ্রবণশক্তিতে তো কোনো অসুবিধা ছিল না।

১৭. অর্থাৎ যারা হক কথা শুনতেও রাজী নয় এবং হক কথা বলতেও রাজী নয়। দীনের কথা শোনার ব্যাপারে বধির সাজতো আবার তা বলার ব্যাপারেও তারা বোবা সাজতো।

خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ

বিশেষভাবে ;[২০] এবং জেনে রেখো! নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।

২৬. আর তোমরা স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে

قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ

দুনিয়াতে সংখ্যায় খুবই কম—'দুর্বল-অসহায় হিসেবে ছিলে গণ্য, তোমরা ভয় করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে হঠাৎ ধরে নিয়ে যাবে

فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ

অতপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন ও নিজ সাহায্যে তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে তোমাদেরকে জীবিকা দান করেন

خَاصَّةً-বিশেষভাবে ; وَ-এবং ; اعْلَمُوْٓا-জেনে রেখো ; اَنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; شَدِيْدُ-অত্যন্ত ; الْعِقَابِ-(ال+عقاب)-শাস্তি দানে। ﴿٢٦﴾ وَ-আর ; اذْكُرُوْٓا-তোমরা স্মরণ করো ; اِذْ-যখন ; اَنْتُمْ-তোমরা ছিলে ; قَلِيْلٌ-সংখ্যায় খুবই কম ; مُّسْتَضْعَفُوْنَ-দুর্বল-অসহায় হিসেবে ছিলে গণ্য ; فِي الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়াতে ; تَخَافُوْنَ-তোমরা ভয় করতে ; اَنْ-যে ; يَّتَخَطَّفَكُمُ-তোমাদেরকে হঠাৎ ধরে নিয়ে যাবে ; النَّاسُ-(ال+ناس)-লোকেরা ; فَاٰوٰىكُمْ-(ف+اوى+كم)-অতপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন ; وَ-ও ; اَيَّدَكُمْ-তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন ; بِنَصْرِهٖ-(ب+نصر+ه)-নিজ সাহায্যে ; وَ-এবং ; رَزَقَكُمْ-(رزق+كم)-তোমাদেরকে জীবিকা দান করেন ; مِّنَ-থেকে ; الطَّيِّبٰتِ-(ال+طيبت)-পবিত্র বস্তুসমূহ ;

১৮. এর অর্থ—তাদের নিজেদের মধ্যে যখন সত্যের প্রতি আগ্রহ উদ্দীপনা নেই, তখন জিহাদের আদেশ পালনার্থে বাধ্য হয়ে জিহাদে বের হলেও বিপদ সামনে দেখলে তারা অবশ্যই পালিয়ে যেতো এবং তাদের অংশগ্রহণ তোমাদের জন্য কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণকর বলেই প্রমাণিত হতো।

১৯. মানুষকে নিফাক থেকে বাঁচাবার জন্য আল্লাহ তাআলা এখানে দুটো আকীদা বা বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছেন। এ দুটো আকীদা যদি মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়ে যায় তাহলেই সে নিফাক এবং অন্য সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। এর একটি হলো—দুনিয়া-আখিরাতের যাবতীয় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ। তিনি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে লুকায়িত সকল ব্যাপার সম্পর্কেও অবগত আছেন। কোনো প্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কামনা-বাসনাও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। আর দ্বিতীয় হলো—সব মানুষকেই আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে। তাঁর নিকট না গিয়ে

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ

যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।[২১] ২৭. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা খিয়ানত করো না আল্লাহ

لَعَلَّكُمْ-যাতে তোমরা ; تَشْكُرُوْنَ-তোমরা কৃতজ্ঞতা পেশ করো।(২৭) يَـٰٓأَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; لَاتَخُوْنُوْا-তোমরা খিয়ানত করো না ; اللّٰهَ-আল্লাহ ;

অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো উপায় নেই। এ দুটো বিশ্বাস মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে বসলেই সে মুনাফিকী ও অন্যান্য ছোট-বড় গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে।

২০. এখানে 'ফিতনা' দ্বারা সেই ফিতনা বুঝানো হয়েছে যা সমাজকে ব্যাপকভাবে গ্রাস করে নেয়। সমাজে যখন পাপাচার ব্যাপকভাবে চলতে থাকে আর তথাকথিত নেক লোকেরা শুধুমাত্র মসজিদ, মাদরাসা ও খানকায় আশ্রয় নিয়ে আরামে অবস্থান করে আল্লাহকে ডাকতে থাকে, পাপাচার প্রতিরোধের ঝুঁকি নিতে চায় না তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাধারণ শাস্তি এসে পড়ে আর এ শাস্তি থেকে কথিত নেক বান্দারাও বাঁচতে পারে না। যেমন কোনো শহরে ময়লা-আবর্জনা যখন সীমিত এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ আকারে থাকে তখন তার বিষক্রিয়াও সীমিত এলাকার মধ্যে থাকে। আর যখন সেই শহরের বেশিরভাগ লোক নিজেদের ঘর-বাড়ি ও আশপাশে ময়লা-আবর্জনা ছড়িয়ে দেয়, তখন এর দ্বারা যে রোগ-ব্যাধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তা থেকে কেউই রক্ষা পায় না। ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি ময়লা-আবর্জনা নাও ছড়িয়ে থাকে তাতেও সে এ থেকে রক্ষা পেতে পারে না। তবে শহরের কিছু লোক যদি এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং অন্যদেরকেও এর কুফল সম্পর্কে অবহিত করতে থাকে, যার ফলে ক্রমেই এদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং সমাজ-পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়, কেবলমাত্র তখনই সকলেই এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

দুনিয়াতেও মানুষের মধ্যে যেমন পাপাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, আর সমাজের ভাল লোকেরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে, তখন পাপ থেকে বেঁচে থাকা লোকগুলো এ পাপাচারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচতে পারে না।

২১. এখানে 'কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা'র অর্থ এটা নয় যে, কেবলমাত্র মৌখিকভাবে তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দান করবে, বরং এর অর্থ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মক্কার চরম প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রক্ষা করে মদীনার অনুকূল পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেখানে তাদের পবিত্র রিয্ক-এর ব্যবস্থা করেছেন, সর্বোপরি রাসূলের সাহচর্য এবং তাঁর আনুগত্য অনুসরণ করার সুযোগ দান করে তাদেরকে ধন্য করেছেন—এজন্য তারা শুধুমাত্র মৌখিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েই ক্ষান্ত হবে না ; বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস

وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَاعْلَمُوْٓا

ও রাসূলের সাথে এবং খিয়ানত করো না তোমাদের আমানতসমূহের[২২] এমতাবস্থায় যে, তোমরা তা অবগত। ২৮. আর জেনে রেখো

اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিতো অবশ্যই একটি পরীক্ষা,[২৩] আর আল্লাহ! অবশ্যই তাঁর নিকট রয়েছে মহান প্রতিদান।

وَ-ও ; الرَّسُوْلَ-(ال+رسول)-রাসূলের ; وَ-এবং ; تَخُوْنُوْٓا-খিয়ানত করো না ; اَمٰنٰتِكُمْ-(امنت+كم)-তোমাদের আমানতসমূহের ; وَ-এমতাবস্থায় যে ; اَنْتُمْ-তোমরা ; تَعْلَمُوْنَ-তোমরা তা অবগত।(২৮)وَ-আর ; اعْلَمُوْٓا-তোমরা জেনে রেখো! ; اَنَّمَا-অবশ্যই ; اَمْوَالُكُمْ-(اموال+كم)-তোমাদের ধন-সম্পদ ; وَ-ও ; اَوْلَادُكُمْ-(اولاد+كم)-তোমাদের সন্তান-সন্ততি ; فِتْنَةٌ-একটি পরীক্ষা ; وَ-আর, اَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عِنْدَهٗٓ-(عند+ه)-তাঁর নিকট রয়েছে ; اَجْرٌ-প্রতিদান ; عَظِيْمٌ-মহান।

ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে বাস্তব কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা পেশ করবে। আল্লাহর হুকুম-আহকাম যথার্থভাবে আদায় করবে, তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় থাকবে—এটাই হবে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। নচেত আল্লাহর অনুগ্রহের কথা মুখে স্বীকার করে কার্যত তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোনো কাজ না করা কৃতজ্ঞতা বলে অভিহিত করা যায় না ; বরং চরম অকৃতজ্ঞতার শামিল।

২২. নিজেদের আমানত অর্থ সেসব দায়িত্ব যা তাকে বিশ্বাস স্থাপন করে তার উপর অর্পণ করা হয়েছে। তা কারো সাথে কৃত ওয়াদা পূরণের দায়িত্ব হতে পারে, সামাজিক চুক্তি হতে পারে, কোনো আদর্শবাদী জামায়াতের গোপন তথ্য হতে পারে ; হতে পারে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ধন-সম্পদের দায়িত্ব। কারো উপর সামাজিক কোনো দায়িত্ব অর্পিত হলে বিশ্বস্ততার সাথে তা পালন করাও আমানত রক্ষা বলে বিবেচিত হবে এবং সে দায়িত্বে অবহেলা করাও আমানতের খিয়ানত বলে গণ্য হবে।

২৩. মানুষের ঈমান ও আমলে বিচ্যুতি দেখা দেয় যেসব কারণে তার প্রধান দুটো কারণ হলো ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসা। এ দুটো জিনিসের মোহ মানুষকে অপরাধে লিপ্ত করে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, যে দুটো জিনিসের মোহে পড়ে তোমরা সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ো তাতো পরীক্ষার উপকরণ মাত্র। তোমাদেরকে এগুলো এজন্য প্রদান করা হয়েছে যে, তোমরা এ দুটোর ভালবাসায় পড়ে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাও কিনা ; নাকি সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারো। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়ে আল্লাহ এ পরীক্ষাই করতে চান।

৩ রুকূ' (২০-২৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ ও রাসূলের কথা মুসলমানরা তো বটে কাফের-মুশরিকদের কাছেও পৌছেছে। তারা তা শোনার দাবী করে কিন্তু বিশ্বাস করে না। আবার মুনাফিকরা বিশ্বাসের দাবী করে কিন্তু তাদের কর্ম তা প্রমাণ করে না। মুসলমানদেরকে অবশ্যই তাদের শোনা ও বিশ্বাসের দাবীকে কর্ম দ্বারা প্রমাণ করতে হবে। নচেত তারাও কাফের-মুশরিক ও মুনাফিকদের মত হয়ে যাবে।

২. যারা সত্যের বাণী শোনার ব্যাপারে বধির এবং সত্য বলার ব্যাপারে বোবার ভূমিকা পালন করে, তারা আল্লাহর নিকট চতুষ্পদ জীবের ন্যায় ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট। তৎসঙ্গে এরা নির্বোধও বটে। বোবা ও বধিরদের মধ্যেও যাদের বুদ্ধি-বিবেক আছে তারা ইশারা-ইংগীতে মনের ভাব প্রকাশ করে এবং অন্যের কথা বুঝতে পারে ; কিন্তু এরা তাও করে না। সুতরাং সত্য কথা শুনতে হবে, সত্য বলতে হবে—এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকা যাবে না।

৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়ার অর্থ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর অনুসরণ করা। সুতরাং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর অনুসরণ করবে না তারা তাঁদের ডাকে সাড়া দিল না ; আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিল না তাদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

৪. নিফাক এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় হলো আল্লাহকে সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা হিসেবে দৃঢ়বিশ্বাস, অন্তরে বদ্ধমূল করে নেয়া এবং আখিরাতে আল্লাহর দরবারে সমবেত হয়ে জবাবদিহিতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল করে নেয়া।

৫. সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের প্রতিরোধ না করলে আল্লাহর শাস্তি থেকে সৎ হিসেবে পরিচিত লোকেরাও বাঁচতে পারবে না। সুতরাং দুনিয়াতে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ অবশ্যই করতে হবে।

৬. আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হলো মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনে শরীক হওয়া. এবং সক্রিয় তৎপরতা চালানো।

৭. আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খিয়ানত করার অর্থ আল্লাহ ও রাসূলের. আনুগত্য না করা। সুতরাং যারা আল্লাহর ইবাদাত করে না ও রাসূলের অনুসরণ-অনুকরণ করে না তারাই আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খিয়ানত করলো। এ খিয়ানত থেকে বাঁচতে হবে।

৮. নিজেদের আমানতের খিয়ানতের অর্থ হলো—পারস্পরিক ওয়াদা বা চুক্তি ভঙ্গ করা ; সামাজিক দিক থেকে অর্পিত দায়িত্ব সততার সাথে পালন না করা ; ইসলামী জামায়াতের গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়া এবং ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ধন-সম্পদের অপব্যবহার করা। মু'মিনদেরকে অবশ্যই এসব থেকে বাঁচতে হবে।

৯. স্বীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ আদায়ে এবং সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের ভালবাসায় অসদুপায় অবলম্বন করা যাবে না। এ থেকে বাঁচতে আল্লাহর ভয় এবং আখিরাতে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার ভয়কে অন্তরে লালন করতে হবে।

১০. যারা আল্লাহর ভয় ও আখিরাতে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয়কে স্বীয় ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসার উপর অগ্রাধিকার দেবে তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে যে মহান প্রতিদান পাবে তার মূল্য দুনিয়াতে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অতএব আমাদেরকে সেই মহান প্রতিদান অর্জনের জন্য কাজ করতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১৮
আয়াত সংখ্যা-৯

২৯ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا

২৯. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তিনি তোমাদেরকে হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী নূর দান করবেন[২৪]

وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

এবং তোমাদেরকে থেকে তোমাদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন ; আর আল্লাহ অনুগ্রহের মহান অধিকারী।

৩০ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

৩০. আর (স্মরণীয়) যখন কাফেররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটে যাতে আপনাকে আটকে রাখতে পারে অথবা হত্যা করতে পারে

(২৯) يَٰٓأَيُّهَا-হে ; ٱلَّذِينَ-যারা ; ءَامَنُوٓا۟-ঈমান এনেছো ; إِن-যদি ; تَتَّقُوا۟-তোমরা ভয় করো ; ٱللَّهَ-আল্লাহকে ; يَجْعَل-তিনি দান করবে ; لَّكُمْ-তোমাদেরকে ; فُرْقَانًا-হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী নূর ; وَ-এবং ; يُكَفِّرْ-মিটিয়ে দেবেন ; عَنكُمْ-(عن+كم)-তোমাদের থেকে ; سَيِّـَٔاتِكُمْ-(سيات+كم)-তোমাদের গুনাহসমূহ ; وَ-ও ; يَغْفِرْ-ক্ষমা করে দেবেন ; لَكُمْ-(ل+كم)-তোমাদেরকে ; وَ-আর ; ٱللَّهُ-আল্লাহ ; ذُو-অধিকারী ; ٱلْفَضْلِ-(ال+فضل)-অনুগ্রহের ; ٱلْعَظِيمِ-(ال+عظيم)-মহান। (৩০) وَ-আর ; إِذْ-যখন ; يَمْكُرُ-ষড়যন্ত্র আঁটে ; بِكَ-আপনার বিরুদ্ধে ; ٱلَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا۟-কুফরী করে ; لِيُثْبِتُوكَ-(يثبتوا+ك)-যাতে আপনাকে আটকে রাখতে পারে ; أَوْ-অথবা ; يَقْتُلُوكَ-(يقتلوا+ك)-আপনাকে হত্যা করতে পারে ;

২৪. 'ফুরকান' দ্বারা কুরআন মাজীদ বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী মানদণ্ড। এর অপর অর্থ 'নূর' বা আলো যা দ্বারা অনায়াসে সত্যপথ চিনে নেয়া যায়। এর দ্বারা সহজে বুঝে নেয়া যায়—কোন্ নীতি সঠিক, কোন্ নীতি ভ্রান্ত ; কোন্ কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট, কোন্ কাজে তিনি অসন্তুষ্ট। জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে এ কুরআন থেকে জেনে নেয়া যায়—কোন্ পথে চলা উচিত, কোন্ পথে চলা উচিত নয় ; কোন্ পথে চললে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যাবে ; আবার কোন্ পথে চললে আল্লাহর রোষানলে পড়ে জাহান্নামের খোরাক হতে হবে।

أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۝

কিংবা আপনাকে বহিষ্কার করতে পারে ;[২৫] আর তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ কৌশল অবলম্বন করেন ; আসলে আল্লাহ কুশলীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا ۝٣١

৩১. আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াত পাঠ করা হয়, তারা বলে—আমরা নিসন্দেহে শুনলাম, যদি আমরা ইচ্ছা করি, তবে আমরাও বলতে পারি

مِثْلَ هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝٣٢ وَإِذْ قَالُوا

এটার মতো ; এতো প্রাচীন লোকদের কিস্সা-কাহিনী ছাড়া কিছুই নয়।

৩২. আর (স্মরণীয়) তারা যখন বলেছিল—

أَوْ-কিংবা ; يُخْرِجُوكَ-(يخرجوا+ك)-আপনাকে বহিষ্কার করতে পারে ; وَ-আর ; يَمْكُرُونَ-তারা ষড়যন্ত্র করে ; وَ-এবং ; يَمْكُرُ-কৌশল অবলম্বন করেন ; اللَّهُ-আল্লাহ; وَ-আসলে ; اللَّهُ-আল্লাহ ; خَيْرُ-সর্বশ্রেষ্ঠ ; الْمَاكِرِينَ-কুশলীদের মধ্যে। ৩১ وَ-আর ; إِذَا-যখন ; تُتْلَىٰ-পাঠ করা হয় ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের সামনে ; آيَاتُنَا-(ايت+نا) -আমার আয়াত ; قَالُوا-তারা বলে ; قَدْ سَمِعْنَا-আমরা নিসন্দেহে শুনলাম ; لَوْ-যদি; نَشَاءُ-আমরা ইচ্ছা করি ; لَقُلْنَا-(ل+قلنا)-তবে আমরাও বলতে পারি ; مِثْلَ-মতো ; هَٰذَا-এটার ; إِنْ هَٰذَا-এটাতো কিছুই নয় ; إِلَّا-ছাড়া ; أَسَاطِيرُ-কিস্সা-কাহিনী ; الْأَوَّلِينَ-(ال+اولين)-প্রাচীন লোকদের। ৩২ وَ-আর ; إِذْ-যখন ; قَالُوا-তারা বলেছিল ;

২৫. এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে যখন কুরাইশরা নিশ্চতভাবে বুঝতে পেরেছে যে, মুহাম্মাদ (স) মদীনায় হিজরত করবেন। তখন কুরাইশরা 'দারুন নাদওয়ায়' সকল সরদারদেরকে নিয়ে পরামর্শ সভার ডাক দিল, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে চাইল। বিভিন্নজন বিভিন্ন পরামর্শ পেশ করলো ; কিন্তু কোনোটাই গৃহীত হলো না। অবশেষে আবু জাহেল পরামর্শ দিল যে, সকল গোত্র থেকে একজন করে যুবক বাছাই করে নিয়ে সবাই একযোগে মুহাম্মাদের উপর আক্রমণ চালাবে এবং সকলে মিলে এক সাথে তাকে হত্যা করবে, তাহলে মুহাম্মাদের গোত্র বনূ আবদে মনাফ কোনো এক গোত্রকে দোষারোপ করতে পারবে না। পরামর্শমত তারা একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাড়ী ঘেরাও করলো ; কিন্তু তিনি তাদের চোখে ধূলো দিয়ে তাদের সামনে দিয়েই বের হয়ে গেলেন, তারা টেরও পেলো না। এখানে পরামর্শ সভায় প্রদত্ত বিভিন্ন লোকের পরামর্শ এবং তাদের সিদ্ধান্তের দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا

হে আল্লাহ! এটা (কুরআন) যদি সত্যই তোমার পক্ষ হতে হয়ে থাকে
তবে আমাদের উপর বর্ষণ করো

حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللّٰهُ

আকাশ থেকে পাথর ; অথবা আমাদেরকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক আযাব দাও।[২৬]
৩৩. আর আল্লাহ তো এমন নন যে,

لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ

আপনি তাদের মধ্যে আছেন এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন ;
আর আল্লাহ এমতাবস্থায়ও শাস্তিদানকারী নন যে,

يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ

তারা ক্ষমা প্রার্থনায় রত আছে।[২৭] ৩৪. আর তাদের (এমন) কি (গুণ) আছে যে,
আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না ? অথচ তারা বাধা দান করে (লোকদেরকে)

اَللّٰهُمَّ-হে আল্লাহ ! اِنْ-যদি ; كَانَ-হয়ে থাকে ; هٰذَا-এটা ; هُوَ-এটা (কুরআন) ;
اَلْحَقَّ-সত্যই ; مِنْ-থেকে ; عِنْدَكَ-(عند+ك)-তোমার পক্ষ ; فَامْطِرْ-(ف+امطر)-
তবে বর্ষণ করো ; عَلَيْنَا-(على+نا)-আমাদের উপর ; حِجَارَةً-পাথর ; مِنَ-থেকে ;
السَّمَآءِ-(ال+سماء)-আকাশ ; اَوِ-অথবা ; ائْتِنَا-আমাদেরকে দাও ; بِعَذَابٍ-আযাব ;
اَلِيْمٍ-অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।(৩৩) وَ-আর ; مَا كَانَ-এমন নন যে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ;
لِيُعَذِّبَهُمْ-(ليعذب+هم)-তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন ; وَ-এমতাবস্থায় যে ; اَنْتَ-
আপনি ; فِيْهِمْ-(فى+هم)-তাদের মধ্যে আছেন ; وَ-আর ; مَا كَانَ-নন যে, ; اللّٰهُ-
আল্লাহ ; مُعَذِّبَهُمْ-(معذب+هم)-তাদেরকে শাস্তিদানকারী ; وَ-এমতাবস্থায়ও ; هُمْ-
তারা ; يَسْتَغْفِرُوْنَ-ক্ষমা প্রার্থনায় রত আছে।(৩৪) وَ-আর; مَا-কি আছে ; لَهُمْ-তাদের;
اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ-(ان+لايعذب+هم)-যে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন না ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-
অথচ ; هُمْ-তারা ; يَصُدُّوْنَ-বাধা দান করে ;

২৬. কাফেররা সত্যপথ লাভের জন্য আল্লাহর নিকট এভাবে দোয়া করতো না ; বরং তারা এটা চ্যালেঞ্জের ভাষায়ই বলতো যে, এ কুরআন তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি এবং এটা দ্বারা হিদায়াতও পাওয়া যাবে না। যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসতো, তাহলে এটা আমান্য করার জন্য তো আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيَآءَهُۥ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ

মসজিদে হারাম থেকে, অথচ তারা তার তত্ত্বাবধানকারীও নয় ;
তার তত্ত্বাবধানকারী কেউ নয়

إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا كَانَ

মুত্তাকীরা ছাড়া, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।
৩৫. আর (অন্য কিছু) ছিল না

صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ

আল্লাহর ঘরের কাছে তাদের নামাযে শিষ দেয়া এবং হাততালি দেয়া ছাড়া ;[২৭]
অতএব শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো

عَنِ-থেকে ; الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ-মসজিদে হারাম ; وَ-অথচ ; مَا كَانُوٓا-তারা নয় ; أَوْلِيَآءَهُ-(اولياء+ه)-তার তত্ত্বাবধানকারী ; إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ-(ان+اولياؤ+ه)-তার তত্ত্বাবধানকারী কেউ নয় ; إِلَّا-ছাড়া ; الْمُتَّقُونَ-মুত্তাকীরা ; وَلَٰكِنَّ-কিন্তু ; أَكْثَرَهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; لَا يَعْلَمُونَ-তা জানে না। ৩৫ وَ-আর ; مَا كَانَ-ছিল না ; صَلَاتُهُمْ-(صلاة+هم)-তাদের নামায ; عِنْدَ-কাছে ; الْبَيْتِ-(ال+بيت)-আল্লাহর ঘরের ; إِلَّا-ছাড়া ; مُكَآءً-শিষ দেয়া ; وَ-এবং ; تَصْدِيَةً-হাততালি দেয়া ; فَذُوقُوا-(ف+ذوقوا)-অতএব স্বাদ গ্রহণ করো ; الْعَذَابَ-(ال+عذاب)-শাস্তির ;

বর্ষণ হওয়া উচিত ছিল এবং আমাদের উপর কঠিন আযাবই নেমে আসতো। তা যখন হয়নি তখন এটাই প্রমাণ হয় যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি।

২৭. পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের যে প্রশ্ন দোয়ার ধরনে উল্লেখিত হয়েছে এখানে তার জবাব দেয়া হচ্ছে। মক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা সেখানে আযাব পাঠাননি। এর প্রথম কারণ হলো আল্লাহর নবী কোনো জনপদে অবস্থান করছেন এবং তিনি লোকদেরকে সত্যের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন ; এমতাবস্থায় তাদেরকে সংশোধনের সুযোগ দেয়া হবে, এ সময় তাদের উপর আযাব দিয়ে তাদের অবকাশ পাওয়ার অধিকার হরণ করা হবে না। দ্বিতীয় কারণ হলো মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে তাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা তথা তাওবা ইসতিগফার করতে থাকবে এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজেরা সতর্কতা অবলম্বন ও সংশোধন হওয়ার চেষ্টায় রত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আযাব নাযিল করে জনপদকে ধ্বংস করে দেবেন—এরূপ করা আল্লাহর রীতি নয়।

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

তোমরা যে কুফরী করতে তার জন্য।[২৯] ৩৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করে, তারা ব্যয় করে তাদের ধন-সম্পদ

لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً

যাতে তারা (লোকদেরকে) ফিরিয়ে রাখতে পারে আল্লাহর পথ থেকে ; তারা তা আরো ব্যয় করতে থাকবে, তারপর তা তাদের আফসোসের কারণ হবে

ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ۝

অবশেষে তারা পরাজিত হবে, আর যারা কুফরী করে তাদেরকে একত্র করা হবে জাহান্নামে ;

بِمَا-তার জন্য যে ; كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ-কুফরী তোমরা করতে। ৩৬ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করে ; يُنْفِقُونَ-তারা ব্যয় করে ; أَمْوَالَهُمْ-(اموال+هم)-তাদের ধন-সম্পদ; لِيَصُدُّوا-যাতে তারা ফিরিয়ে রাখতে পারে (লোকদেরকে) ; عَنْ-থেকে; سَبِيلِ-পথ ; اللَّهِ-আল্লাহর ; فَسَيُنْفِقُونَهَا-(ف+سينفقون)-তারা তা আরো ব্যয় করতে থাকবে ; ثُمَّ-তারপর ; تَكُونُ-তা হবে ; عَلَيْهِمْ-তাদের ; حَسْرَةً-আফসোসের কারণ ; ثُمَّ-অবশেষে ; يُغْلَبُونَ-তারা পরাজিত হবে ; وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করে ; إِلَىٰ جَهَنَّمَ-(الى+جهنم)-জাহান্নামে ; يُحْشَرُونَ-তাদেরকে একত্র করা হবে।

২৮. কুরাইশরা মীরাস সূত্রে কা'বা ঘরের সেবায়েত ও মুতাওয়াল্লী ছিল বলে মানুষ মনে করতো যে, তাদের উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট, তারা যা করে তাই সংগত। এখানে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে যে, মীরাসী সূত্রে মুতাওয়াল্লীর পদ পেলেই সে বৈধ মুতাওয়াল্লী হতে পারে না যদি না সে আল্লাহর যথার্থ ইবাদাত-বন্দেগী না করে। তারা ইবাদাতের নামে কা'বা ঘরের পাশে যা কিছু করে তাকে কিভাবে ইবাদাত বলা যাবে ? তাতো শুধুমাত্র শিষ দেয়া ও হাত তালি দেয়া ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং তাদের মুতাওয়াল্লী হওয়ার যোগ্যতা নেই, অতএব কাউকে আল্লাহর ঘরে আসতে বাধা দেয়ারও কোনো অধিকার তাদের নেই। কা'বার মুতাওয়াল্লী হওয়ার যোগ্যতা ও অধিকার একমাত্র মু'মিনদেরই রয়েছে। কারণ তাঁরা আল্লাহর যথার্থ ইবাদাত করে এবং শিরক থেকে মুক্ত।

২৯. কুরাইশ কাফেররা যেহেতু আল্লাহর ঘরের প্রকৃত মুতাওয়াল্লী বা তত্ত্বাবধায়ক মু'মিনদেরকে কা'বায় আসতে বাধা প্রদান করে এবং ইবাদাতের নামে খেল-তামাশা করে, তাই তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহও বর্ষিত হতে পারে না এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে তারা রক্ষাও পেতে পারে না। তাদের ধারণা ছিল যে, আকাশ থেকে পাথর

(৩৭) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ

৩৭. যাতে আল্লাহ পবিত্র থেকে অপবিত্রকে আলাদা করতে পারেন এবং অপবিত্রকে রাখতে পারেন তাদের একটাকে অন্যটার উপর

فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ○

অতপর তার সবগুলোকে স্তূপীকৃত করবেন এবং নিক্ষেপ করবেন তাকে জাহান্নামে ; এরাই আসলে ক্ষতিগ্রস্ত।[৩০]

(৩৭) لِيَمِيزَ-যাতে আলাদা করতে পারেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الْخَبِيثَ-(ال+خبيث)-অপবিত্রকে ; مِنَ-থেকে ; الطَّيِّبِ-(ال+طيب)-পবিত্র; وَ-এবং ; يَجْعَلَ-রাখতে পারেন ; الْخَبِيثَ-অপবিত্রকে ; بَعْضَهُ-(بعض+ه)-তাদের একটাকে ; عَلَىٰ-উপর ; بَعْضٍ-অন্যটার ; فَيَرْكُمَهُ-(ف+يركم+ه)-অতপর স্তূপীকৃত করবেন তার ; جَمِيعًا-সবগুলোকে ; فَيَجْعَلَهُ-(ف+يجعل+ه)-এবং নিক্ষেপ করবেন তাকে ; فِي جَهَنَّمَ-জাহান্নামে ; أُولَٰئِكَ-এরাই ; هُمُ الْخَاسِرُونَ-(هم+ال+خسرون)-আসলে ক্ষতিগ্রস্ত।

বর্ষিত হওয়া এবং ব্যাপক বিধ্বংসী বিপর্যয়ের আকারেই শুধু আল্লাহর আযাব নাযিল হয় ; কিন্তু এখানে তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বদর যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ও তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব। যেহেতু এ যুদ্ধের মাধ্যমেই জাহেলী সমাজের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠেছে।

৩০. দুনিয়াতে কাফেরদের সারা জীবনের সমস্ত চেষ্টা-সাধনা, ধন-সম্পদ সমস্ত কিছুর পরিণামে যেহেতু আখিরাতে জাহান্নাম-ই তাদের চূড়ান্ত প্রাপ্য হবে যার কোনো নড়চড় হবে না ; যা থেকে বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না তখন প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই হবে।

৪ রুকূ' (২৯-৩৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর আনুগত্য ও মহব্বতকে সবকিছুর উপরে স্থান দেয়াই হলো তাকওয়া। মু'মিনের জীবনে এ তাকওয়াই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. তাকওয়ার বিনিময়ে তিনটি প্রতিদান পাওয়া যাবে—(১) ফুরকান তথা ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, সৎ-অসৎ ও সত্যপথ এবং ভ্রান্তপথ যাঁচাই করার আলো বা মানদণ্ড। (২) গুনাহ মোচন। (৩) মাগফিরাত বা পরিত্রাণ।

৩. আল্লাহর পথের সৈনিকদের বিরুদ্ধে বাতিল শক্তি যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন, আল্লাহর কৌশলের মুকাবিলায় সব ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কুশলী।

৪. কুরআন নাযিলের পর থেকে এ পর্যন্ত চৌদ্দশত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এ পর্যন্তও কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরার মতো একটি সূরাও রচনা করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। কুরআন

আল্লাহর কিতাব হওয়ার অন্যতম প্রমাণ। আর কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করলেও অনুরূপ কিছু রচনা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না।

৫. রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় হিজরতের পর কাফিরদের উপর দুনিয়াবী শাস্তি শুরু হয় বদর যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে এবং মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে তাদের উপর দুনিয়াবী শাস্তি আরোপিত হয়।

৬. কোনো জনপদের লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের গুনাহর জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা-ইসতিগফার করতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের উপর আযাব নাযিল করেন না। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচার জন্য সর্বদাই আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

৭. সকল দীনী প্রতিষ্ঠানের বৈধ তত্ত্বাবধায়ক হলো দীনদার ব্যক্তিবর্গ। জাহেল ও ফাসিক-ফাজির কখনো দীনী প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানের অধিকার পেতে পারে না।

৮. কাফের-মুশরিকদের ধন-সম্পদ মানুষকে আল্লাহর দীন থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যই ব্যয়িত হয়ে থাকে।

৯. মানুষ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকে পরিতৃপ্তির বিনিময়ে, কিন্তু আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে কাফের-মুশরিকদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় তাদেরকে কোনো পরিতৃপ্তি দান করে না ; বরং তা তাদেরকে অনুতাপ-অনুশোচনাই দিয়ে থাকে। তাদের সকল ব্যয়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১০. কাফের-মুশরিকদের অর্জিত সম্পদ অপবিত্র। যুদ্ধের ফলে তাদের অপবিত্র সম্পদ আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে তথা অপবিত্র কাজেই ব্যয় হয়ে থাকে। আর মুসলমানদের হালাল পথে অর্জিত সম্পদ কম হলেও পবিত্র এবং তা ব্যয় হয়ে থাকে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় তথা পবিত্র কাজে। তাই যুদ্ধের মাধ্যমে পবিত্র-অপবিত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-৭

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ

৩৮. আপনি বলে দিন তাদেরকে যারা কুফরী করেছে—তারা যদি বিরত হয় তবে যা ইতিপূর্বে হয়ে গেছে তা তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে

وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَقَاتِلُوْهُمْ

আর তারা যদি পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ততো রয়েছেই।
৩৯. আর তোমরা যুদ্ধ করতে থাকো তাদের সাথে

حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا

যতক্ষণ ফিতনা না থাকে এবং দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়;[৩১]
অতপর তারা যদি বিরত হয়

فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ

তবে তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। ৪০. আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ

(৩৮) قُلْ-আপনি বলে দিন ; لِلَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; اِنْ-যদি ; يَنْتَهُوْا-তারা বিরত হয় ; يُغْفَرْ-ক্ষমা করে দেয়া হবে ; لَهُمْ-তাদেরকে ; مَا-যা ; قَدْ سَلَفَ-ইতিপূর্বে হয়ে গেছে ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يَعُوْدُوْا-পুনরাবৃত্তি করে ; فَقَدْ مَضَتْ-(ف+قد مضت)-তবে তো অতীতে রয়েছে ; سُنَّتُ-দৃষ্টান্ত ; الْاَوَّلِيْنَ-(ال+اولين)-পূর্ববর্তীদের। (৩৯) وَ-আর ; قَاتِلُوْهُمْ-(قاتلوا+هم)-তোমরা যুদ্ধ করতে থাকো তাদের সাথে ; حَتّٰى-যতক্ষণ ; لَا تَكُوْنَ-না থাকো ; فِتْنَةٌ-ফিতনা ; وَ-এবং ; يَكُوْنَ-হয়ে যায়; الدِّيْنُ-দীন ; كُلُّهٗ-সম্পূর্ণরূপে ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য ; فَاِنْ-(ف+ان)-অতপর যদি ; انْتَهَوْا-তারা বিরত হয় ; فَاِنَّ-(ف+ان)-তবে অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; يَعْمَلُوْنَ-তারা করে ; بَصِيْرٌ-সম্যক দ্রষ্টা। (৪০) وَ-আর ; اِنْ-যদি ; تَوَلَّوْا-তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ; فَاعْلَمُوْا-(ف+اعلموا)-তবে তোমরা জেনে রেখো ; اَنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ;

مَوْلٰىكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

তোমাদের অভিভাবক ; কতই না উত্তম অভিভাবক এবং
কতইনা উত্তম সাহায্যকারী।

﴿٤١﴾ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ

৪১. আর তোমরা জেনে রেখো! তোমরা যা কিছু দ্রব্য-সামগ্রীই গনীমত হিসেবে পেয়েছ অবশ্যই তার পাঁচের এক অংশ আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য,

وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ

এবং (রাসূলের) নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ;[৩২]

اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ

যদি তোমরা ঈমান রাখো আল্লাহর প্রতি এবং আমি যা আমার বান্দাহর প্রতি নাযিল করেছি (হক ও বাতিলের) চূড়ান্ত ফায়সালার দিন তার প্রতি[৩৩]

مَوْلٰكُمْ-(مولى+كم)-তোমাদের অভিভাবক ; نِعْمَ-কতইনা উত্তম ; الْمَوْلٰى-(ال+
مولى)-অভিভাবক ; وَ-এবং; نِعْمَ-কতইনা উত্তম ; النَّصِيْرُ-সাহায্যকারী। ㊶ وَ-আর;
اِعْلَمُوْٓا-তোমরা জেনে রেখো ; اَنَّمَا-যা কিছু ; غَنِمْتُمْ-গনীমত হিসেবে পেয়েছেন ;
مِنْ شَيْءٍ-যাকিছু ; فَاَنَّ-অবশ্যই ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য ; خُمُسَهٗ-(خمس+ه)-তার
পাঁচের এক অংশ ; وَ-এবং ; لِلرَّسُوْلِ-(ل+ال+رسول)-রাসূলের জন্য ; وَ-ও ; لِذِى
الْقُرْبٰى-(ل+ذى+ال+قربى)-নিকটাত্মীয় ; وَالْيَتٰمٰى-(و+ال+يتمى)-ইয়াতীম ;
وَالْمَسٰكِيْنِ-(و+ال+مسكين)-মিসকীন ; وَ-ও ; ابْنِ السَّبِيْلِ-(ابن+ال+سبيل)-
মুসাফিরদের জন্য ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ-তোমরা ঈমান রাখো ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর
প্রতি ; وَ-এবং ; مَآ-যা ; اَنْزَلْنَا-আমি নাযিল করেছি ; عَلٰى-প্রতি ; عَبْدِنَا-(عبد+
نا)-আমার বান্দার ; يَوْمَ-দিন ; الْفُرْقَانِ-(ال+فرقان)-চূড়ান্ত ফায়সালার ;

৩১. ইসলামে জিহাদের মূল উদ্দেশ্যই এখানে বলা হয়েছে। আর তা হলো—দীন তথা জীবনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হবে অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধানের ভিত্তিতে মানুষের জীবন পরিচালিত হবে। আর যাবতীয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী শক্তির কোনো কার্যকারিতা থাকবে না। মূলত মুসলমানদের জন্য উল্লেখিত উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা বৈধ নয়।

৩২. 'গনীমত' যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টননীতি সুস্পষ্টভাবে এখানে বর্ণিত হয়েছে।

يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾ اِذْ اَنْتُمْ

যেদিন দল দুটো পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল ; আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৪২. (স্মরণীয়) যখন তোমরা ছিলে—

بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ

(উপত্যকার) নিকটবর্তী কিনারে এবং তারা ছিল দূরবর্তী কিনারে, আর উষ্ট্রারোহী দলটি

اَسْفَلَ مِنْكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ

তোমাদের চেয়ে নিম্নভূমিতে ; আর তোমরা যদি (এ অবস্থানের ব্যাপারে) পরস্পর সিদ্ধান্ত নিতে চাইতে তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবশ্যই মতবিরোধ করতে ; কিন্তু

لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ

আল্লাহ তাআলা এমন বিষয় বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন যা ছিল পূর্বনির্ধারিত ; যাতে যে (দলটি) ধ্বংস হওয়ার তা ধ্বংস হয় সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে

يَوْمَ-যেদিন ; الْتَقَى-মুখোমুখি হয়েছিল ; الْجَمْعٰنِ-(ال+جمعن)-দল দুটো ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ-(على+كل+شيء)-সকল বিষয়ে ; قَدِيْرٌ- সর্বশক্তিমান। ﴿٤٢﴾ اِذْ-যখন ; اَنْتُمْ-তোমরা ছিলে ; بِالْعُدْوَةِ-(ب+ال+عدوة)-কিনারে ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-নিকটবর্তী; وَ-এবং; هُمْ-তারা ছিল; بِالْعُدْوَةِ-কিনারে ; الْقُصْوٰى-(ال+قصوى)-দূরবর্তী; وَ-আর; الرَّكْبُ-(ال+ركب)-উষ্ট্রারোহী দলটি ছিল ; اَسْفَلَ-নিম্নভূমিতে ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের চেয়ে ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; تَوَاعَدْتُّمْ-তোমরা পরস্পর সিদ্ধান্ত নিতে চাইতে ; لَاخْتَلَفْتُمْ-তাহলে অবশ্যই মতবিরোধ করতে ; فِي الْمِيْعٰدِ-(فى+ال+ميعد)-সিদ্ধান্ত গ্রহণে ; وَلٰكِنْ-কিন্তু ; لِيَقْضِيَ-এমন বিষয় বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَمْرًا-এমন বিষয় ; كَانَ-যা কিছু ; مَفْعُوْلًا- পূর্ব-নির্ধারিত ; لِيَهْلِكَ-যাতে তা ধ্বংস হয় ; مَنْ-যে (দলটি) ; هَلَكَ-ধ্বংস হওয়ার ; عَنْ ; بَيِّنَةٍ-সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ;

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, এটা হলো 'আনফাল' তথা অতিরিক্ত পাওয়া এবং এতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে ফায়সালা দেবেন তাই সবাইকে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে হবে। এখানে ফায়সালা দেয়া হয়েছে যে, যুদ্ধের পরে গনীমতের সমস্ত মাল-সামান আমীর বা নেতার সামনে জমা দিতে হবে ; কেউ কিছু লুকাবে না বা গোপন করবে

وَيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

এবং যে (দলটি) বেঁচে থাকার তাও বেঁচে থাকে সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ;[৩৪]
আর অবশ্যই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।[৩৫]

۝٤٣ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا

৪৩. (স্মরণীয়) যখন আল্লাহ আপনাকে স্বপ্নে তাদেরকে সংখ্যায় কম দেখিয়েছিলেন;[৩৬] আর যদি আপনাকে তাদের সংখ্যা বেশি দেখাতেন

لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ

তাহলে অবশ্যই তোমরা সাহসহারা হয়ে যেতে এবং অবশ্যই তোমরা এ বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক শুরু করে দিতে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিরাপদ করেছেন ; তিনি অবশ্যই সর্বাধিক অবগত

وَ-এবং ; يَحْيٰى-তাও বেঁচে থাকে ; مَنْ-যে (দলটি) ; حَيَّ-বেঁচে থাকার ; عَنْ بَيِّنَةٍ-সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ; وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَسَمِيعٌ-সর্বশ্রোতা; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ। ৪৩ إِذْ-যখন ; يُرِيكَهُمُ-(يرى+ك+هم)-আপনাকে দেখিয়েছিলেন তাদের ; اللّٰهُ-আল্লাহর ; فِي مَنَامِكَ-(فى+منام+ك)-আপনার স্বপ্নে ; قَلِيلًا-সংখ্যায় কম ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; أَرَاكَهُمْ-(ارى+ك+هم)-আপনাকে দেখাতেন তাদের ; كَثِيرًا-সংখ্যা বেশি ; لَفَشِلْتُمْ-তাহলে অবশ্যই তোমরা সাহসহারা হয়ে যেতে ; وَ-এবং ; لَتَنَازَعْتُمْ-অবশ্যই তোমরা বিতর্ক শুরু করে দিতে ; فِي الْأَمْرِ-(فى+ال+امر)-এ বিষয়ে ; وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; سَلَّمَ-নিরাপদ করেছেন ; إِنَّهُ-(ان+ه)-তিনি অবশ্যই ; عَلِيمٌ-সর্বাধিক অবগত ;

না। অতপর আমীর সমস্ত মালের পাঁচের এক অংশ উল্লিখিত খাতে ব্যয় করবেন এবং বাকী চার অংশ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন।

৩৩. অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন আমি যে সাহায্য-সহায়তা তোমাদেরকে দান করেছি, যার বদৌলতে তোমরা সেদিন বিজয় লাভে সমর্থ হয়েছ।

৩৪. অর্থাৎ এটা যেন প্রমাণিত হয়ে যায় যে, যে আদর্শের অপমৃত্যু ঘটেছে তার অপমৃত্যু ঘটা যথার্থ এবং যে আদর্শ সজীব হয়েছে তার সজীব হওয়াটাই যথার্থ।

৩৫. অর্থাৎ মু'মিনদের কর্মতৎপরতা এবং কাফিরদের আল্লাহ বিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে আল্লাহ বে-খবর নন। তিনি সব শুনেন। সবই জানেন। তাঁর কর্তৃত্বের অধীন নির্বিচারে কোনো কাজ হয় না।

بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٤٤﴾ وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ

(মানুষের) অন্তরসমূহে যা গুপ্ত সে সম্পর্কে। ৪৪. আর (স্মরণীয়) যখন তোমরা পরস্পরে সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তোমাদের চোখে তাদেরকে দেখিয়েছিলেন

قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ؕ

নিতান্ত কম এবং তাদের চোখেও তোমাদেরকে অত্যন্ত কম দেখালেন ; যাতে আল্লাহ তাআলা সেই বিষয় বাস্তবায়ন করেন যা ছিল পূর্ব নির্ধারিত ;

وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿

আর সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয় আল্লাহর দিকেই।

بِذَاتِ-সে সম্পর্কে যা গুপ্ত ; الصُّدُوْرِ-(ال+صدور)-অন্তরসমূহে। ⑭ وَاِذْ-আর যখন ; يُرِيْكُمُوْهُمْ-তিনি তোমাদের দেখিয়েছিলেন তাদেরকে ; اِذْ-যখন ; الْتَقَيْتُمْ-তোমরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে ; فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ-(فى+اعين+كم)-তোমাদের চোখে ; قَلِيْلًا-নিতান্ত কম ; وَ-এবং ; يُقَلِّلُكُمْ-তোমাদেরকে অত্যন্ত কম দেখালেন ; فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ-(فى+اعين+هم)-তাদের চোখে ; لِيَقْضِيَ-যাতে বাস্তবায়ন করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَمْرًا-সেই বিষয় ; كَانَ مَفْعُوْلًا-যা ছিল পূর্বনির্ধারিত ; وَ-আর ; اِلَى-দিকেই; اللّٰهِ-আল্লাহর ; تُرْجَعُ-প্রত্যাবর্তিত হয় ; الْاُمُوْرُ-(ال+امور)-সকল বিষয়।

৩৬. রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদেরকে নিয়ে যখন মদীনা থেকে রওয়ানা করেন কিংবা পথে কোনো মন্যিলে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না, তখন স্বপ্নযোগে আল্লাহ তাআলা শত্রু সৈন্যদেরকে দেখিয়েছিলেন। তিনি শত্রু সৈন্য খুব বেশি নয় বলেই অনুমান করেছিলেন। তিনি মুজাহিদদেরকে স্বপ্নের কথা জানিয়েছিলেন, যার ফলে তাদের মধ্যে সহস-হিম্মত বেড়ে গিয়েছিল এবং বিজয় লাভ সহজ হয়ে গিয়েছিল।

(৫ রুকূ' ৩৮-৪৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি ক্ষমাশীল। তাই কুফরী তথা আল্লাহকে অস্বীকার করার মতো গুনাহও তিনি ক্ষমা করে দেন—যদি বান্দাহ সত্যিকারভাবে তাওবা করে গুনাহ থেকে বিরত থাকে। তাই আল্লাহর দরবারে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

২. কাফেররা যদি তাদের কুফরীর উপর অটল থাকে এবং আল্লাহর দীনের বিরোধীতা করেই যেতে থাকে তবে অতীতের কাফেরদের ভাগ্যই তাদেরকে বরণ করতে হবে।

৩. কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ জারী রাখা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের উপর ফরয যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম অন্যসব বাতিল ধর্মমতের বিজয়ী মতাদর্শ হিসেবে গণ্য না হয় এবং মুসলমানরাও বাতিল শক্তির অত্যাচার-নিপীড়ণ থেকে নিরাপদ না হয়।

৪. ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদের পরিণতিতে দু'টো অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে—(১) ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে, (২) সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধীনতা গ্রহণ করে নিতে পারে।

৫. বিশ্বের যাবতীয় সম্পদের মালিক আল্লাহ তাআলা। তাঁর মালিকানা স্বীকৃতি সাপেক্ষে মানুষ তা ভোগ করার অধিকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যারা আল্লাহর মালিকানার স্বীকৃতি দেয় না তাদের আল্লাহর সম্পদ ভোগ করার বৈধ অধিকার নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই গনীমতের মাল-সম্পদে মুসলমানদের অধিকার বৈধতা পায়।

৬. আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো—ইখলাসের সাথে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে এবং নিজেদের সার্বিক শক্তি একাজে নিয়োজিত করেই তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। তবেই আল্লাহ সাহায্য করবেন।

৭. হক হক হিসেবে এবং বাতিল বাতিল হিসেবে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়। একমাত্র সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে।

৮. হক ও বাতিলের সংজ্ঞা ও মানদণ্ড নির্ধারণের মালিকও একমাত্র আল্লাহ তাআলা। সকল কিছুর উৎপত্তি ও পরিসমাপ্তি আল্লাহর নিকটেই।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬

পারা হিসেবে রুকূ'-২

আয়াত সংখ্যা-৪

﴿٤٥﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا

৪৫. হে যারা ঈমান এনেছো! যখন তোমরা কোনো দলের মুকাবিলা করবে তখন দৃঢ়পদ থাকবে এবং স্মরণ করবে আল্লাহকে বেশি বেশি করে

لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٦﴾ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُوا۟

সম্ভবত তোমরা সফলকাম হবে। ৪৬. আর আনুগত্য করবে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের ও পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না,

فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ۝

তাহলে তোমরা সাহসহীন হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব লুপ্ত হয়ে যাবে, আর ধৈর্য অবলম্বন করবে ;[৩৭] নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

(৪৫) يَٰٓأَيُّهَا-হে ; ٱلَّذِينَ-যারা ; ءَامَنُوٓا۟-ঈমান এনেছো ; إِذَا-যখন ; لَقِيتُمْ-তোমরা মুকাবিলা করবে ; فِئَةً-কোনো দলের ; فَٱثْبُتُوا۟-(ف+اثبتوا)-তখন দৃঢ়পদ থাকবে ; وَ-এবং ; ٱذْكُرُوا۟-স্মরণ করবে ; ٱللَّهَ-আল্লাহকে ; كَثِيرًا-বেশি বেশি করে ; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমরা ; تُفْلِحُونَ-সফলকাম হবে। (৪৬) وَ-আর ; أَطِيعُوا۟-আনুগত্য করবে ; ٱللَّهَ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; رَسُولَهُۥ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; وَ-ও ; لَا تَنَٰزَعُوا۟-পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না ; فَتَفْشَلُوا۟-(ف+تفشلوا)-তাহলে তোমরা সাহসহীন হয়ে পড়বে ; وَ-এবং ; تَذْهَبَ-লুপ্ত হয়ে যাবে ; رِيحُكُمْ-(ريح+كم)-তোমাদের প্রভাব; وَ-আর ; ٱصْبِرُوٓا۟-ধৈর্য অবলম্বন করবে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; ٱللَّهَ-আল্লাহ ; مَعَ -সাথে আছেন ; ٱلصَّٰبِرِينَ-(ال+صبرين)-ধৈর্যশীলদের।

৩৭. 'সবর' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। লোভ-লালসা ও আবেগ-উচ্ছাসকে সংযত রাখা ; বিপদে ঘাবড়ে না যাওয়া এবং লোভ ও অবাঞ্ছনীয় উত্তেজনা পরিহার করে ধরীস্থিরভাবে কাজ করা। রাগের বশবর্তী হয়ে বা পার্থিব লোভে পড়ে অযৌক্তিক ও সীমালংঘনমূলক কোনো কাজে জড়িয়ে না পড়া ; উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দিশেহারা হয়ে সাময়িক দৃষ্টিতে কার্যকর মনে করে কোনো অন্যায়-অবৈধ কাজ না করা ইত্যাদি বিষয় 'সবর'-এর অর্থে শামিল রয়েছে।

৪৭ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَ

৪৭. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা নিজেদের ঘর থেকে বের হয়েছে
অহংকার সহকারে এবং

رِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ

লোকদের দেখানোর উদ্দেশ্যে, আর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করতো,[৩৮]
অথচ তারা যা করছে আল্লাহ তা

مُحِيطٌ ৪৮ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ

পরিবেষ্টনকারী। ৪৮. আর (স্মরণীয়) যখন শয়তান তাদেরকে সুশোভিত করে
দেখিয়েছিল তাদের কর্মকাণ্ডকে এবং বলেছিল—

لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ

'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো মানুষ বিজয়ী হবার নেই
আর আমিতো অবশ্যই তোমাদের পাশে আছি' ;

৪৭ وَ-আর ; لَا تَكُوْنُوْا-তোমরা হয়ো না ; كَالَّذِيْنَ-(ك+الذين)-তাদের মতো যারা ; خَرَجُوْا-বের হয়েছে ; مِنْ-থেকে ; دِيَارِهِمْ-(ديار+هم)-নিজেদের ঘর থেকে ; بَطَرًا-অহংকার সহকারে ; وَّ-এবং ; رِئَاءَ-দেখানোর উদ্দেশ্যে ; النَّاسِ-লোকদেরকে ; وَ-আর ; يَصُدُّوْنَ-তারা বাধা সৃষ্টি করতো ; عَنْ سَبِيْلِ-(عن+سبيل)-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-অথচ ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِمَا يَعْمَلُوْنَ-(ب+ما+يعملون)-তারা যা করছে তা; مُحِيْطٌ-পরিবেষ্টনকারী। ৪৮ وَ-আর; إِذْ-যখন ; زَيَّنَ-সুশোভিত করে দেখিয়েছিল; لَهُمْ-তাদেরকে ; الشَّيْطٰنُ-শয়তান ; أَعْمَالَهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের কর্মকাণ্ডকে ; وَ-এবং ; قَالَ-বলেছিল ; لَا غَالِبَ-বিজয়ী হবার নেই ; لَكُمُ-তোমাদের বিরুদ্ধে ; الْيَوْمَ-আজ ; مِنَ النَّاسِ-(من+ال+ناس)-কোনো মানুষ; وَ-আর ; إِنِّيْ-আমি তো অবশ্যই ; جَارٌ-পাশে আছি ; لَكُمْ-তোমাদের ;

৩৮. অর্থাৎ তোমরা কাফির বাহিনীর মত হয়ো না, যারা জাঁক-জমক ও শান-শওকত সহকারে যুদ্ধে বের হয়েছে–যাদের সাথে ছিল গান-বাজনা ও নাচ-গানের জন্য দাসী শিল্পীরা ; যারা নিজেদের সংখ্যাধিক্যের বাহাদুরী দ্বারা লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শন করছিল। এটা ছিল তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা। এর উপর তাদের উদ্দেশ্য ছিল আরও নিকৃষ্ট। তারা সত্য, সততা ও ইনসাফের পতাকা ঊর্ধে তুলে ধরার জন্য যুদ্ধে যাত্রা করেনি ; বরং একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী যারা উল্লেখিত মহান উদ্দেশ্য নিয়ে

فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ بَرِىْءٌ

অতপর যখন দল দু'টো পরস্পর মুখোমুখি হলো, সে পেছনের দিকে পালিয়ে গেলো এবং বললো—'আমি দায়িত্ব মুক্ত

مِّنْكُمْ اِنِّىْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ط

তোমাদের থেকে, অবশ্যই আমি যা দেখছি তোমরা তা দেখতে পাচ্ছো না, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি

وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

আর আল্লাহ তো শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

فَلَمَّا-অতপর যখন ; تَرَاءَتِ-পরস্পর মুখোমুখী হলো ; الْفِئَتٰنِ-(ال+فئتن)-দল দু'টো ; نَكَصَ-সে পালিয়ে গেলো ; عَلٰى-দিকে ; عَقِبَيْهِ-(عقبى+ه)-তার পেছনের ; وَ-এবং ; قَالَ-বললো ; اِنِّىْ-আমি অবশ্যই ; بَرِىْءٌ-দায়িত্বমুক্ত ; مِّنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের থেকে ; اِنِّىْٓ-অবশ্যই আমি ; اَرٰى-দেখছি ; مَا-যা ; لَا تَرَوْنَ-তোমরা দেখছো না ; اِنِّىْٓ-নিশ্চয়ই আমি; اَخَافُ-ভয় করি ; اللّٰهَ-আল্লাহকে; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ তো ; شَدِيْدُ-অত্যন্ত কঠোর ; الْعِقَابِ-শাস্তি দানে।

দুনিয়াতে মাথা উত্তোলন করেছে তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তাদের জীবনের সংগী ছিল মদ, নারী ও বেশ্যালয়। কাফের বাহিনীর অতীতের অবস্থা যেরূপ ছিল বর্তমানেও তাই আছে, তাই মুসলমানদের জন্য যে হিদায়াত এখানে দেয়া হয়েছে তা সর্বযুগের জন্য সর্বস্থানের জন্য।

৬ রুকূ' (৪৫-৪৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ-জিহাদে দুনিয়াতে সফলতা এবং আখিরাতে নাজাতের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অমোঘ ব্যবস্থা—

ক. শারীরিক ও মানসিকভাবে দৃঢ়তা ও অবিচলতা।

খ. বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ।

গ. আল্লাহ ও রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য।

ঘ. যে কোনো অবস্থাতেই ধৈর্য অবলম্বন।

২. জিহাদের সফলতার পথে প্রতিবন্ধকতা হলো—

ক. পারস্পরিক মতবিরোধ, যার ফলে মুজাহিদদের মধ্যে সাহসহীনতা বিস্তার লাভ করে এবং শক্তি ও প্রভাবপ্রতিপত্তি হ্রাস পায়। সুতরাং এ থেকে মুজাহিদদেরকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

৩. কাফের বাহিনীর ন্যায় বাহ্যিক জাঁক-জমক ও গর্ব-অহংকার প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪. ধৈর্যশীলদের সাথে যেহেতু আল্লাহ রয়েছেন, সুতরাং যে গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করলে আল্লাহকে সাথে পাওয়া যাবে তার চেয়ে মূল্যবান কিছু দুনিয়া ও আখিরাতে নেই।

৫. দীনের হকের বিরুদ্ধে যত প্রকার ষড়যন্ত্র হতে পারে তার সবগুলোর পেছনে ইন্ধনদাতা শয়তান। শয়তানের পৃষ্ঠপোষকতায় দুনিয়াতে এসব তৎপরতা চলমান। তবে মুসলমানরা যদি এখানে উল্লেখিত নীতিগুলো যথার্থভাবে মেনে চলে, তাহলে শয়তান পেছন থেকে পালাতে বাধ্য হয়।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٤٩﴾ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ

৪৯. (স্মরণীয়) মুনাফেকরা ও যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা যখন বলে—'এদের ধোঁকায় ফেলেছে[৩৯]

دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

এদের দীন' ; আর যে ভরসা করে আল্লাহর উপর, তবে আল্লাহ অবশ্যই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

﴿٥٠﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ

৫০. আর আপনি যদি দেখতে পেতেন যখন ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে—যারা কুফরী করে—আঘাত করে

وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ○

তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে এবং (বলে) আস্বাদন করো দহনের শাস্তি।

৪৯ اِذْ-যখন ; يَقُوْلُ-বলে ; الْمُنٰفِقُوْنَ-(ال+منفقون)-মুনাফেকরা ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যাদের ; فِىْ قُلُوْبِهِمْ-(فى+قلوب+هم)-অন্তরে আছে ; مَّرَضٌ-রোগ ; غَرَّ-ধোঁকায় ফেলেছে ; هٰۤؤُلَآءِ-এদেরকে ; دِيْنُهُمْ-(دين+هم)-এদের দীন ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; يَّتَوَكَّلْ-ভরসা করে ; عَلَى-উপর ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَاِنَّ-(ف+ان)-তবে অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عَزِيْزٌ-পরাক্রমশালী ; حَكِيْمٌ-প্রজ্ঞাময়। ৫০ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; تَرٰۤى-আপনি দেখতে পেতেন ; اِذْ-যখন ; يَتَوَفَّى-প্রাণ হরণ করে ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; كَفَرُوْا-কুফুরী করে ; الْمَلٰۤئِكَةُ-ফেরেশতারা ; يَضْرِبُوْنَ-আঘাত করে ; وُجُوْهَهُمْ-(وجوه+هم)-তাদে র মুখমণ্ডলে ; وَ-ও ; اَدْبَارَهُمْ-(ادبار+هم)-তাদের পৃষ্ঠদেশে ; وَ-এবং (বলে) ; ذُوْقُوْا-আস্বাদন করো ; عَذَابَ-শাস্তি ; الْحَرِيْقِ-(ال+حريق)-দহনের।

৩৯. মদীনার মুনাফিকরা এবং দুনিয়া পূজারী লোকেরা যখন দেখলো যে, অল্প কিছু সংখ্যক মুসলমান বিরাট কুরাইশ শক্তির সাথে মুকাবিলা করতে যাচ্ছে, তখন তারা বলাবলি করতে লাগলো যে, এদের দীনী উত্তেজনায় এরা এত বড় কুরাইশ শক্তির

৫১ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

৫১. এটা তা-ই যা ইতিপূর্বে তোমাদের হাত প্রেরণ করেছে, আর আল্লাহ তো বান্দাদের প্রতি আদৌ যালিম নন।

৫২ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ

৫২. ফেরাউন বংশ ও তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের রীতি অনুযায়ী তারাও আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল

فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ

ফলে তাদের গুণাহের কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করলেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ খুবই শক্তিশালী শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর।

৫৩ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتّٰى

৫৩. এটা এজন্য যে, আল্লাহ অবশ্যই পরিবর্তনকারী নন সেই নিয়ামত যা তিনি কোনো জাতিকে দান করেছেন, যতক্ষণ না

৫১ ذٰلِكَ-এটা তাই ; بِمَا-যা ; قَدَّمَتْ-ইতিপূর্বে প্রেরণ করেছে ; أَيْدِيكُمْ-(ايدى+كم)-তোমাদের হাত ; وَ-আর ; أَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ তো ; لَيْسَ-নন ; بِظَلَّامٍ-(ب+ظلام)-আদৌ যালিম ; لِلْعَبِيدِ-(ل+ال+عبيد)-বান্দাদের প্রতি। ৫২ كَدَأْبِ-(ك+داب)-রীতি অনুযায়ী ; آلِ-বংশ ; فِرْعَوْنَ-ফেরাউন ; وَ-ও ; الَّذِينَ-যারা ; مِن قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের পূর্বে ছিল ; كَفَرُوا-তারাও প্রত্যাখ্যান করেছিল ; بِآيَاتِ-নিদর্শনাবলীকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَأَخَذَهُمُ-(ف+اخذ+هم)-ফলে তাদেরকে পাকড়াও করলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِذُنُوبِهِمْ-(ب+ذنوب+هم)-তাদের গুনাহের কারণে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; قَوِيٌّ-খুবই শক্তিশালি ; شَدِيدُ-অত্যন্ত কঠোর ; الْعِقَابِ-(ال+عقاب)-শাস্তি প্রদানে। ৫৩ ذٰلِكَ-এটা এজন্য যে, بِأَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَمْ يَكُ-নন ; مُغَيِّرًا-পরিবর্তনকারী ; نِّعْمَةً-সেই নিয়ামত ; أَنْعَمَهَا-(انعم+ها)-যা তিনি দান করেছেন ; عَلَىٰ قَوْمٍ-কোনো জাতিকে ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ;

সাথে সংঘর্ষ বাধাবার জন্য যাচ্ছে, এদের ধ্বংসতো অবধারিত। এ নবী এদের মনে কি মন্ত্র ফুঁকে দিয়েছে যে, এরা নিজেদের চোখে স্পষ্ট ধ্বংস দেখেও নির্ঘাত মৃত্যু মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ

তারা নিজেরাই তা পরিবর্তন করে ফেলে ;[৪০] আর আল্লাহ তো অবশ্যই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। ৫৪. ফেরাউন বংশের রীতির ন্যায়

وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ

এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল (তাদের ন্যায়), তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে, ফলে আমি তাদের গুণাহের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম।

وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ

এবং ডুবিয়ে দিলাম ফেরাউন বংশকে ; আর তারা প্রত্যেকেই ছিল যালিম। ৫৫. নিশ্চয় নিকৃষ্ট জীব

عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ عَاهَدتَّ

আল্লাহর নিকট তারাই যারা কুফরী করেছে এবং তারা ঈমান আনবে না। ৫৬. যাদের সাথে আপনি চুক্তি করেছেন—

يُغَيِّرُوا-পরিবর্তন করে ফেলে ; مَا بِأَنفُسِهِمْ-(ما+ب+انفس+هم)-তারা নিজেরাই ; وَ-আর ; أَنَّ-অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহতো ; سَمِيعٌ-সর্বশ্রোতা ; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ। (৫৪) كَدَأْبِ-(ك+دأب)-রীতির ন্যায় ; آلِ-বংশের ; فِرْعَوْنَ-ফেরাউন ; وَ-এবং ; الَّذِينَ-যারা ; مِن قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের পূর্বে ছিল (তাদের ন্যায়) ; كَذَّبُوا-তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; بِآيَاتِ-নিদর্শনাবলীকে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; فَأَهْلَكْنَاهُمْ-(ف+اهلكنا+هم)-ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম ; بِذُنُوبِهِمْ-(ب+ذنوب+هم)-তাদের গুনাহের কারণে ; وَ-এবং ; أَغْرَقْنَا-আমি, ডুবিয়ে দিলাম ; آلَ-বংশকে ; فِرْعَوْنَ-ফেরাউন ; وَ-আর ; كُلٌّ-প্রত্যেকেই ; كَانُوا-তারা ছিল ; ظَالِمِينَ-যালিম। (৫৫) إِنَّ-নিশ্চয় ; شَرَّ-নিকৃষ্ট ; الدَّوَابِّ-(ال+دواب)-জীব ; عِندَ-নিকট ; اللَّهِ-আল্লাহর ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; فَهُمْ-(ف+هم)-এবং তারা ; لَا يُؤْمِنُونَ-তারা ঈমান আনবে না। (৫৬) الَّذِينَ-যাদের সাথে ; عَاهَدتَّ-আপনি চুক্তি করেছেন ;

مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ○

তাদের মধ্য থেকে, অতপর তারা বার বার চুক্তি ভঙ্গ করে এবং সতর্কও হয় না।[৪১]

٥٧ فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ

৫৭. আর আপনি যদি যুদ্ধে তাদেরকে আয়ত্তে পান, তবে তাদের পেছনে যারা আছে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিন, সম্ভবত তারা

يَذَّكَّرُوْنَ ○ ٥٨ وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ

শিক্ষা পাবে।[৪২] ৫৮. আর আপনি যদি কোনো সম্প্রদায় থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করেন, তাহলে আপনিও তাদের প্রতি ছুড়ে ফেলুন (তাদের চুক্তি)[৪৩]

عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ○

একইভাবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ চুক্তিভঙ্গকারীদেরকে ভালবাসেন না।

مِنْهُمْ-তাদের মধ্য থেকে ; ثُمَّ-অতপর ; يَنْقُضُوْنَ-তারা ভঙ্গ করে ; عَهْدَهُمْ-(عهد+هم)
-তাদের চুক্তি; فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ-(فى+كل+مرة)-বারবার ; وَّ-এবং ; هُمْ-তারা; لَايَتَّقُوْنَ-
সতর্কও হয় না। ৫৭ فَامَّا-(ف+اما)-আর যদি ; تَثْقَفَنَّهُمْ-(تثقفن+هم)-তাদেরকে
আয়ত্তে পান ; فِي الْحَرْبِ-যুদ্ধে ; فَشَرِّدْ-(ف+شرد)-তবে বিচ্ছিন্ন করে দিন; بِهِمْ-
(ب+هم)-তাদের থেকে ; مَّنْ-যারা ; خَلْفَهُمْ-(خلف+هم)-তাদের পেছনে আছে ;
لَعَلَّهُمْ-(لعل+هم)-সম্ভবত তারা ; يَذَّكَّرُوْنَ-শিক্ষা পাবে। ৫৮ وَ-আর ; اِمَّا-যদি ;
تَخَافَنَّ-আশংকা করেন ; مِنْ-থেকে ; قَوْمٍ-কোনো প্রম্প্রদায় ; خِيَانَةً-চুক্তি ভঙ্গের ;
فَانْبِذْ-(ف+انبذ)-তাহলে আপনি ছুঁড়ে ফেলুন ; اِلَيْهِمْ-তাদের প্রতি ; عَلٰى سَوَاءٍ-
একইভাবে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَايُحِبُّ-ভালবাসেন না ; الْخَائِنِيْنَ-(ال+
خائنين)-চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে।

৪০. অর্থাৎ কোনো জাতি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের কাজকর্ম ও আচার-আচরণ দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের অনুপযুক্ত প্রমাণ করে না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত তাদের থেকে কেড়ে নেন না।

৪১. এখানে ইয়াহুদীদের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার পর তাদের সাথে পারস্পরিক সন্দিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন ; কিন্তু এ ইয়াহুদীরা সন্ধি-চুক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের শত্রুদের সাথে গোপন শলা-পরামর্শ করতে থাকে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তাদের ধারণা ছিল বদর যুদ্ধে মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাবে ; কিন্তু তাদের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে আল্লাহ তাআলা

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অধিক তৎপর হয়ে উঠলো। তাদের নেতা কায়াব ইবনে আশরাফ মক্কায় গিয়ে কুরাইশ কাফিরদেরকে বদরের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো। আল্লাহ তাআলা তাই তাদের চুক্তিকে তাদের মুখে ছুঁড়ে মারার জন্য বলেছেন।

ইয়াহুদীদের মতো যে কোনো জাতি যে কোনো সময়ে এরূপ আচরণ করবে তাদের সাথে একইরূপ আচরণের নির্দেশ আল্লাহ তাআল তাঁর নবীকে দিয়েছেন। নবীর অবর্তমানে সর্বযুগে মুসলমানদের নেতারাও এ নির্দেশের আওতাধীন।

৪২. অর্থাৎ কোনো জাতির সাথে যদি মুসলমানদের সন্ধি চুক্তি হয়, আর সে জাতি সন্ধির শর্তাবলী ভঙ্গ করে মুসলমানদের শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্র করে বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন চুক্তি রক্ষার নৈতিক দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের আর থাকে না। মুসলমানরা যদি তাদের সাথে যুদ্ধরত শত্রুবাহিনীর সাথে চুক্তিবদ্ধ জাতির কাউকে দেখে তখন তাকে শত্রু মনে করা এবং হত্যা করা কোনো অন্যায় হবে না।

৪৩. কোনো জাতির সাথে যদি মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি থাকে এবং তাদের কোনো কর্ম বা আচরণ দ্বারা চুক্তি ভঙ্গের আশংকা সৃষ্টি হয় অথবা তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে এরূপ কোনো খবর পাওয়া যায়, এরূপ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতা চালানোর পূর্বে তাদেরকে সন্ধিচুক্তি শেষ হয়ে গেছে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে হবে। তাদেরকে না জানিয়ে চুক্তিবিরুদ্ধ কোনো তৎপরতা চালানো বা সন্ধিবিহীন জাতির সাথে যে ধরণের আচরণ করা যায় সেরূপ আচরণ করা জায়েয নয়। এটাই নবী করীম (সা) কর্তৃক অনুসৃত ইসলামের আন্তর্জাতিক নীতি।

৭ রুকূ' (৪৯-৫৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইসলামী বিধি-বিধান, মুয়ামেলাত-মুয়াশেরাত এবং কোনো ' শেয়ারে ইসলাম' তথা পরিচয় চিহ্ন সম্পর্কে কটূক্তি করা, ঘৃণা বা অবহেলা-অবমাননার চোখে দেখা সুস্পষ্ট মুনাফিকী। এ ধরণের কথা ও তৎপরতা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। নচেৎ সমস্ত নেক আমল-ই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

২. মু'মিনদের সকল কাজে একমাত্র আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করতে হবে। মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

৩. কাফেরদের মৃত্যুকালীন যে আযাবের কথা এখানে বলা হয়েছে তাতো মানুষ দেখতে পায় না, কেননা এটা ছিল 'আলমে বরযখের' আযাব।

৪. মৃত্যু থেকে শুরু করে শেষ বিচারের পূর্ব পর্যন্ত সময়ই 'আলমে বরযখ। কাফেরদের মুখে এবং পিঠে মৃত্যুকালীন আঘাত থেকে কবরে আযাব সংঘটিত হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়।

৫. আল্লাহ তাআলা যাদেরকে যে শাস্তি দেবেন তারা সে শাস্তিরই উপযুক্ত। অন্যায়ভাবে আল্লাহ তাআলা কাউকে শাস্তি দেন না।

৬. মানুষ আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের যথার্থ শুকরিয়া আদায় না করার কারণে তাদের থেকে নিয়ামত উঠিয়ে নেয়া হয়।

৭. মুসলমানদের সাথে কোনো জাতি চুক্তিবদ্ধ হলে সে চুক্তি মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য।

৮. চুক্তিবদ্ধ জাতির নিকট থেকে যদি এমন আচরণ পাওয়া যায়, যা চুক্তির শর্তাবলীর বিরোধী অথবা তাদের থেকে চুক্তিভঙ্গের আশংকা সৃষ্টি হয় তবে চুক্তি আর বলবৎ নেই বলে ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে।

৯. চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা না দিয়ে চুক্তিবদ্ধ জাতির সাথে চুক্তিবিরুদ্ধ আচরণ দেখানো বৈধ নয়।

১০. বিপক্ষ দলের থেকে চুক্তিবিরোধী আচরণ পাওয়া গেলে বা মুসলমানদের শত্রুদের সাথে বিপক্ষ দলের কাউকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত পাওয়া গেলে তাকে হত্যা করা বৈধ।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-৬

⑤⑨ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ○

৫৯. আর যারা কুফরী করেছে তারা যেন কখনো মনে না করে যে, তারা পার হয়ে গেছে ; নিশ্চয় তারা (মু'মিনগণকে) ঠেকাতে পারবে না।

⑥⓪ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

৬০. আর তোমরা তাদের (মুকাবিলার) জন্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী যথাসাধ্য প্রস্তুত রাখবে[৪৪]

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۚ

এর সাহায্যে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়া অন্যদেরকেও

لَا تَعْلَمُونَهُمْ ۚ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

তোমরা তাদেরকে জাননা ; আল্লাহ তাদেরকে জানেন ; আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছুই ব্যয় করে থাকো

⑤⑨ وَ-আর ; لَا يَحْسَبَنَّ-তারা কখনো যেন মনে না করে ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; سَبَقُوا-তারা পার হয়ে গেছে ; انَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয়ই তারা ; لَا يُعْجِزُونَ-ঠেকাতে পারবে না। ⑥⓪ وَ-আর ; اَعِدُّوا-তোমরা প্রস্তুত রাখবে ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের (মুকাবিলার) জন্য ; مَا اسْتَطَعْتُمْ-যথাসাধ্য ; مِنْ قُوَّةٍ-শক্তি ; وَ-ও ; مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ-(من+رباط+ال+خيل)-অশ্ববাহিনী ; تُرْهِبُوْنَ-তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে ; بِهٖ-তার সাহায্যে ; عَدُوَّ-শত্রুকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; عَدُوَّكُمْ-(عدو+كم)-তোমাদের শত্রুকে ; وَ-এবং ; اٰخَرِيْنَ-অন্যদেরকেও ; مِنْ دُوْنِهِمْ-(من+دون+هم)-তাদের ছাড়া ; لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ-(لاتعلمون+هم)-তোমরা তাদেরকে জাননা ; اَللّٰهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُهُمْ-(يعلم+هم)-আল্লাহ তাদরেকে জানেন ; وَ-আর ; مَا-যা ; تُنْفِقُوْا-তোমরা ব্যয় করে থাকো ; مِنْ شَيْءٍ-যা কিছু ; فِيْ سَبِيْلِ-পথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

৪৪. অর্থাৎ তোমাদের নিকট সর্বদা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম এবং স্থায়ী একটি বাহিনী সর্বদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন যেন যথাসময় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বেগ

يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ

তোমাদেরকে তা পুরোপুরিই দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুল্‌ম করা হবে না।
৬১. আর যদি তারা ঝুঁকে পড়ে সন্ধির দিকে

فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

তাহলে আপনিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়ুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন ;
নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

﴿٦٢﴾ وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ط هُوَ الَّذِيْٓ

৬২. আর যদি তারা চায় আপনাকে ধোঁকা দিতে, তবে নিশ্চিত আল্লাহ
আপনার জন্য যথেষ্ট ;[৪৫] তিনি সেই সত্তা

يُوَفَّ-তা পুরোপুরিই দেয়া হবে ; اِلَيْكُمْ-তোমাদেরকে ; وَ-এবং ; اَنْتُمْ-তোমাদের
প্রতি ; لَاتُظْلَمُوْنَ-যুলুম করা হবে না।(৬১) وَ-আর ; اِنْ-যদি ; جَنَحُوْا-তারা ঝুঁকে পড়ে ;
لِلسَّلْمِ-(ل+ال+سلم)-সন্ধির দিকে ; فَاجْنَحْ-(ف+اجنح)-তাহলে আপনিও ঝুঁকে পড়ুন ;
لَهَا-তার প্রতি ; وَ-এবং ; تَوَكَّلْ-ভরসা করুন ; عَلَى-উপর ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِنَّهٗ-
(ان+ه)-নিশ্চয়ই তিনি ; هُوَ-তিনি ; السَّمِيْعُ-(ال+سميع)-সর্বশ্রোতা ; الْعَلِيْمُ-(ال+
عليم)-সর্বজ্ঞ।(৬২) وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يُرِيْدُوْا-তারা চায় ; اَنْ يَّخْدَعُوْكَ-(ان يخدعوا+
ك)-আপনাকে ধোঁকা দিতে ; فَاِنَّ-(ف+ان)-তবে নিশ্চিত ; حَسْبَكَ-(حسب+ك)-
আনার জন্য যথেষ্ট ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; هُوَ-তিনি সেই সত্তা ; الَّذِيْ-যিনি ;

পেতে না হয়। বিপদ একেবারে সামনে এসে খাড়া হলে তখন অস্ত্র-শস্ত্র ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী খুঁজতে চেষ্টা করতে যাওয়া অর্থহীন ; কেননা প্রস্তুতি নিতে নিতে শত্রুবাহিনী তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে ফেলবে।

৪৫. অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তোমরা ভীরুতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দেবে না। সেক্ষেত্রে তোমরা বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেবে। শত্রু বাহিনী যদি সন্ধি করতে চায়, তোমরা তাদের সন্ধি প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করে নাও। তারা যদি তাদের অন্তরে কোনো দূরভিসন্ধি লুকিয়ে রাখে তার জন্য আল্লাহই ভাল জানেন। যদি তারা যথার্থই সন্ধির প্রস্তাব দেয় তাহলে তোমরা অনর্থক তাদের নিয়তের কথা চিন্তা করে সন্ধি করতে পিছিয়ে থেকো না। কারণ সন্ধির দ্বারা তোমাদের নৈতিক প্রাধান্য স্বীকৃতি হবে। তারা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে সেজন্য তোমরা প্রস্তুতও থাকবে, সন্ধি হয়ে গেছে মনে করে অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকা ঠিক নয়, যাতে করে বিশ্বাসঘাতকতার যথার্থ জবাব দেয়া যায়।

أَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ

যিনি আপনাকে শক্তিশালী করেছেন নিজ সাহায্য দ্বারা এবং মু'মিনদের দ্বারা। ৬৩. আর তিনি তাদের হৃদয়ে প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন ;

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ

আপনি যদি দুনিয়াতে যা আছে তার সমুদয় সম্পদও ব্যয় করতেন, আপনি তাদের হৃদয়ে প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করতে পারতেন না

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন ;[৪৬] নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

﴿٦٤﴾ يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৬৪. হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং মু'মিনদের মধ্যে যারা আপনাকে অনুসরণ করে (তাদের জন্যও)।

أَيَّدَكَ-(ايد+ك)-আপনাকে শক্তিশালী করেছেন ; بِنَصْرِهٖ-(ب+نصر+ه)-নিজ সাহায্য দ্বারা ; وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের দ্বারা। (৬৩) وَ-আর ; أَلَّفَ-তিনি প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন ; بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ-(بين+قلوب+هم)-তাদের হৃদয়ে ; لَوْ-যদি ; أَنْفَقْتَ-আপনি ব্যয় করতেন ; مَا-যা আছে ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়াতে ; جَمِيْعًا-সমুদয় সম্পদও ; مَّا أَلَّفْتَ-আপনি প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করতে পারতেন না ; بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ-তাদের হৃদয়ে ; وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; أَلَّفَ-সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; إِنَّهٗ-নিশ্চয় তিনি ; عَزِيْزٌ-পরাক্রমশালী ; حَكِيْمٌ-প্রজ্ঞাময়। (৬৪) يٰٓأَيُّهَا-হে ; النَّبِيُّ-(ال+نبى)-নবী ; حَسْبُكَ-(حسب+ك)-আপনার জন্য যথেষ্ট ; اللّٰهُ-আল্লাহই ; وَ-এবং ; مَنْ-যারা ; اتَّبَعَكَ-(اتبع+ك)-আপনাকে অনুসরণ করে (তাদের জন্যও) ; مِنَ-মধ্যে ; الْمُؤْمِنِيْنَ-(ال+مؤمنين)-মু'মিনদের।

৪৬. ইসলামী আদর্শ মানুষে মানুষে যে ভাই ভাই সম্পর্ক গড়ে তোলে এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। আরব জাতি ছিল বহুধা গোত্রে বিভক্ত। গোত্রে গোত্রে ছিল কঠোর শত্রুতা। যে শত্রুতা ছিল শতাব্দীকাল চলমান। এক গোত্র ছিল অপর গোত্রের জানের দুশমন। এরূপ কঠিন শত্রুতাকে মাত্র দু'তিন বছরের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও গভীর ভালবাসায় পরিণত করে দেয়া একমাত্র আল্লাহর রহমতে সম্ভব

হয়েছে। বৈষয়িক কোনো সম্পদ দ্বারা এরূপ সম্পর্ক গড়ে তোলা একেবারেই অসম্ভব। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলার এরশাদ হচ্ছে—আমার সাহায্য দ্বারা যখন এরূপ একটি কাজ তোমাদের চোখের সামনে সম্ভবপর হয়েছে, তখন ভবিষ্যতেও কোনো বৈষয়িক সম্পদের উপর নির্ভরশীল হওয়া তোমাদের উচিত নয় ; বরং আল্লাহর সাহায্যের প্রতিই আকৃষ্ট থাকা আবশ্যক।

৮ রুকূ' (৫৯-৬৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সাময়িকভাবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পাওয়া দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত নয়। কারণ কাফের-মুশরিকদেরকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই পাকড়াও করবেন।

২. ইসলামের শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধের উপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা বা সংগ্রহে রাখা ফরয। এতে যুগোপযোগী যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, অস্ত্র চালানোর ট্রেনিং, শারীরিক যোগ্যতা অর্জন ইত্যাদি এর মধ্যে শামিল।

৩. যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা করাকে হাদীসে বিরাট ইবাদাত বলে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং এসব কাজকে তথাকথিত 'পরহেযগারীর খেলাফ' মনে করা যথার্থ নয়।

৪. যুদ্ধ প্রস্তুতি দ্বারা যে শুধুমাত্র প্রকাশ্য প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করা হবে তা নয়, জানা-অজানা অনেক গোপন প্রতিপক্ষও এতে দমন হবে।

৫. ইসলামী আন্দোলন, সংগ্রাম, জিহাদ প্রস্তুতি, জিহাদে অংশ নেয়া ইত্যাদি কার্যক্রমকে দুনিয়াবী আখ্যা দিয়ে এ থেকে মুসলমানদেরকে বিরত রাখা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের বিরোধী কাজ ছাড়া আর কিছু নয়।

৬. এসব কাজের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা পুরোপুরি দেবেন—এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং মুসলমানদের কাজকে দুনিয়াবী ও উখরোবী তথা ইহকালীন ও পরকালীন হিসেবে ভাগ করা সঠিক নয়। কেননা তাদের সকল বৈধ কাজেরই মূল লক্ষ্য হবে স্বাভাবিকভাবে পরকাল। আর পরকালের প্রতিদান দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

৭. যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে বিপক্ষ দল যদি সন্ধির প্রস্তাব দেয় তবে তা গ্রহণ করা উচিত, তবে তাদের কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের ধোঁকা, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে আল্লাহর উপরই ভরসা করতে হবে।

৮. একমাত্র ইসলামই মানুষে মানুষে সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পারে। ইসলামী আদর্শ ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ দ্বারা বা কোনো প্রকার ধন-সম্পদ দ্বারা অথবা অন্য কোনো উপায়ে এ ধরণের প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করা মোটেই সম্ভব নয়।

৯. মুসলমানদের জন্য সকল পরিস্থিতিতে একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত। মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

১০. আল্লাহর রহমত পেতে মু'মিনদেরকে অবশ্যই তাঁর রাসূলের যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। তাহলেই আল্লাহর অভিভাবকত্বের বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-৫

⑥٥ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن

৬৫. হে নবী! যুদ্ধের জন্য মু'মিনদেরকে উৎসাহ দিন ; যদি হয়

مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم

তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল তারা বিজয়ী হবে দু'শ জনের উপর ;
আর যদি হয় তোমাদের মধ্য থেকে

مِّائَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ○

একশ জন তারা বিজয়ী হবে তাদের এক হাজারের উপর যারা কুফরী করে কেননা তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা বুঝতে পারে না[৪৭]

(৬৫) يَاأَيُّهَا-হে ; النَّبِيُّ-নবী ; حَرِّضِ-অপনি উৎসাহ দিন ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদেরকে ; عَلَى الْقِتَالِ-(على+ال+قتال)-যুদ্ধের জন্য ; اِنْ-যদি ; يَكُنْ-হয় ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্য থেকে ; عِشْرُوْنَ-বিশজন ; صَبِرُوْنَ-ধৈর্যশীল ; يَغْلِبُوْا-তারা বিজয়ী হবে ; مِائَتَيْنِ-দু'শ জনের উপর ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يَكُنْ-হয় ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্য থেকে; مِائَةٌ-একশ' জন ; يَغْلِبُوْا-তারা বিজয়ী হবে ; اَلْفًا-এক হাজারের উপর; مِنَ الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করে ; بِاَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-কেননা তারা ; قَوْمٌ-এমন এক সম্প্রদায় ; لَا يَفْقَهُوْنَ-যারা বুঝতে পারে না।

৪৭. দীনের সঠিক জ্ঞানই হলো 'তাফাক্কুহ ফিদ-দীন' অর্থাৎ আজকে আমরা যাকে আধ্যাত্মিক বা নৈতিক শক্তি বলে অভিহিত করে থাকি। যে ব্যক্তি তার যুদ্ধ জিহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা রাখে, সে ভালভাবে অনুধাবন করতে পারে যে, যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে সে যুদ্ধ-জিহাদে লিপ্ত হয়েছে, সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাড়া তার জীবনই অর্থহীন। সে নিজের সত্তা ও আল্লাহর সত্তা এবং আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কসূত্র,মৃত্যুর মহাসত্যতা, মৃত্যু পরবর্তী জীবনের মাহাত্ম্যকে খুব ভাল করে জানে। সে এটাও জানে যে, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে বাতিল বিজয়ী হলে তার পরিণাম কি হবে। এমন লোক অবশ্যই উদ্দেশ্যহীন অথবা জাহেলী জাতীয়তাবাদ বা শ্রেণী-সংগ্রামের চেতনায় যুদ্ধকারীর চেয়ে অধিকতর নৈতিক শক্তির অধিকারী হবে—এতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই। এজন্যই আল্লাহ তাআলা এতদুভয়ের শক্তির

৬৬ اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۚ فَاِنْ يَّكُنْ

৬৬. এখন আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং তিনি তো অবশ্যই জানেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে ; সুতরাং যদি হয় ;

مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ

তোমাদের মধ্য থেকে একশ' ধৈর্যশীল লোক তারা বিজয়ী হবে দু'শ জনের উপর ; আর যদি হয় তোমাদের মধ্য থেকে এক হাজার

يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ৬৭ مَا كَانَ

তারা বিজয়ী হবে আল্লাহর ইচ্ছায় দু' হাজারের উপর ;[৪৮] আর আল্লাহতো ধৈর্যশীলদের সাথেই আছেন। ৬৭. সমীচীন নয়

لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ۚ تُرِيْدُوْنَ

কোনো নবীর জন্য তাঁর নিকট কোনো বন্দী থাকা যতক্ষণ না দেশে ভালভাবে শত্রুকে বিপর্যস্ত করা হবে ; তোমরাতো চাও

৬৬ اَلْئٰنَ-এখন ; خَفَّفَ-সহজ করে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَنْكُمْ-তোমাদের জন্য ; وَ-এবং ; عَلِمَ-তিনিতো জানেন ; اَنَّ-অবশ্যই ; فِيْكُمْ-(فى+كم)-তোমাদের মধ্য ; ضَعْفًا-দুর্বলতা আছে ; فَاِنْ-(ف+ان)-সুতরাং যদি ; يَّكُنْ-হয় ; مِّنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; مِّائَةٌ-একশ' ; صَابِرَةٌ-ধৈর্যশীল লোক ; يَّغْلِبُوْا-তারা বিজয়ী হবে ; مِائَتَيْنِ-দু'শ জনের উপর ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يَّكُنْ-হয় ; مِّنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে থেকে ; اَلْفٌ-এক হাজার ; يَّغْلِبُوْٓا-তারা বিজয়ী হবে ; اَلْفَيْنِ-দু' হাজারের উপর ; بِاِذْنِ-(ب+اذن)-ইচ্ছায় ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ তো ; مَعَ-সাথেই আছেন ; الصّٰبِرِيْنَ-(ال+صبرين)-ধৈর্যশীলদের। ৬৭ مَا كَانَ-সমীচীন নয় ; لِنَبِيٍّ-কোনো নবীর জন্য ; اَنْ يَّكُوْنَ-থাকা ; لَهٗ-তার নিকট ; اَسْرٰى-কোনো বন্দী ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; يُثْخِنَ-ভালভাবে বিপর্যস্ত করা হবে শত্রুকে ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দেশে ; تُرِيْدُوْنَ-তোমরা তো চাও ;

পার্থক্য এক ও দশ দ্বারা বুঝিয়েছেন। অবশ্য এ পার্থক্য শুধুমাত্র সঠিক বুঝ-এর কারণেই হয় না, তৎসঙ্গে 'সবর' তথা ধৈর্যের গুণ থাকাও অপরিহার্য।

৪৮. মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে শক্তির যথার্থ পার্থক্য এক ও দশ ; কিন্তু যেহেতু তখনো মুসলমানদের নৈতিক প্রশিক্ষণ অপূর্ণ রয়ে গেছে। তাদের চেতনা ও অনুধাবন

عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ; আর আল্লাহ চান আখিরাতের কল্যাণ ; আর আল্লাহতো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

৬৮ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

৬৮. যদি না থাকত আল্লাহর লিখিত বিধান যা পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে আছে, তাহলে তোমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ সেজন্য তোমাদের উপর অবশ্যই কঠিন শাস্তি আপতিত হতো।

৬৯ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

৬৯. অতএব তোমরা যা গনীমত হিসেবে লাভ করেছো তা হালাল ও পবিত্র হিসেবে উপভোগ করো, এবং তোমরা ভয় করো আল্লাহকে ;[৪৯] নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

عَرَضَ-ধন-সম্পদ ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; يُرِيدُ-চান ; الْآخِرَةَ - আখিরাতের কল্যাণ ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَزِيزٌ-পরাক্রমশালী ; حَكِيمٌ-প্রজ্ঞাময়। ৬৮ لَوْلَا-যদি না থাকত ; كِتَابٌ-লিখিত বিধান ; مِنَ اللَّهِ-আল্লাহর ; سَبَقَ-যা পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে আছে ; لَمَسَّكُمْ-(ل+مس+كم)-তাহলে অবশ্যই তোমাদের উপর আপতিত হতো ; فِيمَا أَخَذْتُمْ-(في+ما+اخذتم)-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ সেজন্য ; عَذَابٌ-শাস্তি ; عَظِيمٌ-কঠিন। ৬৯ فَكُلُوا-(ف+كلوا)-অতএব তোমরা উপভোগ করো ; مِمَّا-তা যা ; غَنِمْتُمْ-তোমরা গনীমত হিসেবে লাভ করেছো ; حَلَالًا-হালাল ও ; طَيِّبًا-পবিত্র হিসেবে ; وَ- এবং ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; اللَّهَ-আল্লাহকে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই; اللَّهَ-আল্লাহ ; غَفُورٌ-অতীব ক্ষমাশীল ; رَحِيمٌ-পরম দয়ালু।

শক্তিও পরিপক্ক হয়নি। তাই আপাতত এক ও দুয়ের ন্যূনতম পার্থক্য নিয়েই তাদেরকে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। স্মরণীয় যে, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী দ্বিতীয় সনে। মুসলমানরা সকলেই নতুন। সবেমাত্র তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখনও তাদের প্রশিক্ষণ পূর্ণ হয়নি। তবে পরবর্তীকালে যুদ্ধ-জিহাদের দিকে দৃষ্টি দিলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে শক্তির পার্থক্য এক ও দশ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের শেষ দিকের এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়কার জিহাদ সমূহে তার বাস্তব প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

৪৯. এখানে সকল মুসলমানকে আল্লাহ তাআলা এ বলে তিরস্কার করেছেন যে, তোমাদের লক্ষ্য থাকবে আখিরাতের কল্যাণ ; কিন্তু তোমাদের কর্মতৎপরতায় দেখা যায় যে, তোমাদের প্রবণতা দুনিয়ার সম্পদের প্রতি। ইতিপূর্বে তোমরা শত্রুদের মূল

শক্তির পরিবর্তে তাদের ব্যবসায়িক কাফেলার উপর আক্রমণ করতে চেয়েছিলে ; এখন তোমরা শত্রুদের শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়ার পরিবর্তে গণীমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছো। অতপর তোমরা বন্দীদের ব্যাপারে মুক্তিপণ আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো —এসব তৎপরতা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দুনিয়ার লোভ-লালসা তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তোমাদের যুদ্ধের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল কাজতো ছিল এটাই যে, তোমরা শত্রুদের শক্তিকে চিরতরে নির্মূল করে দেবে। তবে যদি আল্লাহ তাআলা পূর্বাহ্নে মুক্তিপণ গ্রহণের অনুমতি না দিতেন, তাহলে এ কাজের জন্য তোমরা সকলেই শাস্তির উপযুক্ত হতে। সে যাই হোক এখন তোমরা যা গ্রহণ করেছো তা উপভোগ করতে পারো। তবে ভবিষ্যতে এরূপ তৎপরতা থেকে তোমাদেরকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে।

৯ রুকূ' (৬৫-৬৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে চূড়ান্ত পর্যায়ে যুদ্ধ-জিহাদ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এর বিকল্প কোনো পথ নেই। এ সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন।

২. মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে শক্তির অনুপাত হলো—এক ও দশের। এটা মুসলমানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সুখবর ; সুতরাং যুদ্ধ-জিহাদে তাদের হতাশার কোনো কারণই নেই।

৩. মুসলমানদের শক্তির উৎস হলো দুনিয়া-আখিরাত, নিজের সত্তা, আল্লাহর সত্তা এবং আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক জ্ঞান। এ জ্ঞানের ফলেই তাদের শক্তির প্রবৃদ্ধি ঘটে।

৪. যুদ্ধ-জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও পরিষ্কার ধারণার সাথে অপর যে গুণটি মুসলমানদের মধ্যে থাকা একান্ত আবশ্যক তাহলো 'সবর বা ধৈর্য। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে।

৫. মুসলমানদের সার্বিক কাজ-কর্মে মূল লক্ষ্য থাকবে পরকালীন কল্যাণ অর্জন। দুনিয়ার ধন-সম্পদের উপর আখিরাতের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬. আখিরাতের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করলে দুনিয়া-আখিরাত উভয়ের কলাণই অর্জিত হবে। অপর দিকে দুনিয়ার ধন-সম্পদের লক্ষ্যে কাজ করলে দুনিয়াতে তা পাওয়াতো নিশ্চিত নয়, আর আখিরাতে একেবারেই বঞ্চিত হতে হবে।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-১০

পারা হিসেবে রুকূ'-৬

আয়াত সংখ্যা-৬

(٧٠) يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيۡدِيكُم مِّنَ ٱلۡأَسۡرَىٰٓ

৭০. হে নবী! আপনি তাদেরকে বলে দিন যারা
আপনাদের হাতে বন্দী হিসেবে রয়েছে যে,

إِن يَعۡلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمۡ خَيۡرٗا يُؤۡتِكُمۡ خَيۡرٗا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمۡ

আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোনো উত্তম কিছু দেখেন তবে তোমাদের নিকট থেকে যা নেয়া হয়েছে তার চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করবেন

وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ (٧١) وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ

এবং ক্ষমা করে দেবেন তোমাদেরকে, আর আল্লাহতো অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।
৭১. আর যদি তারা চায় বিশ্বাসঘাতকতা করতে অপনার সাথে

فَقَدۡ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبۡلُ فَأَمۡكَنَ مِنۡهُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

তবে তারা তো ইতিপূর্বে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল আল্লাহর সাথেও। অতপর তিনি তাদের উপর শক্তিশালী করে দিলেন (আপনাকে) ; আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

(৭০) يَاَيُّهَا-হে ; النَّبِىُّ-(ال+نبى)-নবী ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; لِمَنْ-তাদেরকে যারা ; فِىْٓ اَيْدِيْكُمْ-(فى+ايدى+كم)-আপনাদের হাতে রয়েছে; مِّنَ الْاَسْرٰى-(من+ال+اسرى)-বন্দীদের থেকে ; اِنْ-যদি ; يَّعْلَمِ-দেখেন (জানতে পারেন) ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فِى قُلُوْبِكُمْ-(فى+قلوب+كم)-তোমাদের অন্তরে ; خَيْرًا-কোনো উত্তম কিছু ; يُؤْتِكُمْ-(يؤت+كم)-তোমাদেরকে দান করবেন ; خَيْرًا-উত্তম কিছু ; مِّمَّا-(من+ما)-তার চেয়েও যা ; اُخِذَ-নেয়া হয়েছে ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের নিকট থেকে ; وَ-এবং ; يَغْفِرْ-ক্ষমা করে দেবেন ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ তো ; غَفُوْرٌ-অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু। (৭১) وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يُّرِيْدُوْا-তারা চায় ; خِيَانَتَكَ-(خيانة+ك)-আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে ; فَقَدْ خَانُوْا-(ف+قد)-(خانوا)-তবে তারা তো বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ; اللّٰهَ-আল্লাহর সাথেও ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; فَاَمْكَنَ-(ف+امكن)-অতপর তিনি শক্তিশালী করে দিলেন ; مِنْهُمْ-তাদের উপর ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহই ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمٌ-প্রজ্ঞাময়।

(৭২) إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ

৭২. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং
জিহাদ করেছে তাদের মাল-দৌলত দ্বারা

وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا أُولٰٓئِكَ

ও তাদের জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও
সাহায্য-সহায়তা দিয়েছে তারাই

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا

একে অপরের বন্ধু ; আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি

مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ

তাদের অভিভাবকত্বের কোনো কিছু (দায়িত্ব) তোমাদের নেই
যতক্ষণ না তারা হিজরত করে ;[৫০]

(৭২) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; هَاجَرُوْا-হিজরত করেছে; وَ-এবং ; جٰهَدُوْا-জিহাদ করেছে ; بِاَمْوَالِهِمْ-(ب+اموال+هم)-তাদের মাল-দৌলত দ্বারা ; وَ-ও ; اَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-তাদের জীবন দিয়ে ; فِيْ سَبِيْلِ-পথে ; اللّٰه-আল্লাহর ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰوَوْا-আশ্রয় দিয়েছে ; وَّ-ও ; نَصَرُوْٓا-সাহায্য-সহায়তা দিয়েছে ; اُولٰٓئِكَ-তারাই ; بَعْضُهُمْ-(بعض+هم)-তারা একে ; اَوْلِيَآءُ-বন্ধু ; بَعْضٍ-অপরের; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-কিন্তু; لَمْ يُهَاجِرُوْا-হিজরত করেনি ; مَا-নেই ; لَكُمْ-তোমাদের ; مِنْ وَّلَايَتِهِمْ-(من+ولاية+هم)-তাদের অভিভাবকত্বের ; مِنْ شَيْءٍ-কোনো কিছু (দায়িত্ব) ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; يُهَاجِرُوْا-তারা হিজরত করে ;

৫০. বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, পৃষ্ঠপোশকতা, সহযোগিতা, অভিভাবকত্বকে আরবি ভাষায় 'বিলায়াত' (وِلَايَةٌ) শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়ে থাকে। এখানে 'বিলায়াত' দ্বারা সেই আত্মীয়তাকে বুঝানো হয়েছে যা স্থাপিত হয় নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে, রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে এবং নাগরিক ও নাগরিকের মধ্যে। এখানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের একটি মূলনীতি উল্লিখিত হয়েছে। আর তা হলো—'বিলায়াতে'র সম্পর্ক হতে পারে এমন লোকদের মধ্যে যারা একই ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে বা কেউ মুহাজির হলেও এখন ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। কিন্তু যারা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে না এবং ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করে আসারও তাদের প্রচেষ্টা নেই

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ

আর তারা যদি দীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট সাহায্য চায় তবে সাহায্য করা তোমাদের দায়িত্ব, সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ছাড়া

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ

যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে ;[৫১] আর তোমরা যা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। ৭৩. আর যারা

كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ

কুফরী করেছে তারা একে অপরের বন্ধু ; যদি তোমরা তা (পরস্পর সাহায্যের কাজটি) না করো সৃষ্টি হবে ফিতনা

وَ-আর ; اِنِ-যদি ; اسْتَنْصَرُوكُمْ-(استنصروا+كم)-তারা তোমাদের নিকট সাহায্য চায়; فِى-ব্যাপারে ; الدِّيْنِ-দীনের ; فَعَلَيْكُمُ-(ف+على+كم)-তবে তোমাদের দায়িত্ব; النَّصْرُ-(ال+نصر)-সাহায্য করা ; اِلاَّ-ছাড়া ; عَلٰى-বিরুদ্ধে ; قَوْمٍ-সেই সম্প্রদায়ের ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; مِيْثَاقٌ-সন্ধিচুক্তি রয়েছে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِمَا-(ب+ما)-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করছো ; بَصِيْرٌ-সম্যক দ্রষ্টা। ﴿٧٣﴾ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; بَعْضُهُمْ-(بعض+هم)-তাদের একে ; اَوْلِيَاءُ-বন্ধু ; بَعْضٍ-অপরের ; اِلاَّ-যদি না ; تَفْعَلُوْهُ-(تفعلوا+ه)-তোমরা তা (পরস্পর সাহায্যের কাজটি) করো ; تَكُنْ-সৃষ্টি হবে ; فِتْنَةٌ-ফিতনা ;

তাদের পৃষ্ঠপোশকতা ও অভিভাবকত্বের কোনো দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের নেই। তবে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কতো অবশ্যই থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্রে বন্ধুত্ব, পৃষ্ঠপোশকতা ও অভিভাবকত্বের সম্পর্ক তো থাকবে তাদের সাথে, যারা ইসলামী রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাস করে কিংবা অন্য কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রে চলে এসেছে।

দরুল ইসলাম ও দরুল কুফর-এর মুসলমানরা পরস্পর মীরাস না পাওয়ার বিধানও এ মূলনীতির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ নীতির ফলেই একজন অপরজনের আইনগত ওলী বা অভিভাবক হতে পারে না, পরস্পর বিবাহ-শাদী হতে পারে না। এ আয়াতের দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন—"মুশরিকদের মধ্যে অবস্থানকারী মুসলমানদের পৃষ্ঠপোশকতা ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।"

فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا

দুনিয়াতে এবং (ছড়িয়ে পড়বে) মহা বিপর্যয়। ৭৪. আর যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে

وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ

এবং জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারাই (সেই লোক)

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

যারা প্রকৃত মু'মিন ; তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজক রিয্ক।

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তীতে এবং হিজরত করেছে ও জিহাদ করেছে তোমাদের সাথে

فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়াতে ; وَ-এবং ; فَسَادٌ-বিপর্যয় ; كَبِيرٌ-মহা। (৭৪) وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; أَمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; هَاجَرُوا-হিজরত করেছে ; وَ-এবং; جَاهَدُوا-জিহাদ করেছে; فِي سَبِيلِ-(فى+سبيل)-পথে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; وَ-আর; الَّذِينَ-যারা ; أَوَوا-আশ্রয় দিয়েছে ; وَّ-ও ; نَصَرُوا-সাহায্য করেছে ; أُولَٰئِكَ-তারাই (সেই লোক) ; هُمُ-যারা ; الْمُؤْمِنُونَ-(ال+مؤمنون)-মু'মিন ; حَقًّا-প্রকৃত ; لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্য রয়েছে ; مَغْفِرَةٌ-ক্ষমা ; وَّ-ও ; رِزْقٌ-রিয্ক ; كَرِيمٌ-সম্মানজনক। (৭৫) وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; أَمَنُوا-ঈমান এনেছে; مِنْ بَعْدُ-পরবর্তীতে ; وَ-এবং ; هَاجَرُوا-হিজরত করেছে; وَ-ও ; جَهَدُوا-জিহাদ করেছে ; مَعَكُمْ-(مع+كم)-তোমাদের সাথে ;

৫১. দারুল কুফর-এ অবস্থানরত মুসলমানদেরকে হিজরত করে আসার পূর্বে রাজনৈতিকভাবে পৃষ্ঠপোশকতা করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের নেই ; তবে সেই দেশের মযলূম মুসলমানরা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের খিলাফতে আসীন ব্যক্তিবর্গ বা তার বাসিন্দাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদের সাহায্যে ইসলামী রাষ্ট্র ও নাগরিকদের অবশ্য এগিয়ে আসতে হবে। তবে এ সাহায্য-সহায়তাও আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতির মধ্য দিয়ে হবে। যেমন যদি কোনো দেশের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধিচুক্তি থাকে তবে সেই দেশের বিরুদ্ধে সেই দেশের মুসলিমদের সহায়তা করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে সন্ধিচুক্তির আওতার মধ্যে থেকে মৌলিক মানবিক সাহায্য করা যেতে পারে। যে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অন্য কোনো রাষ্ট্রের সন্ধিচুক্তি বলবত রয়েছে

فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ

তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত ; আর আত্মীয়গণ তাদের একে অধিক হকদার[৫২]

بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অপরের চেয়ে আল্লাহর বিধান মতে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

فَأُولَٰئِكَ-তারাও ; مِنكُمْ-(من+كم)-তোমাদের অন্তর্ভুক্ত ; وَ-আর ; أُولُوا الْأَرْحَامِ-(اولوا+ال+ارحام)-আত্মীয়গণ ; بَعْضُهُمْ-(بعض+هم)-তাদের একে ; أَوْلَىٰ-অধিক হকদার ; بِبَعْضٍ-(ب+بعض)-অপরের চেয়ে ; فِي كِتَابِ اللَّهِ-(فى+كتب+الله)-আল্লাহর বিধান মতে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; بِكُلِّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-বিষয়ে ; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ।

শুধুমাত্র সেই ইসলামী রাষ্ট্র ও তার জনগণই সন্ধিচুক্তি মেনে চলতে বাধ্য অন্য কোনো দেশের মুসলিম জনগণ তা মানতে বাধ্য নয়।

৫২. অর্থাৎ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দ্বারা মীরাসের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং বৈবাহিক আত্মীয়তার দ্বারা যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে না। এক্ষেত্রে আত্মীয়তাই আইনগত অধিকার লাভ করবে। এর দ্বারা এমন ভুল ধারণা নিরসন করা হয়েছে, যা হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেউ কেউ ধারণা করে নিয়েছিল। সে সময় কেউ কেউ ধারণা করে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের দ্বারা বুঝি একে অপরের মীরাসের অধিকার লাভ করবে।

১০ রুকূ' (৭০-৭৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. 'বদর' যুদ্ধের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে ঈমান আনার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা অনুসারে দুনিয়াতেও বিপুল সম্পদ দান করেছেন আর আখিরাতেও ক্ষমা এবং জান্নাতে উচ্চ স্থান দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহই মাফ হয়ে যায়।

২. ইসলাম গ্রহণের পর কেউ তা থেকে ফিরে গেলে সে না ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে, আর না মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে ; বরং এটা তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে যা পূর্বেকার খিয়ানতকারীদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে।

৩. যারা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর দীনের জন্য জিহাদ-সংগ্রাম করে তারাই একে অপরের যথার্থ বন্ধু, পৃষ্ঠপোশক ও সাহায্যকারী। মানুষে মানুষে সম্পর্ককে মযবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদর্শই মূল উপাদান।

৪. ইসলামী রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থানরত মুসলমানদেরকে রাজনৈতিকভাবে পৃষ্ঠপোশকতা দান করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়। তবে তারা যদি হিজরত করে আসে তাহলে এ দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষও জনগণের উপর চাপাবে।

৫. অমুসলিম দেশে অবস্থানরত মযলুম মুসলমানরা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট সাহায্যের আবেদন জানায় তবে রাষ্ট্র ও জনগণ সকলের দায়িত্ব হবে তাদের সাহায্য করা।

৬. অমুসলিম দেশে অবস্থানরত মুসলমানরা যদি এমন দেশের অধিবাসী হয় যার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধিচুক্তি রয়েছে তবে চুক্তি বলবত অবস্থায় সে দেশের মযলুম মুসলমানদের জন্য সে দেশের অনুমতিতে মৌলিক মানবিক সাহায্য করা যাবে।

৭. সারা বিশ্বের কাফেররা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। কাফেরদের পরস্পর বন্ধুত্বের চেয়ে মু'মিনদের পরস্পর বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকতে হবে অনেক বেশি মযবুত।

৮. মুসলমানরা যদি পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আসে তবে পৃথিবীতে মুসলমানদের উপরই বিপর্যয় ব্যাপকভাবে নেমে আসবে। যার প্রমাণ অতীত ইতিহাস ছাড়া বর্তমানেও আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। মুসলমানরা যদি এখনও সচেতন না হয় তাহলে সামনে অপেক্ষা করছে মহা বিপর্যয়।

৯. আল্লাহর পথের সংগ্রামীদেরকে যারা আশ্রয় দিয়ে, সহায়-সম্পদ দিয়ে সহায়তা দান করে তারাও সংগ্রামীদের সমান প্রতিদান ও মর্যাদার অধিকারী।

১০. আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা নিবেদিত তাদের কামিয়াবীর সুসংবাদ এই যে, আল্লাহ তাদের সকল অপরাধই ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদেরকে দেবেন সম্মানজনক রিয্ক।

১১. নিবেদিতপ্রাণ সংগ্রামীদের কামিয়াবীর এ ঘোষণা কিয়ামত পর্যন্তই বলবত। কিয়ামত পর্যন্ত যারাই আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ সংগ্রামী হবে তাদের জন্যও এ ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্কের ব্যাপারে কোনো ব্যতিক্রম হবে না।

১২. মীরাস বা উত্তরাধিকার আল্লাহর বিধান মতে একমাত্র আত্মীয়দের জন্যই বির্ধারিত। আত্মীয় ছাড়া কোনো প্রকার আদর্শিক বা সামাজিকভাবে প্রচলিত কোনো ভ্রাতৃসম্পর্ক মীরাসের অধিকারী হবে না। এটাই আল্লাহর স্থায়ী বিধান।

৪র্থ খণ্ড সমাপ্ত

শব্দে শব্দে আল কুরআন

চতুর্থ খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান